আলেক্সি তল্‌স্তয়

অগ্নিপরীক্ষা

তিন খণ্ডে সমাপ্ত

তৃতীয় খণ্ড

বিষম প্রভাত

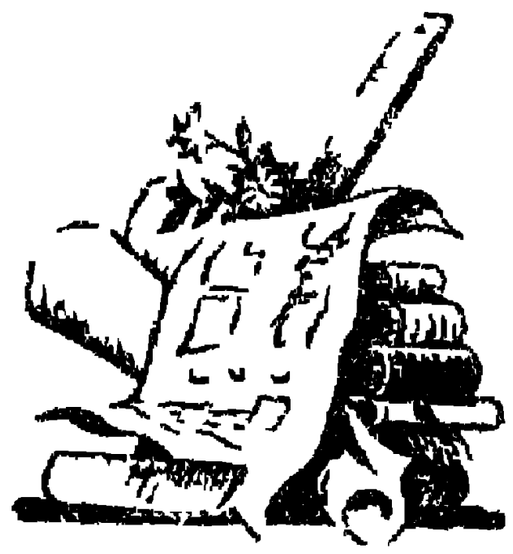

MAHARAJA BIR BIKRAM COLLEGE
4611
LIBRARY.
2.9.58
Agartala.

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি লিঃ

"..... .... .বিজয়ীর জীবন,
না হয় গৌরবের মৃত্যু....."
—স্‌ভিয়াতোস্লাভ*

আগুনের ধারে বসে আছে একটি মেয়ে, আর একজন পুরুষ। স্তেপের মাঝখানে নালা, সেখান থেকে ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়া এসে ওদের পিঠে লাগে। শস্যহীন, শুকনো গম-গাছগুলোর মধ্যে বাতাস শোঁ শোঁ ক'রে বেড়ায়। ঘাগরা

* স্‌ভিয়াতোস্লাভ (অনুমান ৯৪২—৯৭৩ খৃষ্টাব্দে)—কিয়েভ রাজ্যের রাজা। নির্ভীকতার জন্যে ইনি বিখ্যাত ছিলেন।

দিয়ে পা-টা ঢেকে আস্তিনের ভেতর হাত ঢুকিয়ে বসল মেয়েটি। ওর মাথার শাল একেবারে চোখ পর্যন্ত নামানো, চেহারার মধ্যে দেখা যায় শুধু খাড়া নাকটা, আর মুখটুকু। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে মুখটা এঁটে বন্ধ করে রেখেছে।

তেমন কিছু আগুন নয়। গরুটরু যেখানে জল খায়, সেখান থেকে ক'খানা ঘুঁটে কুড়িয়ে এনেছিল লোকটি—সেই ক'খানাই ধিকি ধিকি জ্বলছে। তার ওপর হাওয়াটা আবার জোর ধরল—ওদের অবস্থা আরও কাহিল।

"যখন ঘরে বসে আগুনের ধারে মৌজ করি, কিংবা উদাস দৃষ্টি মেলে জানালার বাইরে চাই, তখন স্বভাবের শোভা তারিফ করা খুবই সহজ। কিন্তু নিরানন্দ স্তেপের মাঝখানে বসে তো সহজ লাগে না। বাপরে, এখানে এ কী কষ্ট!"

কথা বলছিল পুরুষ লোকটি, নীচু সুরে। সে সুর তিক্ত, কিন্তু তাতে সন্তোষেরও আমেজ পাওয়া যায়। ওর দিকে মুখ ফিরিয়ে রুদ্ধশ্বাস বসে রইল মেয়েটি। একে তো ক্ষিধের জ্বালা আর লম্বা সফরের ধকল, তার ওপর আবার কী যে বকতে পারে এই লোকটা, ওকে একেবারে হাবরান করে ফেলেছে। লোকটাও তেমনি, মনের গোপন কথাগুলো পর্যন্ত দিব্যি আন্দাজ করে বলে দেয়, ভাবে কী কেরদানিই না করছে! ঘোমটার ভেতর থেকে ঘাড় কাত করে মেয়েটি সুমুখপানে চেয়ে রইল। দূরে দূরে ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা পাহাড়—তারই পেছনে শরতের দীপ্তিহীন সূর্য তখন অস্তে চলেছে। সূর্যাস্ত তো নয়, কালো আকাশের মাঝখানে সামান্য একটু ফাটল মাত্র। জনহীন স্তেপ যেমন অন্ধকার তেমনই অন্ধকার।

"দেখ শ্রীমতি দারিয়া দ্‌মিত্রেভ্‌না, এবার আমাদের আত্মাপুরুষটাকে খুশি করা যাক—কটা আলু সেঁকে নিই এসো। আমি না থাকলে তুমি কী যে করতে ভেবেও পাইনে!"

একটু বেঁকে শক্ত কখানা ঘুঁটে তুলে নিল ঘুঁটের গাদা থেকে। তারপর বেশ করে উল্টে পাল্টে তবে আগুনে বসাল। কোটের পকেটটা প্রকাণ্ড, তার থেকে বার হল আলু। জ্বলন্ত ঘুঁটেগুলো একটু খুঁচিয়ে আলু চাপিয়ে দিল। ওর মুখের রং লালচে। নাকটা মোটা, তবে ডগার দিকে চ্যাপ্টা হয়ে এসেছে। পাতলা দাড়ি, সুতোর মতো গোঁফ। মুখ দেখলে মনে হয়, লোকটা বোধ হয় চালাক চতুর। তবে ধূর্তের শিরোমণি হওয়াও অসম্ভব নয়। লোকটার একটা বদ অভ্যাস আছে—ঠোঁট দিয়ে চপ্‌ চপ্‌ শব্দ করে অনবরত।

"খালি খালি তোমার কথাই ভাবি দারিয়া দ্‌মিত্রেভ্‌না," লোকটি বলল। "জীবনের ওপর তোমার দখল বড় আলগা, হিংস্রতা না থাকলে কি চলে? তুমি সভ্য তা মানি, তবে সেও শুধু ওপর ওপর, বুঝলে বাছা।...তুমি হচ্ছ গোলাপী আপেল—মিষ্টি কিন্তু অপরিপক্ক।....."

বলছে আর আলুগুলোকে এ-পিঠ ও-পিঠ করছে। ওগুলো চোরাই আলু, আসার পথে একটা সব্জী ক্ষেত থেকে চুরি করে এনেছে। বোধ হয় সেই

কথাটারই ইঙ্গিত দিয়ে ওর নাকটা পিট-পিট করে। আবার আগুনের তাতে ঝকমকও করে। ওর নাম কুজ্‌মা কুজ্‌মিচ নেফেদভ। এন্তার বক্‌বক্‌ করে, আবার মনের কথা সব ফাঁস করে দেয়—দাশাকে পাগল করে তুলল লোকটা।

মাত্র ক'দিন আগে ওদের পরিচয়, রেলগাড়ীতে। সে গাড়ীও তেমনি। না ছিল সময়ের বাঁধন, না ছিল রাস্তার ঠিক-ঠিকানা। শেষ পর্যন্ত হোয়াইট কসাকরা এসে ডিরেল-ই করে দিল।

দাশা ছিল শেষের কামরায়—সে কামরাটা লাইন থেকে সরেনি। কিন্তু গাড়ীর দিকে কটা গুলি আসতেই যাত্রীরা সব ভোঁ দৌড়, একেবারে দূরে স্তেপের মধ্যে। গাড়ীতে থাকলেই সব লুটে পুটে নেবে, মেরে ধরে শেষ করবে—এই তখনকার নিয়ম। কাজেই যাত্রীদের ভয় হবারই কথা।

দাশার দিকে কুজমার নজর গিয়েছিল গাড়ীতে থাকতেই, কেন জানি একটু মায়াও পড়েছিল। দাশা অবিশ্যি চুপচাপই ছিল। কিন্তু ভোরবেলা নির্জন স্তেপের মধ্যে একলা পড়ে দাশা নিজেই আর ওকে ছাড়তে চায় না। ভয়ঙ্কর অবস্থা তখনঃ বাঁধের নীচে গাড়ীগুলো উল্টে আছে, সেখান থেকে গুলীর আওয়াজ আর মানুষের কান্নার শব্দ আসে। তারপর আগুন জ্বলে উঠল, মাঠের ওপর নাচতে লাগল গাছ-গাছালির বিষণ্ণ ছায়া—বুড়ো ভাঁটুই আর শুকনো নাগদোলার প্রতিবিম্ব পড়ল আগুনের আলোয়। সীমাহীন মরুভূমির মধ্যে দাশা পথ চিনবে কি করে?

ভোরের সবুজ ঘনিয়ে আসছিল। দাশার পাশাপাশি চলে কুজমা কুজমিচ —যেদিকে উনুনে আগুন দেওয়ার গন্ধ সেই দিকে। সঙ্গে সঙ্গে এন্তার বকর বকর ঃ "সুন্দরী, তুমি ভয় তো পেয়েছই, তার ওপর তোমার মনেও সুখ নেই। অন্ততঃ আমার তো তাই মনে হয়। অনেক ঘাটের জল খেলাম, কিন্তু মনের অসুখ তো টের পেলাম না কখনো, একঘেয়েমি মানে কি তাও বুঝলাম না। ছিলাম পাদ্রী—স্বাধীন চিন্তার অপরাধে পাদ্রীর কুর্তা কেড়ে নিল, বন্ধ করে রাখল মঠের মধ্যে। আর এখন বন্ধনই নেই; অবাধে ঘুরে বেড়াই বাতাসের মতো—সারা দুনিয়াই আমার ঘরবাড়ী। গরম বিছানা নইলে যাদের সুখ হয় না, পরিপাটি আলোটি, বই-এ ঠাসা আলমারিটি যাদের চাই-ই চাই—সুখের মর্ম তারা কোন দিনই বুঝবে না। কাল সুখ আসবে, কাল সুখ আসবে করতে করতেই ওদের কর্ম শেষ, হঠাৎ একদিন দেখা যায় আর কালও নেই, গরম বিছানাও নেই। চিরটা কালই এদের শুধু হা অদৃষ্ট জো অদৃষ্ট। কিন্তু আমাকে দেখ তো! কেমন দিব্যি মাঠে মাঠে ঘুরি আর তাজা রুটির গন্ধ পেলেই বুঝতে পারি, ঐ যে ওখানে গ্রাম আছে, এখুনি কুকুরের ডাক শুনতে পাব।.....আরে সাবাশ! দেখ, দেখ, সূর্য উঠছে একবার চেয়ে দেখ! আহা, আজ আমার পথের সাথী যে-জন তার মুখ দেখলে মনে হয় যেন দেবী, কিন্তু সে মুখে দুঃখের ছায়া। সহানুভূতির আবেগে আমি যে আর থাকতে পারিনে, ইচ্ছে করে বাচ্চা ঘোড়ার মতো লাফালাফি করি। আমি কে জান?

এ দৃশ্য নিশ্চয়ই দেখেছ।.....দেখলে মনে মনে প্রশ্ন না করে পারবে না, 'আচ্ছা লোকটা এত ছুটে ছুটে যাচ্ছে কোথায়'.....?"

ওর এই একঘেয়ে বক্তৃতা শুনে শুনে কান ঝালাপালা। বাহাদুরি আর হামবড়াইয়ের আর শেষ নেই।

"নিশ্চয়, আমাদের এগিয়ে চলতেই হবে" বলে দাশা শালটা আরও শক্ত করে জড়িয়ে নেয়। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওর দিকে চায় কুজমা কুজমিচ। এমন সময় হঠাৎ আলোর ঝলক—অন্ধকার নালার বুকে অগ্নিশিখা ফুটে উঠছে মুহূর্তে মুহূর্তে। আর নালার পাশে পাশে জাগছে প্রচণ্ড শব্দের প্রতিধ্বনি।.....

নির্জন স্তেপের আকাশে সূর্যাস্তের শীর্ণ খণ্ডটুকু দূরে মেঘের আড়ালে অপসৃয়মান। প্রথম গুলিবর্ষণের শব্দ মেলাতে না মেলাতে জনশূন্য স্তেপভূমি হঠাৎ মানুষে মানুষে জীবন্ত হয়ে উঠল। শালের দুমড়ো আঁকড়ে ধ'রে বসেছিল দাশা, খাড়া হয়ে দাঁড়াবারও সময় পায়নি। পায়ের চাপে আগুনটাকে তাড়াতাড়ি নিভিয়ে দিতে গেল কুজমা কুজমিচ। কিন্তু জোর বাতাসে অঙ্গারগুলো জ্বলে উঠল, স্ফুলিঙ্গ ঠিকরে পড়ল। আগুনের শিখায় দেখা গেল: নালার ওধার থেকে গুলি চলছে, আর গুলি থেকে প্রাণ বাঁচানোর জন্যে ঘোড়া ছুটিয়েছে একদল ঘোড়সওয়ার। জিনের ওপর ঝুঁকে পড়ে তারা উর্ধ্বশ্বাসে চাবুক চালাচ্ছে ঘোড়ার পিঠে।

ঘোড়া ছোটাতে ছোটাতে ওরা দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। তারপর আবার নিস্তব্ধ। কিন্তু দাশার বুকের স্পন্দন স্তব্ধ হয়নি। একটু পরে নালার ওধার থেকে চিৎকার শোনা গেল, মুহূর্তের মধ্যে লোক বেরুতে লাগল কাতারে কাতারে। খুব সাবধানী গতিবিধি তাদের। অল্পক্ষণ যেতে না যেতে তাদের বাহিনী ছড়িয়ে পড়ল স্তেপের ওপর। যারা কাছাকাছি ছিল তাদেরই একজন ঘুরে এল আগুন লক্ষ্য করে। ভাঙ্গা ভাঙ্গা কিশোর গলায় হাঁক দিল: "তোমরা কে ওখানে?" অমনি কুজমা কুজমিচের হাত একেবারে মাথার ওপর, আঙুল কটাও ঝট্ করে ছড়িয়ে দিয়েছে। ফৌজী গ্রেট-কোট পরা এক যুবক এল সামনে। তার কালো ভ্রূ-আঁকা মুখ বেশ দৃঢ়তাপূর্ণ। আগুনের পাশে যুগল মূর্তির দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল: "তোমরা কি স্কাউট? হোয়াইট?" জবাবের জন্যে অবিশ্যি অপেক্ষা করল না। কুজমার গায়ে রাইফেলের কুঁদোর ঘা দিয়ে বলল, "চল, চল, রাস্তায় বোলো তা হলেই হবে. ....।"

"আমরা শুধু....."

"শুধু কি? দেখছ না একটা লড়াই চলছে?"

আর প্রতিবাদ না ক'রে কুজমা পা বাড়াল। ওর পাশে দাশা, সঙ্গে পাহারা। ডিটাচমেণ্টটা এত তাড়াতাড়ি চলেছে যে তার সঙ্গে তাল রাখতে ওরা প্রায় ছুটে ছুটেই চলে। চলতে চলতে যেখানে পৌঁছাল সেখানে কতক-গুলো চালাঘর। কাছেই পুকুরের ধারে সাজ-খোলা ঘোড়াগুলো চিঁহি চিঁহি

চায়, ভ্রূজোড়া কেঁপে কেঁপে ওঠে।.....উঠে দাঁড়িয়ে রাইফেল চেপে ধরে স্ট্র্যাপটা কাঁধে ফেলে, তারপর এক কদম পিছিয়ে আসে.....

"এ সব চলবে না!" বলে সিপাহী চোখ রাঙ্গায়। "ওতে কিছু সুবিধা হবে না, বুঝলে নাগরিকা।"

"কিসে সুবিধা হবে, কিসে?" আবেগভরে চেঁচিয়ে ওঠে দাশা। "কি করতে হবে তা তোমরা বুঝে নিয়েছ, কিন্তু আমি তো বুঝিনি।.....সেই অন্য জীবন ছেড়ে ছুটেছি পাগলের মতো, সুখ কোথায় তাইতো খুঁজেছি।..... .....তোমাকে দেখে হিংসে হয়।.....সিপাহীর পোষাক পরতে আমিও চাই।"

উত্তেজনায় শাল খুলে ফেলে দুহাতে শালের খুঁট চেপে ধরে প্রাণপণ শক্তিতে।

"তোমার কাছে তো সবই সোজা, পরিষ্কার।.....কিসের জন্যে লড়ছ তুমি? দুনিয়ার মেয়েরাও যাতে আকাশের তারার পানে চোখ তুলে চাইতে পারে, চোখের জল ফেলতে না হয়, সেই জন্যেই না? আমিও তাই চাই, আমিও চাই অমানিধারা আনন্দ.....।"

তীব্র আবেগের এই অপরিচিত বন্যার সামনে সিপাহী বিব্রত বোধ করে, ওকে বাধা না দিয়ে বলে যেতে দেয়। ঠিক তখনই কুটীরের বাইরে এসে দাঁড়াল কম্প্যানী কম্যাণ্ডার।

"এসো, এসো, আগ্রিপিনা, পরগাছা দুটোকে ভেতরে নিয়ে এসো!"

টেবিলে কনুইয়ের ভর দিয়ে বসে আছে রেজিমেণ্টাল কমাণ্ডার আর কম্প্যানী কম্যাণ্ডার। তাদের গায়ে মিলিটারী গ্রেটকোট, মাথায় চুড়োতোলা টুপী। সামনে ভাঙ্গা মাটির পাত্রে তেলের মধ্যে সলতে ভাসছে। রেজিমেণ্টাল কমাণ্ডারের চোখ দুটি বেশ ফাঁক ফাঁক, আর ঝকঝকে। সে বসে বসে পাইপ টানছে। অপর কম্যাণ্ডারের মুখ একেবারে কড়াপড়া, মুখের চামড়া না তো যেন গাছের ছাল। দাশা আর কুজমা দুয়ারের ধারে থেমে পড়েছিল, কম্প্যানী কম্যাণ্ডারের হুকুম পেয়ে এগিয়ে এল।

"রেজিমেণ্টের এলাকায় আপনারা কি করছিলেন?"

এদিক ওদিক না চেয়ে সোজা ওদের চোখের দিকে চায় কম্প্যানী কম্যাণ্ডার। সেই স্থিরদৃষ্টির সামনে দাশার শরীরটা যেন হঠাৎ এলিয়ে আসে, শুকনো ঠোঁটে চাপা গলায় বলে:

"ইনিই বলবেন। আমি একটু বসতে পারি?"

বসে পড়ে বেঞ্চির কানাটা আঁকড়ে থাকে দাশা। মাটির পাত্রে ভাসমান শিখার দিকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ। ওদিকে কুজমা কুজমিচ জিভ চকচক্ করে, একবার এ পায়ে দাঁড়ায়, আর একবার ওপায়ে, আর সঙ্গে সঙ্গে তার কাহিনী শুনিয়ে যায়: কি করে স্তেপের মাঝখানে দেখা হল দারিয়া দ্মিত্রেভ্নার সঙ্গে—কি রকম উচ্চাঙ্গের আলোচনা করতে করতে, দুজনে চল্ল দন নদীমুখো, ইত্যাদি ইত্যাদি। ভ্রমণ বৃত্তান্তের এ দিকটা সে সবিস্তারেই বর্ণনা করল, সব কথা

একেবারে এক নিঃশ্বাসে—যেন কেউ বুঝি ওর মুখ চাপা দিতে আসছে। কিন্তু কম্যাণ্ডার দুজন বসে আছে একেবারে পাথরের মতো, সাড়া শব্দ নেই।

"সর্বজনীন সূত্রের আকারে আলোচনা করতে পারা কি কম কথা, সিটিজেন কম্যাণ্ডার! অর্থাৎ নিত্তনৈমিত্তিক জীবনের তুচ্ছতা থেকে বিপ্লব যে আমাদের মুক্তি দিল সে জন্যে আমি কৃতজ্ঞ। মানুষ হল দেবতার সমান, বড় বড় কাজ করার জন্যেই তার জন্ম। বীণার ঝঙ্কার তুলে অর্ফিয়ুসের মতো সে পাথরে প্রাণ এনে দেবে; বনের পশুকে পোষ মানাবে—তা না, বাতি জেবলে বসে বসে খালি ব্যাঙ্কনোট নিয়ে হাত কালো করছিল, আর রাত জেগে জেগে ফন্দী আঁটছিল কি করে আপন প্রতিবেশীকেই ঠকানো যায়!.....আমাদের সেই হতভাগ্য, অভিশপ্ত জীবনকে আপনারা ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছেন সে জন্যে ধন্যবাদ—সে জীবনের স্মৃতি অভিশপ্ত হোক। এখন আর ব্যাঙ্কনোটই নেই তো হাত কালো করব কিসে, কাজেই ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক উচ্চাঙ্গের বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাতে হয়।.....আমার আন্তরিকতার প্রমাণ চান? এই যে এই আমার প্রমাণ—(নুনের থলিটা বার করল)। এটিই আমার একমাত্র সম্পত্তি! এ ছাড়া আর কিচ্ছু দরকার নেই, বাকী যা লাগে সবই ভিক্ষে করে আনতে পারি, নয়তো চুরি করে। কিন্তু শুনুন, আপনাদের সঙ্গে আমার ঝগড়া আছে। .....মানুষের সুখের জন্যে আপনারা লড়ছেন, অথচ মানুষকেই কত সময় ভুলে বসে থাকেন, আপনাদের হিসেব থেকে মানুষটাই বাদ পড়ে যায়। বিপ্লবে আর মানুষে তফাৎ করবেন না—দেখবেন বিপ্লব যেন নিছক দার্শনিক তত্ত্ব হয়ে না দাঁড়ায়। দর্শন তো স্রেফ ধোঁয়া—সুন্দর সুন্দর কত রূপই না ধরে, কিন্তু শেষকালে সবই হাওয়া।... .....এবার বুঝতে পারবেন কেন আমি এই মেয়েটির ভাগ্য সম্পর্কে আগ্রহ দেখিয়েছি: মেয়ে তো নয় যেন এক ছন্দোবদ্ধ মনোজ্ঞ কাহিনী—পাতার পর পাতা উল্টে গেছি। হ্যাঁ, ভাল কথা; এমনধারা কাহিনী সব মানুষের মধ্যেই খুঁজে পাবেন, যদি অবশ্য সত্যি সত্যিই জানবার আগ্রহ বা ঔৎসুক্য থাকে।. . .... বুঝতে পারছেন না?—ছেঁড়া কাপড়, ছেঁড়া জুতো প'রে এ তো পৃথিবীই আমাদের সুমুখ দিয়ে চলেছে!"

"গল্পটা বানিয়েছেন ভাল," এক ঝলক ধোঁয়া ছেড়ে মন্তব্য কবলেন রেজিমেণ্টাল কম্যাণ্ডার। কিন্তু কম্প্যানী কম্যাণ্ডারের শুধু একটি কথা: "নিন, নিন, এখন আপনাদের কাগজপত্র দেখান।"

দাশা আর কুজমা কুজমিচের হাত থেকে পাসপোর্ট দুটো নিয়ে কম্প্যানী কম্যাণ্ডার আলোটা কাছে আনলেন। তারপর পাসপোর্টের ওপর ঝুঁকে পড়ে থুতুতে ভেজানো আঙুল দিয়ে পাতার পর পাতা উল্টে গেলেন—বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। ওদিকে রেজিমেণ্ট্যাল কম্যাণ্ডার শুধু দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন আর পোড়া পাইপে টান দেন—যুদ্ধের পাঁচ পাঁচটা বছরের মধ্যে ওটা এক দিনও মুখ থেকে নামিয়েছেন কিনা সন্দেহ।

দাশা আর পেছনে পেছনে কুজমা কুজমিচ—কম্যাণ্ডাররা যেন তার কথাটা ভুলেই গেছেন মনে হয়—দুজনে প্রবেশ-পথ দিয়ে রান্নাঘরে পেঁছাল। রান্নাঘরটা দিব্যি গরম, কোন লোকজন নেই।

উনুনের গায়ে তাক। তার ওপর দাশাকে শুতে বল্ল কুজমা। "হাড়গুলো একটু সেঁকে নিতে পারবে। আর হপ্তাভর তো ঘুমোওনি, সে অভাবও মিটিয়ে নাও। এস, আমি তোমাকে তুলে দিচ্ছি মামণি......"

কষ্টেসৃষ্টে তাকের ওপর ছেঁচড়ে উঠে দাশা গা থেকে শাল খুলে ফেল্ল। ওটাকে গালের নীচে রেখে গায়ের ওপর কোট চাপা দিল, তারপর পা দুটো গুটিয়ে নিল। তপ্ত ইঁট আর খামিরের দিব্যি গন্ধ, জায়গাটায় ভারী আরাম। ঝিঁ ঝিঁ পোকা অনবরত ঝিঁ ঝিঁ ডাকে, গ্রামের উনুনের ধারে সে তো অনাদিকালের অতিথি। প্রথম দিকে ঐ জন্যেই দাশা জেগে ছিল। ঘুমের ঝিলিমিলিটা যেই ঘিরে আসে অমনি ঝিঁ ঝিঁ শব্দে সেটা ফুটো হয়ে যায়—বোধ হয় ধূসর রংয়ের সরু সুতো দিয়ে কে যেন সবটা সেলাই করে দিচ্ছে।

মাঝে মাঝে মনে হয় শব্দটা বুঝি তাল-যন্ত্রের সংগত; সংগতের সঙ্গে কান মিলিয়ে দাশা যেন পিয়ানোয় বসেছে, কিন্তু হাত দুটোর আর সাড়া নেই, অসাড় হয়ে পড়ে আছে। উন্মাদ উৎকণ্ঠায় বুকটা ধক ধক করে ওঠে, কিন্তু প্রিয়তমের পদধ্বনি তো কানে আসে না—কানে ফিরে আসে শুধু ঝিঁঝিঁর ঝিঁ ঝিঁ শব্দ, অবিশ্রান্ত, টিচ্, টিচ্, টিচ্......

"কী শান্তি, কী শান্তি!" প্রতিধ্বনি ওঠে অন্তরের সুর থেকে। "দাশা হতভাগিনী এবার তো ফিরলি আপন দেশে।......কিন্তু হায় দাশা, নিজের দেশকে যে কখনো চিনিস্নি!..দাও দাও আমাকে একলা থাকতে দাও! না এ তো শুধু ওস্তাদজির ছড়ির শব্দ—সংগীত পরিচালনার জন্যে হাতির দাঁতের ছড়িটা ঠুকছেন মঞ্চের ওপর: এখুনি বাজনা শুরু হবে।".. ...তারপর আবার ঝিঁ-ঝিঁ-ঝিঁ-ঝিঁ...

কুজমা কুজমিচও প্রথমটা ঘুমতে পারেনি। উনুনের ধারে বেঞ্চের ওপর শুয়ে শুয়ে খালি ঠোঁট চকচক করে আর বিড়বিড় বকেঃ

"ওরা আমাদের কথা বিশ্বাস করল, বিশ্বাস করল।......নিষ্পাপ মন ওদের।... আমি হলে এত সহজে বিশ্বাস করতাম না।.... .কেন? মানুষ তো হেঁয়ালি, লোকে নিজেই নিজেকে চেনে না। ওরা আমাদের কথা বিশ্বাস করল—পৌরুষ থাকলেই সরল হয়।......এই তো ওদের শক্তি। এবার আমরা পাসপোর্ট পেয়ে গেছি—ওরা আমাদের বিশ্বাস করেছে। আচ্ছা বেশ, বুদ্ধিশুদ্ধির কোনো দরকার আছে? বুদ্ধিশুদ্ধিওলা লোক কি বিপ্লবের কাজে লাগতে পারে? পারে? বেশ তাহলে—এই তো আমি রয়েছি।......বলতো দারিয়া দেবী বুদ্ধিশুদ্ধিওলা লোক কি বিপ্লবের কাজে লাগতে পারে?"

"কমরেডস! বিপ্লবটা একটা বিজ্ঞান", আত্মপ্রত্যয়ী সুরে শারিগিন ওদের শোনাল। "এই বিজ্ঞানে দখল না থাকলে ভুল হবেই—তা যার যত বুদ্ধিই হোক না কেন। ভুল কাকে বলে জান? বাপ-মাকে খুন করতে হয় সেও ভি আচ্ছা, কিন্তু ভুলটি করলে চলবে না! ভুলের টানেই তো দৃষ্টিভংগীতে বুর্জোয়া ভাব আসে—টোপের লোভে ইঁদুর যেমন ফাঁদে পড়ে তেমনি। একবার ফাঁদে পড়েছ কি মরেছ; বসে যত দাঁত কিড়মিড়ই কর, তোমার অতীত কাজ-কর্মের কেউ কোনো দাম দেবে না। তুমি তখন—শত্রু....."

এ কথায় নাবিকরা আপত্তি করে না: বিজ্ঞান ছাড়া জাহাজটাই চালানো যায় না, তা রাক্ষুসে প্রতিবিপ্লবের সংগে যুঝবে কি ক'রে? ওদের মধ্যে একজন কিন্তু মাঝে মাঝে দু একটা প্রশ্ন করে। উল্কি আঁকা বড় বড় হাত দুটো দিয়ে হাঁটু জড়িয়ে বসে সে বলে: "বেশ, বুঝলাম, কিন্তু একটা কথার জবাব দাও। কলকৌশল রপ্ত না থাকলে চানের ঘরে উনুনটা পর্যন্ত ঠিক করা যায় না। মেয়েরা যে ময়দা মাখে তাতেও কলকৌশল জানা লাগে। তা হলে প্রতিভার দরকার আছে? না নেই? সেটা বল!"

"দেখ দেখ, লাতুগিন কোন্ দিকে টানতে চায় দেখ তোমরা। প্রতিভা মানুষের সহজাত গুণ, সুতরাং খুব মারাত্মক জিনিস। প্রতিভা থেকেই বুর্জোয়া অরাজকতন্ত্রের দিকে লোকের ঝোঁক হতে পারে, কিংবা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের দিকে....."

"এই শুরু হল!" অধৈর্যভাবে হাত নাড়িয়ে বল্ল লাতুগিন। "আরে বাবা ঐ সব বড় বড় কথাগুলো আগে ভাল করে চিবোও, তারপর গেলো, তারপর হজম কর—তবে গিয়ে ওসব কথা ইস্তেমাল কোরো!"

"সিঁড়ি-পথের ওধার থেকে বদমেজাজী সুরে আগওয়ালা চেঁচিয়ে উঠল

"প্রতিভা! প্রতিভা! নখে রং মাখে, বাহারে পেণ্টুলুন প'রে গলায় হার ঝুলিয়ে বেড়ায়.....। চিনি, তোমাদের সবাইকে চিনি!.....প্রতিভা!"

নাবিকরা এবার চটে যায়, হৈ চৈ করে ওঠে।

"আগ-চুল্লীর ধারে বছর দশেক থেকে এস তো বাছাধন" বলে ভাংগা গলায় গজ্জ গজ করতে করতে আগওয়ালা এঞ্জিন ঘরে সটকে পড়ে; গোলমালের হাত এড়ানোই ভাল! শারিগিনের কোনোদিকে কোনো পক্ষপাত নেই, ও গোলমাল থামাতে চেষ্টা করে। বলে, "নখে রং মাখে এমন কমরেডও আছে আমাদের ভেতর, তা সত্যি। জাহাজের ওজন ঠিক রাখার জন্যে যেমন কাঁকর, পাথর কত কী ভরতে হয়—ওরাও কিন্তু তেমনি। ওদের ভবিষ্যৎ ভাল নয়। আবার 'এস-আর'* পোকাও ঢুকেছে কারো কারো মাথায়। কিন্তু আমাদের নাবিকদের বেশীর ভাগই তো সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে নিজেদেরকে বিপ্লবের কাজে উৎসর্গ করেছে। প্রতিভার কথা ভুলে যাও—আমাদের উদ্দেশ্যই বড়, প্রতিভা তার

---

* এস=আর=বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক

নীচে। আগামী দিনে আনন্দের তো অভাব হবে না—যারা বেঁচে থাকবে তারা তো ভোগ করবে। আমি নিজে অবশ্য বেঁচে থাকার আশা রাখিনে।"

কোঁকড়া চুলগুলো নাড়িয়ে দিল শারিগিন। কয়েক মুহূর্ত ধ'রে আর কোনো শব্দ নেই, কেবল পাছ-গলুইয়ের গায়ে জলের ছল ছল শব্দ। অনাড়ম্বর কথা ক'টি শ্রোতাদের মনে ছাপ এঁকে দিয়েছে। একঘেয়েমির প্রাণহীন স্তর থেকে যা কিছুই ওপরে টেনে তোলে তার প্রতি একটা দুর্বলতা আছে রুশদের। যদি ফূর্তি করতে গেলে তো চুটিয়ে ফূর্তি কর—পরিণাম যা হয় হবে; যদি লড়তে গেলে, তবে পাগলের মতো লড়াই কর, একবারও পেছনে চেও না। বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে দিন, গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টিতে যখন সমস্ত আচ্ছন্ন—তখনই মানুষ মরতে ভয় পায়। মস্ত বড় উদ্দেশ্যের জন্যে লড়াই বাধলে সে উত্তাপের মাঝখানে মৃত্যু তো শুধু প্রতিরোধকেই দৃঢ় করে তোলে। শিরায় শিরায় রক্ত যতক্ষণ অবাধে ছুটতে থাকে—ছুটির আনন্দে মাতলে রক্ত অমনি করেই ছোটে—ততক্ষণ রুশদের ভয় নেই। আর যদি শত্রুর গুলিতে মাটিতে লুটিয়ে পড়তে হয়, কিংবা তার ঝলসানো তলোয়ারের ঘায়ে বুক ফুটো হয়ে যায়—তবে রুশরা ভাববে, ও তো অদৃষ্ট। বুঝবে যে, জীবনের উগ্রতম সুরায় এবার একেবারে চিরদিনের মতো মাতাল হয়ে গেছে, টলতে টলতে মাটিতে সটান হয়ে পড়েছে, আশ্রয় পেয়েছে উদার স্তেপভূমির বুকের মাঝখানে।

"বেঁচে থাকার আশা রাখিনে"—কথাটা যেভাবে বল্ল শারিগিন, তা শুনে জাহাজীদের ভারি ভাল লাগল। ওর বক্তৃতার বাক্যাড়ম্বর, তারুণ্যসুলভ আত্ম-প্রত্যয়, সবই ওদের কাছে মাফ হয়ে গেল। এমন কি ওর খাঁদা নাকটা পর্যন্ত মনে হল ঠিক আছে। শারিগিন আরও অনেক কথা বলে গেল—শস্যের ব্যাপারে একচেটে নীতি মানে কি, গ্রাম-দেশে শ্রেণী সংগ্রামের কি অবস্থা, বিশ্ব-বিপ্লবের কী তাৎপর্য—এমনি নানান কথা। দাড়িওলা এঞ্জিনীয়র সাহেবের চোখ অর্ধেক বোঁজা, হাত দুটো পেটের ওপর জুড়ে রেখে বসে বসে শোনে আর ঘাড় নেড়ে নেড়ে সায় দেয়। কথার খেই হারিয়ে শারিগিন মাঝে মাঝে লম্বা লম্বা শব্দ ছাড়ে—তার মানে বোঝাই দায়। আর ঐসব শব্দ শুনলেই এঞ্জিনীয়র আবার আরও বেশী করে ঘাড় নাড়ে। গতবারের পাড়ির সময় রাঁধুনী আনিসিযা নাজারোভা আস্ত্রাখান থেকে জাহাজে এসেছে—সে কখনো পুরুষদের সঙ্গে বসে না, একটু দূরে দাঁড়িযে পশ্চাদপসারী তীরভূমির দিকে চেয়ে থাকে। ওর কপালটা গোল, মাথায় সোনালি-ছাই রংযেব অপর্যাপ্ত চুল, বিনুনি পাকানো চুলগুলি মাথার চারপাশে জড়ানো। শোক-বিশীর্ণ তরুণ মুখখানি নিস্পৃহ, উদাসীন,—কিন্তু গলার মধ্যে মাঝে মাঝে যেন একটা দলা ঠেলে ওঠে, ঢোঁক গিলে নামাতে গিয়ে গলাটা কেঁপে কেঁপে ওঠে।

ওদের আলাপ-আলোচনায় তেলেগিনও যোগ দিত—রণনীতির সমস্যা নিয়ে নাবিকদের সঙ্গে আলোচনা করত, ডেকের ওপর খড়ি পেতে এঁকে দেখাত কোন্ রণাঙ্গন কোথায় আছে।

কসাক দুটোর মুখ একেবারে টকটক করছে। "কোথায় তোর স্বামী, কোথায় আছে সেঙ্কো নাজারভ? বল্ বলছি, নইলে এখনি তোকে কেটে ফেলব।" আনিসিয়ার স্বামী কসাক নয়—সে লাল ফৌজের লোক, ও গাঁয়ে নতুন এসেছিল। সে বেঁচে আছে না মরে গেছে তাও জানত না আনিসিয়া। আনিসিয়া বল্লঃ স্বামী এখন কোথায় তা সে জানে না; গরমের সময় কারা যেন এসেছিল, তাদের সঙ্গে চলে গেছে। ওকে ছেড়ে কসাকগুলো তখন গেল ঘরের ভেতর—জিনিসপত্র সব উল্টে-পাল্টে ভেঙেচুরে তছনছ করে দিল। বেরিয়ে এসে ফের ধরল আনিসিয়াকে, টানতে টানতে নিয়ে চল্ল গ্রাম-সোবিয়েতের অফিসে। ওটা আগে আতামানের বাড়ী ছিল।

ততক্ষণে সূর্য মাথায় উঠেছে, কিন্তু বাড়ীতে বাড়ীতে খড়খড়ি, ফটক সব একেবারে আঁটসাট বন্ধ—যেন গ্রামের লোকের ঘুম ভাঙেনি। লোকজন দেখা যায় শুধু সোবিয়েত বাড়ীটার সামনে। সেখানে ঘোড়সওয়ার কসাকগুলো ঘুরপাক খাচ্ছে। তার ওপর অনবরত নতুন নতুন সেপাই আসছে পায়ে হেঁটে হেঁটে—তারা গ্রাম থেকে অন্য কসাকদের ধরে এনেছে। চাষীদেরও ধরে এনেছে। ওদের সবাইয়ের হাতে দড়ি, কারো আবার সর্বাঙ্গে রক্ত মাখা। আগের বসন্ত কালে ভোটের সময় যারা সোবিয়েত রাজের পক্ষে ভোট দিয়েছিল তাদের একেবারে লিষ্টি করা ছিল, এখন তাদের সবাইকে গ্রেপ্তার করে আনছে। এ খবর আমরা অবিশ্যি পরে জানতে পারি।

আতামানের অফিসে একজন অফিসার বসে—তার জামার আস্তিনে চাপরাসের ওপর মড়ার খুলি আর মড়ার হাড় আঁকা। ছ' মাস আগে গাঁ ছেড়ে পালিয়েছিল সেই যে ডাকসাইটে লোকটা—কর্ণেত জ্মিয়েভ—সে আবার অফিসারের পাশে। ওর কথা কি আর কারও মনে ছিল? এখন দেখি একেবারে সশরীরে হাজির—সেই ঝুলে পড়া গোঁফ, সেই লাল মুখ, তেমনি মোটাসোটা, নাদুস নুদুস। আনিসিয়াকে যখন ঘরের মধ্যে ঠেলে দিল তখন সেখানে আরও জনা পঞ্চাশ বন্দী—তাদের সঙ্গে পাহারাও হাজির। জ্মিয়েভ বন্দীদের ধমকাচ্ছে।

"আরে লাল শুয়োরের পাল, সোবিয়েত রাজ তোদের জন্যে কী করেছে? নে নে, এখন বলে ফেল দেখি—মস্কোর কমিসারগুলো তোদের কি পড়া পড়িয়ে গেছে....."

বন্দীদের এক এক করে টেবিলের ধারে ঠেলে দেয়। আর অফিসারটা লিষ্টি দেখে দেখে তাদের জেরা করে, নীচু স্বরে। "এই তোমার নাম আর উপাধি তা স্বীকার করছ? বেশ। তুমি কি বলশেভিকদের জন্যে দরদ দেখাও? দেখাও না? মে মাসে ওদের পক্ষে ভোট দিয়েছিলে কি না? দাও নি? তার মানে তুমি মিথ্যেবাদী। একে চাবুক লাগাও। তারপর কসাক রদিওনভ।" ফ্যাকাশে ছাগল-চোখ দুটো তুলে অফিসার এবার বল্লঃ "এটেনশন হয়ে দাঁড়াও! আমার দিকে চাও! চাষী কংগ্রেসে প্রতিনিধি হয়ে গিয়েছিলে? যাও নি? সোবিয়েতের

পক্ষে প্রচার করেছিলে? তাও করনি? তার মানে সামরিক আদালতের সামনে মিছে কথা বলছ। বাঁয়ে ঘোরো। তারপর কে..."

লোকেরা বেরিয়ে আসামাত্র কসাকগুলো তাদের চেপে ধরে, ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে দিয়ে তাদের পাজামা খুলে নেয়। ঝটাপটি করবারও জো নেই—একজন কসাক পায়ের ওপর চেপে বসে, আর একজন মাথাটা ঠেসে ধরে হাঁটু দিয়ে। তারপর আর দুজনে মিলে সটান মানুষটার ওপর কী মার, কী মার—বন্দুকের গাদনডাণ্ডা দিয়ে এই উঁচু থেকে বাড়ি কসায় শপাশপ্ শপাশপ্!

কান্না আর চীৎকারের শব্দে কানে যেন তালা ধরে, অফিসারের কথা শোনাই যায় না। হামলাদার কসাকরা—কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ ঘোড়ায় চড়ে—ভিড় ক'রে ক'রে মার দেখছে। ওখানকার কসাকরাও অনেকে মার দেখতে এসেছে। হামলাদারেরা যখন প্রথম আসে তখন এরা তাদের কাছে ছুটে গিয়েছিল, "যীশু উঠে এসেছেন" বলে হল্লা লাগিয়েছিল—তারাও গালাগালি চালাচ্ছে গলা ফাটিয়ে ঃ "মারো, মারো ব্যাটাদের, মেরে মেরে হাড়-মাস আলাদা করে দাও; বদ-রক্ত একেবারে বের করে দাও! সোবিয়েতের পোঁ ধরবার মজাটা টের পাক!"

শেষ কালে আতামানের ঘর খালি হয়ে গেল, রইল শুধু আনিসিয়া আর ইস্কুলের দিদিমণি একজন, অল্প বয়সী। তিনি নিজে ইচ্ছে করেই এ গাঁয়ে এসেছিলেন—কি করে সবাই লেখাপড়া শিখতে পারে সে চেষ্টায়ই লেগে থাকতেন দিনরাত। মেয়েদের জড়ো করে পশ্‌কিন আর লিও তলস্তয়ের লেখা পড়ে শোনাতেন, ছেলেদের সঙ্গে ঘুরতেন গুবরে পোকার পেছন পেছন! এমন ধারা সময়ে কেউ গুবরে পোকা ধরতে যায়!

জ্‌মিয়েভ চীৎকার করে তাঁকে বল্ল ঃ উঠে দাঁড়া,এই ইহুদী পেত্নী!"

দিদিমণি উঠে দাঁড়ালেন। ঠোঁট দুটো নিঃসাড়ে কাঁপছে, অতি কষ্টে উচ্চারণ করলেন ঃ

"আমি ইহুদী নই, তা তুমি বেশ জান জ্‌মিয়েভ।.....আর যদি ইহুদী হতামই—সেটা কোনো দোষ নয়....."

"তুমি কমিউনিস্ট পার্টির মেম্বর হয়েছ কতদিন?" অফিসার শুধাল।

"আমি কমিউনিস্ট নই। ছেলেপিলেদের আমি ভালবাসি, তাদের লেখাপড়া শেখানো আমি কর্তব্য বলে মনে করি। গাঁয়ের শতকরা নব্বুই জনই না পারে পড়তে, না পারে লিখতে—অবস্থাটা একবার ভেবে দেখুন তো!"

"খুব ভেবে দেখেছি," বল্ল অফিসার। "এখন তোমাকে চাবকানো হবে।"

মুখ শুকিয়ে গেল দিদিমণির, এক পা পিছিয়ে এলেন। হেঁড়ে গলায় কর্ণেত হাঁকে, "খোল্, কাপড় খোল্।" দিদিমণির সুন্দর মুখটা একেবারে কুঁচকে গেল।.....ডোরাকাটা কোটটা খুলছেন, কিন্তু মনে হয় যেন হুঁশ নেই, স্বপ্ন দেখছেন.....

"শোনো, শোনো!" বলে হাতটা ছড়িয়ে দিলেন—যেন ওকে ঠেকাতে যাচ্ছেন।

॥ তিন ॥

জারিতসিনের আকাশে গুঁড়ি গুঁড়ি মেঘ চলেছে, মেঘগুলো ঠিক বরফের মতো ঠাণ্ডা। নদীর উঁচু পাড়টা ক্ষয়ে ক্ষয়ে পড়ছে। পাড়ের ওপর কোথাও কারখানা, কোথাও পায়খানা—আর তারই মধ্যে ছড়িয়ে আছে কাঠের ঘরবাড়ী-গুলো—হতশ্রী, এলোমেলো। হাওয়ায় হাওয়ায় ধুলোয় ঘূর্ণি ওড়ে, তারপর সব ধুলো এসে জমা হয় ঘরবাড়ীর গায়ে। খাড়া রাস্তা, মুষলধার বৃষ্টিতে খোয়াগুলো আলগা হয়ে গেছে, সেই রাস্তা ধরে চলতে চলতে একটি প্রাণীও তেলেগিনের চোখে পড়ল না। জীর্ণ পারঘাটা, তারপর ডকের আশপাশ—সে জায়গাগুলোও জনশূন্য। ডক পেরিয়ে শহরের চক—দূরে ধুলোর আড়ালে গির্জাঘরের ধূসর আয়তন অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে—সেখানে পৌঁছে তবে একটা সশস্ত্র বাহিনী ওর নজরে পড়ল। বাহিনীর লোকদের পরনে হাজার রকমের অদ্ভুত বেশভূষা। একরোখা জেদের সঙ্গে হাওয়ার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে জোয়ান, বুড়ো সবাই তারা পা টেনে টেনে চলেছে, মনে হয়, শরীরে যেন আর শান নেই।

ওদের আগে আগে কদম ফেলে চলে এক বুড়ী—রোগা, কিন্তু হিংস্র চেহারা। তার মাথায় লাল ফৌজের টুপী, কাঁধে রাইফেল—অন্য সকলেরই মতো। কাছে পৌঁছে তেলেগিন ওকে জিজ্ঞাসা করল—সদর দপ্তরে যাবার রাস্তা কোন্‌দিকে? কিন্তু সে উত্তর দিল না, শুধু কটমট করে চাইল। পায়ে পায়ে মেঘের মতো ধুলো উড়িয়ে ডিট্যাচমেণ্টটা ওকে ছাড়িয়ে দ্রুতবেগে এগিয়ে চলে গেল।

সদর দপ্তরে গিয়ে স্টীমার পৌঁছানোর খবর দিতে হবে, বোঝাই মালের বিলটাও দিতে হবে—কিন্তু সদর দপ্তরের খোঁজে কোন্ দিকে যেতে হবে তেলেগিন তা ভেবেই পায় না। চারিদিকে দোকানপাট সব কপাট বন্ধ, জানলা-টানলার ধারে লোকজনের চিহ্ন নেই, নড়বড়ে সাইনবোর্ডগুলো দেখলে মনে হয় এখুনি খুলে পড়বে। এমন সময় হঠাৎ একজন ফৌজী লোকের সঙ্গে ওর ঠোকাঠুকি হয়ে গেল। লোকটির একটি হাত ব্যাণ্ডেজ দিয়ে গলার সঙ্গে বাঁধা। দাঁতে দাঁত চেপে সে যন্ত্রণায় অস্ফুট শব্দ ক'রে উঠল, নীচু স্বরে কী একটা গাল দিল। মাফ চাইল ইভান ইলিয়িচ, জিজ্ঞাসা করল ফৌজের সদর দপ্তরটা কোন্ দিকে। এতক্ষণে ওর হুঁশ হল যে, লোকটিকে চেনে। লোকটি সাপজ্‌কেভ, সার্গি সার্গিয়েভিচ, ওর পূর্বতন রেজিমেণ্টাল কম্যাণ্ডার।

"আরে, কি ব্যাপার পাগলের মত ছুটছ কেন?" সাপঝ্‌কভ শুধাল। "বেশ বেশ—তা আছ কেমন?"

দিকে ঝুলছে ফিল্ড গ্লাস; কোমরে কাঁচা চামড়ার কোমরবন্ধে ঘোড়সওয়ার দলের ভারী তলোয়ার। অপরজন পরেছেন সিপাহীর গ্রেট কোট, আর কানপট্টী লাগানো আস্তর দেওয়া টুপি—পেত্রোগ্রাদের শ্রমিকরা যেরকম পরে। তাঁর হাতে কোনো হাতিয়ার নেই। ধুলোয় দুজনেরই মুখ কালো। ডিউটির অফিসারটি বল্লেনঃ

"মস্কোর সঙ্গে সোজাসুজি যোগাযোগের তার মেরামত হয়ে গেছে।"

আস্ত্রাখান কোট-পরা লোকটির ছোকরা ছোকরা চালচলন, গোল গোল বাদামী চোখ দুটো বেশ হাসি হাসি। কথাটা শুনে তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন। বলে উঠলেনঃ

"খুব ভাল কথা!"

অন্যজনের গ্রেটকোটময় কাদার ছিটে। একটা রুমাল বার করে নিজের রোগাটে মুখটা মুছলেন—কালো গোঁফ থেকে ধুলো ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করলেন। নীচের পাতার আড়াল থেকে চোখ দুটি বার করে তিনি যে একদৃষ্টে তেলেগিনকে দেখছেন—তা ও বুঝতে পারল।

"এই কমরেড একটা রিপোর্ট নিয়ে এসেছেন," অফিসার বল্লেন।

লোক দুজনের কাউকেই ইভান ইলিযিচ আগে দেখেনি, তাঁরা কে তা জানারও উপায় নেই, সে জন্যে সে একটু ইতস্তত করছিল। ভারপ্রাপ্ত অফিসাবটা ওর দিকে ফিরলেনঃ

"কমরেড, আপনার কথা বলতে কোনো বাধা নেই। এই যুদ্ধক্ষেত্রের যে সমর পরিষদ—তার সদস্য এঁরা।"

কাগজপত্র বার করে রিপোর্ট শোনাল তেলেগিন। গোলাবারুদ নিয়ে একটা স্টীমার এসেছে শুনে নবাগত দুজন দৃষ্টি-বিনিময কবলেন। যাঁর গায়ে গ্রেটকোট তিনি নিলেন বোঝাই মালের বিলটা। আব অন্যজন তাঁর কাঁধের ওপর দিয়ে সাগ্রহে বিলটির ওপর চোখ বোলাতে লাগলেন। কার্তুজ, গোলা, মেশিন-গানের পেটি—কোন্‌টা কত এসেছে, তার অঙ্কটা পড়েন আর নিজের অজ্ঞাতেই তাঁর মুখটা খোলে আর বন্ধ হয়।

"আপনার সঙ্গে লোক কত এনেছেন?" গ্রেটকোট-পরা মানুষটি জিজ্ঞাসা করলেন।

"বল্টিকেব দশজন নাবিক, আব দুটি কামান।"

আবার সেই দ্রুত দৃষ্টি-বিনিময়।

"একটা ফর্ম ভর্তি করে রেখে যান," গ্রেটকোট পরা লোকটি বল্লেন। "বিকাল পাঁচটার সময়ে আপনি আর আপনার সমস্ত দলবল এই ফ্রন্টের কম্যাণ্ডার-ইন-চীফের কাছে রিপোর্ট করবেন।"

টেলিফোনের ঘটঘটে হাতলটা ধীরে-সুস্থে ঘোরাতে ঘোরাতে তিনি কনেকশন পেলেন—কয়েকটা কথা বল্লেন নীচু স্বরে। তারপর রিসিভার তুলে রেখে ডিউটিরত অফিসারকে সম্বোধন করলেন।

শত্রুরা এসে ঘেরাও করলে চারধার থেকে—মেশিনগানের গুলি চালিয়ে সব শেষ করে দিল....."

কাহিনী যত শোনে তত জোরে পা ফেলে তেলেগিন, অথচ নিজেই তা টের পায় না। শেষকালে হোঁচট খেল।

"তাহলে তুমি বাঁচলে কি করে?"

"ভগবান জানেন! আমার কপালটা ভাল। একেবারে গোড়াতেই একটা চোট পেলাম...হাতের ওপর.. স্নায়ু টায়ু কিছু একটা জখম হয়েছিল বোধ হয় তাই অজ্ঞান হয়ে পড়লাম।.....ঐ দিনের পর থেকে আমার ধ্যান ধারণাই পাল্টে গেছে ...ওখানে যখন চিৎপাত পড়েছিলাম তখন আমাদেরই কেউ নিশ্চয় আমার হাতে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়েছিল, একটা খড়ের গাদায় তুলে খড় দিয়ে একেবারে ঢেকে দিয়েছিল।..... অমন সময়ও তারা আমার কথা ভাবতে পারল। মানুষকে আমরা চিনিনি, কোনদিন চিনিনি—সত্যি বলছি। ইভান বুনিন* বলেছেন, ওরা নাকি বন্য জন্তু; আর মেরেজকভস্কি† রায় দিয়েছেন যে, ওরা পাষণ্ড, বর্বর, জানোয়ার, ওদের হাতেই নাকি ভবিষ্যতের সমস্ত সংস্কৃতি ধ্বংস হবে। রেলগাড়ীতে সেই যে আমরা আলোচনা করেছিলাম—মনে আছে তোমার? তখন নেশার ঘোর ছিল, কিন্তু একটি কথাও ভুলিনি। সে সময় আমাদের ভুলটা হয়েছিল কোথায়? কামানের পাল্লা ঠিক করতে হলে একটা প্রত্যক্ষ নিশানা দরকার; তেমনি আমাদের দর্শন বা যুক্তি-শাস্ত্রের সংশোধন করতে গেলেও কি জীবনের গভীরতর অভিজ্ঞতা দরকার নয়? এই কথাটা বুঝিনি বলেই কি আমাদের ভয় হয়েছিল? ইমানুয়েল কাণ্ট‡ এক জিনিস, আর বিপ্লব আবার সম্পূর্ণ আর এক জিনিষ।"

"তারপর কি হল, সার্গিয়েভিচ?"

"তারপর? রাত্রিবেলা গুঁড়িসুড়ি মেরে খড়ের গাদা থেকে বার হলাম। ঘরের মধ্যে বিজয়ীর দল তখন মহা চেঁচামেচি করে গান গাইছে—অর্থাৎ মাতাল হতে আর বাকী নেই। হঠাৎ একটা লাশ পায়ে ঠেকল, সেটাকে কেটে কুটে বিকলাঙ্গ করে রেখেছে। তারপর আর একটা। কিছু আর বুঝতে বাকী

* ইভান বুনিন (১৮৭০)—রুশ কবি ও ঔপন্যাসিক (নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত)। পর পর কয়েকখানি ছোট উপন্যাসে ইনি প্রাক-বিপ্লব রাশিয়ার গ্রাম-দেশের নিরানন্দ জীবন বর্ণনা করেছেন, আর অতীতকে আদর্শরূপে তুলে ধরেছেন। অভিজাত জমিদার শ্রেণীর জমিদারিতে জীবনের যে দ্রুত ভঙ্গুর অবস্থা তাই এঁর কাছে আদর্শ স্থানীয়। অক্টোবর বিপ্লবের সময়ে ইনি দেশত্যাগ করে ফ্রান্সে চলে যান।

† ডি এম মেরেজকভস্কি (১৮৬৫)—রুশ কবি ও গদ্য লেখক; প্রতীক ও রহস্যবাদী, বিপ্লব বিরোধী। ইনিও দেশত্যাগ করেন।

‡ ইমানুয়েল কাণ্ট (১৭২৪—১৮০৪)—১৮শ শতাব্দীর শেষার্ধে ১৯শ শতাব্দীর শুরুতে ইনি ছিলেন জার্মান ভাববাদের গুরু।

রইল না। একটা ঘোড়া ধ'রে নিয়ে স্তেপে পেঁছলাম। ক'দিন ধরে লক্ষ্যহীন-ভাবে ঘুরলাম স্তেপ অঞ্চলে—সে কটা দিন কী বীভৎস। সাল্স্ক স্তেপে বুদিয়নি নামে এক ঘোড়সওয়ার অফিসার আছেন—সেই বুদিয়নির ঘোড়-সওয়ার দল আমাকে দেখতে পায়, কুবার্ল স্টেশনে নিয়ে যায়। সেখান থেকে পাঠিয়েছে এখানে। আর এখন, এখন হাসপাতালে তাতো দেখতেই পাচ্ছ।..... আমার কাজের রেকর্ড, কাগজপত্র সব সেই খড়ের গাদায় রয়ে গেছে, কোটের পকেটে। আমার সেই যে সেই ফার কোটটা, মনে আছে? অমন-কোট আর হবে না....."

"গিমজাও কি মারা পড়েছিলেন?"

"গিমজা মারা গেছে অনেক আগেই। সাপ্লাইয়ের গাড়ীগুলো যখন খোয়া যায়—সেই তখন। ওর স্পটেড টাইফাস জ্বর হয়েছিল, ভীষণ জ্বর....."

"গিমজার জন্যে দুঃখ হয়।"

"ওদের সকলের জন্যেই দুঃখ হয় ইভান।.....তবে না, ঠিক তা নয়।..... রেজিমেণ্টটাকে ভাল লাগত, কিন্তু এখন তার মধ্যে শুধু আমিই বেঁচে আছি। ভাবতে যেন কি রকম লাগে এই হল সোজা কথা।.....নিজেকে নিয়ে কি করব তা তো বুঝতে পারছিনে। সদর দপ্তরে গিয়ে বল্লাম একটা কম্প্যানী দাও..... যা হোক কিছু দাও।.....তবে ওদের অবস্থাটাও অবশ্য বুঝি—আমার সম্বন্ধে ওরা কিছুই জানে না, সিপাহীর টিকিট ছাড়া আর কিছুই তো আমি দেখাতে পারছিনে। .....সদর দপ্তরে আমার হয়ে দু কথা বলতে পার?

"নিশ্চয় পারব, সার্গি সার্গিয়েভিচ!"

"আমাকে তোমার ডিট্যাচমেণ্টে ভর্তি করে নাও না? তাহলে সবচেয়ে ভাল হয়। সত্যি খুব ভাল হয়। আমি তোমার সহকারী হতে পারি, সিগন্যালম্যান হতে পারি, যা বল তাই হতে পারি। অদৃষ্টের কী খেলা বলতো! মনে আছে, তোমার ফ্ল্যাটে বসে আমরা কি রকম কবিতা লিখতাম? কী ভয়টাই দেখাতাম বুর্জোয়াদের? কোনো জিনিসই বৃথা যায় না, ফল ফলে সব কিছুরই। তুচ্ছতার পেছনে মানুষ ছোটাছুটি করে, ভুলে যায়—তারপর হঠাৎ একদিন এমন কিছু দেখে যাতে একেবারে অভিভূত হয়ে পড়ে, গায়ের মধ্যে কাঁটা দিয়ে ওঠে। ভাল কথা, সেই যে শেডের মধ্যে জার্মানরা তোমাকে বন্ধ করে রেখেছিল, তোমাকে গিয়ে বার করলাম—সে কথা মনে আছে তোমার? বাপরে, সে এক আক্রমণ বটে, ওঃ একেবারে কচুকাটা! কাটতে কাটতে তরোয়ালের ফলাটা ভেঙেই ফেলেছিলাম। ...আবার দুজনে মিললাম এখন, ভারী ভাল লাগছে। তোমার শরীর কিন্তু দিব্যি আছে দেখছি। .....তোমার ওপর বড্ড মায়া পড়ে গেছে—হুঁ, নিশ্চয়।.....ভাল কথা, তোমার স্ত্রী কোথায়?"

ঘোড়ায় টানা লরীগুলো ঠিক এমনি সময় ওদের কাছে পেঁছে গেল। হুড়মুড় করে গাড়ীগুলো নামছে—আওয়াজের চোটে তখন আর কথাবার্তা চালানো সম্ভব নয়।

মূঢ়, বুদ্ধিহীন।.....এমন ধারা সময় অথচ আমি দিব্যি মেদ বৃদ্ধি করে নিলাম; সার্গি সার্গিয়েভিচ পর্যন্ত তা লক্ষ্য করেছে।.....ইভান ইলিয়িচ কিন্তু ধরে ফেল্ল যে, এই তিক্ত আত্মজিজ্ঞাসার মধ্যেও তার মনের মধ্যে রয়েছে সম্পূর্ণ আর এক কথা। মুহূর্তের জন্যে কি এক উষ্ণ অনির্বচনীয় সুখের অমৃতে মনটা যেন হঠাৎ স্নান করে এল—ভাবল, দাশার ভালবাসা ফিরে পাবে, এই গোপন আশাটাই কি সকল আত্মজিজ্ঞাসার আড়ালে উঁকি দিচ্ছে না? ভাবতে ভাবতে বাঁক ঘুরতেই ধুলোর ঘূর্ণি এসে মুখে ঝাপটা মারল, নাক ফোঁস ফোঁস করে উঠল তেলেগিন। ভাবল নাঃ, এসব ভাবনা তো ঠিক নয়, মন থেকে এসব একেবারে ঝেড়ে ফেলতে হবে।

রেল স্টেশনে ইভান ইলিয়িচ আদেশ পেল, কামান দুটো অবিলম্বে ট্রেনে চাপিয়ে ভরোপনভো স্টেশনের কাছাকাছি কোনো জায়গায় বসাও। অর্ডারটা এনে দিলেন কম্যাণ্ডাণ্ট সাহেব। সাহেবের গড়ন লম্বা, নিষ্প্রভ চোখ দুটি মার্চ রাত্রির মতো কালো, গালেব ওপর ঘন লম্বা জুলপি। একটু ঘাবড়ে ইভান ইলিয়িচ বোঝাতে গেল যে সে পদাতিক দলের কম্যাণ্ডার; গোলন্দাজ নয়, কাজেই কামানের ব্যাটারী পরিচালনার দায়িত্ব নিতে পারে না। কম্যাণ্ডাণ্ট জবাব দিলেন—জবাবের সুর উঁচু নয়, কিন্তু শুনলে ভয় লাগেঃ

"অর্ডারটা ঠিক বুঝতে পেরেছেন, কমরেড?"

"হ্যাঁ, বুঝেছি। কিন্তু কমরেড আপনাকে বুঝিয়ে বলতে চাই....."

"বর্তমানে কম্যাণ্ড আপনার বোঝানো শুনতে চায় না। আদেশ পালন করার ইচ্ছা আছে আপনার?"

"ও বাবা, এদের এখানে কথা বলার ধরনই আলাদা।" তেলেগিন ভাবে। নিজের অজ্ঞাতেই স্যালুটে হাত তুলে সে বল্ল, "তাই হবে কমরেড।" তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে স্টেশনের দিকে পাড়ি দিল।

এখানে কাজকর্মের ধারা একেবারে অভূতপূর্ব। অন্যান্য শহরের স্টেশনে আপনি যদি, এই ধরুন..... একখান থেকে আর একখানে যেতে চান তাহলে কত লোককেই যে ডিঙিয়ে যেতে হবে! দেখবেন বস্তাটস্তার ওপর কাতারে কাতারে লোক শুয়ে আছে টেনে লম্বা হয়ে—কেউ ছদ্মবেশী বুর্জোয়া, কেউ পলাতক সৈন্য, কেউ বা চাষী (স্ত্রী, পুরুষ দুইই), কোথাও বস্তার ভেতর থেকে মুর্গীর লেজ বেরিয়ে পড়েছে, কোথাও বা শুয়োরের বাচ্চার কোঁই কোঁই শব্দ শোনা যাচ্ছে—এমনি সব। কিন্তু এখানকার স্টেশনে ওরকম একটি লোকও পাবেন না। এখানে মেঝের ওপর ঝাড়ু পর্যন্ত পড়েছে—সত্যি। তবে পরিত্যক্ত রিফ্রেশমেণ্ট রুমের টেবিলে আর দেওয়ালের গায়ে এক পুরু ধুলো—ধুলো উড়ে এসেছে ভাঙা জানলা দিয়ে। এখানে এদের কথা বলার কায়দা পর্যন্ত অন্য রকম—একেবারে সংক্ষেপে সারে, সঙ্গে সঙ্গে একটুখানি যেন চোখও রাঙ্গায়—মনে হয় যেন বন্দুক উঁচিয়েই আছে।

আতঙ্ক ছড়ায়।.....ডিট্যাচমেণ্টের সাপ্লাইয়ের ব্যবস্থা ঠিক করে রেখেছ তো?"

"রেখেছি!"

শারিগিন হাতটা ঝট্ করে কপালে ঠেকাল—এরকম ও বড় করে না। মুখের মেঘ তখন কেটে গেছে। "ছেলেটা ভাল," ভাবল তেলেগিন। "সহজে উত্তেজিত হয়ে পড়ে বটে, তবে তা কাটিয়ে উঠবে।" তারপর তেলেগিন এলো মালগাড়ীর কাছে—গাড়ীটা কামানের ট্রাকের পেছনে জোড়া। এমন সময় প্ল্যাটফর্ম ধরে উত্তেজিত ভাবে ছুটতে ছুটতে এসে পেঁছাল সার্গি সাপঝ্কভ। তার কাঁধে কিটব্যাগ, বগলে তলোয়ার.....।

"ইভান, আমার কথা জিজ্ঞাসা করেছ?"

"সব ঠিক হয়ে গেছে সার্গি সার্গিয়েভিচ। এখন উঠে পড়!"

মালগাড়ীতে উঠল সাপঝ্কভ। গাড়ীর এক কোণে, জাহাজীদের মালের গাদার উপর আগে থেকেই বসেছিল আনিসিয়া।

পশ্চিমী রেল লাইনের ওপর ভরোপনভো স্টেশন। সেখান থেকে অল্প দূরে এক জায়গায় কামান দুটো নামানো হল ভোর হবার আগেই। ও দুটো ওখানকার একটা আর্টিলারী বাহিনীর কাজে লাগবে। ওখানে পেঁছবার পর তেলেগিন আর তার ডিট্যাচমেণ্টের লোকেরা জানতে পারল যে, যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা বেশ সঙ্গীন। ঠিক ভরোপনভোর নীচেই জারিত্সিন থেকে আট মাইল দূর পর্যন্ত ঘোড়ার ক্ষুরের আকারে একটা প্রাকার তৈরী হচ্ছে; উত্তর দিকে গুমরাক স্টেশনে তার গোড়া আর জারিত্সিনের দক্ষিণ দিকে সারেপ্তায় তার শেষ। এই প্রাকারবেষ্টিত বন্ধনীই আত্মরক্ষার শেষ লাইন। এর পেছনে এক সার অনুচ্চ পর্বতমালা, আর পর্বতের ওপারে ঢালু প্রান্তরভূমি একেবারে শহরের কিনারা পর্যন্ত উঠে গেছে। পিছু হটার পথ নেই, পিছু হটতে গেলেই নামতে হবে ভলগার কনকনে স্রোতের মাঝখানে।

গতদিনের ঝড়ে মেঘ সরে গেছে। সে মেঘ এখন দিগন্তের ওপারে দুর্ভেদ্য অন্ধকারে স্তূপীকৃত। উদীয়মান সূর্যে একটুও উত্তাপ নেই। বাদামী রংয়ের সমতল ভূমির ওপর অসংখ্য মানুষ—কেউ মাটি খুঁড়ছে, কেউ খোঁটা পুঁতছে, কেউ বা কাঁটা তারের বেড়া খাটাচ্ছে কিংবা বালির বস্তা সাজাচ্ছে। জারিত্সিনের ওধার থেকে মালগাড়ী আসে, গাড়ী থেকে লোক নামে, রওনা হয় স্তেপের দিকে, তারপর ভূপৃষ্ঠের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায়। সদ্য-খোঁড়া গর্ত থেকে কেউ বা ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে উঠে আসে, ক্লান্তভাবে টলতে টলতে চলে স্টেশনমুখো। শহরের বাসিন্দাদের মধ্যে যারাই কোদাল ধরতে পারে, ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, তাদের প্রত্যেককেই বোধ হয় এখানে কাজ করতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কাজ করবার এমনি একটা দল, নানান্ চেহারার জন-পনের স্ত্রী-পুরুষ,

"কি ব্যাপার, নাগরিকবৃন্দ, কাজ করবেন কি করবেন না, তা স্থির করে উঠতে পারছেন না বুঝি?"

স্তেপান আলেক্সিয়েভিচ নামে সেই যে সন্ত্রস্ত গোছের ভদ্রলোকটি, যাঁর কোমরে বেল্টের বদলে দড়ি বাঁধা, তিনি এক পা এগিয়ে এলেন। অশ্বারোহীর দিকে মুখ তুলে তাকে অতি ধীরভাবে বোঝাতে লাগলেন—যেভাবে স্কুলের মাস্টার ছাত্রদের বোঝায়ঃ

"কমরেড, মনে হচ্ছে, এখানকার সেনাধ্যক্ষদের মধ্যে আপনিই সবচেয়ে সিনিয়র।....." গর্তের ধারে অশ্বারোহী ঘোড়াটা সাবধানে দাঁড়িয়ে আছে; দস্তানাপরা হাতে ঘোড়াকে চাপড়াতে চাপড়াতে ঘোড়সওয়ার বেশ ফুর্তির সঙ্গেই স্তেপানের প্রশ্নে ঘাড় নাড়লেন, বললেন, "হুঁম্।" "কমরেড, আমাদের দলটাকে কাল রাত্রে জবরদস্তি ফৌজে আনা হয়েছে; কে জানে কোথায় কোন্ নাকি নামের লিস্ট ছিল, তারই জোরে আমাদের আনা হয়েছে। আমাদের এই দলের পক্ষ থেকে আমি তীব্র প্রতিবাদ জানাই....."

"হুঁম্", বল্লেন দাড়িওলা ঘোড়সওয়ার, কিন্তু এবার তাঁর উচ্চারণের মধ্যে যেন হুমকির আভাস।

"হাঁ, আমরা প্রতিবাদ করি", তীক্ষ্ণ সুরে বল্লেন, "স্তেপান আলেক্সিয়েভিচ, যারা শারীরিক পরিশ্রম করার উপযুক্ত নয় বলে সাব্যস্ত হয়েছে আপনারা তাদেরকেও ট্রেঞ্চ খুঁড়তে বাধ্য করছেন।.....অত্যাচারের যুগই আপনারা এমনি করে ফিরিয়ে আনছেন। আপনাদের পথ জবরদস্তির পথ।"

এবার তাঁর দু গালের পেশীই ধুক ধুক করতে লাগল। যেন খুব বেশী বলা হয়ে গেছে—এমনিভাবে তিনি চোখ বুঁজলেন, বিবর্ণ ঊর্ধ্বনেত্র মুখটা এপাশ-ওপাশ দুলতে লাগল।.....ঘোড়সওয়ার ওঁর দিকে চেয়ে চোখ দুটো কুঁচকে আনলেন; তাঁর প্রশস্ত নাসারন্ধ্র তখন কাঁপছে, কঠোরতার ভঙ্গীতে ঠোঁট দুটি জুড়ে এসেছে, মনে হয় যেন একটা কাটা দাগ পড়েছে মুখের ওপর। ঘোড়া ছেড়ে তিনি গর্তের মধ্যে নামলেন লাফিয়ে, ব্রীচেস প্যান্টের ভাঁজটা এক ঝটকায় ঝেড়ে নিয়ে বল্লেনঃ

"ঠিকই তো! আপনারা যদি নিজের ইচ্ছায় জারিতসিনকে রক্ষা করতে না আসেন, তাহলে জোর করেই আনা হবে। তাতে চটেন কেন? আসুন আসুন, দেখি একটা কোদাল দিন তো কেউ?"

বাদামী দস্তানা পরা প্রকাণ্ড হাতটা তিনি বাড়িয়ে দিলেন কারো দিকে না চেয়ে। মোটা মোটা গোল-মুখ যে স্ত্রীলোকটি সবার আগে প্রতিবাদ করেছিল, সে তার কোদালটা তাড়াতাড়ি এগিয়ে দিয়ে বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল ওঁর পানে।

"ঝগড়া করার কি আছে?" জের টানলেন ঘোড়ওয়ার। "এতো স্রেফ ভুল বোঝাবুঝি।" বলতে বলতে মাটিতে কোদাল চালিয়ে একটা চাবড়া ওঠালেন, তারপর মাথা ছাড়িয়ে কোদাল তুলে সজোরে সেটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন পাঁচিলের ওপর। "আমরা লড়ছি আর আপনারা আমাদের সাহায্য করছেন—

॥ চার ॥

গোটা ডিভিশনের সঙ্গে সঙ্গে পিওতর নিকোলায়েভিচ মেল্‌শিনের রেজিমেণ্টও দন নদীর বাঁদিক বরাবর পিছু হটে চলেছে। শত্রুপক্ষের সুসজ্জিত দন আর্মি একেবারে স্থায়ী ফৌজের কায়দায় সুগঠিত—তারই দ্বিতীয় কলামের অগ্রসর ইউনিটগুলো ওদের দিনরাত আক্রমণ করে, সে আক্রমণ প্রতিহত করতে হয়। অনবরত লড়াই, তার ওপর রাতের পর রাত ধরে মার্চ ক'রে চলা—না আছে নিয়মিত খাওয়া দাওয়া না আছে নিদ্রা বা বিশ্রাম—মেল্‌শিনের সৈন্যরা একেবারে অবসন্ন। পাহাড় আর স্তেপের প্রতিটি নালা, প্রত্যেকটি খানাখন্দ—সবই ক্রাসনভের কসাকদের কাছে সুপরিচিত—শত্রুকে যেখানে আক্রমণ করতে পারলে সবচেয়ে সুবিধা সেই সব দিকেই তারা শত্রুকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। ভোরবেলা উঠে ওদের পদাতিক দলগুলি শত্রুর গুলির লক্ষ্যটাকে নিজেদের দিকে টেনে আনে, ওদিকে ঘোড়সওয়ার স্কোয়াড্রনগুলো নালা আর সুড়ঙ্গ পথ ধরে শত্রুর পাশে গিয়ে পৌঁছায়—প্রচণ্ডভাবে শিস দিতে দিতে, হল্লা করতে করতে হিংস্রবেগে ঝাঁপিয়ে পড়ে শত্রুর ওপর।

"কমরেডস্‌, মাথা ঠিক রাখতে হবে—এই হল সবচেয়ে বড় কথা," সৈন্যদের উদ্দেশ ক'রে মেল্‌শিন বলেন। "সংহতিতেই আমাদের শক্তি। মশার কামড়ে ভয় পাওয়ার ছেলে আমরা নই। কিসের জন্যে লড়ছি তা জানি আমরা—তাই মরতে ভয় করিনে। কিন্তু কসাকের কথা ভাবুন—তার সাহস আছে, আবার লোভও আছে। তার লক্ষ্য হল লুট, সে তো প্রাণ হারাতে চায় না। আর তারও বাড়া কথা—ঘোড়ার দামই কসাকের কাছে সবচেয়ে বেশী।"

পেছনের পাহারাদার বাহিনীটা ইভান গোরার কম্প্যানী। সাপ্লাই ট্র্যান্স-পোর্টের মালবাহী গাড়ীগুলোর প্রত্যেকটাতে আহত সৈন্য বোঝাই—সেগুলো ওরা রক্ষা করে। আহতদের ছাড়া যায় না, তাদের যে কোথাও রেখে যাবে এমন স্থানই নেই ঃ আহত হয়ে যারা যুদ্ধের পর বেঁচে থাকে তাদের গায়ে লাল তারার চিহ্ন দেখলেই শত্রুরা তাদের কাপড় চোপড় সব খুলে নেয়, তারপর টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলে—তা সে পদাতিক দলের হাতেই পড়ুক, আর অশ্বারোহী দলের হাতেই পড়ুক। এই পৈশাচিক কাণ্ড সারার পর ঘোড়ার কেশরে তলোয়ার মুছে নিয়ে কসাকের দল ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যায়—বীভৎস, বিকলাঙ্গ মৃতদেহগুলির দিকে মাঝে মাঝে ফিরে তাকায়।

ভেশেন্‌স্‌কায়া. কুর্মোইয়ার্স্‌কায়া, এস্তাউলভ্‌স্‌কায়া, পাসম্‌কিন্‌স্কায়া, নিস্‌নে-চির্স্কায়া, উস্ত-মেদ্‌ভেদিন্‌স্কায়া প্রমুখ সমৃদ্ধিশালী কসাক গ্রাম-

"এবার দনের ধারে পেঁাছেছি। কাছাকাছি তো একটা ফেরী নৌকা থাকার কথা, কসাকরা নিশ্চয়ই সেটাকে ওপারে ঠেলে দিয়েছে। বোধ হয় এই জন্যেই আমাদের থামতে হয়েছে।"

গাড়ীটা আবার সোজা হল—পিছ্ হটে ঠকর ঠকর করতে করতে চলে গেল ইভান। মান্ষ, ঘোড়া সবার ওপরই নামল নিস্তব্ধতা। জামার হাতায় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে দাশা। প্রেমাস্পদের সাথে চাপা ভালবাসার এমনই একটা ম্হ্র্তের জন্যে ও কী না দিতে পারে। ওরে ঈর্ষাজর্জর হৃদয়! আগে ভাবিসনি কেন একথা! কিসেরই বা তোর অভাব ছিল? ওর দয়িত, ওর প্রিয়তম—তাকে যে ও কাছে পেয়েও ছেড়ে দিয়েছে.....হারিয়েছে চিরদিনের মতো। "ইভান ইলিয়িচ," বলে এখন যতই ডাকুক, "ভানিয়া, ভানিয়্শা" বলে যতই চীৎকার কর্ক, সে আর আসবে না.....

কুজমা কুজমিচের ডাকে ঘ্ম ভেঙে দাশা দেখে সে একটা গাড়ীর নীচে শ্য়ে আছে, কুঁকড়ি শ্ঁকড়ি হবে। গ্লির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। ভোরের আলোয় আকাশে রং ধরেছে—ফিকে সব্জ রং। ঠাণ্ডার চোটে দাঁত ঠকঠক করতে করতে দাশা আঙ্লের ওপর ফ্ঁ পাড়ে।

"দারিয়া দ্মিত্রেভ্না, ব্যাগ নিয়ে জলদি এসো, জখমী লোক আছে....."

নীচে নদীর ধার থেকে গ্লি চলছিল—প্রত্যুষের স্তব্ধতার মধ্যে তার আওয়াজ কেমন ফাঁপা শোনায়। ঠাণ্ডা মাটিতে ঐট্কু ঘ্মিয়েই দাশার হাত-পা অসাড় হয়ে গিয়েছিল, টেনে-হেঁচড়ে কোনোরকমে উঠে দাঁড়াল। ওর হাতে নার্সের ব্যাজটা ঠিক করে দিয়ে সামনে দৌড়ে গেল কুজমা কুজমিচ, ফিরে এসে বল্লঃ

"আর একট্ তাড়াতাড়ি, চাঁদমণি, জলদি করো! আমাদের লোকজন এখানে ক্যাছেই কোথাও আছে।.....কে যেন গোঙাচ্ছে শ্নতে পাচ্ছ? পাচ্ছ না?"

আবার দৌড়ে গেল, তারপর থেমে ঘাড়টা বেঁকিয়ে চারিদিকে চাইল। ওর হান্ফানানির দিকে নজরও দেয়নি দাশা—তবে ও যে এত ভীতু তা দেখে ঘেন্না না করে পারল না।

"নীচু হয়ে পড়, লক্ষ্মীমণি, ব্লেটের শোঁ শোঁ শ্নছ না?"

সবটাই অলীক কল্পনা—আসলে না ছিল আহতের কাতরানি, না ছিল ব্লেটের শোঁ শোঁ। আকাশের আভায় রং ধরল আরও উষ্ণ। সামনে শাদার ঝিলিমিলি, যেন নদীটা ক্ল ছাপিয়ে চলে এসেছে। ওটা হল শরতের ঘন কুয়াশা—নদীতীরের নিষ্পত্র উইলো শাখায় আর নদীর জলের ওপর সে কুয়াশা ঝ্ঁকে পড়েছে। ইভান গোরাকে ওর মধ্যে দেখাচ্ছে যেন কোমর পর্যন্ত দ্ধে ঢাকা। আর একট্ দ্রে উঁচু ট্পী-পরা একজন সৈন্য, তারপর আর একজন, তারপর আর একজন—সবাইয়েরই শ্ধ্ কোমরের ওপরের অংশ দেখা যায়। ডনের দক্ষিণ-পাড়টা উঁচু—ওরা সেই পাড়ের দিকে চেয়ে আছে। সেখানে কুয়াশা

পেঁছায়নি, অন্ধকার অন্ধকার ঝোপঝাড়ের পেছন দিয়ে স্তব্ধ বাতাসে অসংখ্য ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে।

কুজমা কুজমিচও তাদের দেখতে পেল।

"দেখ, দেখ দারিয়া দ্‌মিত্রেভ্‌না!" উত্তেজিতভাবে ও বকবক করে উঠল। "আর্মির পিছে পিছে ওরা এসেছে লুঠের জন্যে। আরে গাড়ীগুলো একবার দেখ! বাপরে, একেবারে হাজার হাজার! ঠিক সেই অতীত কালের ভবঘুরে জাতের মতো! দেখ দেখ! জিনখোলা ঘোড়া, গাড়ী।.....আগুনের ধারে শুয়ে রয়েছে দাড়িওলা লোকগুলো, দেখেছ? ঐ যে যাদের বুটের ডগায় ছোরা গোঁজা? সত্যি একবার চেয়ে দেখ দারিয়া দ্‌মিত্রেভ্‌না, এমন দৃশ্য জীবনে আর দেখবে না।"

দাশা কিন্তু কিছুই দেখতে পায় না—না গাড়ী, না ঘোড়া, না আগুনের ধারের কসাক। তবু ওর রক্ত জল হয়ে আসে। ইভান গোরা ঘুরে দাঁড়াল, হাতের ইঙ্গিতে ওদের বল্গা কুয়াশার মধ্যে বসে পড়তে। কুজমা কুজমিচ শুরু করল বিড়বিড় করতে, মনে হল যেন কোন্‌ রুদ্ধশ্বাস কাহিনীর পাতা থেকে মুখ তুলে কথা বলছেঃ

"আমাদের বুদ্ধিজীবীদের এ দৃশ্য দেখানো দরকার। তাই না? এ একেবারে স্বপ্নের মতো! বুদ্ধিজীবী বাবুরা বলতেন, শাসনতন্ত্র দাও আমাদের, আমরা রুশ জনসাধারণকে শাসন করব।.....তাই না?.....ওঃ রুশ জনসাধারণকে নিয়ে ওরা কী গল্পই না বানাতঃ জনসাধারণ নাকি অলস, তারা নাকি মুখ বুজে সয়, আর ধর্মের জন্যে মরে! বটে! বটে! এবার একবার সেই জনসাধারণের দিকে চেয়ে দেখতো বাপু! কুয়াশায় কোমর পর্যন্ত ঢেকে ওরা লক্ষ্য স্থির রেখেছে শত্রুর ওপর—ওরা বুদ্ধিমান অথচ ভয়ংকর, নিজেদের ভাগ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন।.....এ এক নতুন দৈত্য—কোমর বেঁধে উঠে দাঁড়াচ্ছে আজ, হাতে বাঁধছে লোহার দস্তানা—ইতিহাসে এ শক্তির পরিচয় ছিল না এতকাল....."

মেশিনগান আর রাইফেল থেকে গুলীবর্ষণের দূরাগত শব্দ হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেছে। একটা কথার মাঝখানেই থেমে পড়ল কুজমা কুচমিচ। ওর থেকে আগে দাঁড়িয়েছিল ইভান গোরা, সে মাথা ফেরাল। নদীপথে আরও একটু দূরে দুটো ফাঁপা বিস্ফোরণের প্রতিধ্বনি জাগল, সঙ্গে সঙ্গে কুয়াশার প্রান্তদেশে বিচ্ছুরিত হল আবছা লাল আভা একটা। দূর থেকে চীৎকারের শব্দ আসে, গুলীর আওয়াজ আবার বেজে ওঠে—এবার আরও ঘন ঘন।

"'আরে, আমাদের ওরা ওপারের ফেরী-বোটটা জ্বালিয়ে দিয়েছে, সত্যি বলছি!" কুয়াশা থেকে মাথাটা জাগিয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠল কুজমা কুজমিচ। "ওঃ হো-হো-হো, ওখানে সব একেবারে কচুকাটা, কচুকাটা।....."

একদল সৈন্য নিয়ে ইভান গোরা নীচু হয়ে ছুটল নদীর পাড় লক্ষ্য করে, ছুটতে ছুটতে অদৃশ্য হয়ে গেল আগাছার ঝোপঝাড়ের মধ্যে। সূর্যোদয়ের

শারিগিনের ধরণ-ধারণ ভারিক্কি গোছের—নিজস্ব মন্তব্য তাকে একটা করতেই হবে। বলল ঃ

"ওর উদ্যোগ আছে, বুঝলে? উদ্যোগই তো আসল কথা।"

তরমুজ থেকে মুখ তুলে একসঙ্গে হো হো শব্দে হেসে উঠল জাহাজীরা। ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে উঠে দাঁড়াল শারিগিন, কোদালটা তুলে নিয়ে বলল ঃ "কমরেডস্, আমার প্রস্তাব হচ্ছে আমরা সবাই মিলে আনিসিয়ার জন্যে মাটির নীচে একটা আশ্রয় বানিয়ে দিই। এরকম কমরেডের দেখাশোনা করা আমাদের কর্তব্য।"

হাসি তো হেসে নেওয়া গেছে, এবার নাবিকেরা ছোট একটা পরিখা খুঁড়তে লেগে গেল—ব্যাটারীর পেছনে নালার মধ্যে। গোলাগুলী চললে আনিসিয়া তাতে আশ্রয় নেবে। খোঁড়ার কাজ শেষ হলে, তারপর আর ওদের কিছু করার থাকল না। স্টীমার থেকে নামানো স্তূপাকার গোলাগুলো কামান দুটোর দুধারে সার করে সাজান হয়ে গেছে। রাইফেল টাইফেল সব পরিষ্কার—ব্যাটালিয়ন পরিচালনার ঘাঁটির সঙ্গে যোগাযোগ-ব্যবস্থাও সাপঝকভ সম্পূর্ণ করে ফেলেছে। জাহাজীরা আর কি করে গর্তগুলোর আশেপাশে শুয়ে শুয়ে রোদই পোহায়। জেনারেল মামন্তভ, আপনাকে অভ্যর্থনা করার জন্যে আমরা এখন প্রস্তুত!

কামানের গাড়ীর ওপর বসে আছে ইভান ইলিয়িচ, একটা শুকনো ডাঁটা হাতে নিয়ে ঘোরাচ্ছে, আর মাঝে মাঝে তাতে কামড় বসাচ্ছে। বড় বড় তর্কের ও ধার ধারে না। দেশের দূর দূরান্ত থেকে এই যে মানুষগুলি ওর চারপাশে জমল, এত বিসদৃশ হয়েও যারা এত সহজে তাদের সমগ্র ভবিষ্যৎ জড়িয়ে নিল একই সূত্রে—তাদের নিয়ে গড়া এই ছোট্ট পৃথিবীটাই ওর একান্ত আপনার। তাদের কথাই ও ভাবছে। সার্গি সার্গিয়েভিচ সাপঝকভকেই ধর ঃ সারাক্ষণ ও খালি চুলবুল করে যত সব আজগুবি কল্পনা নিয়ে—মনে হয় ওকে ওর পাশের মানুষদের সঙ্গে জড়িয়ে দেবার মত শক্ত বাঁধন বুঝি নেই। হঠাৎ দেখা গেল, ওকে যেন সবারই দরকার। আর ও-ও যেন ওদের মধ্যে সম্পূর্ণ স্বচ্ছন্দ—দিব্যি নিশ্চিন্তি চাকার পাশে শুয়ে ঘুম দিচ্ছে, শ্বাস পড়ছে আস্তে আস্তে। কিংবা ধর শারিগিন ঃ উচ্চাশা আছে তবে বুদ্ধিশুদ্ধিতে এমন কিছু তালেবর নয়, চতুরতাহীন স্বচ্ছ প্রকৃতি, কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—ঐ যে মুষ্টিবদ্ধ হাতের ওপর থুতনিটা রেখে কাত হয়ে ঘুমুচ্ছে। নয়তো জাদুইভিতের ঃ বালির ওপরে কী আরামেই গা ছেড়ে দিয়েছে, আদিম ধাঁচের সুন্দর মুখটা সূর্যের দিকে ফেরানো চতুর, সাহসী হিসাবী লোক—যদি বেঁচে থাকে তো নিজের খামারে ফিরে যাবে। আর এক দৈত্য হল লাতুগিন—এসেছে কারঝেনেৎস বন অঞ্চল থেকে—এখন নাক ডাকাচ্ছে প্রচণ্ড শব্দে, মুখের ওপর টুপিটা চাপা। ওর চরিত্রে চতুরতা অনেক বেশী, কিন্তু শঠতার লেশ নেই—ওর কাছে তার প্রয়োজনও নেই, বিভলবার আর হাতবোমা নিয়ে কোন্ স্বর্গে ও আজ চড়াও করছে তা ও জানেই না

বারোজন লোক—তারা তাদের জীবনের দায়িত্ব তুলে দিয়েছে ইভান

ইলিয়িচের হাতে। খুব সংকট মুহূর্তেই সমর পরিষদের কাছ থেকে ও ব্যাটারীটার ভার পেয়েছে।.....অংক ও কিছু কিছু জানে সত্যি, তাহলেও ওর খুব জোর দিয়ে বলা উচিত ছিল যে, ব্যাটারী পরিচালনা করা ওর কর্ম নয়.....

"গাগিন, সাইট-কোণ মাপতে পারে এমন কেউ আছে এখানে? আমাদের কাছে পাল্লা মাপার যন্ত্র নেই, জান তো?"

সুড়ংগাবাসের দেওয়ালে একটা তাক মতো অংশের ওপর দাঁড়িয়ে রক্ষা-প্রাচীরের ওপরে স্তেপের দিকে চেয়ে ছিল গাগিন। সে মুখ ফেরাল।

"পাল্লা মাপার যন্ত্র!" অপ্রসন্ন মুখে কথাটার পুনরাবৃত্তি ক'রে কটমট্ চোখে গাগিন চাইল তেলেগিনের দিকে। "পাল্লা মাপার যন্ত্র কি করবেন? কম্যাণ্ড পোস্ট থেকে টেলিফোনেই তো ওরা এংগল্ বলে দেবে!"

"ও, তাহলে ঠিক আছে!"

এংগল্, টাইম ফিউজ, ফায়ারিং ডেটা—ও-সব আমাদের জানা আছে। কিন্তু কথা তো তা নয় কমরেড তেলেগিন।.....যুদ্ধটা হবে ভয়ংকর—পাল্লা টাল্লা মেপে কূল পাবেন না; এ যুদ্ধের জন্যে চাই রাগ, প্রচণ্ড রাগ.....একেবারে শেষ গোলা পর্যন্ত নিঃশেষে দেগে যেতে হবে, তাতে যদি নাড়ীভুঁড়ি সব ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে কুছ্ পরোয়া নেই। সেই কথাই ভাবুন এখন।.....আসুন ওপরে আসুন, আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি!"

তাকের ওপর ওর পাশে উঠে এল তেলেগিন। কামান দাগার শব্দ আরও জোরে শোনা যায়, যেন কাছিয়ে আসছে। দক্ষিণ আর পুব দিকে আকাশটা ধোঁয়ায় ঢেকে গেছে—মেঘের মতো ধোঁয়া। গাগিনের আঙুলের নির্দেশ অনুসরণ করে ও দেখতে পেল—এক দল লোক আর এক সার গাড়ী উত্তর দিক থেকে গুটি গুটি চলেছে সমতলভূমির ওপর দিয়ে।

"আমাদের লোকেরা পালাচ্ছে," বলল গাগিন। দক্ষিণে সারেপ্তার ওধারে ব্যাঙের ছাতার মতো একটা প্রকাণ্ড ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে—সেদিকে ঘাড়টা হেলান। "অনেকক্ষণ ধ'রে ওদের দেখছি আমি—ও জায়গাটার ওপর দিয়ে হাজার হাজার লোক ছুটে পালিয়েছে। সত্যি হাজার হাজার।.....বিস্ফোরণ-গুলো দেখছেন? এর আগে একটাও হয়নি। ওরা ভারী কামান দাগছে। জেনারেল সকাল বেলাই এখানে এসে পৌঁছাবে, দেখে নেবেন।"

ইভান ইলিয়িচ তার ব্যাটারির সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি আর একবার পরিদর্শন করল। ফের গুণে দেখল গোলা আর কার্তুজ কত আছে ঃ কার্তুজ আছে রাইফেল পিছু মাত্র দু ক্লিপ। ব্যাটারির জায়গাটা বড় খোলা—এই জন্যে ওর বিশেষ দুর্ভাবনা। কয়েক শো ফুট দূরে কতকগুলো পরিখা দেখা যাচ্ছে, সম্প্রতি কাটা হয়েছে, কিন্তু পরিখার মধ্যে লোকজন কোথায়? লাল ফৌজের ইউনিটগুলো পরিখা থেকে আরও অনেক দূরে। সাপঝকভের গায়ের কাছে বসে পড়ল তেলেগিন। সার্গি সার্গিয়েভিচের মুখটা কুঁচকে রয়েছে—মনে হয় ঘুম দেওয়াটাও যেন ওর পক্ষে সহজ কাজ নয়।

"জাগালাম বলে কিছু মনে ক'রো না সার্গি সার্গিয়েভিচ—কিন্তু ব্যাটালিয়ন কম্যাণ্ডারের সঙ্গে আমাকে কনেকশন দিতে হবে যে!"

ঝাপসা চোখ মেলে চাইল সাপঝকভ।

"কি দরকার? আদেশ দিয়ে দিয়েছে—গোলা দাগতে হবে না। সময় হ'লে ওরাই আমাদের জানাবে।.....এত ভাবছ কি?" চাকাটার কাছে ও সরে গিয়ে হাই তুল্ল—অবশ্য বোঝা যায় যে ওটা শুধু ছল। "আরে শুয়ে পড়ে ঘুম দাও না কেন? অমন আর কিছু নেই।"

তাকের ওখানটায় ফিরে গিয়ে ইভান ইলিয়িচ অনেকক্ষণ নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল—হাতটা পাঁচিলের ওপর। দিগন্তের ওপারে কোথায় যেন অসংখ্য কসাক সওয়ারের ঘোড়ার খুরে খুরে কুয়াশা সৃষ্টি হয়েছে—তারি মধ্যে ডুবে যাচ্ছে জর্দা রংয়ের প্রকাণ্ড সূর্যটা। মাটির ওপর রাত্রির ছায়া নেমেছে, সৈন্য চলাচল আর দেখা যায় না। সন্ধ্যাতারাটা স্বচ্ছ, তার নীচে সূর্যাস্তের আকাশের গায়ে কত ছবি জেগে ওঠে। প্রথমে দেখা যায় যেন সবুজ মহাসমুদ্রের তীরে কোন্ এক অদ্ভুত দেশ; তারপর ভেসে ওঠে চীনের প্যাগোডা; ওর একটা আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে প্রথমে দেখায় যেন ঘোড়া, দুমাথাওয়ালা, তারপর যেন একটি মেয়ে, হাত কচলাচ্ছে।... ..

মনে হয়, গর্ত থেকে বেরিয়ে পা তুল্লেই ও বুঝি সেই পরম সুন্দর দেশে স্বপ্নের মতো উড়ে চলে যাবে। এমন সময়ে এ ছবি এসে উদয় হল—এর নিশ্চয়ই কোনো অর্থ আছে; জীবন মরণ যুদ্ধের এই চূড়ান্ত মুহূর্তে এ ছবি নিশ্চয়ই তেলেগিনের পক্ষে তাৎপর্যপূর্ণ!

"আরে ও সব ছাড়!" ইভান ইলিয়িচের কাঁধে হাত রেখে বল্ল সার্গি সার্গিয়েভিচ। "ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মেঘের ছবি দেখাটা হচ্ছে ভাববাদ, স্রেফ ভাববাদ।.....একটা সিগ্রেট বানানো যাক, কি বল? হাসপাতালে থাকার সময় এক পুরিয়া তামাক হাতিয়েছিলাম—ঠিক মরার আগে টানব বলে রেখে দিয়েছি....."

চিরকালের মতোই আজও ওর কণ্ঠে ব্যঙ্গের সুর—কিন্তু মুখের বলিরেখায় আর ঘোলাটে চোখ দুটিতে বিষণ্নতাও লুকিয়ে ছিল। সিগ্রেট বানিয়ে দুজনেই ধরাল। তেলেগিন ধোঁয়া ছাড়ে কিন্তু ভেতরে টানে না, আর সাপঝকভ একেবারে বুকের ভেতর টেনে নিয়ে গিয়ে হাঁসফাস করে ওঠে।

"মরার কথাটা বার বার বলছ কেন?" নীচু স্বরে তেলেগিন শুধাল।

"মৃত্যুকে আমি ভয় পেতে শুরু করেছি.....মস্তিষ্কে বুলেট লাগবে সেই ভয়। অন্য কোথাও হলে তেমন কিছু নয়, কিন্তু মাথাটার জন্যে সত্যিই ভয় করে। মাথাটা তো শুধু বন্দুকের নিশানা নয়, তার চেয়ে ভাল কাজের জন্যেই ওটা তৈরী হয়েছিল। যা কিছু চিন্তা করেছি সব হারিয়ে যাবে, এ সহ্য করতে পারিনে।....."

ওদিকে গাগিন আছে শাল্রীর ডিউটিতে, তার সঙ্গেই সৈন্যদের কেউ কথা বলছে নিশ্চয়।

"আচ্ছা ইভান, এই ভবিষ্যৎটা যদি শুধু রূপকথা হয়? দূরাতিদূর স্তেপভূমিতে বলবার জন্যেই যদি এ গল্প বানানো হয়ে থাকে? ওরকম ভবিষ্যৎ যদি না-ই থাকে? তা যদি হয়, তাহলে বিভীষিকা ঘুরে বেড়াবে সারা পৃথিবীর ওপর।" একেবারে তেলেগিনের কাছে সরে এসে ফিস ফিস করে বলে চলল সাপঝকভঃ "বিভীষিকা এসে গেছে, কিন্তু এখনও কেউ তা সত্যি সত্যি বিশ্বাস করে না। বিভীষিকা এখন সবে দুশমনের শক্তি পরীক্ষা করতে শুরু করেছে। যা আসছে তার তুলনায় গত চার বছরের হত্যাকাণ্ড কিছুই নয়। এখানে, সারা দুনিয়ার বিপ্লবকে ধ্বংস করাই এ বিভীষিকার প্রধান লক্ষ্য। তারপর ব্যক্তিত্বের গলায় সর্বজনীন সামরিক বন্ধন—মাথা মোড়ানো, হাতে দড়ি। আর পৃথিবীর ধূসর ভগ্নস্তূপের ওপর বিভীষিকার রাজত্ব—স্ফীত, জয়োদ্ধত। তার চেয়ে কসাকের তলোয়ারের খোঁচায় এখনি মরে যাওয়াও ভাল....."

"আরে, সার্গি সাগিয়েভিচ, তোমার এখন সত্যিকারের প্রয়োজন হচ্ছে বিশ্রাম, আর উপযুক্ত চিকিৎসা," তেলেগিন বলল।

"এ ছাড়া আর কিছুই বলবে না তুমি, তা জানতাম।"

গাগিন গর্তের মধ্যে নামছে, সঙ্গে একজন সামরিক অফিসার—ঢ্যাঙ্গা, একটু কুঁজোও। এই যন্ত্রণাদায়ক তর্ক থেকে অব্যাহতি পেয়ে তেলেগিন যেন একেবারে বেঁচে গেল। আগন্তুকের সারা গায়ে কাদার ছিটে, গ্রেটকোটের ধারটা একদম ছিঁড়ে গেছে। মাথায় কসাক সৈন্যদের টুপি—দেখে একটু আশ্চর্য লাগে। গলাটা ধরা ধরা, মনে হয় যেন হপ্তাখানেক ধরে পেঁকো জলার মধ্যে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে বসেছিল।

"শুভেচ্ছা, কমরেড কম্যাণ্ডার! আপনাদের কী অবস্থা—গোলাটোলা যথেষ্ট আছে তো?"

"শুভেচ্ছা!" জবাব দিল তেলেগিন। "আপনি কে জানতে পারি?"

"কাচালিন রেজিমেণ্ট থেকে একটা কম্প্যানি নিয়ে এসেছি আমি—আপনাদের সামনের জায়গাটায় আমাকে স্থান নিতে হবে। আমিই কম্যাণ্ডার।"

"খুব ভাল কথা! আমার একটু কেমন কেমন লাগছিল—অতগুলো পরিখা রয়েছে অথচ তাতে থাকবার লোক দেখিনে।....."

"আমরাই ওখানে বসতে এলাম। কিছু আহত লোক আছে আমাদের সঙ্গে, তাদের ট্রেণে তুলে দেব। কম্যাণ্ডাণ্টের কাছে রুটি চাইতে গিয়েছিলাম—কিন্তু তিনি বললেন, কাল পর্যন্ত কিছু পাওয়া যাবে না। সে তো বুঝলাম, কিন্তু আমার কম্প্যানি যে তিনদিন ধরে কিছুই খায়নি। আপনার কাছেও বোধ হয় কিছু নেই, না কি আছে কিছু? যদি ওদের এক স্লাইস করেও রুটি দেওয়া যেত, মানে খাবারের গন্ধটাও পেত যদি। যা দেবেন কাল ফিরিয়ে দেব..... কিংবা চান তো আপনাদের একটা গরু দিয়ে দিতে পারি।"

"ইভান ইলিয়িচ!"

ডাক শুনে তেলেগিন সেদিকে ফিরল। ঠিক ছায়ার মতো নিঃশব্দে কাছে এসে আনিসিয়া সব কথা শুনেছে। "আমি যা জমিয়ে রেখেছি, তিন দিনের পক্ষে তা যথেষ্ট," সে বলল। "ও'দের আমরা কিছু দিয়ে দিতে পারি। কাল আর কিছু জোগাড় করব'খন....."

চট করে একটু হাসল তেলেগিন।

"বেশ, কমরেড কমাণ্ডারকে কিছু রুটি দিয়ে দাও।....."

এত সহজে রুটি পাবে কম্প্যানি কমাণ্ডার, তা ভাবতেও পারেনি।

"সত্যিই?" বলে সে চেঁচিয়ে উঠল। "অনেক, অনেক ধন্যবাদ।" আনিসিয়ার আনা রুটিগুলো তখনি বগলদাবা করে ফেলল, কিন্তু গেল না, তখনি চলে যাওয়া উচিত হয় না। ঘুমে আড়ষ্ট নাবিকরা উঠে বসে ওর দিকে চেয়ে দেখল—জীর্ণ বসন, ধুলোমাখা লোক একটা। ও তখন ওর রেজিমেণ্টের কীর্তি-কাহিনী শুনিয়ে চলেছেঃ দশ দিন ধরে রেজিমেণ্টটা শত্রুর বেষ্টনী ভাঙতে ভাঙতে এসেছে, তবু একটি কামানও খোয়া যেতে দেয়নি, আহতদের গাড়ীও ছাড়েনি একটিও। কিন্তু ওর কথাবার্তা এত ভাঙা ভাঙা, এত অসংবদ্ধ যে, নাবিকদের কয়েকজন বিরক্ত হয়ে চলে গেল।

"আগে ঘুমিয়ে নিন গে, তারপর বলতে আসবেন," ওর দিকে নিরুৎসাহ দৃষ্টি হেনে লাতুগিন বলল। "আচ্ছা, ঐ যে দূরে খুব জোর আলো দেখা যাচ্ছে, ওটা কি জন্যে বলতে পারেন?" বলে সারেপ্তার দিকে হাতটা ছুড়ে দিল।

"হ্যাঁ পারি," জবাব দিল ইভান গোরা। "স্টেশনে একজন লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, সে ঐ ধার থেকেই এসেছে, তখুনি। জেনারেল দেনিসভ সারেপতার ওপর চড়াও করছে। লোকে বলছে, এমন ভীষণ গোলাবর্ষণ নাকি কখনো দেখেনি, জার্মান যুদ্ধের সময়ও দেখেনি। সব যেন ঝেঁটিয়ে সাফ করে দিচ্ছে কামান দেগে। আর নালার ভেতর থেকে বন্যার মত বেরিয়ে আসছে কসাকের দল—ওঃ সে কী দৃশ্য! ওদের মুখ দিয়ে একেবারে ফেনা ছুটছে।..... সব একদম কচুকাটা—ওরা বন্দীটন্দী নেয় না।.....সরোজভের ডিভিশনে অর্ধেকই সাবাড় হয়ে গেছে।.....ওদিকে শত্রুরা ধেয়েছে ভল্‌গা পানে—সারেপতা আর চাপুর্নিকের মাঝামাঝি জায়গায় গিয়ে ভল্‌গা ধরবে এই ওদের ইচ্ছা। তা যদি পারে, তাহলেই আমাদের কম্ম কাবার!"

মাথা নেড়ে নাবিকদের বিদায় জানিয়ে গর্ত থেকে ও বেরিয়ে গেল।

"আপনাদের রেজিমেণ্টের কম্যাণ্ডার কে?" পেছন থেকে ডাক দিল তেলেগিন।

"পিঅত্‌র নিকোলায়েভিচ মেল্‌শিন!" অন্ধকারের ভেতর দিয়ে চীৎকার স্বরে জবাব দিল ইভান গোরা।

হবার আগেই জারিতসিনের তিন হাজার শ্রমিক সে ফাঁক ভরিয়ে দিল, নিজেদের বিপুল ক্ষতি সহ্য ক'রে হটিয়ে দিল শত্রুকে।

শত্রুর অশ্বারোহী আর পদাতিক বাহিনীর দুর্দান্ত যুগ্ম-আক্রমণের সঙ্গে যুঝছে মরোজভ ডিভিশন—এমন সময় এই ঘটনা ঘটে। ডিভিশনের মাঝের ইউনিটগুলো তখন প্রায় ভল্‌গার পাড় পর্যন্ত হটে এসেছে। সারেপতার রাস্তায় রাস্তায় গোলা পড়তে শুরু করেছে। চাপুর্নিকি গ্রাম জ্বলছে—আগুনের শিখায় খড়ের চাল পুড়ছে, এমন কি হ্রদের ধারে নল খাগড়া বনেও সে আগুন ছড়িয়ে গেছে।

দূরবীণ লাগিয়ে ডিভিশন কম্যাণ্ডার প্রান্তর পর্যবেক্ষণে ব্যস্ত। দিগন্তের ওপারে সূর্য তখন ডোবে ডোবে।

ওঁর একেবারে চোখের সামনেই কসাক স্কোয়াড্রনগুলো আসে যায়, গতি-বিধি গোপন করারও বিন্দুমাত্র চেষ্টা করে না। ওদের ঘোড়াগুলোর অশান্ত ভাব দেখে কম্যাণ্ডারের অভিজ্ঞ চোখ বলে দিল যে, এগুলো একেবারে তাজা ইউনিট, চূড়ান্ত আক্রমণের আয়োজন করছে। মনে মনে বল্লেন কম্যাণ্ডারঃ সূর্য-বিদায়ের আগেই ইতিহাসের পৃষ্ঠার ওপর দিয়ে সমস্ত মরোজভ ডিভিশনের ভয়ঙ্কর যাত্রা শুরু হয়ে যাবে—আর সে যাত্রার নায়কত্ব করবে মরোজভ ডিভিশনের কম্যাণ্ডার।

দূরবীণ ছেড়ে দিয়ে পকেটের ভেতর থেকে তিনি একটা ছোট পাইপ বার করে নিলেন। একটুখানি সারাতভ তামাক ধীরে ধীরে পাইপে ভরে নিয়ে দেশলাইয়ের খোঁজে গ্রেটকোটের পকেট হাতড়াতে লাগলেন। কিন্তু দেশলাই নেই একটা পকেটেও। ডাইনে বাঁয়ে চেয়ে দেখলেনঃ সামনে শুয়ে আছে তাঁর সৈন্য সামন্ত, প্রত্যেকের সুমুখেই ছোট ছোট মাটির ঢিবি; একজনের শার্টে কালো রং, রংটা ক্রমেই ছড়াচ্ছে, বোকার মত ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে আর একজন তার রাইফেলের কুঁদোয় গাল ঘসছে।

ডিভিশনাল কম্যাণ্ডারের আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলে পাইপটা মাটিতে পড়ল, নাগদোলার ঝোপ পর্যন্ত গড়িয়ে গেল—কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই। দূরবীণটা তুলে নিয়ে তিনি আবার চোখে লাগালেন। লাগাতেই হাত দুটো হঠাৎ কেঁপে উঠল। দূরবীণে দেখা যাচ্ছে—দক্ষিণ পশ্চিম দিকে আরো নতুন ঘোড়সওয়ার সৈন্য এসে জমেছে, বিপুল সংখ্যায়।.....উনি যখন পাইপ ভরছিলেন তখনই ওরা এসেছে নিশ্চয়।.....নীচু নীচু পাহাড়ের পেছন থেকে হাজার হাজার ঘোড়-সওয়ার বেরিয়ে আসছে—তাদের ঘোড়ার ক্ষুরে ক্ষুরে ওড়ানো ধুলো-বালি তেরছা সূর্যকিরণে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। "এমনধারা একটা ফৌজ তো আমাদের একেবারে ছাতু করে দিতে পারে," মনে মনে ভাবলেন কম্যাণ্ডার; দূরবীণ থেকে যেন জোর করেই চোখ নামিয়ে নিলেন মুহূর্তের জন্যে। ট্রেঞ্চে ট্রেঞ্চে তখন চাপা উত্তেজনার গভীর নিস্তব্ধতা, শক্ত হাতে রাইফেল চেপে ধরে লোকজন

সামনের দিকে একটা প্রকাণ্ড ছোরা গোঁজা, আর কাঁধের পেছন থেকে ঝুলছে মস্তাকবরণের প্রান্তভাগটুকু। নিজের ঘোড়াটাকে খোঁচাতে খোঁচাতে তিনি সবেগে ছুটে এলেন ডিভিশনাল কমাণ্ডারের দিকে। কাছে পেঁছবামাত্র ঘোড়ার লাগাম টেনে কর্কশ ভারিক্কি সুরে বল্লেনঃ

"শুভেচ্ছা কমরেড! কার সঙ্গে কথা বলছি আমি?"

"আপনি কথা বলছেন মরোজভ দন ডিভিশনাল কমাণ্ডারের সঙ্গে। শুভদিন কমরেড! আপনি কে বলুন তো?"

"আমি কে?" মুখ টিপে হাসলেন অশ্বারোহী। "ভাল করে দেখে নিন! আমি সেই লোক যাকে ডাকাত বলে ফর্মাণ জারি করেছিলেন ১১শ আর্মির কমাণ্ডার, যাকে নেভিন্নমিস্‌কায়াতে গুলী করে মারার কথা। কিন্তু সেই আমিই হাজির হয়ে গেলাম জারিতসিনে—দেখছেন তো! আর হাজির না হলে কি হত তা তো বুঝতেই পারছি।"

এই অহঙ্কারী জবাব শুনে ডিভিশনাল কমাণ্ডারের বড় ভাল লাগল না। ভ্রূ কুঁচকে তিনি বল্লেনঃ

"আপনি নিশ্চয় দ্‌মিত্রি শেলেস্ত....."

"হ্যাঁ ঐ নামেই আমাকে ডেকে এসেছে চিরকাল। আচ্ছা, এখন দেখিয়ে দিন তো, সমর পরিষদকে কোথা থেকে ফোন করতে পারি!"

"আমি তাঁদের সঙ্গে কথা বলেছি—সমর পরিষদ সবই জানেন।"

"আপনি কি বলেছেন তাতে আমার কি? আমার গলাটা শুনুক ওরা!" উদ্ধতভাবে জবাব দিলেন দ্‌মিত্রি শেলেস্ত। কয়লার মতো কালো ঘোড়াটার গায়ে এমন জোরে জুতোর কাঁটা দিয়ে ঠোক্কর মারলেন যে ঘোড়াটা একেবারে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল।

এই ভাবেই বুঝে নিতে পারি।.....লোকে বলে এমন মানুষও নাকি আছে যারা ভয়ের অর্থই জানে না। কথাটা একদম বাজে, ভয় আছে নিশ্চয়ই; মাথা তুলে দাঁড়ায়ও—নিজ হাতেই তার ঘাড় মটকে দিতে হয় বারে বারে। মৃত্যুর চেয়ে অপমানকেই ভয় করা উচিত অনেক বেশী। সত্যিকারের যুদ্ধে শক্তি পরীক্ষা হয়নি এমনধারা কমরেডও তো আছে আমাদের মধ্যে—সেই জন্যেই একথা বলছি, বুঝেছ কমরেড লাতুগিন। .....তাছাড়া এমন কমরেডও আছে যাদের মনের জোর কম। পাকা যোদ্ধারই কত সময় মাথার ঠিক থাকে না।.....তাই তোমাদের জানিয়ে দিতে চাই যে, আমার, মানে তোমাদের কমান্ডারের বুক যদি কখনও কেঁপে ওঠে, ধর যদি আমি কখনও ব্যাটারি ছেড়ে পালাই—তাহলে আদেশ দিয়ে রাখছি তোমরা তক্ষুনি আমাকে গুলী করে মেরে ফেলো। আর অন্য কাউকে যদি এমনি ধারা পালাতে দেখি, আমি নিজে তাকে গুলী করব।.....ব্যস, আর কিছু না।...সকাল হওয়ার আগে কেউ যেন সিগ্রেট-টিগ্রেট না জ্বালায়।.....”

একটু কেশে নিয়ে কামান দুটোর পেছনে ও কয়েক মিনিট পায়চারি করল। কত কথাই বলবার ছিল, কিন্তু মুখ দিয়ে ঠিক বেরুল না তো.....

“কমরেড্স্, আমি তো কথাবার্তা বন্ধ করতে বলিনি.....”

“কমরেড তেলেগিন!” আবার সেই লাতুগিনের গলা, হাত দুটো পেছনে করে ওর দিকে এগিয়ে গেল তেলেগিন।

“কমরেড তেলেগিন, আর্মিতে আসার আগে খালি পায়ে খালি গায়ে সারা দুনিয়া ঘুরে বেড়িয়েছি আমি, ঝগড়া করেছি সবার সঙ্গে।.....ডকে খালাসির কাজ করেছি, দোকানদারদের ওখানে কাঠ চেলা করেছি, পায়খানাও সাফ করেছি; এক মোহান্ত মশায়ের গাড়ীতে সহিসও হয়েছিলাম, কিন্তু ঝগড়া করে চলে এলাম—একেবারে জোলো সুপ খেতে দিত কিনা। চোরের দলেও ভিড়েছিলাম একবার।.....কোথায় না গিয়েছি! বোকাও ছিলাম বটে! আর তেম্নি ঝগড়াটে! মাতাল অবস্থায় কতবার যে আমাকে মেরে তুলো ধুনে ছেড়েছে.....”

“নিশ্চয় ছুঁড়ীর ব্যাপারে—বাজি রেখে বলতে পারি”, মাঝখানে ফোড়ন দিল বাইকভ। দূরে একটা রকেটের আবছা আলোয় ওর মোটা গোঁফ-দাড়ির ফাঁকে ছোট ছোট দাঁতগুলো ঝকঝক করে উঠল।

“মাঝে মাঝে ছুঁড়ীর ব্যাপারে সত্যি.....কিন্তু কথাটা তা নয়। আমি যা বলতে চাই তা হচ্ছেঃ আপনি আসল কথাটাই ছেড়ে গেছেন কমরেড তেলেগিন—শুধু ধানাই পানাই করছেন।.....বিপ্লবী কর্তব্য—কথাটা ঠিক সন্দেহ নেই। কিন্তু নিজের ইচ্ছায় এ কর্তব্য আমরা ঘাড়ে নিই কেন? বলুন সে কথা! পারবেন না? যা খেয়ে আমাদের থাকতে হ’ত তা তো আপনি খাননি কখনো। তপ্ত কস্টিকে সেদ্ধ হয়ে এসেছি আমরা, আমাদের আত্মাটার পর্যন্ত ছাল ছাঁড়য়ে নিয়েছে। যা আমরা সয়েছি তা জানোয়ারেও সইতে পারত না বলে মনে হবে আপনার। আপনি হলে এতদিন কবে জোয়ালে কাঁধ লাগিয়ে

দিতেন, বোঝা বইতেন জোহ্‌কুমের মতো।.....চটবেন না, একটু স্পষ্ট কথাই না হয় শুনলেন! অন্যের জন্যে খেটে খেটে আমার মায়ের হাড় কালি হল কেন? গ্রীসের রাণীর তুলনায় সে খারাপ কিসে?"

"এই সেরেছে!" বলে গোঁ গোঁ করে উঠল বাইকভ। "গ্রীসের রাণীকে আমরা দেখেছিলাম এথেন্সে, সেই কবে ১৯১৩ সালে। এখন আবার তাকে নিয়ে টানাটানি কেন বাপু?"

"আমার বাবাকে থাকতে হ'ত শুয়োরের মত—তারপর একদিন পুলিশ এসে তাঁকে মেরে শুইয়ে দিল, গায়ে থুতু দিল। কেন? কেন আমাকে ওরা কুত্তার বাচ্চা বলে ডাকে?"

"উঁহু, এ ঠিক হচ্ছে না," বল্ল শারিগিন। এক গাদা গোলার পাশে ও নিজের জায়গায় বসেছিল, এবার হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠল।

"এরকম শৃঙ্খলাহীন পদ্ধতিতে বল্শে চলবে না লাতুগিন। কুত্তার বাচ্চা, গ্রীসের রাণী, এসব কি বকছ? ওসব তো ভিতের ওপরকার অংশ মাত্র, আসল কথা হচ্ছে শ্রেণী সংগ্রাম। তুমি কি? সর্বহারা না শ্রেণীচ্যুত? সে সম্বন্ধেই মনস্থির করে ফেল....."

"চুলোয় যাও তুমি! আমি হচ্ছি সৃষ্টির কর্তা!" বলে চেঁচিয়ে উঠল লাতুগিন। "ওর মানে মাথায় ঢোকে? না, এখনো অত বড় হননি? একটা বইয়ে পড়েছিলামঃ 'সৃষ্টির কর্তা মানুষ!' সেই জন্যেই তো দাঁড়িয়ে আছি কামানের পাশে। সৃষ্টিকর্তার বাস আমাদেরই ভেতর। কর্তব্য, কর্তব্য, ভয়, ভয়! আরে, জেনারেল মামন্তভ কোন্ ছার, স্বয়ং ভগবানের ওপরই তো আমি আজ চড়াও করতে চলেছি—তার হাড়মাস একেবারে চিবিয়ে খাব।...এই তোমার ভিতের ওপরতলা, বুঝেছ চাঁদ।"

"একটু চুপ করুন কমরেড্‌স!" ফীল্ড টেলিফোনের ওখান থেকে সার্গি-সার্গিয়েভিচ হাঁকল। "শুনুন! সারেপ্‌তাতে আমাদের জয় হয়েছে, দারুণ জয়। শত্রুর দুটো ঘোড়সওয়ার রেজিমেণ্ট আর একটা পদাতিক কসাক রেজিমেণ্ট একেবারে ছত্রভঙ্গ; দেড় হাজার শত্রু সৈন্য নিহত, আটশো বন্দী....."

সারেপ্‌তায় সাফল্যের সংবাদ ছড়িয়ে গেল আগুনের মতো। একটা ঘটনা বলিঃ—১০ম আর্মির একটা ইউনিট—বুদিওনির ঘোড়সওয়ার ব্রিগেড হোয়াইট আর্মির ৫ম কলামের চাপে মূল আর্মি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তখন তারা চেষ্টা করতে থাকে যাতে সাল্‌স্ক স্তেপ থেকে জারিতসিনের দিকে কেটে বেরিয়ে আসা যায়। পথের অসহ্য কষ্টে তাদের মানুষ, ঘোড়া সব একেবারে অবসন্ন হয়ে পড়েছে, এমন সময় একটা রেলের স্টেশনে ওরা হঠাৎ মরোজভের সদর দপ্তরের সঙ্গে টেলিফোনে কনেকশন পেয়ে গেল। ওদিক থেকে ভেসে এল জোর গলার শব্দ, আনন্দে উৎফুল্ল অথচ তার মধ্যে মধ্যে বেশ ঝাঁঝালো ধরণের মন্তব্যঃ "তোমরা ঘুমচ্ছ নাকি? আরে, বিচ্ছু বেটাদের দু দুটো ঘোড়সওয়ার ডিভিশন একেবারে কুমড়ো বলি হয়ে গেছে সারেপ্‌তায়,

গাগিন, জাদুইভিতের—আরে শারিগিন কই? ওহো, ঐ যে ওখানে! অন্য কামানটার ক্ষতি হয়নি—সেটার কাছে রয়েছে পেশেন্‌কিন, ভ্‌লাসভ.....ইভানভ অমন মাথা দোলাচ্ছে কেন?.....

"বাঁয়ে! ছয়, আশি! সাইট, ছয়, শূন্য ব্যাটারী গোলা দাগো," ধ্বসে-পড়া সুড়ঙ্গ থেকে মুখ বাড়িয়ে কর্কশ গলায় জানাল সাপঝকভ—টেলিফোনের রিসিভারটি তার কানে আঁটা।

ধুলোয় কাশতে কাশতে ঐ আদেশেরই পুনরাবৃত্তি করল তেলেগিন। অমনি বাইকভের হাতে একটা গোলা ঠেলে দিল শারিগিন। ফিউজটা দেখে নিয়ে বাইকভ আবার সেটাকে গাগিনের দিকে ঠেলে দিল—গাগিনই কামানে গোলা ভরছে। জাদুইভিতের কামানের ঢাকনা খুলে দিতে লাতুগিন কামানটাকে বসিয়ে নিল, তারপর হাত ওঠাল।

"গোলা দাগো!

কামানগুলোর চোঙ্গা কেঁপে উঠল থর থর ক'রে, বুম বুম শব্দে গোলা বেরুতে লাগল।.....তেলেগিনের লোকজনের দ্রুত চঞ্চলতা হঠাৎ। একেবারে স্তব্ধ—সিনেমা ছবির মাঝপথে ফিল্ম ছিঁড়ে গেলে যেমন হয় ঠিক তেমনি।..... ঐ আসছে আবার.....আবার সেই দ্রুত ধাবমান ছায়া, তারপর সেই বজ্রপাত —ঠিক ওদের পাশেই মাটির মধ্যে।

"শুয়ে পড়!"

আবার সেই বজ্রনাদ, অগ্ন্যুৎপাত, শ্বাসরোধ। ...ওদের মনে হয়, রাগে শিরাগুলোও যেন ফেটে যাবে। কিন্তু কি করা? শত্রুপক্ষেব হাতে অজস্র গোলা, অথচ ওদের নিজেদের সম্বল ফুরিয়ে এল বলে; তাছাড়া পর্যবেক্ষণ মঞ্চে যে ট্যারা-চোখ আহম্মখটা বসে আছে, সে বেটা আর কিছুতেই শত্রু ব্যাটারির পাল্লা খুঁজে পায় না.....

এবার লাতুগিন চোট পেয়েছে। মাটিতে বসে পড়ে সে যন্ত্রণায় দাঁতে দাঁত ঘষে। ওর পাশে আনিসিয়া—ক্ষিপ্র, লঘু হাতে ওর জ্যাকেট আর সিঙ্গ্‌লেট্‌ খুলে ফেলে কাঁধে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিচ্ছে। আনিসিয়া যে কোথা থেকে উড়ে এল, কেউ জানে না। লাতুগিনের দিকে ঝুঁকে পড়ে সে বলছে, "এস ভাই—চল আমি তোমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাচ্ছি।" লাতুগিনের খালি গা বেয়ে রক্ত গড়াচ্ছে, কিন্তু তবু সে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল আনিসিয়াকে। রাগের চোটে ওর লোমটোম সব খাড়া হয়ে উঠেছে। সত্যিই যেন কার হাড় চিবোচ্ছে এমনভাবে গর গর করতে করতে ও একেবারে কামানের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

এই অসমান কামান প্রতিযোগিতার শুরু থেকে এতক্ষণ ধরে সবার মনেই রাগ ফুটছিল টগবগ করে। এবার সেই অসহ্য রাগের সান্ত্বনার পালা। একটু আগে ব্যাটালিয়ন কম্যাণ্ডার প্রশ্ন করেছিলেন—আর কত গোলা হাতে আছে; সে প্রশ্নের জবাব দিয়ে প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা করছে সাপঝকভ। তার ফোলা

ফোলা চোখের পাতা বেয়ে ময়লা জল পড়ছে টপ টপ করে। কান থেকে রিসিভারটা নামিয়ে এনে ও তাতে মাঝে মাঝে ফুঁ পাড়ছে। হঠাৎ মনে হল কী যেন ঘটেছে, আবহাওয়াটা পর্যন্ত বদলে গেছে। চারি দিক এত নিস্তব্ধ যে, মনে হয় নিস্তব্ধতাটাই যেন লোকের কানের মধ্যে বাজছে। উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল তেলেগিন, বুকে হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছল পাঁচিলের ধারে। খুব সময়েই পৌঁছেছিল বটে—দেরী হলে আর দেখতে পেত না। সামনে চেয়ে দেখে দুর্দান্ত আক্রমণ আরম্ভ হয়ে গেছে, একেবারে সর্বগ্রাসী আক্রমণ বলেই মনে হয়। কালো হয়ে জমাট বেঁধেছে কসাক অশ্বারোহী আর পদাতিক দল—খোলা চোখেই তা বোঝা যায়। তার মাঝে এখানে ওখানে সোনালী পতাকার ছটা। মোটরে ক'রে যে সব পাদ্রী পুরোহিতকে যুদ্ধক্ষেত্রে আনা হ'য়েছিল, তারা সৈন্যদের আশীর্বাদ দিচ্ছে। একেবারে রেড ব্যাটারির চোখের সামনে।...

পাঁচিলের ওপর ঝুঁকে পড়েছে জাহাজীরাও। তাদের গভীর শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে। বাইকভ তাদের হাসাবার চেষ্টা করেঃ "আরে এস এস, দেবদূত ভায়াদের ওপর গোলা দাগা যাক—খোলা সাইটেই চলবে।"

কিন্তু কেউ হাসে না। হঠাৎ লাতুগিন বলে ওঠে আদেশের সুরেঃ

"কমান্ডার, কামানটা বাইরে নিয়ে চলুন না! ইঁদুরের মতো গর্তের ভেতর কুঁকড়ে থেকে কি লাভ?"

"ঘোড়া না হলে তো কামান সবানো যাবে না লাতুগিন।"

"যাবে, নিশ্চয় যাবে!"

"যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে কোন্ সাহসে কমান্ডারের সঙ্গে তর্ক কর তুমি! বিশৃঙ্খলার চূড়ান্ত একেবারে!" বলে চীৎকার করে উঠল শারিগিন। চীৎকারটা ছেলেমানুষের মতো, কিন্তু এত আকস্মিক আর এমন রুক্ষ যে নাবিকরা ওর দিকে কটমট ক'রে চাইল। দুহাতে দু মুঠো বালি তুলে নিয়ে তাই দিয়ে প্রচণ্ডভাবে গাল ঘষতে লেগে গেল শারিগিন। তারপর নিজের জায়গায় ফিরে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল নিশ্চল হয়ে—শুধু চোখের পাতা দুটো কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল রোদে-পোড়া গালের ওপর।

পাঁচিল থেকে লাফিয়ে পড়ে কামানেব কাছে পৌঁছাল তেলেগিন, একটা চাকার ওপর হাত রাখল।

"কমরেড্স, লাতুগিনের প্রস্তাবটা ভালই," বল্ল সে। "মাটি খুঁড়ে চেষ্টা করেই দেখা যাক না।"

নাবিকরা এতক্ষণ ওর গতিবিধি মন দিয়ে লক্ষ্য করছিল। কথাটি না বলে এবার তারা ঝুঁকে পড়ল কোদালের ওপর। যেখান থেকে কামানটা বাইরে টেনে নিতে সুবিধা হবে, সে রকম একটা জায়গা দেখে ওরা গর্তের গায়ে ঢালু বানাতে লেগে গেল।

"তেলেগিন!" ভাঙ্গা ভাঙ্গা, টান টান গলায় হাঁকল সাপঝকভ।

আগের আগের আক্রমণের মতোই সেদিনের শেষ আক্রমণও প্রতিহত হয়েছে। লাল ফৌজের যুদ্ধের লাইন শত্রুরা ভাঙগতে পারেনি; খালি একটি জায়গায় তাদের পদাতিক কলাম দুটো রেড ডিভিশনের মাঝখানে গোঁজ ঢুকিয়ে দিতে পেরেছে—সে জায়গাটা ছিল রেড বাহিনীর দুর্বলতম অংশ। সন্ধ্যা নামল। কামানের চোঙগাগুলো আগুন গরম, ঘোড়াগুলো ক্লান্তিতে ধুঁকছে। শত্রু অশ্বারোহীদের তীব্র উত্তেজনা তখন কমে এসেছে, পদাতিক দলকে আক্রমণে পাঠাতেও শত্রুপক্ষকে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে। যুদ্ধ থামল, প্রান্তরের ওপর গোলাগুলীর আওয়াজ ধীরে ধীরে স্তব্ধ হল! এখন সে প্রান্তরে শুধু স্ট্রেচার-ওলাদের নিঃশব্দ পদক্ষেপ—তারা খুঁজে খুঁজে আহতদের তুলে নিচ্ছে।

ব্যাটারি আর ট্রেঞ্চের ওখানে জল এল পিপে ভর্তি, গাড়ী বোঝাই ক'রে এল রুটী আর তরমুজ—ফেরার পথে আবার সেই গাড়ীতে আহতদের নিয়ে গেল। ১০ম আর্মির প্রত্যেক ইউনিটেই ক্ষতি যা হয়েছে ভয়ংকর। তারচেয়ে আরও খারাপ কথা হচ্ছে যে, যা কিছু রিজার্ভ ফৌজ সব ওদিন নামানো হয়ে গেছে, শহর থেকেও আর নতুন লোক পাওয়ার আশা নেই।

ভরোপনভো স্টেশনের ঠিক বাইরে রেলগাড়ীর একটা যাত্রীবাহী কোচ দাঁড়িয়ে। ঘোড়ার পিঠে চড়ে আর্মি কম্যাণ্ডার সেখানে পেঁছালেন। ধীরে ধীরে ঘোড়া থেকে নামলেন, যারা তাড়াতাড়ি ও'র সঙ্গে মিলতে আসছিল এক এক করে তাদের দিকে চাইলেন। ওদের মধ্যে একজন হচ্ছেন আর্মি-আর্টিলারীর কম্যাণ্ডার। তেলেগিনের ব্যাটারীর ওখানে যে-লোকটি নাগরিকদের সঙ্গে কথা বলতে এসেছিলেন এ সেই লোক—সেই গোলাপী গাল, সেই ঢেঙগা দাড়িওলা চেহারা। দ্বিতীয় জন সাঁজোয়া ট্রেনের কমাণ্ডার আলাবিয়েভ। দেখলে মনে হয় উনি যেন ছাত্র, উত্তেজনায় রঙগীন হয়ে এই মাত্র ব্যারিকেড থেকে ফিরছেন। আর্মি কমাণ্ডারের চোখের পানে চেয়ে দুই কমরেডই মৃদু হাসি হাসলেন। সেদিনের যুদ্ধে একাধিক সংগীন আক্রমণে আর্মি কমাণ্ডার ভাগ নিয়েছিলেন—বুলেটের গুলীতে তাঁর কোট ফুটো হয়ে গেছে, কাঁধে ঝোলানো কার্বাইনের কুঁদোটা থেঁতলে গেছে। তাই ফ্রণ্ট লাইন থেকে তাঁকে নিরাপদে ফিরতে দেখে অন্য দু কমরেডই খুব খুশী।

সেলুন গাড়ীর ভেতরে এসে আর্মি কমাণ্ডার জল খেতে চাইলেন, মগ কয়েক জল খেয়ে ফেল্লেন ঢক ঢক করে। তারপর একটা সিগ্রেট চেয়ে নিয়ে ধোঁয়া ছাড়লেন দু একবার। চোখ দুটো জ্বালা করছে। কিন্তু চোখের সামনে একটু ঘোর ঘোর লাগা মাত্র তৎক্ষণাৎ সিগ্রেটটা টেবিলের ধারে রেখে দিয়ে এক তাড়া রিপোর্টের ওপর ঝুঁকে পড়লেন। হ্যাঁ.....ক্ষয় ক্ষতি খুব হয়েছে, খুবই। আর পরদিনের জন্যে যা গোলাবারুদ আছে তাও বেশী নয়। অতি সামান্য। ইনি একটা ম্যাপ খুলে ধরলেন, তিনজনেই ঝুঁকে পড়লেন ম্যাপের ওপর। পেন্সিলের টুকরো দিয়ে ধীরে ধীরে একটা লাইন টেনে গেলেন কমাণ্ডার। দেখা গেল

সেদিনেব লড়াইযের ফলে যুদ্ধেব লাইনে ভাঙ্গন হযেছে যৎসামান্য—বরং সাবেপতা-তে লাইনটা বেঁকে একেবাবে হোযাইট লাইনেব মধ্যেই অনেক দূর পর্যন্ত ঢুকে গেছে। কিন্তু আগেব দিন যুদ্ধক্ষেত্রে যে-অংশের কৃষক বেজিমেণ্ট-দুটোব দুর্ঘটনা ঘটে, সে-অংশে যুদ্ধের লাইনটা একেবারে খাড়াভাবে পিছু হটে এসেছে জারিতসিনের দিকে। আর্মি কমাণ্ডাবেব পেন্সিলের গতি আবও মন্দ হযে এল। বল্লেন, "আচ্ছা এসো, আব একবাব দাগা বুলিয়ে দেখা যাক।" না, বিপোর্টে কোনো ভুল নেই। জাবিতসিন থেকে ছ' মাইল দূরে সেই নালাব গহ্বরেব মধ্যে এসে পেন্সিলটা থামল, তাবপব হঠাৎ খাড়াভাবে পিছু হটে এল পশ্চিম মুখে। দেখতে একটা গোঁজেব মতো। পেন্সিল ম্যাপেব ওপব ছুড়ে দিযে কম্যাণ্ডাব হাতেব পিঠটা ঠুকলেন গোঁজেব ওপব।

"এইখানেই হেস্তনেস্ত হবে।"

আর্টিলাবি কমাণ্ডাব নাছোড়বান্দা। ভ্রূ কুঁচকে অন্য দিকে চেযে বল্লেনঃ 'বাস্তবে যদি যথেষ্ট গোলা পাই তাহলে ঐ গোঁজ আমি গিলে ফেলব, কথা দিচ্ছি।"

সাঁজোযা ট্রেণেব কমাণ্ডাব জানালেন 'সৈন্যদেব মনোবল খুব ভালঃ ওবা যদি কিছু খেতে পায, আব দু এক ঘণ্টা ঘুমতে পায তাহলে শত্রুকে ঠিক বোখা যাবে।"

"শুধু বুখলেই চলবে না", আর্মি কমাণ্ডাব বল্লেন। "ওদেব চুবমাব কবে দিতে হবে। কিন্তু যুদ্ধেব লাইনটা তেমন সুবিধা নয। এঞ্জিন জোড়া হযেছে? আচ্ছা, চলি তাহলে "

তিনি আবও কযেক মুহূর্ত বসে থাবলেন—ক্লান্তিতে যেন অবসন্ন। তাবপব উঠে পড়ে কমবেডদেব কাঁধ জড়িযে ধবলেনঃ

"আচ্ছা তোমাদেব শুভেচ্ছা জানাই !"

আর্টিলাবি কমাণ্ডাব আব সাঁজোযা ট্রেন কমাণ্ডাব দুজনে পর্যবেক্ষণ মঞ্চে ফিবে গেলেন। মঞ্চটা বেলেব জলেব ট্যাঙ্কেব গম্বুজ, আকাশে মাথা তুলে নিঃসঙ্গ দাঁড়িযে আছে। মাটি আব আকাশ থেকে ওব ওপব অগ্নিবর্ষণ চলেছে সাবা দিন ধ'বে। গম্বুজেব মাথায (সেখানে টেলিফোন বসানো) উঠে ওঁবা দেখলেন, ওঁদেব বাতেব খানা হাজিব—দুজনেব জন্যে দু চাকা বাসি বুটি আব আধখানা কাঁচা তবমুজ। আর্টিলাবি কমাণ্ডাব দিব্যি খোশমেজাজ মোটাসোটা মানুষ—এত সামান্য বেশন দেখে তাঁব বেশ কষ্ট লাগে।

"এব নাম তবমুজ?" ইটেব দেওযালে একটা ফাঁক, তার সামনে দাঁড়িযে তিনি বলে উঠলেন। "তবমুজ কাটতে যদি ছুবি চালাতে হয তাহলে সে তবমুজ কোনো কর্মেব নয। ঘুষি মাবলেই দুখানা হযে যাবে তবে তো তবমুজ।" বিচিগুলো থু থু কবে ফেলে দিতে দিতে চোখ দুটো কুঁচকে নীচে মাঠেব দিকে চাইলেন। অস্তসূর্যেব আলোয মাঠটা তখন বহু দূব পর্যন্ত

অত্যন্ত চঞ্চল মনে আর্টিলারি কমাণ্ডার টেলিফোনে বসলেন—এক এক করে ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডারদের ডেকে বলে দিলেন তারা কোন্ পথ ধরে যাবে, গোব্‌দা গোব্‌দা বিরাট সাজসরঞ্জাম সব কোথায় তুলবে, ইত্যাদি। হাজার হাজার সৈন্য, ঘোড়া, আর্মি মালগাড়ী, গ্রাম্য মালগাড়ী ,তাঁবু—সব বোঝাই ক'রে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে, তারপর ফের মাল নামিয়ে নতুন জায়গায় সাজাতে হবে, মাটি সরিয়ে নিয়ে খুঁড়ে কামান বসাতে হবে, তার খাটাতে হবে —কত কাজ—ভোর হবার আগে এই ক' ঘণ্টার মধ্যে সব শেষ করতে হবে।

টেলিফোনে বসেই নীচের দিকে চেঁচিয়ে আর্টিলারি কমাণ্ডার বল্লেন—"একটা লণ্ঠন আনো, ডেসপ্যাচ-রাইডাররা সব ঘোড়াটোড়া নিয়ে প্রস্তুত থাকো।" জামার কলারের বোতাম খুলে নেড়া মাথায় একবার হাত বুলিয়ে নিলেন, তারপর ছোট ছোট হুকুমনামা শুনিয়ে বল্লেন—"লিখে নাও।" হুকুম হাতে পেয়ে ডেসপ্যাচ রাইডাররা ঊর্ধ্বশ্বাসে নীচে নামল, লাফিয়ে ঘোড়ায় উঠে তীরবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে। বেশ সেয়ানা লোক আর্টিলারি কমাণ্ডার—হুকুমে লিখে দিয়েছেন যে, যেসব জায়গা থেকে ব্যাটারি সরিয়ে নেওয়া হবে সেসব জায়গায় যেন আগুন জেবলে রাখা হয়। বেশী আগুন নয়—এই যাতে স্বাভাবিক মতো আলো হয়, ব্যস্ শীতের রাতে লাল ফৌজের লোকেরা আগুন পোহাচ্ছে—এই কথাই শত্রুপক্ষ ভাবতে থাকুক!

স্তালিনের নির্দেশটা আর একবার পড়ে নিয়ে উনি ভাবলেন, ফৌজের দু'পাশ একেবারে অরক্ষিত রাখা উচিত হবে না। শেষ পর্যন্ত মনে মনে ঠিকই করে ফেল্লেন যে, সারেপতা আর লুমরাকে ত্রিশটা কামান রেখে দেওয়া যাক। ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডাররা রিপোর্ট পাঠালঃ ঘোড়ার জুড়ি সব রেডি, গোলাগুলি আর প্রাথমিক শুশ্রূষার সজসরঞ্জাম বোঝাই করা সারা, এখানে ওখানে আগুনও জবালিয়ে রাখা হয়ে গেছে হুকুম মতো। তখন আর্টিলারি কমাণ্ডার তাঁর মান্ধাতা আমলের গাড়ীতে উঠে জারিতসিন সদর দপ্তরের দিকে রওনা হলেন। পেট্রোল আর স্পিরিট মেশানো এক অপূর্ব বস্তু জবালিয়ে ঝরঝর ক'রে চলে গাড়ীটা, ঠিক যেন জিপ্‌সীদের গাড়ী।

অন্ধকার, জনশূন্য রাস্তা দিয়ে ভীষণ শব্দ তুলে গাড়ী এসে থামল সেই বণিকের অট্টালিকার সামনে—যেখানে সদর দপ্তরের ঘাঁটি। সিঁড়িতে আলো নেই। তবু সেই সিঁড়ি বেয়েই বোঁ বোঁ শব্দে তেতলায় উঠে, একটা বড় ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন আর্টিলারি কমাণ্ডার। ঘরে গথিক কায়দার জানালা, মাথার ওপর ছাতটা ওক কাঠে মোড়া। কিন্তু আলোর মধ্যে শুধু দুটি বাতিঃ একটা বাতি লম্বা টেবিলের ওপর, সেখানে কাগজপত্র ছড়ানো; আর দেওয়ালে ম্যাপের সুমুখে দাঁড়িয়ে অন্য বাতিটা উঁচু করে ধ'রে আছেন আর্মি কম্যাণ্ডার। তাঁর পাশে সমর পরিষদের সভাপতি; কাল যুদ্ধের জন্যে কোন্ সৈন্য কোথায় দাঁড়াবে, রং-পেন্সিল দিয়ে তাই দাগিয়ে দিচ্ছেন।

এঁরা দুজনেই আর্টিলারি কমাণ্ডারের পুরানো কমরেড। এঁরা ছাড়া

সারেপতার কথা ধর; সেখানে তারা প্রচণ্ড মার খেয়েছে, দ্বিতীয় বার আর সেখানে আক্রমণ করতে চাইবে না; আর বুদিওনির ব্রিগেড যে তাদের পঞ্চম কলমের পেছনে পেঁছে গেছে তাও তো তারা জানে। তারপর গতকাল মাঝের অংশে তাদের সাফল্যের কথা ধর—আমাদের লাইনের মধ্যে একেবারে গোঁজ ঢুকিয়ে দিতে পেরেছে। আর সব শেষ কথা (তা বলে সামান্য কথা না) হলঃ ভরোপনভো-সাদোভায়া অঞ্চলে অঞ্চলগত সুবিধা—নালা রয়েছে, জারিতসিন পর্যন্ত ওদের রাস্তা একেবারে সোজা। কসাকদের বদলিতে একটা অফিসার ব্রিগেড এসেছে, তুমি নিজেই বল্লে। তার থেকে নিজেই সিদ্ধান্ত টানো। অফিসার ব্রিগেড মানে বারো হাজার ভলাণ্টিয়ার, নিয়মিত সৈন্য-বাহিনীর অফিসার সব, পাকা যোদ্ধা তারা। শুধু লোক দেখাবার জন্যে তো আর মামন্তভ এরকম একটা ইউনিটকে যুদ্ধে নামাবে না।....সম্পূর্ণ যুক্তি-সঙ্গতভাবেই আমরা নিশ্চয় ধ'রে নিতে পারি যে, মাঝের অংশেই আক্রমণ আসবে।"

"সন্ধ্যাবেলার রিপোর্টগুলোতেও তারই সমর্থন পাওয়া যায়," বল্লেন আর্মি কমাণ্ডার। "হোয়াইটরা তাদের দক্ষিণ আর পশ্চিম আক্রমণ-রেখা থেকে চৌদ্দ পনেরটা রেজিমেণ্ট সরিয়ে নিয়েছে, এখন সেগুলোকে স্তেপ পার করিয়ে আনছে। এ তবু অফিসার ব্রিগেডটাকে না ধরেই।....."

"এইভাবে," বল্লেন সভাপতি, "শত্রু নিজেই এখন এক অবস্থা সৃষ্টি করছে যে, আমরা যদি অবিচলিত সাহস আর দৃঢ়তা নিয়ে দাঁড়াতে পারি, তাহলে সে তার প্রধান শক্তিটাকেই আমাদের হাতে তুলে দেবে—ধ্বংসের জন্যে। শুধু ওদের আক্রমণ প্রতিহত করাই আমাদের কাজ নয়, দন আর্মির প্রাণকেন্দ্রটাকেই কাল ধ্বংস করে ফেলতে হবে।....."

আর্টিলারির কমাণ্ডারের মুখটা হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। বসে পড়ে হাঁটুর ওপর প্রচণ্ড ঘুষি মেরে বল্লেনঃ

"দারুণ সাহসের সঙ্গে প্ল্যান বানানো হয়েছে তো! একেবারে নির্ভীক পরিকল্পনা। আমার কিছু বলার নেই। এমন আপ্যায়িত করব বেটাদের যে, এখান থেকে দন পর্যন্ত একেবারে পাগলা কুকুরের মতো ছুটবে।"

যুদ্ধের ম্যাপের কাছে বাতিটা রাখলেন সভাপতি। আর্টিলারি কম্যাণ্ডার তাঁকে বুঝিয়ে যেতে লাগলেন—কিভাবে তিনি ব্যাটারিগুলো বসাতে চান—একেবারে গায়ে গায়ে ঘুরোয় ঘুরোয় লাগালাগি করে বসানো হবে। কটা থাক থাকবে তাও তিনি বলে গেলেন।

"গর্তের মধ্যে যেও না," আর্মি কমাণ্ডার তাঁকে পরামর্শ দিলেন। "খোলা জায়গায় ঢিবির ওপর কামান বসিও। আমরা পদাতিক বাহিনীকে একেবারে ব্যাটারি পর্যন্ত এগিয়ে নেব। যাও, গিয়ে কমাণ্ডারদের ফোন করগে।"

কয়েক মিনিট পরে, ত্রিশ মাইল ব্যাপী যুদ্ধ-সীমানা জুড়ে সর্বত্র গতি চাঞ্চল্য শুরু হয়ে গেল—নীরব, দ্রুত চাঞ্চল্য। শারদ আকাশে তখন অপ্রত্যাশিত

শত্রুপক্ষের সামনের সারিগুলিতে গতি আরও দ্রুত হয়ে উঠল—এখন তাদের দূরত্ব তিনশো গজের বেশী নয়।.....ওদের মুখগুলো চেনা যাচ্ছে। এমন মুখ যেন আর কখনো না দেখতে হয়! ঘৃণায় বিবর্ণ কোটরাগত চক্ষু। ঝট করে মুখ খুলে হঠাৎ জয়ধ্বনি করে উঠবে, সেই চেষ্টায় পেশীর ওপর মুখের চামড়াটা টান টান করে রেখেছে.....

গম্বুজের দেওয়ালের ফাঁক দিয়ে বাইরে অনেকখানি মুখ বাড়িয়ে আছেন আর্টিলারি কমাণ্ডার। 'চার রাউণ্ড শ্রাপনেল' সঙ্কেতটা যাতে টেলিফোন অপারেটরকে জানিয়ে দিতে পারেন, তারই প্রস্তুতি হিসাবে হাতটা পেছন দিকে ছড়িয়ে দিলেন। শত্রুদের লাইন, কলাম সব তখন শিঙ্গা আর ড্রামের তালে তালে দুলে দুলে এগুচ্ছে—আর এক মিনিটের মধ্যে তারা রেল লাইনটা পার হবে, তারই জন্যে উনি অপেক্ষা করে রইলেন।.....আর এক মিনিট..... হারামজাদারা দৌড় শুরু না করা পর্যন্ত!

"কমরেড কম্প্যানি কমাণ্ডার, আমি পারছিনে, আর সহ্য করতে পারছিনে।....."

"যা, 'ট্রেঞ্চে ফিরে যা, শালা বেজম্মা কোথাকার।"

"আমার বমি আসছে, আমাকে ছেড়ে দাও, একটুখানি ছেড়ে দাও.....।"

"গুলী করে ঠাণ্ডা করে দেব বলছি, শালা বেজম্মা! "

"নে রাইফেল তুলে নে!"

আর্টিলারী কমাণ্ডার মনে মনে বল্লেনঃ ওদের প্রথম সার যেই ঐ খুঁটিটার কাছে পেঁছবে, বাস তখুনি।.....দুলতে দুলতে সামনের দলের লাইনটা তখন বেঁকে পড়েছে—রেলের স্লীপারে হোঁচট খেতে খেতে যেভাবে পারে আগে বাড়ছে। নড়বড়ে খুঁটিটা যাতে ভাল করে দেখা যায়, সেজন্যে কমাণ্ডার কুঁচকে চাইলেন—খুঁটির ডগা থেকে এক টুকরো কাঁটা তার ঝুলছে!.....ঐ খুঁটিটার ওপর নির্ভর করছে সারা আক্রমণের সমস্ত ফলাফল, নির্ভর করছে যুদ্ধের জয়-পরাজয়, জারিতসিনের ভালমন্দ। আরে শুধু তাই বা কেন, বিপ্লবেরই ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে ওর ওপর। ঐ যে, ট্যানবুট পরা ঐ লোকটাই সবার আগে পা চালিয়ে খুঁটিটা পার হল।.....কমাণ্ডারের হাতটা পেছন দিকে মুঠিবাঁধা ছিল; মুঠি খুলে আঙ্গুলগুলোকে ছড়িয়ে নিলেন, তারপর দেওয়ালের ফাঁক দিয়ে ঝুঁকতে ঝুঁকতেই টেলিফোন অপারেটারের কানে কথাটা ছুড়ে দিলেনঃ "সংকেত!"

অগ্রসরমান সৈন্যদলের মাথা ছাড়িয়ে পর পর চারটে শ্রাপনেল বিস্ফোরণের ধোঁয়া উঠল পরিষ্কার আকাশের গায়ে, পেঁজা তুলোর মতো। ভয়ঙ্কর বজ্রনাদে বাতাস কাঁপছে, ইঁট-গাঁথা গম্বুজটা দুলছে। রিসিভার ছেড়ে অপারেটর কানে হাত চাপা দিয়েছে। আর কমাণ্ডার পা ঠুকে ঠুকে লাফাচ্ছেন ঠিক নাচের মতো—হাত নাড়ার ধরণ দেখে মনে হবে উনি যেন অর্কেস্ট্রা মাষ্টার।.....

ধূসর সবুজ ক্যাটালিয়নগুলির ভয়ঙ্কর যাত্রাচ্ছন্দে মুহূর্ত পূর্বেও যে-

যান কোথায় একটু বসুন গিয়ে। দরকার হলে ডেকে দেব 'খুনি।" কত চমৎকার লোকই না আছে এ দুনিয়ায়, তা যাই বল বাপু! উনি যদি সিগ্রেট খেতে বাইরে আসেন তো বেশ হয়, ভাবল দাশা। তাহলে চড়াই পাখী নিয়ে এতক্ষণ ও যা তত্ত্বচিন্তা করল—ওটা বেশ গভীর তত্ত্ব বলে ভেবে ও আত্মপ্রসাদ অনুভব করে—সে সব ওঁকে শোনাতে পারে। উনি যদি সত্যিই ওকে আকর্ষণীয় বলে মনে করেন, তাতে কিছু ক্ষতি আছে কি? দাশা একবার দীর্ঘশ্বাস ফেল্ল, তারপর আর একবার বেশ জোরে। চিকিতের জন্যেও যদি কেউ সহৃদয় দৃষ্টি তুলে ধরে, তবে অসহ্যও সহ্য করা যাবে। কারণ, মানুষের আত্মার যা কিছু শক্তি, নিজের ওপর যা কিছু বিশ্বাস সব যে তখন প্রাণ পেয়ে ওঠে।.....নতুন করে আবার বাঁচা যায়। ওরে চড়াই, সে কথা তো তোরা বুঝবিনে.....

কিন্তু ডাক্তার না; মাটির নীচের তলায় রান্নাঘরের ওধার থেকে বেরিয়ে এলেন আরেক জন—তাঁর মুখের চেহারা পাণ্ডুর সচকিত, চোখ দুটি করুণ। পরণে শিক্ষা বিভাগের সরকারী ইউনিফর্ম, তবে বন্ধনীটি এখন নেই। ইঁট বাঁধানো সিঁড়ির অর্ধেক দূর পর্যন্ত উঠে সরু গলাটা বাড়িয়ে তিনি শুনতে লাগলেন। চড়াই পাখীর কিচির-মিচির ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই।

"কী ভয়ঙ্কর!" বলে উঠলেন ভদ্রলোক। "একেবারে দুঃস্বপ্ন! বিকার।"

কানের ওপর হাত চাপা দিয়ে আবার তাড়াতাড়ি সরিয়ে নিলেন। নীচু, তেরছা সূর্য কিরণ পড়েছে ওঁর সরু হাড়-বার করা নাকের ওপর, ছেলে-মানুষের মতো মুখটার ওপর।

"হায় ভগবান এর কি শেষ নেই? আপনি কখনো শব্দ-বিকারে ভুগেছেন?" আচমকা জিজ্ঞাসা করলেন দাশাকে। "কিছু মনে করবেন না, আপনার সঙ্গে পরিচয় না হলেও চিনি আপনাকে।.....যুদ্ধের আগে আপনাকে পিতার্সবুর্গে দেখেছি—সেই যে 'দার্শনিক সান্ধ্য মজলিস' বসত সেইখানে। তখন আপনার বয়স কম ছিল বটে, কিন্তু এখন আপনাকে দেখতে আরও ভাল লাগে, আরও আগ্রহ জাগে। দূরে যেন ধ্বস নেমেছে এমনিভাবে আরম্ভ হয় শব্দবিকার—প্রথমে শব্দ শোনা যায় না, কিন্তু কী জোরেই না কাছে ছুটে আসে। তারপর কেমন একটা বেসুরো গুণ গুণ—যেন এ দুনিয়ার নয়—সেটা ক্রমেই চড়তে থাকে, শেষে মনে হয় কান, মাথা সব একেবারে শব্দে ভরে গেছে। বেশ বুঝতে পারছি যে, ওটা আসলে কিছুই নয়, তবু শব্দটা যেন একেবারে ভেতরে ঢুকে গেছে।... মনে হবে এই নরকের বাজনা বুঝি আর কিছুতেই সহ্য করা যায় না, যায় না. .... এমনি মনে হতে হতে হঠাৎ অচৈতন্য হয়ে পড়ি, ব্যস বাঁচোয়া।... ..আপনাকেই জিজ্ঞাসা করি—এ সব শেষ হবে কবে?"

রোদের দিকে পিঠ করে তিনি দাশার সামনে দাঁড়ালেন—সরু আঙুলগুলো টেনে টেনে মটকালেন।

"কাদা, খানিকটা কাদা যোগাড় করতে হবে আমাকে—কাদা দিয়ে উনুনটা সারাতে হবে—আমাদের নীচের তলায় হাঁকিয়ে দিয়েছে কিনা! বলেছে

"শুধু কি নির্বুদ্ধিতার জন্যেই? না কি ভয়ে? না খিদের তাড়ায়? দুদিন ধরে আমি আপনাকে লক্ষ্য করছি তা বলেই রাখি; ভুলতে তো পারিনে, পিতার্সবুর্গে সেই 'দার্শনিক আড্ডায়' আপনাকে দেখে কী মুগ্ধ হয়ে থাকতাম; কিন্তু নীরবে আপনার কাছে যাবার কিংবা আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার সাহস হয়নি কখনো।.....ব্লকের 'অজ্ঞাত মহিলা'* যে রকম, আপনিও ছিলেন প্রায় সেই রকম.....("প্রায় কেন?" ভাবে দাশা)। রূপকথার রাজকুমারী, বসে বসে শুধু সোনালি পর্দায় নক্সা আঁকবেন—তা না আপনি নোংরা সেমিজ পরে আহতদের ঘাড়ে করে বেড়াচ্ছেন, হাত দুটোতে কড়া পড়িয়ে ফেলেছেন।..... কী সর্বনাশ! কী সর্বনাশ! দেখে নিন, বিপ্লবের আসল রূপটা কি রকম দেখে নিন!"

হঠাৎ রাগে ফুলে উঠে দাঁতে দাঁত চেপে দাশা বাড়ীর ভেতর চলে গেল—ফ্যাকাশে-মুখ স্নায়ুরোগীটাকে একটা কথাও জবাব দিল না। ভেতরে রোগী আর আয়োডোফর্মের অসুস্থ গন্ধ—তাজা হাওয়া থেকে সোজা ভেতরে আসায় মাথা একেবারে ঘুরে যাওয়ার জোগাড়। প্রত্যেক ঘরেই আহত রোগী, এবড়ো খেবড়ো তক্তার খাটিয়ায় ঘেঁষা-ঘেঁষি করে শুয়ে আছে।

ডাক্তারকে দেখতে পেল অপারেশন ঘরে। ঘরটি ছিল মেয়ে স্কুলের সেই মাষ্টারের ঘর—বিতাড়িত হওয়ার আগে পর্যন্ত তিনি ঐ ঘরে বসেই থিসিস লিখতেন।.....ডাক্তার তখন হাওয়ায় হাত শুকোচ্ছিলেন, লোমশ হাত দুটি প্রায় কাঁধ পর্যন্ত খোলা। দাশাকে দেখে চোখ টিপলেন। চোখটা কটা।

"কি, একটু ঘুমিয়েছেন? একটা মনের মতো অপারেশন করলাম এই মাত্র —একটি ছেলের ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে চার মিটার আন্দাজ কেটে একদম বাদ দিয়ে দিয়েছি।.....মাস খানেকের মধ্যে ওকে নিয়ে বসে ভদকা খেতে পারব। আর দেখুন, একজন কমান্ডারকে নিয়ে এল এখুনি—ভীষণ শক লেগেছে।.....ওর ওপর চালিয়েছি কর্পুর; এখনো জ্ঞান ফেরেনি, তবে হার্টটা ডিউটি দিচ্ছে ঠিকই।.....নাড়ীর দিকে লক্ষ্য রাখবেন, যদি দেখেন দুর্বল হয়ে পড়েছে তাহলে আর এক দফা কর্পুর চালিয়ে দেবেন।....."

তোয়ালেখানা কাঁধে ফেলে তিনি দাশাকে একটা খাটের কাছে নিয়ে এলেন। খাটের ওপর চিৎ হয়ে পড়ে আছে ইভান তেলেগিন। চোখটোখ এঁটে বন্ধ করা, মনে হয় কে বুঝি ওর চোখের ওপর ধাঁধালো আলো ফেলেছে। বিকৃত ভঙ্গিতে ঠোঁটের ওপর ঠোঁট চাপা। জ্ঞানহীন অবস্থা, বাঁ হাতটা বুকের ওপর পড়ে আছে। ডাক্তার সে হাতটা তুলে ধরলেন। নাড়ী দেখে তারপর কব্জিটা ধরে আস্তে নাড়া দিলেন।

"দেখুন এটা কেমন ঢিলে হয়ে এসেছে—একটু আগেও একেবারে টান টান ছিল।.....মাঝে মাঝে শকের পরিচয় পাওয়া যায় অতি অদ্ভুত ধরনের।.....

---

* এ. এ. ব্লক-এর একটি কবিতা

॥ নয় ॥

হোটেলের আরামহীন শয়নকক্ষে একদিন সকালে ভাদিম পেত্রোভিচ রশচিনের ঘুম ভাঙল। তখন বেশ বেলা হয়েছে। নোংরা জানলাটার ওপর কাগজ মারা, সে কাগজ কালক্রমে হলদে হয়ে এসেছে। খাটখানা ছোট, কম্বলটম্বল জরাজীর্ণ। ওর ট্রেন ছাড়বে সেই রাতের বেলা, সামনে পড়ে রয়েছে লম্বা, ফাঁকা দিনটা। বাক্সে সিগ্রেট আছে আর একটি। সিগ্রেটের গোড়াটা বুড়ো আঙুল আর সামনের আঙুলের মধ্যে চেপে ধরে ও তাতে আগুন ধরাল। পেশীবহুল, সরু হাতটার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। হাতের চামড়া কেমন খসখসে হয়ে গেছে।.....খুঁজে খুঁজেও কাতিয়ার কোনো খবর পায়নি রশচিন।.....এদিকে ছুটিও ফুরিয়ে গেছে, এবার কুবানে ওর রেজিমেণ্টে ফিরে যেতে হবে। দুদিন পরে ট্রেন থেকে নেমে ব্রিচ্‌কা গাড়ীতে চাপবে। গাড়ীর ফৌজী গাড়োয়ানের সঙ্গে কথাটাও না বলে রশচিন গাড়ী ক'রে চলবে স্তেপের ওপর দিয়ে। গ্রামের বড় রাস্তার গর্তগুলো তখন বৃষ্টি-জলে ভর্তি—নভেম্বরের নিরর্থক বৃষ্টিজল। গর্তের মধ্যে বসে যাবে গাড়ীর চাকা। একেবারে কাদার ওপরই নেমে পড়ে ও ড্রাইভারকে বলবে—মালপত্র কুটিরে নিয়ে যাও। তারপর সদর দপ্তরের দিকে হেঁটে পাড়ি দেবে (আগেকার গ্রাম-পঞ্চায়েতেই সদর দপ্তরের আড্ডা), যাবে মেজর জেনারেল স্ভেদের কাছে—তিনি রেজিমেণ্টাল কমাণ্ডার।

দেখবে, নিরেট জেনারেল সাহেব তখন ফিটফাট হয়ে বসে সিম্‌বলিস্টদের লেখা পড়ছেনঃ সলোগব্‌-এর 'অগ্নিচক্র', নয়তো গুমিলেভ-এর 'মুণিমুক্তা'। রিপোর্ট হয়ে গেলে ভাদিম পেত্রোভিচ একটা প্লেটুনের ভার পাবে। কম্প্যানিও পেতে পারে। আবার সেই পুরোনো বাঁধা গৎঃ ড্রিল, তারপর অফিসারদের মজলিস। মজলিসে সবাই খালি জিজ্ঞাসা করবে মদ আর মেয়েমানুষের কথা, ওর রোগা শরীর, পাকা চুল আর নিরানন্দ মুখভাব নিয়ে কত ঠাট্টা করবে। কুটীরের এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত পায়চারি করে কাটবে সন্ধ্যাটা। দশটা বাজলে আর্দালি এসে চুপচাপ বুট খুলে দিয়ে যাবে।.....এ রকম হতে পারে; কিংবা আর একটা সম্ভাবনাও আছে—হয়তো দেখবে যে রেজিমেণ্ট এখন যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছেছে, লড়াইয়ে নেমেছে।.....

স্তূপীকৃত উত্তরে মেঘের ছায়ায় প্রাণহীন স্তেপের ছবিটা ও মনে মনে কল্পনা করেঃ ভস্মসাৎ বাড়ীঘরের ছাইগাদার মধ্যে থেকে রান্নাঘরের চিমনিগুলো মাথা জাগিয়েছে; গাড়ীঘোড়া সব পাঁকের মধ্যে—জখ্‌মি মানুষে ভর্তি; এখানে ওখানে ঘোড়ার লাশ; আর তারপর এই স্তেপের যা চূড়ান্ত নির্যাস সেই দৃশ্য—

দেওযা হয হেতমান ব্যাঙ্কনোটে। কযেক মিনিটেব মধ্যে কেউ হযতো লাখপতি হল, কেউবা লাখপতি থেকে পথেব ভিখাবী। যাব ববাত ফেবে, সাঙ্গোপাঙ্গদেব নিযে সে গিযে বসে কাফেব মধ্যে, এন্তাব ওডায কেক আব একর্ণ কফি। আব যে হারে, অশান্ত চিত্তে সে বুলেভাবেব পথে পথে ঘুবে বেডায, ঝবা পাতা আব ছেঁড়া কাগজ ওডানো শীতেব হাওযায তাব লম্বা কোটেব প্রান্ত দুলতে থাকে।

যে যে শহব বিপ্লবীদেব হাত থেকে খসে পড়েছে তাব প্রত্যেকটাতে লোভী, কোলাহলকাবী মানুষেব পাল গবু ভেড়াব মত বব তুলে ফেবে, নিজেদেব খেযালখুশী মাফিক খানা খায, শবাপ ওড়ায, ইন্দ্রিয সম্ভোগ কবে, প্রতাবণা চালায, নযতো ফাটকা খেলে। এই হোটেলে যাবা বাস কবে তাবাও ওদেবই দলে, যাবা ফুটপাথে গাদাগাদি কবে, কাফে আব তামাকেব দোকান আব জর্জিযান ভোজনালযে ভিড জমায—পবস্পবেব সঙ্গে ব্যবসা চালায আব পবস্পবেব পকেট কাটে—তাবাও ওদেব দলে। এই জানোযাবেব পালগুলিকে বক্ষা কবাব জন্যেই বন্দুক বেযনেটেব আযোজন, এদেব জন্যেই প্রতিদিন নতুন নতুন শহব দখল কবে আনতে হয শত্রুব হাত থেকে, অখণ্ড, মহান ঐক্যবদ্ধ বুশিযাকে যে আজ বলশেভিক পঙ্গপালেব আক্রমণ থেকে মুক্ত কবতে হচ্ছে সেও তো এদেবই জন্যে।

"সব মিথ্যে, সব ফক্কিকাবি!" জোবে বলে ওঠে ভাদিম পেত্রোভিচ। "আচ্ছা, যদি সৈন্যদল ছেডে পালাই!"

কথাটা ও মনেব মধ্যে নাডাচাডা কবতে থাকে—জীবনে এই প্রথম বাব নৈতিক সংযমেব বাঁধন আলগা কবে দিযেছে। এতদিন যা জানত না মনেব ভেতব সেই গভীব নীচতাব সন্ধান পেযে কেমন যেন পৈশাচিক তৃপ্তি অনুভব কবে। সত্যি সত্যি হেসেই উঠল, দাঁতে দাত চেপে। হঠাৎ অলৌকিক বহস্যেব সন্ধান পেযে গেলে যে শক্তি অনুভব কবা যায, যে শক্তি বুঝতে পাবা যায প্রলোভনেব কাছে প্রথম ধবা দেওযাব সময—সেই প্রচণ্ড শক্তিই ছিল ওব এই সব ভাবনা চিন্তাব পেছনে।

"যে সব মহৎ জিনিষেব জন্যে তুমি সাবা জীবন ছুটলে একবাব একটু থামলেও না সে জিনিসগুলো কি? বুচিবান মনে কবতে নিজেকে বাস কবতে সুসভ্য সমাজে, এমন কি মনেব পবিসব বাডাবাব জন্যে বেজিমেণ্ট ছেডে বিশ্ব-বিদ্যালযেও গিযেছিলে। যৌবনকালে কল্পনা কবতে তুমি বুঝি 'যুদ্ধ আব শান্তি' উপন্যাসেব আন্দ্রেই বল্‌কন্‌স্কি। সেই নৈতিক আবেগেব তৃপ্তিকেই তুমি যথেষ্ট মনে কবতে, ভাবতে তুমি একেবাবে খাঁটি। নোংবা সন্দেহজনক কিছু দেখলেই বিবক্তিতে সবে দাঁডাতে—যেভাবে নর্দমাব কাছ থেকে লোকে সবে দাঁডায। বিবাহিত স্ত্রীলোকেব সঙ্গে প্রেমে পড়েছিলে মাত্র তিনবাব, তাও তাদেব সঙ্গে সম্পর্কটা যেই সুবুচিব শেষ পর্যাযে পৌঁছে গেল, থবোথবো কৌতূহল যখনি কামালিঙ্গনেব গতানুগতিকতায পর্যবসিত হতে চল্ল—ঠিক তখনই সম্পর্কচ্ছেদ করলে তাদেব সঙ্গে। এখন এস, হিসেব চোকাও। এই নির্দোষ জীবন আব উন্নত আচবণ নিযে কোথায এসে ঠেকেছ তুমি—? গৃহ-

চুরি করে পালাচ্ছে।...অন্ধকার হয়ে গেলে উঠব, মনে মনে ও বল্ল, পাজামা পরে হেঁটে স্টেশনে যাব, পথে হয়তো সিগ্রেটও কিন্‌ব।...থাকব, বেঁচেই থাকব—আমার মতো মানুষকে তলোয়ারে কাটে না, বুলেটেও ছোঁয় না। এমন কি টাইফাসের উকুনও কামড়ায় না...

দুটি ক্রুদ্ধ পুরুষ কণ্ঠে তুমুল ঝগড়া চলেছে অনেকক্ষণ ধরে, তার আওয়াজ আসছে। দেওয়ালের মাঝখানে যে দরজাটা আলমারি দিয়ে আটকানো, সেখান দিয়েই আসছিল আওয়াজটা। দুজনের একজন খালি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে উঠছেঃ "আরে শুনুন না মিঃ পাপ্‌রিকাকি, আমি যদি ভগবান হতাম...।" কিন্তু অন্য-জন ওকে আর শেষ করতে দেয় না, বাধা দিয়ে বলেঃ "আরে শোনো গাবেল, তুমি ভগবান নও, তুমি একটা গণ্ডমূর্খ! কাগজে বার হবার এক ঘণ্টা আগেই যে-লোক ক্রুপ ইস্পাতের শেয়ার কিনে ফেলে সে পাগল ছাড়া আর কি...।" "কিন্তু শুনুন, আমি তো বলিনি যে আমি ভগবান!" "শোনো গাবেল, যা লোকসান করালে আমার, তা তোমার যথাসর্বস্ব কেন, তোমার প্রাণ দিলেও মিটবে না।"

এই কথাবার্তার টুকরোটাকরা অংশ জবরদস্তি ভাদিম পেত্রোভিচের কাণে এসে ধাক্কা দেয়। "ধেৎ তেরি!" ও বলে মনে মনে, "দরজার ভেতর দিয়ে গুলী চালাতে ইচ্ছে করে।" কিন্তু হঠাৎ ছুটোছুটির শব্দ আসে, বারান্দাপথে ঢুকবার দরজাটার ওখানে উত্তেজিত গলার স্বর শোনা যায়ঃ "ডাক্তার, ডাক্তার ডাকো জল্‌দি!" "ডাক্তারে কি করবে? ওর দেহ তো হিম হয়ে গেছে।" "কি ব্যাপার? এমন হল কি করে?" "কি করে হল সে খোঁজে তোমার দরকার কি বাপু, চুপ থাক!"

স্বরগুলো থেমে আসে, তারপর বুটজুতোর কাঁটার শব্দ শোনা যায়।

"দেখুন ইনস্পেক্টর সাহেব, যদি কিছু মনে না করেন, আচ্ছা উনি কি সত্যিই অস্ট্রিয়ান সম্রাটের ভাইপো?

"হ্যাঁ সত্যি! সব সত্যি। এখন আপনারা দয়া করে বারান্দাটা ছেড়ে দিন!"

তারপর একেবারে দরজার গায়ে চাপা সুরে দুজনের কথাবার্তাঃ

"না, আত্মহত্যা নয়। ওর নিজের এইড্‌-ই ওকে গুলি করে মেরেছে। ও বলশেভিক ছিল কিনা।"

"কি বলছ? অস্ট্রিয়ান অফিসার কখনো বলশেভিক হয়?"

"হবে না কেন? ওরা যে সর্বত্র।...শুধু ভিয়েনা নয়, বার্লিন পর্যন্ত ওদের দখলে এসেছে কাল থেকে..."

"হায় ভগবান! কথাটা যেন মাথায়ই ঢুকছে না!"

"হ্যাঁ—পালাতে হবে, আর কোনো পথ নেই।"

"যাবার জায়গাটা কোথায় বলতে পার?"

আক্রোশের সঙ্গে জবাব দিয়েছেন, "আমার তো কোনো প্রস্তাব নেই।... জার্মানিকে আমরা হাত জোড় করিয়ে ছাড়ব।"

যে সব নেতার জন্যে জার্মানির আজ এই অপমান, সে সব নেতার পতন হয় সেইদিনই। বার্লিনে 'শ্রমিক ও সৈন্যদের প্রতিনিধি-সোবিয়েত' গড়ে ওঠে। স্পা শহরের সদর দপ্তর ছেড়ে চুপি চুপি হল্যাণ্ডে পালান কাইজার—সীমান্ত অঞ্চলে ওলন্দাজ ফৌজের এক লেফটেনাণ্টের হাতে তলোয়ার তুলে দিয়ে আত্ম-সমর্পণ করেন।

ক' মিনিটের মধ্যেই ভাদিম পেত্রোভিচ কাপড়চোপড় সব পরে ফেল্ল, ওভার-কোটের বেল্ট বাঁধল টাইট ক'রে, তারপর মাথায় টুপি চড়িয়ে জানলার ধারে দাঁড়িয়ে কাগজটা আগাগোড়া আর একবার পড়ে নিল। এক তাড়া দোমড়ানো নোট পকেটে গুঁজে হোটেল থেকে পথে নামল।

একটা মোটাসোটা লোক, দেখলে মনে হয় যেন ডুবুরির খোলস থেকে কষ্টে-সৃষ্টে বেরিয়ে সমুদ্রের তলা থেকে উঠে এল এইমাত্র,—সে লোকটা ঠিক তখনি হোটেলের সামনে দিয়ে যাচ্ছে। লাল মুখটা ফুলে উঠেছে, চোখের মণি দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসছে। মোটা, শুকনো ঠোঁট জোড়া খোলে আর বোজে, বার বার চীৎকার করেঃ "ক্রুপ ইস্পাত পাবেন আমার কাছে, ক্রুপ ইস্পাত।".....ওর চেয়েও নিরেট যদি কেউ থাকে, তাকেই খুঁজে বার করবার আকুল আগ্রহে বার বার পথিকদের দিকে চাইছে।...

হঠাৎ অস্ট্রিয়ান সৈন্যদের ধাক্কা লেগে লোকটা একেবারে দেওয়াল-সই। রাইফেল কাঁধে গ্রুপের পর গ্রুপ অস্ট্রিয়ান সৈন্য পার হয়ে যাচ্ছে, তাদের রাইফেলের মুখ নীচের দিকে।...এটা বিপ্লবের প্রতীক; বিপ্লবের প্রথম দিন থেকেই মানুষ আর মানুষের সঙ্গে হানাহানি করবে না, তারই ঘোষণা।... ছিপছিপে চেহারার একজন তরুণ অফিসার, মুখে রেশমের মতো নরম গোঁফ আর বাঁ কাঁধের বন্ধনীতে একটা লাল ফিতে গোঁজা—মাথা উঁচু করে সে ওদের পাশে পাশে পা ঠুকে ঠুকে চলেছে। তার মনের মধ্যে কিন্তু প্রচণ্ড টানাটানি. সুকুমার মুখশ্রীর কাতর ব্যঞ্জনায় সে টানাটানির ছায়া দেখা যায়। ছেলেটি ফৌজে ঢুকেছে যুদ্ধের সময়ে; আনকোরা নতুন পোশাকে তলোয়ার ঝন্‌ঝন্‌ করতে করতে হাস্যচপল ভিয়েনার রাস্তায় রাস্তায় (আহা কী চটুল সেখানকার মেয়েরা!) বাহার দিয়ে বেড়াবার কোনো সুযোগই হয়তো পায়নি। অদৃষ্টক্রমে ওকে এখন সৈন্য-কমিটির সভ্য হতে হয়েছে,—ওর অল্প বয়স আর মধুর স্বভাব দেখে সৈন্যরা ওকেই ভোট দিয়ে পাঠিয়েছে। চারিদিক থেকে লোকের হিংসা আর উপহাসের দৃষ্টি মাথায় ক'রে ও এখন নিজের কম্প্যানী নিয়ে স্টেশনে চলেছে—ওরা এ শহর ছেড়ে যাবে।...আর ভিয়েনায়? সেখানে এখন বিশৃঙ্খলা আর অন্নাভাব, রাস্তায় রাস্তায় সেখানে এখন প্রতিরোধের বেড়া তুলেছে শ্রমিকরা।...

এই উদ্ধত ইয়োরোপীয়ানদের যাওয়ার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল রশচিন।

আলোয় 'বি-বা-বে' 'রেস্তোরাঁ-কাবারের' দরজা দেখা যায়, অদ্ভুত রং দরজাটায়। রেস্তোরাঁটার নামডাক আছে, জর্জিয়ান কায়দার 'মাট্‌ন্‌ গ্রিল্‌'-এর জন্যে বিখ্যাত। খাবারের কথা ভাবতে ভাদিম পেত্রোভিচের পেটটা যেন মোচড় দিয়ে উঠল, কাল থেকে কিচ্ছু খায়নি। ক্ষুধার অনুভূতিটা বেশ জোরালো, জীবন্ত; অনুভূতিটা জেগে উঠতে উঠতেই ওর মনস্তাত্ত্বিক সূক্ষ্মতা সব দূরে ঠেলে দিল। দৃঢ়চিত্তে ও পা বাড়াল আলো-ঝলমল দরজার দিকে। ভেতরে ঢুকতে যাবে এমন সময় গাছের কাছ থেকে এগিয়ে এল শাদা ঘাগরাপরা অদ্ভুতদর্শন একটি প্রাণী, ওর পথ আটকাবার চেষ্টা করল। চলে যেতে যেতেও ভাদিম শুনল পেছন থেকে প্রাণীটির চাপা গলার কাতর শব্দ আসছে ঃ "এস না গো অফিসার, আমার সঙ্গে গেলে খুব মজা পাবে!"

একটা লম্বা নীচু ঘরে 'বি-বা-বো' কাবারে। সম্প্রতি ঘরটাকে চিত্রবিচিত্র করে সাজিয়েছেন ভালেৎ, তিনি এক বিখ্যাত 'বামপন্থী' শিল্পী, পেত্রোগ্রাদ থেকে পালিয়ে এখানে এসেছেন। ছাতের নীচু সীলিংয়ে কালো রং, তার ওপর কাটা কাগজের রুপোলী তারা। নর বা নারীদেহের চতুর্ভুজ প্রহসনের মতো কতকগুলো ছায়ামূর্তি দেওয়ালে আঁকা—কোনোটা হলদে, কোনোটা জর্দা, কোনোটা বা ইট রংয়ের। দেখলে মনে হয় সেগুলোকে যেন ঝড়ে তাড়া করেছে, পাগলের মতো হাত পা ছড়িয়ে কালো দেওয়ালের ওপর দিয়ে ছুটছে। রেস্তোরাঁর পক্ষে প্রাচীরচিত্রগুলি খুবই গুরুগম্ভীর—দেওয়ালের ওপর উলঙ্গ মানুষগুলো তো কামোত্তেজনায় ছুটছে না, ছুটছে আতঙ্কে। যে পুঁজিদার ভদ্রলোক এই কারবারে টাকা খাটিয়েছেন—আমাদের সেই পাপরিকাকি—তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছিল ঃ "এই রং-জোবড়ানো ছবির মানে বোঝে কোন্‌ শালা, আমার তো দেখেই মাথা ঘুরছে—কিন্তু লোকে এগুলো পছন্দ করে....."

খাওয়ার পর মদ নিয়ে বসে রইল রশ্‌চিন। ওর ট্রেন ছাড়বে সকাল চারটেয়। ঠিক করল তিনটে পর্যন্ত রেস্তোরাঁয় বসে থাকবে—তারপর দেখা যাবে কেমন লাগে।.... ....ঈষৎ গরমের আমেজে ওর মেজাজ বেশ শরীফ, মাথার মধ্যে সামান্য একটু ভোঁ ভোঁ করছে।

মস্কোর স্বর্গ 'ইয়ার রেস্তোরাঁ' আর ফিরে পাওয়া যাবে না। তবু তাতার ওয়েটারটা এসেছে সেখান থেকেই। লোকটা অনবরত ওর টেবিলে এসে শ্যাম্পেনের বালতি থেকে বোতল বার করে, আর মদ ঢালবার জন্যে ঝুঁকে পড়ে বলতে থাকে ঃ

"আপনার কাছে এতবার আসছি, কিছু মনে করবেন ভাদিম পেত্রোভিচ।..... মস্কোর কথা মনে আছে? আ-হা! আর এখানে কিভাবে থাকতে হচ্ছে দেখছেন তো! উঃ কী বিতিকিচ্ছিরি লোক সব, ঘুমের মধ্যেও গা রি-রি করে ওঠে।....."

শহরের হাওয়ায় হাওয়ায় উদ্বেগ। দূরে অলিগলির অন্ধকারে মাঝে মাঝে

বন্দুকের শব্দ হয়, কিন্তু হেৎমানের সওয়ার-পুলিশ সে শব্দ শুনেও শোনে না, ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যায় লাটসাহেবের বাড়ির দিকে। এদিকে আজ আবার ব্ল্যাক-মার্কেটে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। কিন্তু এত সব সত্ত্বেও রেস্তোরাঁ একেবারে জমজমাট। কাবারের নাচগান তখনও আরম্ভ হয়নি। একটা রোগা প্যাকাটে ছোকরা, ঘাড়টা বকের মতো, পাতলা চুলগুলো ঢেউ খেলিয়ে পেছন দিকে নেমে গেছে—ছোট্ট স্টেজের ওপর পিয়ানো নিয়ে বসেছে। পাঁচমিশেলী কমেডির সুর বাজাচ্ছে।

রশ্‌চিনের টেবিলের চারধারে হট্টগোল আর মাতালের হল্লা। পাড়াগেঁয়ে জমিদারবাবুদের অনেকেই এখন আর হোটেল-জীবনের একঘেয়েমি সহ্য করতে পারছেন না, কন্যারত্নগুলির হা-হুতাশও অসহ্য লাগছে—তাই এখানে বসে তাঁরা মন ঠাণ্ডা করছেন, বাটি বাটি ভদ্‌কা পার করছেন.....

এক ভদ্রলোক, গায়ের রং পীচ ফলের মতো লাল টকটকে, তিনি মন্তব্য করলেনঃ "জার্মানদের এবার বারোটা বেজেছে, আলবাৎ বেজেছে! নতুন বছর পড়তে না পড়তে বৃটিশ অভিযাত্রী বাহিনী মস্কো পৌঁছে যাবে দেখে নেবেন। তখন সবাই মিলে স্কচ হুইস্কি খাওয়া যাবে। আরে বাবা, মন্দের মধ্যেও কিছু ভাল থাকেই।" সুঠাম দন্তপংক্তি বিকশিত করে ভদ্রমহোদয় হেসে উঠলেন। "তাহলে, জার্মান বিপ্লবেরই জিন্দাবাদ করা যেতে পারে, কি বলেন!"

কোটরগত চোখে ব্যঙ্গের ঝিলিক মেরে আর এক ভদ্রলোক হাত তুল্লেন মনোযোগ আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যে। তাঁর দেহটি কাঠির মতো কিন্তু সাজসজ্জা অতি পরিপাটি। বল্লেনঃ

"সবাই নিশ্চয় জানেন, হাউস অফ লর্ডস্‌-এ লর্ড চ্যান্সেলার মশাই বসেন পশমের বস্তার ওপর—স্রেফ সাদাসিধে বস্তা, বুঝেছেন।.....কিন্তু সিমবির্স্ক এসেম্বলির সামনে উঠোনে যে শ্বেতপাথরের স্তম্ভ আছে তাই দেখিয়ে আমাদের সিমবির্স্কওয়ালা অভিজাত বাবুরা গর্ব করে বলতেন, কালান্তর পর্যন্ত নাকি তাঁদের বনিয়াদ কেউ টলাতে পারবে না। বলতেন আর বার্চক গাছের ছায়ায় বসে দিব্যি আরামে দুলতেন।.....কিন্তু রুশ অভিজাতদের দিন যে এবার ফুরোলো—পশমের বস্তা ছিল না বলেই ফুরোলো। তেমনি আমাদের 'রুশিয়া মায়ের' দিনও ফুরিয়েছে, বুঝলেন মশাইরা।...'গ্লুপভের নগরীর গল্পে' শেষ পৃষ্ঠাও আজ সাঙ্গ, বাতিল হয়ে গেছে বইটা। জনৈক মহাপণ্ডিত অবিশ্যি ফতোয়া দিয়েছিলেন যে, এসব ব্যাপার ঘটবে রবিবারে ঝড়বিদ্যুতের মধ্যে—কিন্তু তা হয়নি। ঈশ্বর থুঃ করলেন, ব্যস বুৎ করে বাতি নিভে গেল।.....যা সামান্য জমিজমা ছিল বিক্রী করে দিয়েছি সেই চোদ্দ সালে—তখন থেকেই আমি সারা পৃথিবীর নাগরিক।..... ঐ পথই সব চেয়ে নিরাপদ....."

"আরে ভাই, আপনি অক্সফোর্ড-ফেরতা, আপনার পক্ষে ওসব সাজে। কিন্তু তিন তিনটি কন্যা নিয়ে আমি কি করি? যাই কোথায়?"

গোলাপী গালওয়ালা ভদ্রলোক সশব্দে নিশ্বাস ফেলে পানপাত্রের দিকে হাত বাড়ালেন। "হুঁ, আর ঐ যে বল্লেন রুশিয়ার কর্ম কাবার, ও কথাটাও আমি

"হ্যাঁ। আমাদের ইউনিট একটা কমিটি নির্বাচন করেছে। একটা প্রস্তাবও নিয়েছে—নীতির সঙ্গে সে প্রস্তাবের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে তা আমি আনন্দের সঙ্গেই বলছি। অবিশ্যি তার জন্যে যথেষ্ট যুঝতে হয়েছিল।"

"বেশ বেশ। একটা রুশ বচন শোনাই আপনাকে: 'আচ্ছা, তাহলে আমরা আর আপনাদের ধ'রে রাখব না'।"

"আমি একটু একটু রুশ শিখেছি—কথাটার মানে তো 'এখান থেকে এখুনি দূর হও'.....!"

"হ্যাঁ ঐ রকমই।.....আপনি তো বেশ বোঝেন-সোঝেন দেখছি, তাহলে আর ভান করার কি দরকার? শত্রু হিসেবে আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ, এখন শত্রুর মতোই বিদায় নিন....."

"হুঁ, তা,", চিন্তিতভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে সিপাহী বল্ল, "সে কথা অস্বীকার করে লাভ হবে না।—বরং বুদ্ধিহীনতারই পরিচয় দেওয়া হবে।"

পাতলা ঠোঁটে আর একবার মৃদু হেসে বিষয়টা ও সাঙ্গ করে দিল। ওর সামনে খাবার আর বীয়ার হাজির। কিছুক্ষণ কথাবার্তা কইতে পারবে না বলে মাফ চেয়ে নিয়ে ধীরে সুস্থে ও একটা গ্রিল্ করা মাট্ন্ (শাশলিক) নিয়ে শুরু করল। মাংসের প্রত্যেকটা টুকরো, তার সঙ্গে প্রতি গ্রাস শাদা রুটি আর গ্রিল্-টমাটো এমন ক'রে চিবোয় দেখলে মনে হয়, যেন ভক্তিভরে সেগুলোর পুজো করছে।

"খাসা জিনিস", সিপাহী বল্ল। রশচিনের ক্রুদ্ধ, অন্ধকার চোখ দেখে ও একটু অস্বস্তি বোধ করছে। খুঁটে খুঁটে শেষ টুকরো পর্যন্ত সব শেষ করল। এক চিল্তে রুটি ঘষতে ঘষতে প্লেটটা যখন একেবারে ঝক্ঝক্ করে উঠল, তখন রুটির চিল্তেটা গপ করে মুখে পুরে দিল। তারপর এক গ্লাস ঠাণ্ডা বীয়ার নিয়ে ধীরে ধীরে পান করল—চোখ দুটো আধ বোজা।

"আমরা জার্মানরা খাওয়াদাওয়া নিয়ে মোটেই তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিনে। উপোস করতে কী কষ্ট তা জার্মানরা দেখেছে, বোধহয় আরও কিছু দিন দেখবে। খাদ্যসমস্যার সমাধান হবে তারপর।"

লম্বা তর্জনীটা আবার উঠল:

"ইতিহাসের তখন প্রভাত বেলা। আদিম কায়দায় প্রকৃতির দান কুড়িয়ে বেড়াবার বদলে মানুষজাতি তখন প্রকৃতির হাত থেকে সে দান ছিনিয়ে নেবার অবস্থায় চলেছে। সে সময় খাদ্য সংগ্রহের পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত কঠিন, আর বিপদজনক। খাওয়াটা তখন থেকেই এক পবিত্র অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। কেউ খেয়েছে, তার মানে সে অপরের জীবন, অপরের শক্তি অধিকার করেছে। যাদুমন্ত্রের সাহায্যে প্রকৃতিকে মন্ত্রমুগ্ধ করার ধারণা অর্থাৎ ইন্দ্রজালের ধারণা—ঐখান থেকেই তার উৎপত্তি। সমস্ত রকম রহস্যবাদী ধর্মাচারের মূলে আছে আহার গ্রহণের ঐন্দ্রজালিক অনুষ্ঠান। ভগবানের দেহ আহার করা হয়। প্যানকেক-এর উৎপত্তি সম্বন্ধে একবার এক রুশ পণ্ডিতের সঙ্গে আলাপ হয়ে-

ছোট্ট স্টেজটার ওপর নাচগান শুরু হচ্ছে। পাতলা-চুলো পিয়ানো বাজিয়ে আর তার পিয়ানো তখন উইংস্-এর আড়ালে। মস্কোর বিখ্যাত বিদূষক দন লিমানাদো এসে দাঁড়িয়েছেন স্টেজের ওপর। দন লিমানাদোর চেহারা সুন্দর, চোখে রং মাখা, বয়সটা বোঝা শক্ত। ওঁর গায়ে ডিনার জ্যাকেট, মাথায় শক্ত খড়ের টুপি কপাল পর্যন্ত নামানো।

"ভদ্রমহোদয়গণ, জার্মান বিপ্লবের জন্য আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন" বলে চেঁচিয়ে উঠে মহা-আন্তরিকতার সঙ্গে তিনি নিজেরই করমর্দন করলেন। "এই তো গেছলুম রেল ইস্টিশনে। জার্মান ওবরলিউটেনাণ্ট সায়েবকে ডেকে বল্লুম 'বলি ও সায়েব, আচো কেমন?' 'আচি ভাল', সায়েব বল্ল, 'তা তুমি কেমন?' 'আমিও আচি ভাল', বল্লুম। 'শীত পড়ে গ্যালো, খোড়ো টুপিতে তো আর শীত মানে না। কিন্তু শীতের টুপি ফেলে এয়েচি মস্কোতে, একোন আর পাই কি ক'রে?' 'শীতের টুপি কিনে ফ্যালো না একটা,' সায়েব বল্ল। 'শীতের টুপি কিনব বলে জম্মে জম্মে কন্নু এক হাজার মার্ক,' বল্লুম আমি, 'আর আজ কিনা তার বদলে দিল মাত্তর পাঁচ রুবল্!' 'চুপ, চুপ, চুপ' সায়েব বল্ল। 'চুপ, চুপ, চুপ', বল্লুম আমি। এমনি ডাঁয়ড়ে ডাঁয়রে এ কতা, সে কতা, কত কতাই কইচি দুজনে—আর ওদিকে সায়েবের সোন্যরা সব উটচে গাড়ীর ছাতে। 'আপনারা চল্লে নাকি সায়েব?' জিজ্ঞেস কল্লুম। 'ধরেচ ঠিক,' সায়েব বল্ল। 'আর ফিরবে না?' বল্লুম আমি। 'আর ফিরব না', সায়েব বল্ল। 'আহা, বড় কষ্ট লাগে', বল্লুম আমি। 'উপায় নেই', সায়েব বল্ল। 'উপায় নেই কতাটার মানে কি হল?' বল্লুম আমি। 'মানে হল কতাটার মানে হয় না,' সায়েব বল্ল। 'চুপ, চুপ, চুপ,' বল্লুম আমি। 'ভেবেছিলুম তোমাদের ওধারে বুঝি এ সব হবে না।' তারপর গাড়ীর ছাত থেকে হল্লা করে গান ধল্ল সোন্যরা—'আপেল বঁধু'—আমিও অম্নি পড়লুম কেটে।.... চাদ্দিকে ঘোর অন্ধকার, বাতাস গোঁ গোঁ কচ্চে, গুলি চলচে অলিতেগলিতে—আমার আবার একেনে আসার টাইম হয়ে গ্যাচে, তার ওপর বুকটা কেমন হাঁকুপাঁকু করে। কি করি, ধল্লুম গান।"

অমনি উইংসের আড়াল থেকে পিয়ানো গম্ গম্ করে উঠল। শূন্যে এক লাফ দিয়ে তারপর পা-টা ঘষতে ঘষতে গান ধরে দিল দন লিমানাদো:

ওগো আমার আপেল বঁধু
রাত যে বড় কালো!
এখন কোথায় যাই,
পথ কি ক'রে পাই,
সেই কথাটা বলো!

স্টেজের দিকে পেছন দিয়ে দাঁড়াল রশ্চিন। অনন্যসাধারণ জার্মান সিপাহীটির চোখে চোখ রেখে বল্ল:

"মাখনো এখন কোন্ জেলায় হানা দিয়ে বেড়াচ্ছে বলতে পারেন?"

॥ দশ ॥

কাচালিন রেজিমেণ্টে আরও নূতন সৈন্য দরকার, এখনকার সৈন্যদের বিশ্রাম দেওয়াও খুবই দরকার। তাই নভেম্বরের গোড়ার দিকে রেজিমেণ্টটাকে সৈন্য-বাহিনীর পেছনে পাঠিয়ে দেওয়া হল। লড়াইয়ের শেষে ও রেজিমেণ্টে শ' তিনেক লোকও বাকী ছিল কিনা সন্দেহ। পিওতর্ নিকোলাইয়েভিচ মেলশিন একটা ব্রিগেডের ভার পেলেন—পেয়ে তাঁর নিজেরই বেশ অবাক লাগল। যাই হোক সদর দপ্তরের কাছে তিনি সুপারিশ করলেন যে, তেলেগিনকে (সে তখন হাসপাতালে) কাচালিন রেজিমেণ্টের কমাণ্ডার নিযুক্ত করা হোক। তাঁর সুপারিশ মঞ্জুর হল। রেজিমেণ্টের সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড (দ্বিতীয় অধিনায়ক) নিযুক্ত হল সাপঝকভ, আর ইভান গোরা হল রেজিমেণ্টাল কমিসার। তেলেগিনের ব্যাটারিটা তখন রেজিমেণ্টের আর্টিলারির অন্তর্ভুক্ত।

বর্ষা শুরু হয়েছে। পাকশালার চিমনীর ধোঁয়া আর ভিজে কাপড়ের গন্ধে দিনগুলো ভারাক্রান্ত। বাড়ীঘরের ছাত দিয়ে জল ঝরে, জলে ভিজে ভিজে ছাত-টাত সব কালো দেখায়। মাটি হয়েছে কাদা—ড্রিল করে সৈন্যরা যখন ফিরে আসে তখন তাদের বুটটুট সব একেবারে কাদায় ভর্তি। কিন্তু রক্তারক্তির ফসল তখন প্রায় ঘরে উঠে গেছে—নদীর দক্ষিণ তীর ছাড়িয়ে অনেক দূর পর্যন্ত ঠেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে দন আর্মিটাকে। লোকে বলছে, জারিতসিনে দু' দুবার জবর মার খেতে হয়েছে শুনে আতামান ক্রাস্নভ নাকি হতাশায় মাথা কুটছে।

সারা দিনের যত কাজ—ড্রিল, তারপর রাজনীতির পড়াশোনা, তারপর 'নিরক্ষরতা-মোচন' মণ্ডলী—ইত্যাদি সব কাজ সাঙ্গ হবার পর কন্‌কনে বাতাসে কাঁপতে কাঁপতে লাল ফৌজের লোকেরা গ্রামের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। কেউ যায় বন্ধুবান্ধবের ওখানে, কেউ যায় নতুন পাতানো ধর্মবাপ বা ধর্মমায়ের কাছে। যাদের আত্মীয়-বন্ধু কিছু নেই তারা এমনিই গান গাইতে গাইতে ঘুরে বেড়ায়, কিংবা কোনো শুকনো জায়গা দেখে নিয়ে ফণ্টিনষ্টি ক'রে গ্রামের মেয়েদের মন ভোলাবার চেষ্টা করে। কিন্তু এই সব হাসি-মস্করার শেষে প্রায়ই ঝগড়া বেধে যায়, মাঝে মাঝে প্রচণ্ড তিক্ততা জাগে—কারণ মেজাজ সবারই খিঁচড়ে আছে।

তেলেগিনের ব্যাটারিতে যে দশজন নাবিক ছিল তার মধ্যে তিনজন নিহত আর দু'জন সাংঘাতিক রকম আহত। বাকি থাকল পাঁচজন। একটা ভাল কসাক খামারে ওরা বাসা পেয়েছে, খামারের মালিক আগেই খামার ছেড়ে পালিয়েছিল। আনিসিয়াও আছে ওদের সঙ্গে। কম্প্যানির সরকারী খাতায় এখন তার নাম উঠেছে, 'অযোদ্ধা' তালিকায়। সে ড্রিল করে, চাঁদমারিতে যায়, রাজনৈতিক

বৈঠকে যোগ দেয়—সিপাহীদের সঙ্গে তার সমান অধিকার। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন একটা ফৌজী উর্দি গায়ে চড়িয়েছে, কিন্তু সুন্দর কোঁকড়া চুলগুলি কাটতে রাজি হয়নি। গত অক্টোবরের অগ্নিপরীক্ষায় এত মৃত্যু, এত বীভৎসতা চোখে দেখার পর সে তার প্রতিকারহীন দুঃখস্রোত অতিক্রম করেছে—আকণ্ঠনিমজ্জিত মানুষ যেভাবে নদী অতিক্রম করে। মুখটা আর একটু কঠিন হলেও ওর তারুণ্য ফিরে এসেছে, কুৎসিত বলিরেখাগুলিও মুছে গেছে। বাহিনীর পেছনে বিশ্রামের রেশন খেতে পেয়ে গালে আবার রং লেগেছে, মেরুদণ্ড সোজা হয়ে উঠেছে, গতিতে এসেছে লঘু চঞ্চলতা; মনে হয়, ওর সমগ্র সত্তাই যেন এখন সতেজ আর নির্মল হয়ে উঠেছে। রাত্রিবেলা সুতপ্ত কুটিরের মধ্যে প্রচণ্ড নাসিকাধ্বনি তুলে নাবিকেরা যখন ঘুমোতে থাকে, ও তখন চুপি চুপি বসে তাদের কাপড় কাচে, পোশাক-আশাক সেলাই বা রিফু করে রাখে। ধূসর ঊষায় ঘুম ভাঙানোর বিউগ্‌ল বেজে যায়, ও হয়তো তখনো কাজই করছে।

কম্প্যানীর আর একটি নতুন সম্পত্তি হল কুজমা কৃজমিচ নেফেদভ। রেজিমেণ্টের অতিরিক্ত কেরানি হিসেবে সে কাজ পেয়েছে। ১৬ই আর ১৭ই অক্টোবর যখন লড়াইয়ের অবস্থা ছিল সবচেয়ে খারাপ—সে সময় ও শুধু বীরত্বেরই পরিচয় দেয়নি, গুলিবর্ষণের মধ্যে দিয়ে আহতদের বয়ে নিয়ে যাবার কাজে একেবারে বেপরোয়া সাহসও দেখিয়েছিল। সকলেই তা লক্ষ্য করে। তারপর যখন ধ্বংসাবশিষ্ট কাচালিন রেজিমেণ্ট প্রতি-আক্রমণে অগ্রসর হয় কিংবা যখন বিশ্রামের জন্যে দনের ধারে সরে আসে, তখনও কুজমা পিছিয়ে থাকেনি।

ইভান গোরার সঙ্গে হঠাৎ একদিন ওর সামনাসামনি দেখা হয়ে গেল ফিল্ড কিচেনটার ওখানে। কুজমার রোগা শরীরটা তখন ভিজে ঢোল, গায়ে কাদা লেগেছে। ভাবটা বেশ উত্তেজিত। গোরা ওকে ডাকলঃ

"আচ্ছা নেফেদভ, আপনাকে নিয়ে কি করা যায় বলুন তো? আমি আপনার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝিনে। একে নামকাটা পাদরি, তার ওপর বুড়ো মানুষ। আপনি আমাদের সঙ্গে লেগে আছেন কেন বলুন দিকি?"

কুজমার ছালওঠা নাক বেয়ে একটা বৃষ্টির ফোঁটা গড়িয়ে আসছিল। জোরে নিশ্বাস ছেড়ে সেটাকে ঠেকাবার চেষ্টা করতে করতে ফুর্তিবাজ কটা চোখে ও একবার কমিসারের দিকে চেয়ে নিল।

"স্নেহের টানে লেগে থাকাই আমার স্বভাব, ইভান স্তেপানোভিচ—আমি লোকের অনুরক্ত হয়ে পড়ি। আমি যাব কোথায়? মানুষের সঙ্গ আর পাব কোথায়? আমি ভাবুক লোক, বুঝলেন....."

"সে কথা নয়, শুনুন—"

"রেজিমেণ্টের রেশনের কথা যদি বলেন", (হাতের টাইটম্বুর পাত্রটি কুজমা তুলে ধরে)—"এই যে শূয়োরের চর্বি আর জোলো সুপ—এ আমি মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপার্জন করছি। আর নিজের গা বাঁচাবার চেষ্টা করেছি এ দোষ বোধহয় কেউ দেবে না। আমার এই বুট আর পায়জামা দেখুন—যুদ্ধের সময়

ওর কাছে যেন বিদেশী শব্দ—মাঝে মাঝে শুধু তার এক এক টুকরো বা একটুখানি ঝিলিক চৈতন্যের মধ্যে ধরা পড়ে। 'সমাজতন্ত্র' শব্দটা শুনলে শুকনো খসখসে কিছু একটা জিনিসের ছবি ওর চোখে ভাসে—মনে হয় কড়া-পড়া হাতের ওপর দিয়ে খসখস করে কে যেন একটা লাল ফিতে টেনে নিচ্ছে। ঐ ফিতেটাকে ও স্বপ্নে দেখতে পায়, প্রায়ই। রাজা নেবুচাড্‌নেজার-এর একখানা পুরোনো, পোকাকাটা ছবি—'সাম্রাজ্যবাদ' বল্লে নেবুচাড্‌নেজারের সেই ছবিটাই ওর মনে আসেঃ রাজার মাথায় মুকুট, গায়ে উজ্জ্বল নীল আংরাখা; দেওয়ালের ওপর লেখা শব্দ ক'টি—'মিনে, তেকিল, উপারশিন'—দেখে রাজার হাত থেকে খসে পড়েছে রাজদণ্ড আর রাজবর্তুল.....

কিন্তু আনিসিয়া খুবই অধ্যবসায়ী, অসম্পূর্ণ ধারণাগুলির ত্রুটি দূর করার জন্যে তার চেষ্টার অন্ত নেই। মুখের ওপর লাতুগিনের স্থির দৃষ্টি অনুভব করতে পারলেও দেওয়ালের পেরেক থেকে চোখ ফেরায় না আনিসিয়া—অতি ধীরে হাঁটু দুটো এক করে আনে, ব্যস।

"আমার কথা কি এতই নীরস লাতুগিন? যে প্রবন্ধটা পড়া হচ্ছে সেটা বেরিয়েছে 'ইজভেস্তিয়া' কাগজে। তোমার কি ওটা ভাল লাগছে না?" শারিগিন জিজ্ঞাসা করে। "নিজেকে যদি তুমি বিপ্লবের সৈনিক বলে মনে কর, তবে প্রত্যেক বার বন্দুকে গুলী ভরার সময় তোমাকে তখনকার পরিস্থিতি মনে রাখতে হবে আবার আমাদের সাধারণ লক্ষ্যও মনে রাখতে হবে।"

কথা ক'টি বলে শারিগিন তার সুন্দর নীল চোখের সকরুণ দৃষ্টি মেলে দেয় আনিসিয়ার দিকে। আনিসিয়ার একাগ্র দৃষ্টি কিন্তু পেরেকের ওপর। বাইকভ তার ফাঁপা স্বরে হঠাৎ বলে উঠল, বেশ জোর দিয়েই বলে উঠলঃ

"আরে বাঁদরের গলায় মুক্তোর হার কি কাজে লাগবে? শুধু ঝোপঝাড়ে বেধে ছিঁড়ে যাবে। যারা মুখ্যু, খালি বাজে সময় নষ্ট করে, তাদের কাছে পড়া মানেই যন্ত্রণা।"

"খাসা বলেছ!" সমান গম্ভীরভাবে জবাব দিল লাতুগিন। "কিন্তু যত খাসা তত সত্যি বলে তো মনে হয় না। মুখ্যু ফাঁকিবাজদের যে পড়তেই কষ্ট লাগে তা নয়। যে-পড়ায় ফল আছে সে পড়াকে আমি শ্রদ্ধা করতে প্রস্তুত। কিন্তু কোন্‌টা হাতীর শুঁড় আর কোন্‌টা লেজ তাও যখন বোঝা যায় না তখনই বিরক্ত লাগে। সাচ্চা কথা ঠিক মেয়েমানুষের মতো—একেবারে জড়িয়ে ধরে আগুন জেবলে দেয়; সে কথা শোনার জন্যে মানুষ জ্বলন্ত কয়লার ওপর দিয়েও হেঁটে যাবে।.....সে কথাই তোমার কাছে শুনতে চাই শারিগিন।.....কিন্তু তুমি খালি ঘ্যান ঘ্যান কর—'বিশ্ব-সর্বহারা আর সমাজতন্ত্র'।.....এ দুইয়ের জন্যে আমি জীবন দিতে প্রস্তুত! এসব কথা আমি শুনতেও তো চাই—কিন্তু এমন ভাবে বল যাতে বুঝতে পারি। বাড়ি বানাবার জন্যে যে গাছ কাটব, সে গাছটা কোথায় বলে দাও—সিল্ক শার্ট পরে যে মাঠে বেড়াব সে মাঠটা কোন্‌খানে তা আমি জানতে

চাই।.....ভূমণ্ডলের গ্লোবটা নিয়ে মাথায় এক বাড়ি দিলে তবে তোমার শিক্ষা হবে কি করে 'বিশ্ব বিপ্লব'-এর কথা বলতে হয়।"

ওর শক্তিমান চওড়া মুখ, জাত-ষাঁড়ের মতো ফাঁক ফাঁক করে বসানো চোখ জোড়া—সেদিকে চাইল আনিসিয়া। ক্রুদ্ধ মনে নিজেকেই বলল—ও মুখের দিকে বেশীক্ষণ চেয়ে থাকার চেয়ে অন্ধ হয়ে যাওয়াও ভাল।

লাতুগিনের ধরণধারণ কেউই পছন্দ করে না—না গাগিন, না জাদুইভিতের, না বাইকভ। খড়ের চালে বৃষ্টির ঝিরঝির শব্দ, তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে এই শান্ত আলাপ-আলোচনা ওদের ভাল লাগে। অবিশ্যি শারিগিন ছেলেমানুষ, যা শিখেছে তা এখনো ভাল করে আয়ত্ত করতে পারেনি। সেজন্যে মাঝে মাঝে আনাড়ির মতো বোঝাতে যায়, সহজ কথা কিছুতেই ব্যবহার করে না—ভাবে ফাঁদে পড়ে যাবে বুঝি; সুপরীক্ষিত বিদেশী শব্দ পেলেই ওর সব চেয়ে সুবিধা।.....কিন্তু তা বলে অমন একজন সাচ্চা কমরেডকে নিয়ে লাতুগিন মস্করা করে কোন্ অধিকারে? তা ছাড়া লাতুগিনের মারমুখী ভাবের পেছনে আসল কারণ সম্পূর্ণ আলাদা তা সবাই জানে —সে কারণটাও ওদের কারোরই ভাল লাগে না।

"কোমসার একটা খাদ্য-বাহিনী তৈরী করছেন", ওকে গাগিন বলল। "তাঁকে গিয়ে বল বাহিনীতে তোমাকে নিয়ে নিন। বসে বসে তোমার বিরক্তি ধরে, সত্যি সে তো ভাল কথা নয়। তুমি যে বাসি মেরে গেলে ভায়া.....", বলে বাইকভ দাড়ি নেড়ে নেড়ে হাসে। ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে জাদুইভিতেরও শক্ত শক্ত দাঁত বার করে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। আনিসিয়া লজ্জায় লাল, চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসে। গ্রেটকোটটা তুলে নিয়ে মুখ ফিরিয়ে সেটা গায়ে দেয়, তারপর কসে বেল্ট বেঁধে ঘর থেকে চলে যায়। সবাইয়েরই কেমন কিন্তু কিন্তু ভাব। মৃদু হেসে কাগজটা গুটিয়ে ফেলে শারিগিন।

"চল, দুজনে কথাটা আলোচনা করিগে," বলল লাতুগিনকে। চোখ কুঁচকে লাতুগিনও বলল, "চল।"

অন্ধকারের মধ্যে দুজনে বেরিয়ে পড়ে—গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টির সূক্ষ্ম কণা এসে মুখে লাগে। লাতুগিনের মুখে অবজ্ঞার মৃদু হাসি—সে হাসি না দেখেই অনুভব করতে পারে শারিগিন, বোঝে যে ও নিজে কিছু বলতে আরম্ভ করা মাত্র লাতুগিন জবাব দেবে তীব্র বিদ্রূপ আর ঔদ্ধত্যের সঙ্গে।.....শারিগিন চাইছিল যে, সহযোদ্ধার নিয়মশৃঙ্খলা ভঙ্গের কথাটা সে তুলবে শান্তভাবে; উত্তরাধিকারসূত্রে আমরা যে পচা বুর্জোয়া স্বভাব পেয়েছি তা থেকে মুক্ত হওয়ার দরকার কতখানি তা বুঝিয়ে দেবে—ব্যস।.....কিন্তু সে কথা না বলে রাত্রির ভিজে বাতাসে একটা গভীর নিশ্বাস টেনে ও হট্ করে বলে ফেলল:

"আনিসিয়াকে ছেড়ে দাও.....ওকে নিয়ে তুমি শুধু খেলা করছ.....এ অন্যায় .....জঘন্য....."

তারপর আর একটি কথাও নয়। বিষয়টা এভাবে ঘুরতে দেখে লাতুগিন একেবারে হতবাক—নিশ্চল হয়ে ওর সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। উপযুক্ত জবাব আর

ভেবে পায় না। বলে দেবে কিঃ "ওরে বেটা আহাম্মক, ওরে দুধপোষ্য, শুচিবায়ু-গ্রস্ত—আমার ওপর সর্দারি করার ভার তোকে কে দিল?" নাকি বলবেঃ "দেখ, অমন কথা বলতে এসেছে অনেকেই, কিন্তু অক্ষত দেহে তাদের ফিরতে হয়নি, বুঝেছ?" কিন্তু যেটাই বলুক তাতেই প্রমাণ হয়ে যাবে—লাতুগিন একটা জানোয়ার।.....ওর প্রতি ভয়ংকর অন্যায় করা হয়েছে—এই ধারণায় ওর মন জ্বলে ওঠে। আগের দিন হলে মারদাংগা করে তখুনি একটা হেস্তনেস্ত করে ছাড়ত।.....কিন্তু এবার চোখ কুঁচকে কুঁচকে দাঁতে দাঁত ঘষে অনুভব করল...এখন আর ওভাবে ফয়সালা করা চলে না.....

"বেশ!" ও বল্ল। "যে রক্ত ঢাললাম তা বৃথাই গেছে এই তুমি বলতে চাও? বলতে চাও যে আজও আমি একটা ভবঘুরে, গুণ্ডা, কুকুরের বাচ্চা—তাই না? মিশা, একথা জানিয়ে দিলে সেজন্য ধন্যবাদ!"

গেটের দিকে ফিরে প্রচণ্ড হিংস্রতায় ঘুষি মারতে লাগল জালিটার ওপর।

ইভান ইলিয়িচের দেহে ধীরে ধীরে প্রাণ ফিরে আসছে। (স্নায়বিক শকের আঘাত তো ছিলই, তা ছাড়া গোলা ফাটার সময় দেহের বহু জায়গা লোহার টুকরোর আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল)। গোড়ার দিকে একবারও জ্ঞান হত না। শেষে চেতনাহীনতার বদলে এল ঘুম, আর মাঝে মাঝে অল্পক্ষণের জন্য খাওয়া। এর পর থেকে ওর মনে হতে লাগল যেন ভারি আরামে, ভারি শান্তিতে সময় কাটছে। চোখে ব্যাণ্ডেজ, ঘরের জানলায় পুরু পর্দা—ঘরটাতে শুধু ওই একা। মাঝে মাঝে কার যেন লঘু পদধ্বনি, পত্রমর্মরের মতো মৃদু গুঞ্জন কানে আসে—চামচের টুংটাং, ঘাগরার খসখস শব্দ শুনতে পায়। পেছনে কোথায় একটা ঘড়ি টিকটিক করে, অনবরত, কখনো জোরে, কখনো আস্তে। বাইরের জগতের চেতনা শুধু এইটুকুই; আর তার সঙ্গে একটা অনুভূতি—কে যেন কাছে আছে—তার সুবিবেচনার পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু এখনও চোখে দেখা যায় না। ও যদি শুধু একটু দীর্ঘশ্বাসও ফেলে, অমনি বাতাসে একটা অতি সূক্ষ্ম গতিচাঞ্চল্য জেগে ওঠে—সেই 'কে যেন' মানুষটি ওর ওপর ঝুঁকে পড়ে—অস্পষ্ট, তাজা সুগন্ধির সৌরভ ছড়ায়।

মাঝে মাঝে আর কে একজন, প্রথমের চেয়ে অনেক রুক্ষ—গায়ে কড়া ঘামের গন্ধ আর তার চেয়েও কড়া তামাকের গন্ধ—তার উপস্থিতি জানিয়ে দেয়।

"কি, নাড়ী কেমন?"

যিনি কোমল তাঁর উত্তরটা অস্ফুট ফিস ফিস শব্দ মাত্র। কিন্তু যিনি রুক্ষ তিনি প্রসন্ন মনে গম্ গম্ শব্দে বলে ওঠেনঃ

"চমৎকার! শরীরটা বেশ শক্ত ধাতুতে গড়া! এখন দেখবেন যাতে এঁর

"চুল্‌বুল চুল্‌বুল লাগে নাকি ভায়া? উঁহুঁ।.....হ্যাঁ দু একটা কথা, যা খুব জরুরি, তা চলতে পারে।.....দস্তুরমতো মেরামত করে আপনাকে আপনার রেজিমেণ্টের কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে—এ আমার কর্তব্য। আর আপনার কর্তব্য হল—যত শীঘ্র সম্ভব সুস্থ হয়ে ওঠা; বুঝলেন ভায়া।.....ওঁকে ঘুমের বড়ি দিন নার্স।"

"রোকো দোস্ত, বাকী পথ আমি হেঁটেই যাব", কুজমা কুজমিচ বল্ল।

"হাঁটবে কেন?"

"বাবা, আমার ব্যাপারে নাক গলিও না। আমি ওখানে যাব তীর্থযাত্রীর মতো, বুঝেছ?"

"তোমার ব্যাপার, যা তুমি বোঝ....."

মোটাসোটা ঘোড়াটাকে থামিয়ে দেয় লাতুগিন। ওপরে প্রাচীন উইলো গাছ থেকে পাতা ঝরা শুরু হয়েছে, নীচে একটা বাঁধ; সেই বাঁধের পাশে খানাখন্দওলা রাস্তাটা, তার মাঝখানে ওরা দাঁড়িয়ে। পুকুরের ওপারে স্পাসকোই গ্রাম। পুকুরের সমতল কিনারা পর্যন্ত নেমে এসেছে গাঁয়ের ঝাড়াই ঘরগুলো—ভেতরে তাজা খড়ের গাদা। মাটকোঠার মাথায় খাসা তপ্ত আর পরিপাটি ছনের ছাউনি—তার ওপরে ধোঁয়ার কুণ্ডলী।

"আহা, গ্রামময় সামোগন (মদ) চোলাইয়ের গন্ধ", বলে শ্বাস ফেলে লাতুগিন। বাঁধের ওপর দিয়ে গদাইলস্করি চালে হাঁসের পাল চলেছে, দিব্যি চিকণ হাঁসগুলো, সেদিকে ওর নজর গেল। গাড়ি নিয়ে দুজন লোক দাঁড়িয়ে আছে দেখে পালের গোদা মদ্দা হাঁসটার পছন্দ হয় না, থেমে পড়ে। অমনি ওর পেছন পেছন গোটা পঞ্চাশেক মাদী হাঁসও থেমে পড়ে। প্যাঁক প্যাঁক করে কত সলা-পরামর্শ হয়, তারপর হেলে দুলে বাঁধের ঢালুটার দিকে চলে—পেটে-জমিতে প্রায় একসই। শেষ পর্যন্ত হাল্‌কা হাওয়ার ধাক্কায়ই যেন সর্‌ সর্‌ করে কালো জলে নেমে যায়, অপর পারে জলা জমিটার দিকে রওনা হয়।

"আহাহা, সাত সের হবে এক একটা—কী হাঁসই রে!" বলে লাতুগিন "রোস্ট কর, রোস্ট কর বলেই ডাকছে যেন মাইরী!"

"কেটে পড় দোস্ত, কেটে পড়!"

তাড়াতাড়ি বিদায় নমস্কার জানায় কুজমা কুজমিচ। "হ্যাঁ, আর কমিসারকে বলে দিও—আমি আপাতত এখানে থাকছি—ঘুরে টুরে দেখব কি ব্যাপার। খাদ্যবাহিনী নিয়ে তোমরা এসো—এক হপ্তা পরে। ভাবসাব ক'রেই সব গুছিয়ে নেব।"

"কুজমা, এখানে তো দেদার টানবে বাবা!"

"ওসব জিনিস কখনো ছুঁইওনে আমি, বুঝেছ দোস্ত। এখন যাও, ঘোড়া ফেরাও—নইলে কে হয়তো আমাদের একসঙ্গে দেখে ফেলবে....."

গাড়ী ঘোরালো লাতুগিন। ঘোড়াটার মোটা পাছার ওপরে মহারাগে কঞ্চির বাড়ি কষিয়ে হাঁকিয়ে চলে গেল, পিছু ফিরে চাইলও না একবার। গাঁয়ে যাবার জন্যে কুজমা কুজমিচ তখন বাঁধ পার হচ্ছে। বহুদিন আগে পাদ্রির জোব্বা থেকে জামা বানিয়েছিল, কালে কালে সেটা সবুজ হয়ে গেছে। ছাপানো রুমাল দিয়ে সেই জামাটাকে ও কোমরের সঙ্গে বেঁধেছে, রেড আর্মির চটের কিটব্যাগ ঝুলিয়েছে কাঁধে, আর মাথায় উঁচু ক্রাউনমার্কা টুপি—পোড়াকপালে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের স্মৃতি সে টুপিটা। মোদ্দা কথা, ওর বেশভূষা ঠিক যেমনটি চাই তেমনিই।

গ্রাম দেশে শরতের শেষ দিকটা বড়ই একঘেয়ে। ফাঁকা সব্জি ক্ষেতে ওল্টানো চাবড়াগুলোর ওপর চেরি আর আপেলের ঝরা-পাতা গাদা হয়ে আছে, সন্ধ্যার হিমে সেগুলো ভিজে উঠেছে। সূর্যমুখী ফুল আর নেই (কুঁড়েঘরের ছোট ছোট জানলার গায়ে সূর্যমুখীই বুঝি সূর্যের আলো টেনে নিয়ে আসে—লোকের এই ধারণা)—পচা ডাঁটিগুলো শুধু মাটির ওপর মাথা জাগায়। একেবারে ঘরের দোর পর্যন্ত সর্বত্র কাদায় কাদাময়। রংচটা খড়খড়িগুলো ক্যাঁচকোচ, ঝন্‌ঝন্ করে ওঠে। জানলার বাইরে চেয়ে দেখতে ইচ্ছেই করে না। যদি চাও তো শুধু একটা বিরসবদন কাক দেখতে পাবে—ওয়াট্‌লের বেড়ার ওপর। খুটে খাবার মতো কিছু যদি ফেলে দেয় চাষী-বৌ সেই আশায় বসে আছে।...

"জড়ের জীবন ওদের, ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে আর গা চুলকোয়। তীব্র অনুভূতি-গুলো সব সুপ্ত, এমন কি ওদের আশা-আকাঙ্ক্ষার দৌড়ও অতি সামান্য।..... অথচ ওদের প্রত্যেকেই তো আরিস্টট্‌ল কি পুশকিনের সঙ্গে এক ছাঁচে গড়া। প্রত্যেকেরই দু-দুটো চোখ—নতুন থেকে নতুনতর কত বিস্ময় পৃথিবীতে তা তো সেই চোখ মেলেই দেখতে পারে।.....কাঁধের ওপর মাথাও আছে—সেটাই তো সবচেয়ে বড় বিস্ময়ের জিনিস।....." (এই বলে উঁচু টুপিপরা মাথাটা যেন শূন্যেই ছুড়ে ফেলে কুজমা)। "বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে তুলনায় মাথাটা অবিশ্যি কিছুই নয়, ওটা নেই বলেই ধরা যায়। কিন্তু গোটা জগতের সঙ্গে তুলনা করলে এই মাথাটা অবিশ্যি নেই বলেই ধরতে পার। কিন্তু গোটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটাই তো আবার এই মাথার মধ্যে—বাইবেলের ঈশ্বরও যে রহস্যের সন্ধান পায় না তার সন্ধান বার হয় এই মাথা থেকেই।.....তাহলে জানালার বাইরে কাক দেখে দেখে জীবনটা নষ্ট করে লাভ কি?"

এমনিধারা চিন্তায় মশগুল কুজমা কুজমিচ পরম সন্তোষে ঠোঁট চকচক করতে করতে চলেছে। নীচু নীচু ওয়াট্‌লের বেড়া, তারপর ছোট ছোট কুঁড়েঘর—ছনের ছাউনির গুরুভারে ঘরগুলো যেন বসে গেছে—সে সব ও পার হয়ে যায়। চলতে চলতে একটি মেয়ে সামনে পড়ল—হাই বুট আর খাটো শীপস্কিন জ্যাকেট প'রে বাঁকে ক'রে দু বালতি জল নিয়ে যাচ্ছে। লম্বাচওড়া, সমুন্নত গড়ন মেয়েটির। কিন্তু ভাবগতিক সুবিধা নয়।

"শুভদিন! তোমার নাম নাদেঝদা তো? ঠিক বলিনি?"

মেয়েটি চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়ল। চওড়া মুখটা ধীরে ধীরে ওর দিকে ফেরাল।

গতিকতাবিরোধী সংগ্রাম কেন্দ্রে' দাশাকে যেদিন তেলেগিন প্রথম দেখেছিল : ওকে লেগেছিল বসন্তের মতো অপরূপ। কালো ছিটের পোশাকে গরম বোধ হওয়াতে দাশার গাল দুটি লাল হয়ে উঠেছে, আর ঘরের মধ্যে অভিযান করেছে অতি সূক্ষ্ম কোমল সুগন্ধ : সেই ঘর, যেখানে কাঠের গুঁড়ির ওপর তক্তা পাতা—কবিরা বসেছেন 'মহান পাষণ্ডাচারে'। হাতের ছোট্ট মুঠিটির ওপর ওর থুতনি—পুরন্ত, সূক্ষ্মাগ্র ঠোঁটে এসে ঠেকেছে কনিষ্ঠ আঙুলের ডগাটুকু—আড়ম্বরপূর্ণ কবিতা শুনছে বসে বসে। ওর বসার আসনটি নিজের ঘরে তুলে নিয়ে গিয়েছিল তেলেগিন, পরে.....

দুটি হৃদ্স্পন্দনের মাঝখানে এতগুলি স্মৃতি ঝিলিক মেরে যায়। বুকের মধ্যে হৃদয়টা আঘাত করে জোরে, আরও জোরে—যেন মধ্যরাত্রে পাহারাদারের ঘণ্টার শব্দ। খাটের পায়ের কাছে টুলের ওপর যে মেয়েটি—সে কি দাশা হতে পারে? স্থির হয়ে শুয়ে অর্ধনিমীলিত চোখের আড়াল থেকে সাগ্রহে দাশার পানে চেয়ে থাকে তেলেগিন।.....দাশা নিশ্চয় তা লক্ষ্য করেছিল—কারণ সে হঠাৎ ঝুঁকে পড়ল.....

"নার্স!" চক্ষু বিস্ফারিত করে তেলেগিন চেঁচিয়ে ওঠে, চেষ্টা করে উঠে বসতে। অস্ফুট চীৎকারের শব্দে দাশা ওর কাছে ঝাঁপিয়ে পড়ল—সে চীৎকারে আনন্দের সঙ্গে চমক মেশানো।.....ওর দুই কাঁধ দু হাতে ঘিরে ধরেছে তেলেগিন —স্বপ্ন হয়ে আবার না মিলিয়ে যায়।.....হ্যাঁ দাশাই—রোগা, ঠুন্কো, কিন্তু জীবন্ত! ওর মুখটা মুখে চেপে ধরে তেলেগিন—অনুভব করে কেমন ক'রে কাঁপছে দাশার ঠোঁট দুটি, দাশার সর্বাঙ্গ।.....ওর মাথাটা দু হাতে নিয়ে একটু দূরে সরিয়ে ধরে—আরও ভাল করে মুখটি দেখবার জন্যে। ঐ মুখটি যে প্রিয়র চেয়েও প্রিয়, নতুন হতেও নতুনতরো, আশাতীত রকমের সুন্দর চিরকাল। আর দাশা, চোখ বুজে একই কথা বলে বার বার:

"আমি তোমার কাছে আছি—সব ঠিক হয়ে গেছে....."

দুঃখেকষ্টে দাশার মুখের কোণে চুলের মতো সূক্ষ্ম দুটি রেখা পড়েছে; সেই মুখে ও চুমু দেয়, চুমু দেয় দাশার নিমীলিত চোখে।

"এখন স্থির হও ইভান, প্রিয়তম," মৃদু স্বরে ও বলে। "আমি আর কখনো যাব না, তোমার সঙ্গে থাকব চিরদিন, চিরকাল....."

সন্ধ্যার মধ্যেই সারা গ্রামে রটে গেছে—ঐ যে আনা ত্রেখ্ঝিল্নায়া নামে গরীব বিধবা—তার ঘরে এক অতিথি এসেছে; গাঁয়ের পথে নাদিয়া ভ্লাসোভাকে দেখে অতিথি নাকি তাকে খবর দিয়েছিল যে সে পাদ্রী, এসেছে রেডদের কাছ থেকে, এবার ওদের সবাইয়ের মনের ভার ঘুচিয়ে দেবে। জোয়ান, বুড়ি প্রত্যেকটি মেয়ে লোকই বিশ্বাস করেছে কথাটা। নাদিয়ার জিভ তো হায়রাণ, বার বার একই কাহিনী শোনাতে হচ্ছে : বালতি নিয়ে যেতে যেতে কেমন যেন গা'টা চমকে

চমকে উঠেছিল, তারপর হঠাৎ লোকটির ডাক শুনলঃ "নাদেঝদা!" (এই পর্যন্ত এলেই ওর মহিলা শ্রোতারা কথার মাঝখানে চেঁচিয়ে ওঠে: "কী আশ্চর্য্যি, ওর নাম জানল কেমন করে?")। "ও যে জ্যোতিষ!" খাঁটি রুশিয়ানের মতো মুখটা তার—লাল টকটকে--আর চুল একেবারে কাঁধ পর্যন্ত। দীনদরিদ্দির বেশ, কিন্তু খেতে পায় না বলে তো মনে হয় না; তার ওপর হাসিমস্করার ঝুড়ি, হেঁয়ালিতে কথা কয়....."

মেয়েদের কলরবলর শুনে পুরুষেরা হাসে। "আহা জ্যোতিষ মশাই গাঁয়ের এ মুড়ো থেকে সে মুড়ো পয্যন্ত আগুন লাগিয়ে দেবে না তো।.....ও যদি সত্যিই পাদরি হত তাহলে ধনীর ঘরেই যেত সব প্রথমে।.....ত্রেখ্‌ঝিল্‌নাইয়ার ঘরে তো তেলাপোকারও খাবার জোটে না।.....না গা না, ওকে গ্রাম-সোবিয়েতে নিয়ে যেতে হবে, কাগজপত্র আছে কিনা দেখাক।.....হয়তো বেটা লুটেরাদেরই গুপ্তচর।.... .যদি তাই হয় তখন কি করবে?"

"ঢের হয়েছে, এবার নাক সিঁটকোনা থামাও," জনৈকা গিন্নী বল্লেন তাঁর কত্তাকে। "তোমাদের কথা শুনলে লোকের হাসি পায়।" অমনি সব মেয়েই এ কথায় একবাক্যে সমর্থন জানায়। "বিপ্লব হবার আগে তোমাদের হুকুম শুনেছি!" নির্ভয়ে চোখ ঝলসিয়ে গিন্নী বলে চলেন, "সে সব হুকুম থেকে কখনো কিছু ভাল হয়েছে?" ইয়া মোটা মাজার ওপর হাত রেখে দাঁড়ান এবার। "তোমাদের মাথাও যেমন, আমাদের মাথাও তেমন—আর আমাদের বুদ্ধি তোমাদের চেয়ে ঢের ঢের বেশী। দেখ গা বাছারা"—বলে ঘুরে দাঁড়িয়ে মেয়েদের সম্বোধন করেন, "আমার নাদিয়ার দিকে একবার শুধু চেয়ে দেখ তোমরা! বেলাউসে তো আর আঁটে না.....। খালি খালি আয়নায় নিজের চেহারা দেখে আর আমায় ডেকে ডেকে বলে, 'মাগো, আমার কি হবে গো?' তা ছুঁড়ি কি করে বল দিকি—সেই সামনে বছরের পুণ্যে পর্যন্ত আবার বসে থাকবে নাকি?" এবার স্বামীর দিকে ফিরে: "সে লোকটি তোমার এখানে মাংসের রোস্ট সাবড়াতে আসেনি কেন জানতে চাও? যীশু কি শুধু বড়লোকদের কাছে গেছলেন নাকি? দুখিনী আনার কাছেই তো ও যাবে, ও যে রেড পাদরি; ও তোমার মাংসের রোস্টের পিত্যেশ করে না, আমাদের দুদ্দশার কথা ভাবে।"

কত্তা আর কি করেন—গিন্নীর সামনে হাতটা দুলিয়ে ওখান থেকে সটকান। সন্ধ্যে বেলা আনার কুঁড়ের বাইরে যত রাজ্যের মেয়েদের জটলা—তাদের মুখ-পাত্রেরা ভেতরে গেছে। ঘরে ঢোকার আগে পাশের বাড়ীর ছোট্ট একটি মেয়ে মুখপাত্রদের খবর দিল: সেদিন সকালে আনা ত্রেখ্‌ঝিল্‌নায়া তার চানের ঘরটা নাকি গরম করে দেয় (চানের ঘর মানে পুকুরপাড়ে কুঁড়ে ঘরগুলোর পেছনে কালিপড়া অখাদ্য ঝোপড়ি একটা) আর পাদরি মশাই সেখানে চান করে। তারপর আনা তার স্বর্গত স্বামীর একটা পরিষ্কার শার্ট পরতে দিয়েছে ওকে। চান টান সেরে আনা আর পাদরি দুজনে বসে ওষুধপাতার চা খেয়েছে (গ্রাম দেশে এই পানীয়ই চায়ের স্থান পূর্ণ করে)।

হ্যাঁ তো, ঐ তো রং-ওঠা নীল শার্ট পরে বেঞ্চিতে বসে আছে পাদরি মশাই—হাত দুটো টেবিলের ওপর। সত্যি বলেছে নায়িদা—ওর মুখটা এমন লাল, যে দেখবে সেই ভয় পাবে—কিন্তু খোশমেজাজী হাসি উঁকি দেয় ঠোঁটের কোণে। কাঠকুটোর আগুনে ডিম ভাজছে আনা; উনুনের ধোঁয়ার চোঙা আর সামোভোরের মধ্যে একটা নল লাগানো, নলের ফুটো দিয়ে গমগমে নীল আগুন চোখে পড়ে।

মুখপাত্র তিনজন। ভেতরে ঢুকে মাথা নুইয়ে বল্লেন: - "শুভদিন!" তারপর দরজার কাছে বেঞ্চের ওপর বসলেন। তাঁরা কোনো প্রশ্ন করেন না, কিন্তু একটি জিনিসও যে তাঁদের চোখ এড়িয়ে যাবে তার জো-টি নেই।

"আপনারা কি মনে ক'রে?" হঠাৎ জোরে বলে ওঠে কুজমা কুর্জমিচ। মুখপাত্ররা চোখ মিটমিট করেন। তারপর একজন, তিনি নাদেঝ্‌দার মা, অতি মিষ্টি সুরে জবাব দেন :

"পুরোনো আচারটাচার সব নাকি উঠে গেছে শুনি। কিন্তু বাবা, পুরোনো আচারই আমাদের পছন্দ। এ-ই লম্বা জীবনে বিয়ে তো একবারই হয়।.....কি বলেন বাবা।"

"যত বেশী বাঁচবেন, সম্পত্তিও ততই বাড়বে", কুজমা বলে। "তো দেরি কিসের?"

"না না আমাদের ভয় করবেন না, আমরা সোবিয়েতেরই পক্ষে। আমরা গ্রাম-সোবিয়েত নির্বাচন করেছি, ভোটও দিয়েছি সোবিয়েত-রাজত্বের জন্যে, গির্জার দর্জায় একেবারে সীল এঁটে দিয়েছি আমরা, প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে যে পাদরিটাকে জেলার গোয়েন্দা অফিসে পাঠিয়ে দিতে হবে.—বে-আইনীভাবে ও নিজের কাছে একটা মেশিনগান রেখে দিয়েছে কিনা।"

"ওহো!" বলে কুজমা কুর্জমিচ। "আপনাদের পাদরি দেখছি ওস্তাদ লোক।"

"পাদরিটা আমাদের কী ভয়ই দেখাত তা যদি জানতেন। বলত ঃ 'ওরে খৃস্টবিরোধীর দল, জানলা থেকে তোদের মিটিংয়ের ওপর ম্যাক্সিম গানের গুলি চালাব।' এম্‌নি কত চেষ্টা করত যাতে আমরা ভয় পাই।.....তা আমাদের কুমারী মেয়েরাও আর সকলের সঙ্গে এক দিকেই ভোট দিয়েছে। কিন্তু 'হোলি ভেলের ভোজ'পরব আসছে, গির্জায়ই বিয়েটা হয় এই ওদের ইচ্ছে। ওরা সবাই মিলে একেবারে এক-জোট, এক গোঁ--ছুঁড়ীরা জোট বাঁধলে ছাড়ান কী শক্ত তা তো জানেনই বাবা। এখন বলুন দেখি কি করি আমরা। সত্যি কি আপনি নাম-কাটা পাদরি?"

"খুব সত্যি", জবাব দেয় কুজমা কুর্জমিচ।

"নাম কাটা গেল কি জন্যে?"

"স্বাধীন চিন্তার জন্যে। ঈশ্বরের সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়ে গেছে।"

ভয়ে ভয়ে মুখপাত্ররা এ ওর মুখ চায়। দুজনের কানে ফিসফিস করে

দখলে—ঠিক এমনি একটা লোক এসেছিল গাঁয়ে। খালি পায়ে গালোশ পরা, দাড়ি একেবারে চোখ পর্যন্ত। দিন তখন শেষ—বাড়ির সামনে বসে লোকজন জিরোচ্ছে—লোকটা সেখানে হাজির। ওকে দেখে দেখে লোকের চোখ সয়ে যেতেই বসে পড়েছে আকিম দাদুর পাশে। ভেবেছিল কেউ বুঝি একটা বিড়ি দেবে, কিন্তু কেউ দেয় না। তখন ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাঙ তুলে বুড়োর কানে কানে ফুসফুসঃ "আরে, পুরানো সিপাহী, আমাকে চেন না?" "না মশায়।" তখন আরও গুহ্য কায়দায় ফিসফিস করেঃ "তবে শোনো—আমি হচ্ছি সম্রাট দ্বিতীয় নিকোলাই। একাতারিনবুর্গে ওরা যাকে কোতল করেছে, সে আমি নয়। গোপনে গোপনে ঘুরে বেড়াই আমি, সময় হলে সবাইকে জানিয়ে দেব।" .....আকিম দাদু আবার কানে খাটো—কি বলছে স্পষ্ট শুনতে পায় না—তাই লোকটাকেও গলা চড়াতে হয়। আর যায় কোথা, গাঁয়ের লোক তো আর বুদ্ধু নয়, লোকটাকে ধরে টেনে নিয়ে চল্ল বাঁধের পাড়ে—জলে চুবিয়ে শেষ করবে। "ভাই সব! ভাই সব! আমি শুধু মস্করা কচ্ছিলাম" বলে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কোনো রকমে লোকটা প্রাণে বাঁচে।

"আপনাকে তো আহাম্মকের মতো দেখায় না বাপু—তাছাড়া আহাম্মকদের দিন তো আর নেই", নাদেঝ্‌দার মা বলেন। গরমে তিনি তখন জ্যাকেটের বোতাম খুলে ফেলেছেন। "তা আপনি টাকা পয়সা নেবেন না কেন? আপনার মনের ইচ্ছেটা কি? আপনাকে বিশ্বাসই বা করি কি করে?"

"আমি নুন ভালবাসি। যে যে খামারে বিয়ে দেব কিংবা বাপ্‌তাইজ করাব সেখানে তারা যেন একটু করে নুন দেয় আমাকে।" চামচ নামিয়ে বিধবা আনার দিকে চায় কুজমা কুজমিচ। "সামোভারটা আন তো গা! আচ্ছা এর দিকে চেয়ে দেখুন—" মুখপাত্রদের সম্বোধন ক'রে আনার দিকে আঙুল হেলায়। আনা রোগা, বুকটা সমতল, আনত কালো মুখ—সেলাইকরা ঘাগরাটা গোটানো। "ও আমাকে বিশ্বাস করে—যেখানে যাব সঙ্গে যেতে প্রস্তুত। আর আপনারা যারা খেয়ে খেয়ে ভুঁড়ি বাগিয়েছেন—আপনারা শুধু লোকের মধ্যে খারাপই খুঁজে বেড়ান—বদমায়েস বদমায়েস বলে সব সময়েই সন্দেহ আপনাদের। আপনারা কুলাকের গুষ্ঠি—দেখে দেখে ঘেন্না ধরে গেল। আমাকে চটাবেন না—যদি চটান তাহলে ভোর হবামাত্র আমি রওনা দেব—যাবার জায়গার অভাব কি?"

টেবিলের ওপর সামোভার রাখে আনা। ও হাসছে, শাদামাটা অস্থিচর্মসার মুখটি আনন্দ-উদ্ভাসিত—মুখপাত্র গিন্নীরা তা দেখতে পান। ওর সর্বাঙ্গে শ্যেনদৃষ্টি বুলিয়ে নেন নাদেঝ্‌দার মা।

"রাজি!"—বলে হাত বাড়িয়ে দিলেন কুজমা কুজমিচের দিকে। "রাগ করবেন না। আপনার যা চাই সব যদি এখানেই পান তবে দূরে যাওয়ার কি দরকার?"

পরদিন ভোরবেলা ঘণ্টাঘরের মাথায় চড়ে প্রকাণ্ড ঘণ্টাটা বাজিয়ে দিল কুজমা কুজমিচ। গাঁ-ময় ঢং ঢং ঘণ্টার শব্দ, বুড়োবুড়ী সব জানালায় জানালায়

হাজির। আরও দুবার বাজানোর পর কুজমা এবার ছোট ছোট ঘণ্টাগুলোর দড়ি ধরে দ্রুত তালে বাজিয়ে চল্ল—তারপর আবার সেই দেড়শো-মণী ঘণ্টা—ঢং ঢং! ধার্মিক লোকেরা কপালে হাত ঠেকাতে না ঠেকাতে আবার টুং টাং টুং টাং। নামকাটা পাদরির ঘণ্টা চলেছে নাচের তালে।

গাঁয়ের বয়োজ্যেষ্ঠদের মধ্যে খুব সম্মানী ক'জন ঘরের বাইরে এসে নামজুরের ভঙ্গীতে ঘণ্টাঘরের দিকে চোখ তুল্লেন।

"ভাঁড়ামি লাগিয়েছে পাদরিটা।"

"চুল ধরে টেনে নামিয়ে ওকে গাঁ থেকে বার করে দেওয়া উচিত।"

"বার করে দেবে! ও-ই তোমাদের বার করে ছাড়বে!"

"তা ও করছে মন্দ না।.....যাই বল, মেয়েদেরও ভাল লাগছে, গিন্নীদেরও। তারা যেমন চায় তেমন ধারা ও করবেই বা না কেন?"

নিমন্ত্রিত, রবাহূত—গাঁয়ের যে যেখানে ছিল—পরবের ফুর্তিটুর্তির জন্যে সবাই তোড়জোড় করছে। কুয়াশাভরা দিনটা, ঘাসে ঘাসে জমাট শিশির। বাতাসে ছড়িয়েছে তাজা রুটির গন্ধ, আর রোস্ট-করা মাংসের খুসবু। খামারে খামারে কী ব্যস্ততা। হাঁস মুরগি সব ঝাঁপ ঠেলে ছুটে পালাতে চায়—প্যাঁক, প্যাঁক, প্যাঁক প্যাঁক কলরব ওঠে।.....একটা ঘরে হয়তো বর—তাজা দাড়ি কামানো, বেশভূষা সারা—ঠাকুরের আইকন* যে কোণায় যাকে সেখানে বেঞ্চে বসে মদালস ভঙ্গীতে গা এলিয়ে দিয়েছে—খায় না, ধূমপান পর্যন্ত করে না। আর এক ঘরে কনে সাজানো হচ্ছে। এ রকম সময়ে বুড়ীদের না হলে চলে না সে কথা বুড়ীরা ভাল মতোই জানে;—বুড়ীরা কনেকে শেখাচ্ছে—ঠিক কীভাবে কাঁদতে হয়:

কান্না শুনে ভাবছ বুঝি জংলা পাখির গান,
তা নয় লো, কন্যে কেঁদে শ্বশুরবাড়ী যান।

শ্মশানের সুরে একটা গান গায় এক বুড়ী। চামড়া-কোঁচকানো গলাটা হাতের তালুতে ঠেস দিয়ে বিষণ্ণ গলায় ধুয়া ধরে আরেক জনঃ

সূর্য্যি মামা, আলোর ধামা, বিদায় নিলুম গো!
পিতা মাতা সবার কাছে বিদায় নিলুম গো!
মদের লেগে, টাকার লেগে বিয়ে দিলে মোরে
এখন আমায় চল্ল নিয়ে ভিন্ গেরামে, দূরে।

কিন্তু কনেরা কেউ কাঁদতে চায় না—কাঁদার কথা শুনেই ঝাঁকিয়ে ওঠে।

"ও ঠান্‌দি, ও সব ছিল তোমাদের কালে—দূরদেশে, বিদেশে তাড়িয়ে নিয়ে যেত। এখন তো সবটাই এক দেশ—সোবিয়েত দেশ।"

ঘরে ঘরে রান্না আর পিঠে গড়ার ধুম। ঝাঁটা-বাড়ুন নিয়ে মেয়েদের ছুটো-ছুটি। ঘটকরা এ বাড়ী ও বাড়ী করে—এরই মধ্যে ওদের গা থেকে সুরার গন্ধ

* আইকন=কুমারী মেরী প্রভৃতির প্রতিকৃতি।

প্রস্তাবের খবর শুনে কনেদের মধ্যে মহা-হৈচৈ—বাপ-মাকে বকে বকে আর আস্ত রাখে না। সুড়সুড় করে ভিজে আঙুলে টাকা গুণে গুণে গ্রাম সোবিয়েতে পেঁছে দিল বাপের দল। স্তেপান পেত্রোভিচ তাদের রসিদ দিয়ে শুধু একটি কথাই বল্লেন ঃ "আচ্ছা, তাহলে লাগিয়ে দিন গে।"

কনেদের নিয়ে গির্জায় পেঁছতে পেঁছতে সন্ধ্যার কাছাকাছি। ওঃ কনেদের জাঁকজমকের কত ঘটা ঃ লোমের কলার আর লোমের লাইনিং দেওয়া কোট, সোনা-রুপোর পাড় বসানো ঘোমটা, উঁচু-গোড়ালি জুতো—মনে হয় যেন বুড়ো আঙুলের ডগার ওপরই হাঁটছে—সব দেখে শুনে লোকে তো একেবারে থ'। তারপর বারান্দায় এসে কনেরা যখন গা থেকে চাদর সরাল—আরে বাপরে, পোষাকের সে কী বাহার। এমন সব পোষাক দেখেছ কখনো? রংয়ে রংয়ে ছয়লাপ, পাছার ওখানে এমন টাইট যে, সেলাইয়ের মুখের কাছে বুঝি ফেটেই পড়ে! কুঁচি দেওয়া মুড়ির কিনারাগুলো ফুলে ফুলে উঠেছে। আর গলা একদম খোলা—তার ওপর আবার নাদেঝ্দা ভ্লাসভার হাত একেবারে কাঁধ পর্যন্ত খালি!

"দেখ, দেখ, অল্গা গোলোঘ্ভাস্তভাকে যে চেনাই যায় না!" "আরে স্তেশ্কাকে দেখেছ?" "এত সব জিনিষ পেল কোথায়?" "কে না জানে? বাপ-বেটা মিলে গরুর গাড়ীতে ক'রে পাঁচ পাঁচ বার নভাচের্কাস্ক গেল, ময়দা আর চর্বি নিয়ে। ওর বদলেই তো এত সব জিনিষ পেয়েছে, নভোচের্কাস্কের বিবিদের কাছ থেকে..."

সবজান্তা কেউ কেউ মন্তব্য করেন ঃ

"লাটবাড়ীর নাচও দেখেছি, কিন্তু এর কাছে সেও কিছু না!"

"নাচ! আরে নভোচের্কাস্কে রোমানভ বংশের তিনশো বছরকী উৎসব হ'ল, গির্জায় এসে জমলেন রাজ্যের যত সব সম্ভ্রান্ত মহিলা—এলেন গাড়ীতে, পা বাখলেন গালিচার ওপর—কিন্তু তবু এর সঙ্গে তার তুলনাই হয় না..."

কুজমার গায়ে অনুষ্ঠানের সাড়ম্বর পরিচ্ছদ নেই, সাধারণ লম্বা জামা আর টেকো মাথায় তেলচিটে পাদ্রী টুপি—এই পরেই সে উপস্থিত। (আগেকার পাদ্রী গ্রেপ্তার এড়িয়ে পালিয়েছিল তো বটেই, সঙ্গে সঙ্গে গির্জার পোষাক-আশাকও চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল)। সার সার সুন্দরী কনে—সুপুষ্ট বুক, গোলাপী গণ্ডদেশ—কুজমা তাদের দিকে চোখ রাখল। বরদের মুখভাব সন্ত্রস্ত; তাই কনেদের চেয়ে ওদের ছোটই দেখাল। ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে সন্তোষ জানিয়ে কুজমা ঠাণ্ডা হাত দুটো ঘষল—তারপর আরম্ভ করল অনুষ্ঠান। স্ফূর্তির চোটে কথার কী তোড়—কখনো অস্ফুট বকবক শব্দ, কখনো হেঁড়ে-গলা ডীকনের অনুকরণ, কখনো বা সুর করে করে মন্ত্রোচ্চারণ—কিন্তু সব ঠিক নিয়মমাফিক—যেমন লেখা আছে তেমনই—একটি বর্ণ, একটি শব্দও বাদ নেই।

অনুষ্ঠান সাঙ্গ হলে নববিবাহিতদের পরস্পরকে চুম্বন করতে বল্ল কুজমা কুজমিচ। তারপর তাদের সম্বোধন করল ঃ

"আগের দিনে তোমাদের রূপকথা শোনানো হত, আমি কিন্তু গল্প বলব সত্যি জীবন থেকেই। বিপ্লবের পনের বছর আগে দূর এক গাঁয়ে পাদ্রী ছিলাম আমি। মনে তখন প্রচণ্ড গোলমাল। আমি রাশিয়ান, তার ওপর অশান্ত মতি—কিছু আর পছন্দ হয় না, মেনেও নিতে পারি না—যা দেখি তাই খারাপ লাগে, সব ব্যাপারেই মাথা গলাতে যাই। আমি তখন ন্যায় বিচার খুঁজে বেড়াচ্ছি কিনা! তারপর এক ঘটনা ঘটল, সব সন্দেহ মিটে গেল। একদিন এক অন্ধ, বুড়ো মানুষ ছোট একটি ছেলের হাত ধরে আমার কাছে এসে উপস্থিত। কাঠের জুতোয় জড়ানো নেকড়ার ভেতর থেকে তিনি তিন রুবল নোট বার করলেন একখানা, নোটটাও বহু পুরোনো। নোটটি আঙুল দিয়ে অনুভব করে তারপর আমার কাছে এগিয়ে ধরলেন, বল্লেন, 'আমার গিন্নীর নামে দিয়ে যাচ্ছি, তার আত্মার জন্যে প্রার্থনা করবেন...।' 'ও টাকা রেখে দিন দাদু', আমি বল্লাম, 'এমনিই আমি আপনার স্ত্রীর নামে প্রার্থনা জানাব।.....আপনি কি অনেক দূর থেকে আসছেন?' 'দূর? পথেই লেগেছে দশ দিন।' 'আপনার বয়স হল কত?' 'এখন আর হিসেব রাখিনে, তবে একশো পার হয়ে গেছে নিশ্চয়ই।' 'ছেলেপিলে কটি?' 'একটিও নেই, সব গেছে। বাকি ছিল শুধু গিন্নী—ষাট বছর একসঙ্গে ঘর কল্লাম, ভালবাসতাম দুজন দুজনকে,—আহা কী ভালই ছিল সে—আমারও ওকে কী ভালই লাগত—তারপর মারা গেল...।' 'তাহলে এখন ভিক্ষে করেই চালাতে হয়?' 'তা হয়...দয়া করে...এই তিন রুবল নিন, ওর নামে মন্ত্র পড়ে দেবেন।' 'টাকার জন্যে ভাববেন না,' বল্লাম আমি। 'আচ্ছা নামটি কি বলুন তো?' 'কার নাম?' 'আপনার স্ত্রী।' আমার দিকে স্থির হয়ে রইল তাঁর দৃষ্টিহীন চোখ দুটো। 'তার নাম? মনে তো নেই, ভুলে গেছি।...যখন ওর বয়েস কম তখন ওকে ডাকতাম 'ছোট বৌ', তারপর 'ওগো', আর তারপর যখন বুড়ো হল তখন শুধু 'গিন্নী', ব্যস।...' 'নাম না জানলে আত্মার জন্যে প্রার্থনা করব কি করে?' একথা শুনে তিনি ঐখানেই লাঠি ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন, অনেকক্ষণ। বল্লেন, 'ভুলেই তো গেছি বটে। গরীব মানুষ, জীবনে কত কষ্ট। আচ্ছা বেশ, আমি ফিরে যাচ্ছি, জেনে আসব—কারও কারও তো মনে থাকতে পারে।'.....শরৎকালে বুড়ো মানুষটি ফিরে এলেন আবার, সে-ই তিন রুবল নোটখানাই ফের বার করলেন জুতো থেকে : "জেনে এসেছি', বল্লেন তিনি। 'গাঁয়ের একজন মানুষই বলতে পারল : ওর নাম ছিল পেত্রোভ্না, বাপের নাম পেত্রো।'

কুঞ্চিত অধর আর আনত চোখে দাঁড়িয়ে থাকে ষোলটি কন্যা।

তাদের পাশে তরুণ বয়সী বরের দল, টাইট কলারের চাপে মুখ লাল, তারাও দাঁড়িয়ে থাকে নিথর, নিস্তব্ধ। জমায়েতের মধ্যেও শব্দ নেই, মন দিয়ে শুনছে সবাই।

"আগাছা-পাতার মতো জন্মাত রুশরা, নিজের নিজের নামেরও ঠিক থাকত না। জমিদার বাবুরা সব ছিলেন লাটসাহেব। আর ঝেঁটিয়ে টাকা তুলে

"শোনো কমিসার," জাদুইভিতের বল্ল—"আমি তা বলে কাজ এড়াতে চেষ্টা করছিনে, কিন্তু জবরদস্তি অন্য লোকের গোলায় ঢোকা কি আমাদের কাজ? জঘন্য ব্যাপার।"

"আর তুমি, তুমি কি বল লাতুগিন?"

"জেরার ধাক্কায় আমার স্বরূপ বার করতে চেষ্টা কোরো না ইভান। আমরা ফসল এনে দেব বলছি, তাহলেই হবে তো।"

"আর বাইকভ তুমি?"

"হোয়াইট সাগর অঞ্চলের মানুষ আমি, অপরের সংগে কাজ করার অভ্যাস আছে।"

"কমরেডস্, তোমাদের ডেকেছি কেন বলি," মস্ত হাত দুখানা টেবিলের ওপর রেখে শান্ত স্বরে শুরু করল ইভান গোরা—যেমন ক'রে বাপ ছেলেদের বোঝায়। "শস্যের ওপর একচেটে দখল—এটাই হ'ল বিপ্লবের মেরুদণ্ড। এখন যদি একচেটে অধিকার তুলে নেওয়া হয়, তাহলে তোমরা যত রক্তই ঢাল, যত মেহনতই কর—কুলাকই হবে মালিক। আর পুরোনো দিনে যে কুলাককে দেখেছ—তোবড়ানো সামোভার সম্বল মামুলি কারবারী—এ কুলাক আর সে কুলাক থাকবে না। এরা হবে ষোলো আনা কুলাক—মহা-শেয়ানা, টনটনে বিষয়বুদ্ধি।"

"কুলাক কে?" জোরে বলে ওঠে জাদুইভিতের। "সেটাই বল দেখি! আমার খামারে দুটো গরু আছে। আমি তাহলে কী?"

"গরু নয়, ক্ষমতায় কে বসবে—এটাই প্রশ্ন। গাঁয়ের কুলাক দিনের পর দিন ধরে শুধু এই-ই ভাবছে। মুনিষ-মজুর বিদেয় করে দিয়েছে, গরুবাছুর জবাই করে ফেলেছে, এবার শরৎকালে জমি পর্যন্ত চাষ করেনি—মিটিংয়ে মিটিংয়ে হৈ-চৈ করে বেড়ায়, ভোট দেয় সোবিয়েতকে। কুলাকরা আজকাল মহা-চটপটে, ঠিক পিশুর মতো।"

"বেশ কথা ইভান। আচ্ছা ধর আমি দেশে গেলাম, গরু কিনলাম আর একটা। তখন আমাকে কি বলবে?"

"তোমাকে জোর করে লালফৌজে এনেছে, না নিজের ইচ্ছেয় এসেছ?"

"নিজের ইচ্ছেয়ই নিশ্চয়।" উত্তর দেয় জাদুইভিতের।

"তাহলে আর তুমি গরু কিনতে যাচ্ছ না।"

"কেন? কেন কিনব না তা তো বুঝিনে।"

"কারণ তোমার স্বার্থ আরও বড়। ঐ বলদজোড়ার জন্যে তো আর রাইফেল ঘাড়ে করনি।"

"ও? ও ঠিক বলদ্ কিনবে দেখে নিও," লাতুগিন বল্লে। "ওর পেছনে লাগলে কেন? বলে যাও।"

হাসতে হাসতে ইভান গোরা মাথা নাড়ে।

"তর্ক করব না.....তবে লোকের ওপর বিশ্বাস রাখা যায় সেটা ভাবতে

"এমন ক'রে কাজ হবে না দোস্ত। সভাপতিকে খুঁজে বার করার কি হল?"

ব'লে উঠে দাঁড়াতেই লাতুগিন ধমক দেয়ঃ

"তোমার যেতে হবে না।"

"তার মানে? কেন, যাব না কেন?"

"তোমাকে কারণ বলার দরকার দেখিনে।"

তখন জাদুইভিতের বল্লে, বেশ জোর দিয়েঃ

"গেলে আমরা সবাই যাব, একসঙ্গে। চল সভাপতিকে খুঁজে বের করি গে!"

"আমি যাচ্ছিনে।"

"তোমাকে যা বলা হবে তা করতে হবে।"

"আরে ছাড়ো লাতুগিন", বাইকভের গলা, সুরটা আপোসের। "খানা-টেবিলের ধারে-কাছেও যাব না, এক বিন্দু স্পর্শও করব না—সভাপতিকে দরজার কাছেই ডেকে আনা যাবে।"

সভাপতির খোঁজে চল্ল সবাই। দু দু দিন আত্মরক্ষা করেছিলেন স্তেপান পেত্রোভিচ, কিন্তু তিন দিনের দিন ভাবলেন—গ্রামবাসীদের সঙ্গে সংযোগ হারাবার ভয় রয়েছে। কাজেই, কাঠের পা থেকে কাদাটাদা মোছা হল, সবচেয়ে ভাল কালো পাজামা জোড়া কোমরে উঠল, তারপর গোঁফে এক মোচড় দিয়ে গম্ভীরভাবে গ্রামে চক্কর লাগালেন।

"এই যে উনি এসেছেন, বাঁচা গেল! আসুন আসুন, ভেতরে আসুন স্তেপান পেত্রোভিচ....."

ঘরে ঘরে গৃহকর্তাদের কাছ থেকে সাদর অভ্যর্থনা—আলিঙ্গন আর আন্তরিক করমর্দন। লোকে হৈ হৈ করে ওঠেঃ "বড় চেয়ারটা দাও, সভাপতি মশায়ের জন্যে"—ঠাকুরমূর্তির নীচে সেই কোণটাতে নিয়ে গিয়ে বসায়। সসারভর্তি মণ্ড, বেশ পুরু করে নুন ছড়ানো, তাই নিয়ে ঘটক হাজির—মুক্তি মূল্য চাই। এক রুবল্ দেন স্তেপান—ওর বেশী দেওয়া ও'র নিয়মই নেই। কাণায় কাণায় ভর্তি ভদকার গ্লাস নিয়ে আসে, তা গ্রহণ করেন, এক টুকরো শুঁটকি মাছ মুখে দেন। কিন্তু ও হরি! তৃতীয় দিনে উৎসব শেষ হয়ে আসবে ভেবেছিলেন তার তো কোনো লক্ষণ নেই। আসল যা উৎসব—নাচ, গান, বুকে বুক মেলানো, মনে মন মেলানো, অভিমান আর মানভঞ্জন—তৃতীয় দিনে এ সব তো সবে শুরু।

এদের জান কী কড়া! গত ক' বছরে কত না সয়েছে! প্রথম জারের আমলে, সৈন্যদলে ভর্তি হওয়ার জবরদস্তি হুকুম—শেষ পর্যন্ত চুয়ান্ন বছরের বুড়োকে পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেছে—লাঙ্গল চালাতে হয়েছে মেয়েদেরই, নইলে লোক কোথায়? আর সে কি যেমন তেমন লাঙ্গল! উত্তর দেশে এক ঘোড়ার লাঙ্গল, মেয়েরা চালাতে পারে, কিন্তু এ অঞ্চলে দামী জমি তাই ভারী লাঙ্গল-বলদ লাগে দু জোড়া, কখনো কখনো তিন জোড়াও। সে শরৎকালের কথা

দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর অতিথির ভিড় ঠেলে ঠেলে দরজার কাছে পৌঁছে দেখেন, সত্যিই তিনজন লোক অপেক্ষা করছে। তাদের মূর্তি গম্ভীর।

"কে আপনারা?" স্তেপান পেত্রোভিচের গলার স্বর ধীরস্থির।

"খাদ্য-অভিযান বাহিনী।"

লাতুগিনের জবাবে ধমকের সুর—ভাবে যে, সভাপতি হকচকিয়ে যাবে অন্ততপক্ষে। স্তেপান পেত্রোভিচের গায়ে ভুর ভুর সুরার গন্ধ—কড়া অথচ এমন মধুর যে বাইকভ কাছে ঘেঁষে দাঁড়ায়। কিন্তু পেত্রোভিচ হকচকান না মোটেই।

"আপনারা ঠিক সময়ে এসেছেন—কতদিন ধরে আশায় আশায় রয়েছি। এই শোনো তো", বলে আধখোলা দরজার দিকে চেয়ে ডাকলেন। দরজার পেছনে নানান্ রকমের শব্দ শোনা যায়—চীৎকার, থালাবাটির ঝনঝনানি, নাচিয়েদের খটখটানি—এমনি সব শব্দ। "গানবাজনা একটু থামাও দেখি!" তখন তিনি এমন টলছেন যে, বাইকভকেই এগিয়ে এসে সামলাতে হল। "কমরেড্স!" বলে চল্লেন পেত্রোভিচ, "আপনারা স্পাসকোই গ্রাম-সোবিয়েতে এসেছেন, জানেন তা!" দরজার হাতল ধরে নিজেকে সামলে নিয়ে ঘরের ভেতর আওয়াজ পাঠালেন—আগের চেয়েও চড়ান্ত সুরেঃ "নাগরিক ভাই সব—মিটিংয়ে চলুন, সবাইকে যেতে হবে।"

বেরিয়ে উঠোনে। প্রৌঢ়গোছের তিনজন কৃষক সেখানে খোলা গাড়ীর গায়ে হেলান দিয়ে কসাকের গান গাইছে—তিনজনের গলা তিন পর্দায়। আর দুজন হাত ধরাধরি ক'রে তুমুল তর্কে ব্যস্ত। অন্য আর একজন, সে খালি চারদিক ঘুরে ঘুরে ফিরে আসে—বাড়ী যাবে, কিন্তু খোলা গেটটা যে কিছুতেই খুঁজে পায় না! এখানে এবং গেটের বাইরে যেখানে একর্ডিয়নের তালে তালে নাচ চলেছিল সেখানেও—দু জায়গায়ই স্তেপান পেত্রোভিচ তাঁর আদেশ আবার শুনিয়ে দিলেন—সবাই গ্রাম-সোবিয়েতে চলে যাও, দেরী কোরো না।

কাঠের পা নিয়ে বেগে ছোটার চোটে বরফ-জমা মাটি একেবারে ফাঁক—ছুটতে ছুটতেই তিনি বলে চলেনঃ

"ছুটির সময় ছুটি, কাজের সময় কাজ।.....ফর্দ টর্দ সব তৈরী, কার কত জমা তারও হিসেব হয়ে গেছে।.....জারিতসিনে তার পাঠিয়ে দিনঃ মাল সরবরাহ সম্পূর্ণ—"

মিটিংটা অন্তত কাল পর্যন্ত স্থগিত রাখুন, গাঁয়ের লোককে নেশা ছাড়াবার সময় দিতে হবে তো—বলে বাইকভ আর জাদুইভিতের বোঝাতে যায়, কিন্তু উনি খালি বলেনঃ "যার বুদ্ধি আছে মাতাল অবস্থায় তার বুদ্ধি হয় ডবল। আমাকে শেখাবেন না মশাই। আজ যা হবে, তেমনটি আর কাল হবে না। এদের মধ্যে এমন ক'জন লোক আছে যাদের ভেবেচিন্তে দেখার সময় দিলে চলবেই না।"

গ্রাম-সোবিয়েতের বাইরে লোক জমা হচ্ছে। স্তেপান পেত্রোভিচ ইতিমধ্যে খাদ্য বাহিনীর কমরেডদের সামনে তাঁর খাতাপত্র, ফর্দ টর্দ সব নিয়ে হাজির করেছেন, আগ্রহের সঙ্গে ফিসফিস করতে করতে মন্তব্য শুনিয়ে যাচ্ছেনঃ

স্থির চোখদুটো একবার বুলিয়েই যা দেখবার সব দেখে নিয়েছে মেয়েটা: আনার পায়ে সাদা মোজা আর স্প্রিং-লাগানো জুতো, গায়ে সেই পাটকিলে রংয়ের জামাটা—সোয়ামী বেঁচে থাকতে সেটা একবারই মাত্র গায়ে উঠেছিল; বিছানার ধারে বসে আনা, ঘোমটা খোলা; আর হাঁটু দুমড়ে বিছানায় শুয়ে আছে সেই নামকাটা পাদ্রী—তাকে আর একটা ফর্সা শার্ট দিয়েছে আনা—কালো কালো ফোঁটাকাটা শার্ট। আনার হাত পাদ্রীর হাতে।

আনা মহা অপ্রস্তুত। "লোকের বাড়ির ভেতর অমন ছুটে আসিস, সাহস তো কম নয়!" বলে খেঁকিয়ে ওঠে। মেয়েটা ভয়ে চুপ, এক ছুটে চম্পট দিল। কিন্তু ওর আওয়াজে কুজমা কুর্জমিচের ঘুম ভেঙে গেছে। গত ক'দিনে কুজমার দম প্রায় শেষ—প্রচুর পানভোজন আর তার চেয়েও প্রচুর বক্তৃতা—দম ফুরোবে না? ওর উপদেশামৃতের প্রতিটি কথা চাষীদের মনে গেঁথে গেছে; কয়েক জায়গায় একটু দুর্বোধ্য বটে, কিন্তু সেজন্যেই তো ভক্তি আরও বাড়ে। যেখানেই যায়, ঐ ন্যায়-বিচারের কথা নিয়েই আলোচনা করতে হয় সবার আগে—চাষীদের অন্তরের বিষয় যে এটা। ভোজটেবিল খালি, শুধু গুরুজনস্থানীয় বয়স্ক লোকেরা বসে আছেন —সুরার প্রতিক্রিয়ায় একটু প্রগল্‌ভতার আমেজও লেগেছে—এরকম সময়েই ওঠে কথাটা। জামার আস্তিনের ঘষায় হাড় আর মাংসের টুকরোগুলো সরিয়ে দিয়ে কেউ না কেউ নিশ্চয় বলে উঠবে:

"কুজমা কুর্জমিচ, আপনার কথায় মনে ব্যথা লাগে।.....ন্যায়বিচার কোথাও নেই এ আবার কেমন কথা! পৃথিবীটা কি তাহলে জঙ্গল?"

বাধা দিয়ে বলবে আর একজন:

"হ্যাঁ, আমাদের একালের ছেলেমেয়েদের কথা যদি ধরেন"—বলে মাথা নাড়িয়ে ঘরের ওমুড়োর দিকে ইঙ্গিত করেন—সেমুড়োয় ঘাগরা ঘুরছে, বিনুনী আর চুলের ফিতে উড়ছে নাচের তালে তালে, লাল টকটকে মুখগুলো পাক খাচ্ছে হরদম। "ওঁদের তো ছোঁবার জো নেই। ছুঁতে গেলেই শুনবেন, আমরা এখন যা খুশী করতে পারি। ঈশ্বর মানিনে, জার খতম, বাপমায়েরা বুদ্ধু, ওঃ কী মজা!..... ওদের বাঁধার তো আর কিছু রইল না। তাহলে কী আঁকড়ে থাকবে মানুষ? তার ওপর আবার আপনি এসে বলছেন—ন্যায়বিচারটিচার কিছু নেই!"

এবার পাকা-দাড়ি এগিয়ে আসেন:

"মানুষেই যদি বিচার তৈরী করে—তাহলে জোর যার মুল্লুক তার, আইনও তারই হবে। তখন আবার আমরা যে কে সেই—ডালপালা একদম ছাঁটাই।....."

"আপনার জোর আছে?" ওঁকে শুধাল কুজমা।

"আছে.....কিন্তু রুব্‌লের জোর আরও বেশী। সারা জীবনই তো রুবলের কাছে হার মেনে এলাম।"

"কখনো কারো কাছে নালিশ করেছিলেন?"

"নালিশ—কার কাছে?"

"কীভ-পেচের্স্ক মঠে তীর্থ করতে গেছেন কখনো?"

গাল চাপড়ায়, হাতে মুখ ঢাকে, হাসে আর বার বার বলে ঃ "আর জোরটোর শেষ, এবার বুড়ো হয়ে গেলাম আনা।"

কথাটি না ক'য়ে আনা ওকে চানের ঘরে নিয়ে গেল—সেই পুকুরের ধারে ঘর। গরম জলের ধোঁয়ায় ঘর ভর্তি ক'রে—নিজের হাতে সাবান মাখাল। কুজমা কুজমিচের মুখটাই শুধু বুড়ো দেখায়, গা-টা কিন্তু খাসা চিকণ, ধবধবে। মাছের মত তড়াক ক'রে তক্তার ওপর লাফিয়ে উঠে কুজমা যখন বল্ল "পাতা দিয়ে একটু হাওয়া করতো লক্ষ্মীটি"—তখন আনার মনটা যেন একেবারে গলে গেল।

চান করে ঠাণ্ডা হয়ে এক ঘুম—একেবারে বেলা পর্যন্ত। ঘুম ভেঙে উঠে একটু দুধ খায়, তারপর বলে, "আমার ওপর রাগ কোরোনা আনা, মাথাটা বড় ধরেছে"—ব'লে আবার ঘুম। কিন্তু পাশের বাড়ীর ছোট মেয়েটা দৌড়ে এসে যখন জাগিয়ে দিল—তখন ও ফের সেই আগের মানুষ, সদা-প্রফুল্ল।

"বাচ্চা মেয়েটা কি বলে?"

"বল্ল—ফসলের জন্যে লাল ফৌজ থেকে কজন লোক এসেছে, মিটিং বসেছিল, তারপর নাকি মহা-গণ্ডগোল।"

"সর্বনাশ! ওরা তো আমাদেরই লোক।"

কুজমা কুজমিচ তাড়াতাড়ি কাপড় পরে, আর ভ্রূ কুঁচকে নীরবে চেয়ে থাকে আনা। হঠাৎ আবার এক ধাক্কায় দরজা খুলে ফেলে সেই ছোট মেয়েটাই দেখা দিল—এবার শুধু মাথাটা বাড়িয়েছে।

"ওঃ সবাই মিলে কী মারামারি—কত লোকের যে মাথা ফাটল! ভ্লাসিখা দিদি তার কত্তাকে ঘরে নিয়ে যাচ্ছে, মা মা, কত্তার সব্বাঙ্গে রক্তে একেবারে রক্তারক্তি।...দিদির চেঁচানিতে রাস্তা বুঝি ভেঙেই পড়ে, খালি তোমাদের গাল পাড়ছে।...ঘোড়া জুততে যাচ্ছিল মিত্রোফান, কিন্তু ওরা কি ছাড়ে—গেট দিয়ে হটনে বার ক'রে এমন মার দিল, বাপরে বাপ!"

ফের দে চম্পট। ওর পেছন পেছন দরজা পর্যন্ত গেছে কুজমা, তীক্ষ্ণ সুরে চেঁচিয়ে উঠল আনা ঃ "তোমাকে যেতে দেব না!"

উনুনের পাশে দাঁড়িয়ে আনা—লম্বা, রোগা; পুরুষের মতো কাঁধ দুটো উঁচিয়ে মাথাটা পেছনে হেলিয়েছে, যেন আক্রমণের মোকাবিলা করছে।

ওর হাতে জোরে চাপ দেয় কুজমা ঃ

"আনা, পাগলামি কর তো ডাণ্ডা খাবে! শান্ত হও, আমি এই এলাম বলে।.....সঙ্গে কমরেডদেরও নিয়ে আসব—খানা খাবে। কিছু পিঠে তৈরী করে রেখো তো—শুনছ? চুপ, থামো বলছি!"

দাঁতে দাঁত চাপে আনা ঃ

"তাই হবে, ঠাকুর মশাই।"

গ্রাম সোবিয়েতে যাওয়া আসার পথে যা যা দেখছে, বাড়ী বাড়ী ঘুরে বাচ্চা মেয়েটা সে খবর শুনিয়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু কাণ্ডটা আরও ভয়ংকর হলেই ও আরও খুশী হত। তা বলে মিটিংয়ে গোলমালের অভাব ছিল না। শস্য

দ্রুত বেগে ওর দিকে মাথাটা ঘুরিয়ে আনে দাশা। দাশার চোখ দুটি—যে চোখ আজও ওর মনে কী এক বিস্ময় জাগিয়ে তোলে—সেই ধূসর সজল চোখ দুটির পানে চেয়ে ও বোঝে যে, ভুল করেছিল। তার ভালবাসায় তো ছেদ পড়েনি। দাশার চাহনি মুহূর্তের মতো মূক করে ফেলে ইলিয়িচকে; তারপর হাসির রেখায় ওষ্ঠ বিস্ফারিত হয়ে ওঠে—সে হাসিতে বুদ্ধির পরিচয় থাক বা না থাক, উচ্ছল আনন্দে তা ছিল পরিপূর্ণ। দাশা একটা ছোট ঝুড়ি বোঝাই করতে ব্যস্ত। সেদিন সকলে গোটা ছয়েক ডিপার্টমেণ্ট ঘুরে ঘুরে বরাদ্দ হিসাবে ইলিয়িচ যা যা জিনিস পেয়েছে, সেগুলোই বোঝাই হচ্ছে।

বরাদ্দের মধ্যে কতকগুলো বেশ কাজের জিনিস, দরকারে লাগবে। মোজা আছে. পোষাক করার মতো ক'গজ কাপড় আছে, কয়েকটা অতি সুন্দর আণ্ডার-ওয়্যারও আছে—কিশোরী মেয়ের গায়ে দিব্যি ফিট করবে; তা দাশা যা পাতলা—কিশোরী বলে অনায়াসে চালিয়ে দেওয়া যায়। এর ওপর আবার বুট এক জোড়া—পেয়ে ইভান ইলিয়িচ তো আনন্দে আটখানা, মনে হয় যেন শত্রুর ব্যাটারিটাকেই দখল করে এনেছে। তবে আর যেসব জিনিস, সেগুলো ওদের সামরিক জীবনে কি কাজে লাগবে ঠিক ভেবে পায় না। চেয়েছিল বিছানার চাদর, তার বদলে পেয়েছে ঃ একটা চীনেমাটির কুকুর, চীনেমাটির বেড়ালছানা, গোটাকয়েক চুল কোঁকড়ানোর যন্ত্র, ক্রিমিয়ার ছবি আঁকা পোস্ট কার্ড খানকয়েক, আর এক জোড়া চোলী—তিমির হাড়ে গাঁথা ফার্স্ট ক্লাস জিনিস—তবে এত বড় যে দাশার গায়ে ডবল করে জড়িয়ে দেওয়া যায়।...

"দাশামণি, মনে আছে যেদিন তোমার কাছে বিদায় নিই? সেই যে সেই ইস্টিশানে।...তুমি বল্লে, 'বিদায়, চিরবিদায়!'—তাই না? কিংবা তোমার কথাটা হয়তো ঠিক ধরতে পারিনি—আমার মনও তখন একেবারে হতাশায় মগ্ন।...কত দুর্বল, কী বিবর্ণ তোমাকে দেখতে লাগছিল, মনে হচ্ছিল যেন দূরে সরে গেছ, আর ভালবাস না....."

"কী যা-তা বল!" মুখ না ফিরিয়েই দাশা বলে। পথ চলার সময় বেড়ালটা ভেঙে যেতে পারে, তাই ও তখন সেটাকে মোজার মধ্যে পুরছে। জিনিসপত্র সম্বন্ধে ও একটু উদাসীনই, তবে বেড়াল আর কুকুরটা কেন যেন মনে লেগে গেছে। ভারী মিষ্টি বেড়ালছানাটা। লম্বা কানওলা কুকুরটাও বেশ, দিব্যি ঘুমুচ্ছে। মতবিরোধ আর আবেগোন্মত্ততার ঝোড়ো মেঘ কালো হয়ে এসেছে জীবনের ওপর—কী প্রকাণ্ড, কী কঠোর, কী সর্বনাশা জীবনটা। এর মাঝখানে পুতুল দুটো যেন নিজের ইচ্ছায়ই ওর কাছে এসে পৌঁছেছে—সরল হাসি দিয়ে ছোট্ট এক দুনিয়া বানিয়ে দেবে।...

"সত্যি হোক, মিথ্যে হোক তোমার ঐ ছবিই তো মনে রইল। ঐ ছবি নিয়ে পেত্রোগ্রাদ ছাড়লাম, ঐ ছবি নিয়ে দিন কাটালাম।...আমার জীবনে হৃদয়ের মতোই জেগে রইলে তুমি।...ঠিক করলাম একলা থাকব, অবিবাহিতের মতো।..."

ঘরের মধ্যে ও চলছে ফিরছে এমনভাবে যেন দাশা ঠিক মাঝখানে থাকে।

সমাসীন ইভান, যে কোন মুহূর্তে যেন লাফ দিয়ে উঠতে প্রস্তুত। দু হাতে ইভানের মুখটি তুলে ধরে দাশা, একাগ্রদৃষ্টিতে চোখে চোখ রেখে বলে ঃ

"একটা প্রতিজ্ঞা করেছি আমি—এই নতুন জীবনে কোনো কিছুর জন্যেই আর অপেক্ষা ক'রে বসে থাকব না। আমি তো সল্‌ভীগ* নই—সমুদ্রের ঝাপ্‌সা কুয়াশা ভেদ করার চেষ্টায় আমার কি দরকার? শুধু ভালবাসা, শুধু কাজ, আর কিছু নয়।...আমি যেমন, সেভাবেই আমাকে গ্রহণ করো। তোমার বিশ্বস্ত সহধর্মিণী হব—সুখে, দুঃখে। জীবন আমরা শুরু করব একেবারে সেই গোড়া থেকে।..."

এমন সময় ডাক্তার সাহেব একেবারে ঘরের ভেতর হাজির—গলাখাঁকারি দেওয়া তাঁর নিয়মে নেই। সাম্প্রতিকতম খবরের কাগজ থেকে যুদ্ধক্ষেত্রের তাজা খবর শুনিয়ে যান—ঘরটা গম্‌গম্‌ ক'রে ওঠে ঃ

"এডমিরাল কোলচাক—যিনি ওম্‌স্ক-এর ডিরেক্টরেট ভেঙে দিয়ে পাইকারী হারে জবাই করেছিলেন মজুরদের—তাঁকেই নাকি রুশিয়ার শাসনকর্তা বলে ঘোষণা করা হয়েছে—একেবারে সারা রুশিয়ার একচ্ছত্র অধিপতি! ফরাসী, ইংরেজ দুপক্ষই তাঁর রাজত্ব স্বীকার করে নিয়েছে।.....খবরটা কেমন লাগে? তাঁর আর্মির সৈন্যসংখ্যা ছ' লক্ষ। অবিশ্যি দূরপ্রাচ্যটা তিনি অনুগ্রহ ক'রে ছেড়ে দিচ্ছেন—জাপানীদের হাতে! আর এটা শুনুন ঃ ইংরেজ আর ফরাসীদের যুক্ত নৌবহর হাজির হয়েছে সেবাস্তোপোল আর নভোরসিস্ক-এর কাছে।... মিত্রশক্তি! দেখুন একবার, কাদের জন্যে আমরা যুদ্ধ জিতলাম, বোকার মতো রক্ত ঢাললাম।" হিংস্রভাবে ঠোঁট বাঁকান ডাক্তার। "বিদেশীর হস্তক্ষেপ—প্রকাশ্য, নির্লজ্জ! অত ভীষণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইবেন না, দারিয়া দ্‌মিত্রেভ না।... আপনার কর্তাটিকে নিয়ে আমার ওখানে আসুন, বর্শ খাওয়াব।...সেই যে বেয়নেটের ঘা নিয়ে একটি লোক এসেছিল, মনে আছে? সে পাঠিয়ে দিয়েছে—বাঁধাকপি, হাঁস, আর শুওরের মাংস—থলি ভর্তি।...নাঃ এ বড় খারাপ ইভান ইলিয়িচ, আমার সেরা নার্সটিকেই আপনি নিয়ে চল্লেন, একেবারে আমার নাকের ওপর দিয়ে।.....যাকগে, আজ দুজনে মিলে খুব তদকা খাওয়া যাবে—চুলোয় যাক হস্তক্ষেপওয়ালারা....."

---

* ইবসেনের কাব্য-নাটক পিটার গিন্টের একটি চরিত্র

পেত্রোভিচ ভ্রূকুঞ্চিত মুখে বিড় বিড় শব্দ করে। অফিস থেকে বেরিয়ে গার্ড এসে দাঁড়ালেন গাড়ির পাশে—ভাবটা এমন যেন দূরত্ব অতিক্রম করার সমস্যা-টমস্যার সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধই নেই। খুব বেশী দেরী হবে কিনা ভাদিমের এই প্রশ্নে গার্ড নিরুত্তর, একটু কাঁধ ঝাঁকি দিতেও রাজি নন। হাতের ধোঁয়াটে লণ্ঠনটা হাওয়ায় দোলে, আলো পড়ে কালো কোটের কিনারায়। এমন সময় হঠাৎ অফিসের জানলা একেবারে অন্ধকার হয়ে গেল, মিটমিটে আলোটাও নেই। একটা দরজা যেন সজোরে বন্ধ হল। টেলিগ্রাফ অপারেটর গার্ডের কাছ এসে হাজির, দুজনেই অনেকক্ষণ ধরে একদৃষ্টে চেয়ে রইল সিগন্যালটার দিকে—

"নিভিয়ে ফেলুন!" অপারেটরের ফিসফিস আওয়াজ।

লম্বা জুলফিওলা ফুলন্ত মুখের কাছে লণ্ঠনটা তুলে ধরে তাতে জোর ফুঁ লাগান গার্ডসাহেব, তারপর দুজনে মিলে গাড়িতে উঠে গাড়ির উল্টা দিকের দরজাটা খুলে ধরেন।

"পালান!" গার্ড বল্লেন রশচিনকে। বলে সিঁড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গার্ডসাহেব দে-ছুট।

রশচিনও এক লাফে ওদের পেছনে। একবার লাইনে হোচট খায়, আর একবার স্লীপারের গাদায় আটকা পড়ে—এমনি করে শেষ পর্যন্ত একটা মাঠের মাঝখানে পৌঁছাল। সেখানটা তত অন্ধকার নয়, সামনে দুজন লোক দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। তাদের নাগাল ধরে ফেল্ল রশচিন।

"এখানে কতকগুলো গর্ত পাওয়া যাবে", টেলিগ্রাফ অপারেটর বল্ল। "ধেৎতেরি অন্ধকারের নিকুচি করেছে! বালি তোলার গর্ত ওগুলো—যখন দরকার হয় আমি ওর মধ্যেই লুকোই....."

গর্তগুলো আর একটু বাঁ দিকে। একটা পগার মতো—তারই মধ্যে ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে নামেন রশচিন, সঙ্গীদের পিছে পিছে। শাপান্ত করতে করতে আরও দুজন নামে—এঞ্জিন ড্রাইভার আর কয়লাওয়ালা নেমে এল গর্তের ভেতর। গভীর শ্বাস ছাড়লেন গার্ডসাহেবঃ

"এ চাকরী ছেড়ে দেব। এর নাম রেল চলাচল? ছোঃ ঘেন্না ধরে গেল।"

"চুপ!" অপারেটরের গলা। "ওরা আসছে যে, ঐ যে শয়তানগুলো!"

এবার স্তেপের ওধার থেকে ঘোড়ার পায়ের শব্দ আর চাকার ঘড়ঘড় শোনা যায়।

"আচ্ছা এখানে গোলমাল করছে ওরা কারা?" গার্ড প্রশ্ন করেন টেলিগ্রাফ অপারেটরকে। "আবার কি সেই 'মৃত্যুর ঘোড়সওয়ার' নাকি?"

"না সে তো দিব্রিভ্স্ক বনে। মারুমিয়ার দলবল হবে হয়তো। কিন্তু তাই বা কি করে হবে, তার সঙ্গে তো মশাল থাকে সব সময়।...এ বোধ হয় এখানকারই কোন ক্ষুদে আতামান....."

"উঁহুঁ!" ইঞ্জিন ড্রাইভার বলে, "এ ঐ খুনেটা, মাক্সিউতাটা নিশ্চয়—ওতো মাখনোর আতামানদের মধ্যে।"

ক্লাশে গেলেই দেখবেন মুঝিকরা সব গাদাগাদি ঠাসাঠাসি, আদব কায়দার ধার ধারতে হবে না আপনাকে।...অবস্থা এমনই ছিল, হ্যাঁ, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু তবু এক টুকরো মুরগীর ঠ্যাং তো জুটত, দু' চারটে আণ্ডা, একটু শুয়োরের মাংস তাও জুটত; আর রুটি? আহা, রোল করা কী পাঁউরুটিই ছিল!" একটু থামেন, উড়ন্ত ফুলকির দিকে তখনও দৃষ্টি নিবন্ধ। "লাগেজ ভ্যান-এ এক্সল গরম হয়ে গেছে—তেলের অভাব। রেল চলাচলের বারোটা এমনিই বাজবে. এনার্কিস্টদের আর আসতে হবে না। আচ্ছা, এর পরে কি হবে বলতে পারেন? জারের বদলে 'রাদা' পেলাম, রাদার বদলে 'হেৎমান'। এখন হেৎমান ছেড়ে কাকে ধরি? মাখনো-কে? তাহলে শুনুন গল্প বলি ঃ এক জায়গায় এক বেকুব ছিল, বেটা লাঙ্গলের ফলা বানাবে! কিন্তু লোহাটা আগুনে আছে তো আছেই, অর্ধেক একেবারে গলে জল। তখন ভাবল, আচ্ছা তাহলে কুড়ুল বানাই। কিন্তু বাকি লোহারও অর্ধেক গলে গেছে, যা আছে তা দিয়ে বড় জোর একটা তুরপুন বানান যায়। তাও আবার পিটিয়ে পিটিয়ে এমন অবস্থা করল যেন সুঁচের টুকরো, বাকী সব খতম। আমাদেরও সেই দশা। না আছে শৃঙ্খলা, না আছে মালিক, না আছে শ্রদ্ধা-ভক্তি! গুলিয়াই-পালিয়ে যাচ্ছেন তো—'স্বাধীন এনার্কিস্ট রাজত্বে' লোকের কি অবস্থা স্বচক্ষেই দেখতে পাবেন। আমার কাছে শুধু এইটুকু শুনে যান ঃ ওরা রসের সমুদ্র বইয়ে দিয়েছে মশাই—এমন কাণ্ডকারখানা জন্মে দেখিনি। সারা জেলাটাই নাকি 'মদের জেলা'—একেবারে ফর্মাণ জারি করে দিয়েছে। আর ছুঁড়ীই বা কত, এই তো আমার ট্রেণেই নিয়ে গেছি! হ্যাঁ, হ্যাঁ. .বুড়ো মানুষ আমি, কিছু মনে করবেন না কমরেড এনার্কিস্ট, কিন্তু বলি শুনুন ঃ রুশিয়ার এবার দফা রফা..."

গরমের সময় কিছু সংখ্যক অবস্থাপন্ন কৃষক আতামান বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল—এখন তাদের মাথায় ঘরে ফেরার চিন্তা। অনেকবার অনেক লুটপাটে হকের পাওনা হিসেবে ওরা যে বখরা পেয়েছে, সে সব ওরা এবার গাড়ীতে বোঝাই করেছে। নানান্ রকমের স্থানীয় মুদ্রা বদলে জারের রুবল জমিয়েছে। তারপর মালপত্রের ওপর এ'টেসে'টে তেরপল ঢাকা দিয়ে, গাড়ীর পেছনের ধুরো থেকে কেটলি ঝুলিয়ে, জোয়ান ঘোড়াগুলোকে চুপিচুপি জুড়েছে গাড়ীতে—নিজের নিজের গ্রামের দিকে রওনা দেবে। গ্রামের ঘরে ঘরে আগে জার্মান সৈন্য বসানো ছিল, এখন তো আর নেই। কেউ কেউ আবার সোজা আতামানের কাছে গিয়ে হাজির হয়েছে, দু' কথায় বিদায়বার্তা জানাচ্ছে ঃ

"আমাকে আর সৈন্যের মধ্যে ধরবেন না।"

"কি হল, ব্যাপার কি?"

"বাড়ীর জন্যে মন কেমন করছে—খেতে-শুতেও রুচি লাগে না। যখন দরকার হবে ডেকে পাঠাবেন, আবার আসব।"

আলেক্সি ক্রাসিল্‌নিকভ্‌-এর মনও ওদিকে টানে। ওর ভাইয়ের বৌ মাত্রিয়োনা—তাকে জিজ্ঞাসা করে, এমন কি কাতিয়া রশ্‌চিনকেও জিজ্ঞাসা করে—তারা কি বলে, এখনো কি দেশে ফেরার সময় হয়নি? গেলে অবিশ্যি মুশকিলও হতে পারে। জার্মানরা তো সহজে ছাড়ে না—জার্মান কর্পোরালের খুনের জন্যে যদি ওদের দায়ী করে? সবার চোখ এড়িয়ে তো আর ভ্‌লাদি-মির্স্কোয়ে-তে ঢোকা সম্ভব নয়! আবার অন্য দিকটাও ভাব। ফিরে গিয়ে যদি দেখি ঘরবাড়ী সব জ্বলে পুড়ে বরবাদ হয়ে গেছে, তাহলে তো সবই ফের নতুন করে বানাতে হবে। সে কাজে দেরী করলে চলে না, এই শরতেই সেরে ফেলা দরকার।

মাখনো-বাহিনীর লুটের মাল থেকে আলেক্সি ক্রাসিল্‌নিকভের ভাগে পড়েছিলঃ পাঁচটা ঘোড়া আর তিন গাড়ী ভর্তি কাপড়চোপড়, ছিট, গেরস্থালির জিনিসপত্তর—এম্‌নি সব। এর বেশীর ভাগই মাত্রিয়োনার সংগ্রহ, আলেক্সির ভাগ অল্প। মাত্রিয়োনার ফিটফাট সাজপোষাক, সুন্দর চেহারা, ক্ষুরধার জিহ্বা—তাই নিয়ে নির্ভয়ে সে গিয়ে হাজির হয়েছে ভাগবাঁটোয়ারার বৈঠকে। ডিট্যাচমেণ্টের আতামান হোক বা মাখনো নিজেই হোক—ভাগাভাগি যেই করুক, সে যা চায় তা আদায় না করে ছাড়েনি। একটা শাল, কিংবা একটা গ্রেটকোট নয়তো ক' গজ কাপড়—তাই নিয়ে হয়তো কোনো দুঃসাহসী চাষী ওর সঙ্গে রেষারেষি লাগাতে গিয়েছে—অম্‌নি ও সেটা তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বলেছে, "আরে আমি মেয়েমানুষ, তোমার চেয়ে এ সব জিনিসে আমার দরকার বেশী! তুমি তো ডাকাত, স্রেফ মদের দামেই এটাকে বেচে দেবে—আজ রাতে আমার কাছেই নিয়ে আসবে বেচতে, দেখে নিও।" ওর ছিনিয়ে নেওয়া দেখে লোকজন সবাই হাসিতে একেবারে ফেটে পড়ে।.....মাত্রিয়োনা আবার মালও কেনে, জিনিসের বদলে জিনিস নেয়—সেজন্যে ওর গাড়ীর ওপর মদের পিপে হরদম মজুদ।

ভেবে মাথা খুঁড়ে খুঁড়েও আলেক্সি কিনারা পায় না। অবশেষে এক আনন্দের সংবাদ এলঃ জার্মানরা তো বটেই, স্করপাদ্‌স্কির নিজের সৈন্যেরাও তাকে ছেড়ে গেছে, তাই হেৎমানগিরিতে সে ইস্তফা দিয়েছে। কিয়েভে প্রবেশ করেছে পেৎলুরার সৈন্যদল, সেখানে তারা 'গণতান্ত্রিক ইউরোপীয় প্রজাতন্ত্র' ঘোষণা করেছে। ঠিক একই সময়ে সোবিয়েত সীমান্ত থেকে এগিয়ে এসেছে ইউক্রেনের লাল ফৌজ। বাস্তবিকই শুভ সংবাদ।

গভীর রাত্রে স্তেপ থেকে ঘোড়াগুলোকে চুপি চুপি তাড়িয়ে নিয়ে এল আলেক্সি। মাত্রিয়োনা আর কাতিয়াকে ঘুম থেকে তুলে বল্ল—তোমরা খানা তৈরী কর, ততক্ষণে আমি ঘোড়াটোড়া জুতে ফেলছি। অনেক দূরের পথ, তাই পেট পুরে খেয়ে নিল। তারপর ভোর হবার আগেই যাত্রা শুরু। ঘন কুয়াশাচ্ছন্ন এবড়োখেবড়ো রাস্তা ধ'রে তারা চলেছে ভ্‌লাদিমির্স্কোয়ে গ্রামের দিকে—যেখানে তাদের ঘর।

একদিন ওরা রাস্তা ছেড়ে একটা পাহাড়ী নদীর ধারে বসেছে, খাওয়া দাওয়া সারবে। ওখানে নদীটা একটু চওড়া, পুকুরের মতো। পুকুরের ধারে নল-খাগড়াগুলো কে যেন পায়ে দলে গেছে—আর তার মধ্যে থেকে মাথা জাগিয়ে আছে একটা বিধ্বস্ত বায়ুচালিত যাঁতাকল—শুধু তার খুঁটিগুলো দেখা যায়। জ্বালানি কুড়িয়ে আনতে গেছে মাত্রিয়োনা, আর কাতিয়া গেছে নদীতে—বাসন-কোশন ধুয়ে আনবে। একটু পরে আলেক্সি এসে উপস্থিত। টুপি আর দস্তানা ঘাসের ওপর ফেলে, জলের ধারে কাতিয়ার পাশে বসে সে মুখে চোখে জল দিল, তারপর জামার হাতায় মুখ মুছল।

"আপনার হাত যে জমে যাবে", আলেক্সি বল্লে।

হাঁড়িটা মাটিতে নামিয়ে হাঁটুর ওপর দাঁড়াল কাতিয়া। হাত দুটোর হাড় পর্যন্ত যেন জমে গেছে। জল ঝেড়ে ফেলে আলেক্সির মতো ও-ও হাত মুছতে লাগল শীপস্কিন জামার ওপর।

"আগের দিনে লোকে আপনার হাতে চুমু দিত বোধ হয়", আলেক্সি বল্ল। ওর গলার স্বরটা চড়া তারের মতো, কর্কশ, উদ্ধত।

ওর দিকে দ্রুত স্পষ্ট দৃষ্টি নিক্ষেপ করল কাতিয়া, যেন জানতে চায় কি হল। নিজের সৌন্দর্যের শক্তি কতখানি কাতিয়া তা কোনদিনই টের পায়নি। তবে ও যে সুশ্রী সে কথা ও সরল মনেই জানত, এমন কি অনেক সময় নিজেকে খুব সুশ্রী বলেও মনে করত। গাছতলায় রুপালি শিশিরের গায়ে রাত-প্রভাতের রক্তাভ সূর্যকিরণ যখন ঝলমলিয়ে ওঠে তখন পাখী যেমন তার পক্ষ-সংস্কার ক'রে সুদর্শন হতে চায়, তেমনি ও-ও চাইত অপরের মুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে। কিন্তু এই মুহূর্তে যে-সৌন্দর্য দেখে আলেক্সি ইভানোভিচ আর ওর দিকে চাইতে পারছে না, উত্তেজনা-প্রদীপ্ত চোখের দৃষ্টি অন্য দিকে ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হচ্ছে, সে সৌন্দর্যের কথা ওর জানা ছিল না।

"হাতে তেল মাখবেন, বুঝলেন! আমার গাড়ীতে এক শিশি সূর্যমুখী তেল আছে। তেল না মাখলে হাত ফেটে যাবে।"

কড়া গোঁফের নীচে ওর পুরন্ত ঠোঁট দুটি—তাতে আবার সেই স্বভাবসিদ্ধ খুনশুটির হাসি ফিরে এসেছে। স্বস্তির লম্বা শ্বাস ফেল্ল কাতিয়া। ও যা চায় না তা যে কত কাছে এসে গিয়েছিল সেটা কিন্তু সম্পূর্ণরূপে ওর মাথায় ঢোকেনি। একটু আগে গাড়ীর ঘাসের ওপর শুয়ে থাকতে থাকতে ঢিকিয়ে চলার তন্দ্রাই বোধ হয় আলেক্সিকে অভিভূত করে কিংবা স্তেপভূমির সর্বব্যাপী শান্তিই হয়তো ওর মনটাকে আচ্ছন্ন করে দেয়: যে কারণেই হোক মাত্রিয়োনা কাঠ কুড়োতে চলে যাওয়ার পর কাতিয়ার দিক থেকে ও আর কিছুতেই চোখ ফেরাতে পারেনি—কাতিয়া জলের ধারে ঝুঁকে পড়ে কাজ করছে আর ও চেয়ে চেয়ে তাই দেখেছে। গাঁয়ের মেয়ে যখন জলের ধারে ঝুঁকে পড়ে কাপড় কাচে, গোটানো ঘাগরার নীচে তার লোভনীয় অনাবৃত পা দুটি দেখা যায়—তখন শব্দ শুনে পাশের বাড়ীর ছেলেটি চুপি চুপি এগিয়ে আসে; মদির গন্ধ হঠাৎ ছেয়ে

প্রান্তর অতিক্রম ক'রে তারা গেছে অল্‌ভিঅপল থেকে তানাইস। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাড়ীতে চড়ে সমুদ্র থেকে সমুদ্র পর্যন্ত প্রান্তর মথিত করে ফিরেছে গথ মানুষেরা—তাদের সামনে ছুটেছে গৃহপালিত পশুর দল। চীনের উত্তর সীমান্ত থেকে বিভীষিকা ছড়াতে ছড়াতে এসেছে বহুভাষাভাষী হুনেরা—ঝাঁকে ঝাঁকে পঙ্গপালের মতো—শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে সে বিভীষিকার সাক্ষ্য বহন করেছে জনহীন স্তেপভূমি। রুশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেছে 'খাজার' জাতের লোকেরা, ডোরাকাটা তাঁবু খাটিয়ে বিশ্রাম করেছে এই স্তেপের বুকে—দার্বেন্ত থেকে নীপার যাওয়ার পথে। খোরেজম্‌এর রেশমী পোশাকপরা পলভ্‌ৎজি অধিজাতির লোকেরা—পালে পালে ঘোড়া আর উট সঙ্গে নিয়ে এই প্রান্তরে বিচরণ করেছে, কখনো কখনো পাড়ি দিয়েছে সেই স্‌ভিয়াতোস্লাভের প্রাচীর পর্যন্ত। আরও পরবর্তী কালে দ্রুতগামী অশ্বপৃষ্ঠে প্রান্তর দলিত মথিত করে বারে বারে ছুটে গেছে তাতার অশ্বারোহী বাহিনী—তারা গেছে মস্কো আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে।

তারপর একদিন জনধারার এই তরঙ্গ স্তব্ধ হয়ে এসেছে, পিছনে রেখে গেছে শুধু অসংখ্য সমাধিস্তূপ, আর তার ওপর এখানে ওখানে কতগুলো পাথরের দেবমূর্তি—চ্যাপ্টা চ্যাপ্টা মুখ, ছোট্ট ছোট্ট হাত, পেটের ওপর জড়ো করা। একাতেরিনোস্লাভ স্তেপভূমিতে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে মানুষের বসতি—ইউক্রেন আর রুশিয়া থেকে এসেছে চাষীরা, দন আর কুবান থেকে এসেছে কসাকের দল, উপনিবেশ স্থাপনের আশায় এসেছে জার্মানরা। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রাম, অসংখ্য খামারবাড়ী সবই একেবারে নতুন; তাদের না ছিল পুরুষপরম্পরাগত ঐতিহ্য, না ছিল প্রাচীন লোকসঙ্গীত, আর না ছিল জলপথ কিংবা পুষ্পিত উদ্যান। এ এলাকা গমের এলাকা, আর জমিদারের এলাকা। এলাকার জমিদারদের বিষয়বুদ্ধি ছিল টনটনে, আন্তর্জাতিক বাজারে গমের দাম কি রকম ওঠানামা করে সে খবর তাদের নখদর্পণে। জলাজমির মধ্যে ছোট্ট গাইচুর নদী, জলধারা কখনো অতি ক্ষীণ কখনো বন্যাপ্লাবিত, তারই ধারে এলোমেলো গড়ে উঠেছিল বৈচিত্র্যহীন ছোট শহর গুলিয়াই-পলিয়ে—সে শহরও নতুন।

গ্রাম থেকে স্তেপ বরাবর পাঁচ-ছ' মাইল গেলে তারপর গুলিয়াই-পলিয়ে। সেখানে গোচারণের মাঠের ধারে প্রকাণ্ড বাজার। একটা ফিটনে চড়ে রশ্‌চিন বাজারে পৌঁছাল। গাঁ থেকে গাড়ী ভর্তি মাল নিয়ে এসে পা ছড়িয়ে বসে বিক্রী করছে একজন গ্রাম্য স্ত্রীলোক। স্ত্রীলোকটি মহা-বাচাল—তার সঙ্গে দরকষাকষি লাগিয়ে দিল রশ্‌চিন—রোস্ট-করা মুরগি কিনবে। এ কাজে স্ত্রীলোকটি নেহাৎ অনভিজ্ঞ, তাই ঝট্‌ করে চটে ওঠে। মালগুলো একবার হয়তো খরিদ্দারের নাকের সামনেই তুলে ধরে, আবার পরক্ষণেই তীব্রস্বরে গাল-মন্দ করতে করতে খরিদ্দারের হাত থেকে সব ছিনিয়ে আনে। সঙ্গে সঙ্গে এদিক ওদিক ঘুরে ঘুরে চায়—গাড়ী থেকে কে বুঝি কি তুলে নিল থালি সেই

ভয়। রোস্ট-করা মুরগির জন্যে পাঁচ রুব্‌ল,—কমটম নেই, কিছুতেই নেই—হঠাৎ আবার মত বদলে বলে না, রুব্‌ল টুব্‌ল দিলে হবে না, মুরগির বদলে সুতো চাই, এক রীল সুতো।

"দূর আহাম্মক, টাকা নিলে কি ক্ষতি?" রশ্‌চিন বলে। "টাকা দিলেই তো সুতো কিনতে পারবে—ঐ যে ওখানে সুতো বিক্রী হচ্ছে।"

"রাখো কর্তা তোমার টাকা রাখো—মালের কাছ থেকে সরে পড় দেখি। গাড়ী ছেড়ে আমি সুতো আনতে যাই আর কি....."

পা থেকে মাথা পর্যন্ত অস্ত্রসজ্জিত একটা লোক—পরনে মিলিটারি পোশাক, কপালে চুলের ঝুঁটি—দুটো সুতোর রীল নিয়ে হাত খেলাতে খেলাতে সারা বাজার চষে বেড়াচ্ছে। রশচিন তার কাছে উপস্থিত হল, কিন্তু সে লোকটা শুধু ঢুলু ঢুলু চোখে চায়, ফোলা ঠোঁটে বিড় বিড় করে বলে ঃ

"হবে না। মদ পেলে ছাড়ব।"

মুরগি আর কেনা হল না রশচিনের। মাল দিয়ে মাল নেওয়া—সাবেক কায়দার এই লেন-দেন ছাড়া বাজারে আর কিছু নেই বল্লেই হয়। যে জিনিসের যত চাহিদা তার দামও তত ঃ দুটো সুঁচের বদলে একটা শুয়োর ছানা পাবেন, তার ওপর আবার ফাউ-ও। অথচ একটা ছেঁড়া পায়জামা কিনতে গেলে খরিদ্দারকে একদম ফতুর ক'রে ছাড়বে। অসংখ্য গাড়ী ঘিরে শত শত মানুষের ভিড়—কেনাবেচা, চেঁচামেচি, গালাগালি, হৈ-চৈ। একটা টুল কিংবা হয়তো শুধু একটা গাড়ীর চাকাই—তার ওপর নাপিতের ব্যবসার যন্ত্রপাতি সব সামনে বিছানো; ওধারে ফটোগ্রাফার—হাতে-গরম ফটো পাবেন—একেবারে আপনার হাতে—তখনো জল শুকোয়নি। একদল শ্রোতা জমা ক'রে অন্ধ বাদকেরা বেহালা বাজাচ্ছে, হাঁ-করা আহাম্মকদের পকেটেও অবিচলিত চিত্তে হাত ঢুকিয়ে দিচ্ছে মাঝে মাঝে।.....এত লোক, সব কিন্তু একেবারে তৈরী; গোলাগুলী চলতে দেখলেই সব ফেলে রেখে দৌড় দেবে, কোনো কিছুর আড়ালে আশ্রয় নেবে। গুলী না চল্লে গুলিয়াই-পলিয়েতে বাজারই হয় না। গাড়ীর ভিড়ের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলে ভাদিম পেত্রোভিচ। একটা ঘোড়ার দোলা, তার চার-পাশে যত নিষ্কর্মা মানুষ; সবাইয়ের গালে গালপাট্টা, কারও গায়ে হুসারের জামা, কারও জাহাজী কুর্তা, কারও বা অশ্বারোহী দলের আঙরাখা—হাতবোমা, বন্দুক আর তলোয়ারের ছড়াছড়ি—কাঠের ঘোড়ার পিঠে চড়ে মহা-আড়ম্বরে তারা সবাই পাক খাচ্ছে। লম্বা লম্বা গলাওলা কিম্ভূত-কিমাকার ঘোড়াগুলো, পা দেখলে মনে হয় যেন সারাক্ষণই ছুটছে। আরোহীদের কেউ কেউ আবার হেঁড়ে গলায় হুকুম ছাড়েঃ "জোরসে চলো! জোরসে!" নেংটিপরা দুটো ছেলে দোলা ঠেলতে ঠেলতে গলদঘর্ম। চালু গানের সুর বাজাচ্ছে দু'জন একর্ডিয়ন বাজিয়ে; যন্ত্রটা ওরা টেনে টেনে এমন লম্বা করে, মনে হয় যেন 'স্বাধীন মাখনো-ওয়ালাদের' বে-পরোয়া প্রাণের সবটুকু প্রসার আর স্পর্ধাই যন্ত্রের মধ্যে ভরে নেবে। দোলায় উঠবে বলে যারা দাঁড়িয়ে আছে তারা চেঁচায়,

"এই লোকটা গুপ্তচর কি না যাচাই করতে হবে, বড়কর্তার হুকুম",. কোঁচকানো মুখওলা যে লোকটা রশচিনের সঙ্গে এসেছিল সে বল্ল।

"আচ্ছা এখন তুমি বেরিয়ে যাও, কমরেড কারেৎনিক", মোটা লোকটা হুকুম দিল। কারেৎনিক চলে গেলে রশচিনের দিকে ফিরে বল্ল, "বসুন!"

মোটাসোটা, হাসিমুখ লোকটাকে সম্বোধন ক'রে একটু বিচলিত সুরে রশচিন বল্ল, "দেখুন, আপনারা গোয়েন্দা বিভাগের লোক তা বুঝতে পারছি। আমি সব খুলে বলব, এখানে কেন এসেছি তাও বুঝিয়ে দেব। লুকোচুরির কিছু নেই আমার কাছে। আমি এখানে এসেছি এইজন্যে যে....."

ওর কথা কানেও আনে না লোকটা। বল্ল, "আমার দিকে একবার ভাল করে চেয়ে দেখুন। আমার নাম লেভকা জাদভ, আমার কাছে মিছে কথা বলে লাভ নেই। আমি যা যা জিজ্ঞাসা করি শুধু তারই জবাব দেবেন, বুঝলেন?"

দক্ষিণ দেশে লেভ্‌কা জাদভের নামডাক প্রায় মাখনোর সঙ্গেই সমান। একেবারে জল্লাদ লোকটা। এমন ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর যে, মাখনোই নাকি ওকে কতবার কেটে ফেলতে গেছে, তবে ওর বিশ্বস্ততার কথা স্মরণ করে শেষ পর্যন্ত আত্মসংবরণ করেছে—এই রকম জনশ্রুতি। রশচিনও ওর কথা জানত, তাই রশচিনের রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে এল—জীবনে এই প্রথম। টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে রশচিন। আর লেভকা জাদভ বসে—দিব্যি গোলাপী চেহারা, কোঁকড়ানো চুল; অন্য মানুষটার ওপর ওর ক্ষমতা কী বিভীষিকা সৃষ্টি করছে, তাই দেখে ও আনন্দ উপভোগ করে।

"নিন, নিন, এখন বলে ফেলুন দেখি! আপনি কি দেনিকিনের অফিসার?"

"হ্যাঁ। আগে ছিলাম।"

"আগে ছিলেন, বটে, বটে?.....কোথা থেকে আসা হয়েছে?"

"একাতেরিনোস্লাভ থেকে গুলিয়াই-পলিয়ে। আমি বলতে যাচ্ছিলাম....."

"বটে, তাই নাকি?.....এলেন রস্তভ থেকে আর বলছেন একাতেরিনোস্লাভ থেকে?"

"মোটেই না, আমি একাতেরিনোস্লাভ থেকেই এসেছি।"

টিকিটটা বার করার জন্যে তাড়াতাড়ি পকেট হাতড়ায়। মুহূর্তের জন্যে রক্ত-স্রোত আবার ঠাণ্ডা, হিম হয়ে আসে—টিকিটটা যদি ফেলে দিয়ে থাকে! না, পকেটেই আছে—তার সঙ্গে কাতিয়ার একখানা পুরোনো ফটো, ঝাপসা, দোমড়ানো। টিকিটখানা লেভকার দিকে এগিয়ে দিল রশচিন। লেভকার হাতে টিকিটের পরীক্ষা চল্ল অনেকক্ষণ—আলোর সামনে ধরে, উল্টেপাল্টে দেখে, ফের দেখে। কিন্তু টিকিট ঠিকই আছে, অস্বীকার করার উপায় নেই। লেভকা বোধহয় আগে থেকেই রায় ঠিক করে রেখেছিল, কি শাস্তি দেবে তাও ঠিক করেছিল; কিন্তু এবার একটু গোল বাধল—টিকিটে যে আগাগোড়া সবই পাল্টে দিচ্ছে। অবজ্ঞার হাসি থামিয়ে বিরক্তিতে ঠোঁট কোঁচকাতে কোঁচকাতে লেভকা প্রশ্ন করল:

মুহূর্তও ঢিলা দিলে চলবে না। নীতিগুলিকে আজ নির্ভয়ে মানুষের মনে গেঁথে দিয়ে যেতে হবে—সে নীতির সার্থকতা আসবে আগামী দিনে। তারপর দ্বিতীয় কর্তব্য হলঃ ত্রিশ লক্ষ সৈন্য নিয়ে রেড আর্মি গড়ে তোলা, উত্তর দেশে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা সংগঠিত করা, সাইবেরিয়া আর দক্ষিণ উরাল পর্যন্ত আক্রমণের ধাক্কা পেঁছে দেওয়া। তাছাড়া দুটি দিকে প্রধান আক্রমণ পরিচালনা করতে হবে—দন অঞ্চলে ক্রাসনভের কসাকদের বিরুদ্ধে আর উত্তর ককেসাসে দেনিকিনের বিরুদ্ধে।

চতুর্দিকে হোয়াইট গার্ড বাহিনী পরিবেষ্টিত রুশ সোবিয়েত প্রজাতন্ত্র যে রণাঙ্গন সৃষ্টি করেছে তা প্রায় এক হাজার মাইল দীর্ঘ। কিছু দিন হল ইউক্রেনীয় রণাঙ্গনও তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এই রণাঙ্গনটি বড়ই জটিল।

ইউক্রেনের উর্বর ভূমিতে যুদ্ধের রূপটা অসাধারণ রকমের হিংস্র। অল্প-দিন আগেকার জার্মান দখলদারী, তারপর হেৎমান কর্তৃত্ব, সেই সঙ্গে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত জমিদারশ্রেণীর প্রচণ্ড আক্রোশ—এই সব মিলিয়ে ওখানকার জনসংখ্যার মধ্যে শ্রেণী বিভেদ খুবই গভীর হয়ে দাঁড়িয়েছে। দনবাস অঞ্চলের মজুর, খনি-শ্রমিক, ভূমিপ্রত্যাশী কৃষক, জনমজুর—এদের টান সোবিয়েত শক্তির দিকে। আর অন্যদিকে ধনী চাষী এবং ধনিক সম্প্রদায়। বিপ্লবী কমিটি, গরীব চাষী কমিটি, কার্যকরী কমিটি, কমিসার, শস্যের লেভি—এই সবের ভয়ে তটস্থ হয়ে ধনী চাষী আর ধনিকেরা 'স্বাধীন ইউক্রেনীয়ন ডিরেক্টরেট' এর পক্ষাবলম্বন করতে চলেছে, ডিরেক্টরেটের নেতা পেংলুরাকেই তারা চায়। ইউক্রেনীয় বুদ্ধিজীবী-দের এক অংশ—সোবিয়েত বিপ্লবের বজ্রনির্ঘোষের বিরুদ্ধে যাদের জবাব শুধু এইটুকুই যে, "আমরা মস্কোওয়ালাদের চাই না, চুলোয় যাক মস্কোওলা"—তারাও সমর্থন করত পেঁৎলুরাকে। তিনশো বছর ধরে রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা-সংগ্রামে ইউক্রেনের জনসাধারণ কঠোর ইতিহাস রচনা করেছে; কিন্তু বুদ্ধিজীবী বাবুর দল ইউক্রেনের রোমাণ্টিক জাতীয় পরিচ্ছদ গায়ে চাপিয়ে তার আড়ালে জাতীয় ইতিহাসের উলঙ্গ কঠোরতাটাই যেন বেমালুম চাপা দিতে চাইতেন। মশগুল হয়ে ভাবতে চাইতেনঃ আহা, কী সুন্দর ইউক্রেনের ঢিলা পায়জামা ('কৃষ্ণসাগরের মতো সুপ্রশান্ত') কী সুন্দর কসাক আংরাখা আর বাঁকা তলোয়ার, কী বাহার এই প্রলম্বিত কেশাগ্রগুচ্ছে!

হেৎমানকে তাড়িয়ে কিয়েভ ডিরেক্টরেটে আসন গেড়ে বসল পেৎলুরা—ঘোষণা করে দিল যে, এ এক স্বাধীন প্রজাতন্ত্র। তারপর সর্বহারা বিপ্লবের বিরুদ্ধে নিরর্থক সংগ্রাম শুরু করল। ওর তাঁবে সৈন্য ছিল কয়েক ডিভিশন; তার মধ্যে কিছু হেৎমানের সৈন্য, এদিকে চলে এসেছে; কিছু গ্যালিসিয়ান, তারা ধীর, স্থির, সুশৃঙ্খল—স্বাধীন ইউক্রেনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার স্বপ্ন এতদিনে সত্য হবে এই বিশ্বাসে উন্মুখ; তা ছাড়া চোর, ডাকাত ইত্যাদি সামাজিক আবর্জনাও কিছু জুটেছিল তা বলা বাহুল্য—লুটপাটই তাদের পেশা। যাই হোক, পেৎলুরার দৌড় শুধু লম্বা ফর্মান জারি করা পর্যন্ত। ধরে-ছুঁয়ে পাওয়া যায় এমন কিছু

জমিদাররা সব সরে পড়েছে। ছোট ছোট যত শহর ছিল, সে সব লুটপাট করার কাজও খতম। এখন তিন দিক থেকে নতুন শত্রু—ক্রিমিয়া আর কুবান থেকে ভলাণ্টিয়ার আর্মি, উত্তর দিক থেকে বলশেভিকরা, আর নীপারের দিক থেকে পেৎলুরার দলবল (অল্প দিন হল তারা একাতেরিনোস্লাভ দখল করেছে)। এর মধ্যে কোন্ শত্রু সবচেয়ে সাংঘাতিক, মেশিনগান এখন কোন্ দিকে ঘুরিয়ে ধরতে হবে? এ সব প্রশ্নের মীমাংসা চাই, এখুনি। মাখনোর সৈন্যদলে ক্ষয় ধরেছে, ভিত্তিও পর্যন্ত নড়ে যাবে বলে ভয় হয়। সৈন্যদলের মধ্যে যারা চাষী তারা বলেঃ "বাঁচা গেল, বলশেভিকরা এবার ইউক্রেনে আসছে। তাহলে আর কি, এবার ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যেতে পারব। আর লড়াইয়ের শখ যাদের মেটেনি তারা টুপিতে লাল তারা চড়িয়ে দিক, ব্যস তাহলেই হবে।" সৈন্যদলের কেন্দ্রবিন্দু হল 'ক্রোপটকিন ব্ল্যাক হাণ্ড্রেড' দলটা; মাথাগরম লোক তারা, যুদ্ধই এখন তাদের পেশা। স্বাধীনভাবে ঘোড়ার পিঠে পিঠে ঘুরে বেড়ানো এমন মজা যে, ওদের দ্বারা আর কোনো কাজ হবার উপায় নেই। ওরা বলেঃ "কত্তা যদি আমাদের বলশেভিকদের কাছে বেচে দিতে চায়—তাহলে গোটা আর্মির চোখের সামনে কত্তার গলাই কেটে ফেলব আমরা, বুঝলে বাছাধন। একাতেরিনোস্লাভ কবল করল পেৎলুরা, আর আমরা শুধু বসে বসে দেখছি।.....খাবার নেই, কাপড় নেই, জুতো নেই, কিচ্ছু নেই—আর দু দিন বাদে নেকড়েগুলোর সঙ্গে সঙ্গে স্তেপে স্তেপে চীৎকার করে ফিরতে হবে।.....চলো, একাতেরিনোস্লাভ চলো, ভাইসব।"

ইউক্রেনের রেড আর্মির কম্যাণ্ডার-ইন-চীফের প্রতিনিধি একজন নাবিক, নাম চুগাই। সে আজ তিন দিন ধরে গুলিয়াই-পলিয়ে শহরে; নেশার ঘুম কাটিয়ে মাখনো তার সঙ্গে কখন আলাপ করে, তারই জন্যে অসীম ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করছে। ঠিক একই সময়ে মাখনোর সঙ্গে আলোচনা করতে এসেছেন আর একজন, খার্কভ থেকে। বিখ্যাত দার্শনিক তিনি, 'তক্‌সিন' নামে যে সংযুক্ত এনার্কিস্ট সংঘ, তার সেক্রেটারিয়েটের সদস্য। ওদিকে মাখনোর অন্তরঙ্গ পরামর্শদাতা যত সব স্থানীয় এনার্কিস্ট, যারা মাখনোর সামরিক-রাজনৈতিক পরিষদের সদস্য, তারা এখানে ওখানে কর্তার জন্যে ওঁৎ পেতে আছে, ঈর্ষাপূর্ণ হৃদয়ে তাঁকে বোঝাচ্ছে—আর কারো কথা শুনবেন না, ব্যক্তি-সত্তার পরম স্বাধীনতা নষ্ট হতে দেবেন না কিছুতেই।

যে সিদ্ধান্ত আর্মির কাছে মনঃপূত হবে এমনধারা কোন দৃঢ় সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পারলে তার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আর তার গৌরব দুই-ই ধ্বংস হয়ে যাবে—একথা মাখনো ভালভাবেই জানে। ওর সামনে পথ শুধু দুটি; হয় বলশেভিকদের কাছে মাথা নুইয়ে কমাণ্ডার-ইন-চীফের হুকুম তামিল করে যেতে হবে, তারপর এক অবশ্যম্ভাবী মুহূর্তে যথেচ্ছাচারিতার অপরাধে গুলি খেয়ে মরতে হবে; আর না হয় প্রতিনিধি চুগাইকে সাবাড় করে ফেলে ইউক্রেনে লাগিয়ে দিতে হবে কৃষক বিদ্রোহ—সে বিদ্রোহ হবে সকল রকম

"এটা কি ওর কাছ থেকে নিয়েছিলে? এ কে? ওর স্ত্রী?"

যে সব লোকের ইচ্ছাশক্তি খুব দৃঢ়, যারা একাগ্রচিত্ত, সন্দেহবাদী অথচ বিরাট অভিজ্ঞতাসম্পন্ন—তাদের সকলেরই স্মৃতিশক্তি খুব প্রখর হয়। নেস্তর ইভানোভিচেরও তাই। সেই যে কাতিয়া যখন প্রথম ওর সামনে এসেছিল (যখন তাকে নখ পালিশ করতে বলেছিল মাখনো) সে কথা ওর তৎক্ষণাৎ মনে পড়ে গেল। মাঝপথে আলেক্সি ইভানোভিচের হস্তক্ষেপের কথা, তারপর এই সুন্দরী মেয়েটির সম্বন্ধে আরও যা যা শুনেছে—সে সবই ওর মনে পড়ল। ফটোটা পকেটে পুরে বাইসাইকেল ঠেলতে শুরু করল। কিন্তু ঠিক তখনি রশচিনের চোখেমুখে আবার জীবনের চিহ্ন দেখা দিল, ঠোঁট দুটি ফাঁক হয়ে এল।

"ওকে আমার কাছে নিয়ে এসো", বল্ল মাখনো। "আমি নিজেই পরীক্ষা করব।"

গত ক'দিনের অমিতাচারের মধ্যেও নেস্তর ইভানোভিচের মনের ভিতর একটা ধারণা একেবারে বদ্ধমূল ছিল। সে ধারণা হ'ল ঃ আর্মি নিয়ে একাতেরিনোস্লাভ চড়াও করতে হবে, প্রচণ্ড আক্রমণে শহর দখল ক'রে তারপর দুমা-ভবনের* ওপর উড়িয়ে দিতে হবে এনার্কিস্ট পতাকা। এমন ধারা লুটের আশা তো সৈন্যদের কাছে এক নতুন প্রেরণা, গোটা আর্মিটাই আবার জমাট বেঁধে থাকে। সম্পদশালী নগর একাতেরিনোস্লাভ—কাপড়চোপড় আর চটকদার জিনিসপত্র যা আছে সেখানে তাতে সারা প্রদেশের খাঁই মেটে। কী কাণ্ডই না হবে! গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায় লরী বোঝাই কাপড় আর ছিট, বস্তা বস্তা চিনি—একেবারে উজাড় করে দেওয়া যাবে! চুলের ফিতে, মিলিটারি লেস, জুতো, মোজা—কী চাও তোমরা মেয়েরা, এই নাও। "এই নাও জুতো, কত্তা উপহার পাঠিয়েছে! চেয়ে দেখ, এর নাম স্বাধীন জীবন—গবর্নমেণ্ট নেই, জমিদার নেই, বুর্জোয়া নেই,—নেই সোবিয়েত, নেই চেকা* কিছু নেই....."

বাকী আর সব কথা তখনও স্থির করতে পারেনি। কিন্তু এখন কাতিয়ার ফটোখানা দেখতে দেখতে হঠাৎ একটা সিদ্ধান্ত যেন মাথার মধ্যে লাফিয়ে ওঠে। মন তখন আনন্দে উৎফুল্ল, কিন্তু বাইরে তার কোনো চিহ্ন নেই। সাইকেল চড়ে রওনা দিল মাখনো—রাস্তা ধরে চলতে চলতে একটা লম্বা বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল। মস্ত বড় বড় জানলা সে বাড়ীতে। সামনে কতকগুলো পপ্‌লার গাছ, পাতাটাতা সব ঝরে গেছে। এটা স্কুলবাড়ী, এখন সামরিক হেড কোয়ার্টার। আর তার এড্‌রা ওখানেই থাকে, একখানি মাত্র ঘর ওদের।

ঘণ্টাখানেক পরে রশ্‌চিনকে নিয়ে এল ওর কাছে। আগে আগে লেভকা। পেছনে মাখনোরই দলের আর একজন, তার মাথায় কালোফিতে জড়ানো দামী

---

* দুমা=পার্লামেণ্ট ধরণের প্রতিষ্ঠান

* চেকা=সোবিয়েৎ সরকারের গোয়েন্দা পুলিশ

ছুরি বার করল—ঝিনুক-বসানো শতমুখী ছুরি। তাই দিয়ে টিন খুলে চল্ল, একটার পর একটা—কোনোটাতে আনারস, কোনোটাতে হাঁসের মেটের সিঙ্গাড়া, কোনোটাতে বা গলদাচিংড়ি—ভুরভুর গন্ধে ঘর একেবারে মাত।

"যখন ইচ্ছে তখনই আপনাকে গুলি করে মারতে পারি—কিন্তু আপাতত কাজেই লাগাতে চাই," হতভম্ব রশচিনকে যেন বুঝিয়েই দিচ্ছে মাখনো। "আপনি সেনানীমণ্ডলীর স্টাফ অফিসার ছিলেন? না কি লাইনে থাকতেন?"

"মহাযুদ্ধের সময় জেনারেল এভার্টের স্টাফে ছিলাম..."

"...আর এখন আপনি বুড়ো কত্তা মাখনোর স্টাফে থাকবেন।...জারের আমলে যখন জেলে ছিলাম—সেপাইরা মাথা আর ঠ্যাং ধরে শূন্যে তুলত, তারপর ছুঁড়ে ফেলে দিত পাথরের মেঝের ওপর।...জনসাধারণের নেতা তৈরি হয় এমনি-ভাবেই। বুঝেছেন?"

মেঝের ওপর সেই একরাশ জিনিসপত্রের মাঝখানে একটা হলদে রঙের বাক্স। তার ভেতর থেকে টেলিফোনের ঘণ্টা বাজে। উবু হয়ে মাটিতে বসে রিসিভার তুলে নিল মাখনো। ক্যাঁক ক্যাঁক গলায় আওয়াজ দিল—"হ্যাঁ, বলে দাও যে তার জন্যেই অপেক্ষা করছি।"

প্রতিনিধি চুগাই বেশ ধীর, স্থির, শক্ত লোক। গায়ে রীফার জ্যাকেট—পুরোনো বটে, তাহলেও বেশ কাচাকোচা ফিটফাট্। জাহাজী টুপিটা মাথার পেছন দিকে বেঁকিয়ে হাতের তাসগুলো এমনভাবে ধরে আছে, যাতে কেউ দেখতে না পায়। ওর চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল, বৈশিষ্ট্যময়—নেস্তর ইভানোভিচ যে চালই চালুক, ওর দৃষ্টি এড়ায় না। উঁচু উঁচু গালের হাড়, ছোট্ট কালো গোঁফ, নির্বিকার প্রশস্ত মুখমণ্ডল—তাতে ভাবের কোন অভিব্যক্তি পাওয়া যায় না। কিন্তু দেহের ওজন আছে, ওজনের চাপে বেণ্টউড চেয়ারটা মাঝে মাঝে ক্যাঁচকোঁচ করে ওঠে। ওর জাহাজী পাজামা শুদ্ধ পা দুটো বুটের মধ্যে ঢোকানো। সাতটা হাঁ-করা ড্রাগনের মাথার ওপর ও যদি গিয়ে বাবু হয়ে বসে, তাহলে মনে হবে যেন বুনোদেরই কোন দেবমূর্তি।

খেলা চলছিল। খেলার নাম 'ছাগল'; হাসি-ঠাট্টার মধ্যে দিয়ে যুদ্ধের ভয় আর যন্ত্রণা ভুলবার জন্যে যুদ্ধক্ষেত্রেই এ খেলার সৃষ্টি। অতিথিরা ঘরে ঢুকলে নেস্তার ইভানোভিচ কোথায় উঠে দাঁড়াবে, হাত মেলাবে, তা না, ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে বলে বসল—আসুন 'নাইন' খেলা যাক (যেন এই খেলার জন্যেই অতিথিদের ডেকে এনেছে)। বিদ্যুৎগতিতে তাস বাঁটে নেস্তর—হাত চলছে কি না চলছে বোঝাই দায়। তারপর হাজার রুব্‌ল নোট একখানা ঠপ্ করে টেবিলে ফেলে তার ওপর গলদাচিংড়ীর টিনটা চাপা দিল। চুগাইয়ের হাতে দুখানা তাস—সেও কিন্তু তাস দুখানাকে রেখে দিলে ঐ টিনেরই নীচে।

"ভয় করে নাকি?"—মাখনো প্রশ্ন করে।

"না, ভয় নয়। 'নাইন' খেলা যে জানিনে। তার চেয়ে আসুন 'ছাগল' খেলা যাক!"

তাসের হাতটা টেবিলের নীচে ধরে পা ছড়িয়ে বসেছে মাখনো। পিঠ দরজার দিকে—কাজেই পেছনটা ফাঁকা (এটা সহজেই চুগাইয়ের নজরে পড়ে)। মাখনোর বাঁ-পাশে রশচিন। 'টক্‌সিন' সঙ্ঘের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য লিঅন চর্নি ডান পাশে। চর্নির বয়স আন্দাজ করা শক্ত; শুঁটকো একরত্তি চেহারা; বুকের খাঁচাটা এত সরু যে তার মধ্যে ফুসফুসের জায়গা আছে কিনা সন্দেহ হয়। স্রেফ মনের তেজেই তিনি বেঁচে আছেন, বাঁচার আর কোন সম্বল তো দেখা যায় না। গায়ের জ্যাকেটটা দলানো কোঁচকানো, তার ওপর এখানে ওখানে মরামাস আর পাকা চুল। হাতে তাস ধরেছেন, কিন্তু মনটা এমনই অন্যমনস্ক যে, সবাই তাস দেখতে পাচ্ছে।

চুগাইয়ের সঙ্গে কঠিন লড়াই লড়তে হবে ভেবে উনি প্রস্তুত হয়ে এসেছেন। মাখনো আর তার সৈন্যদলের ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করতে পারলে অনেক কিছু করা সম্ভব; ওঁর ধারণা যে, সেই রকম প্রভুত্ব বিস্তারের ইচ্ছা নিয়েই চুগাই এখানে এসেছে। টিনের কৌটায় যেমন ডিনামাইট ঠাসা থাকে, লিঅন চর্নির ভাবনা-চিন্তাও তেম্‌নি এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত। কোথায় বলশেভিকদের সঙ্গে চূড়ান্ত সংগ্রাম হবে আশা করে এলেন—তা না তার বদলে তাস নিয়ে 'ছাগল' খেলা! উনি একটু হকচকিয়ে গেলেন—হাত থেকে তাস ফেলে দেন, নয়তো ভুল তাস খেলে বসেন—মাথাটা কেমন ঘুলিয়ে গেছে। পর পর চারবার ওঁকেই 'ছাগল' হতে হল। "ব্যা, ব্যা, রাম-ছাগল" বলে ওঁকে ভেঙায় মাখনো। আবার হাসেও। কিন্তু সে হাসি শুধু মুখের নীচের অংশে।

এক এক দান খেলার শেষে মদের বোতলের দিকে হাত বাড়িয়ে দেয় মাখনো—ভঙ্গীটা অনেকটা বাঁদরের মতো। সকলের কাপে, গেলাসে মদ ঢালে আর চেয়ে চেয়ে দেখে সবাই সমান খাচ্ছে তো! কথাবার্তাও চলে—মামুলি খোসগল্প, আর কিছু নয়। মনে হয় বুঝি কোন্ স্যাঁৎসেঁতে, ঠাণ্ডা রাত্রে সত্যি সত্যিই ক'জন বন্ধু বসেছে একসঙ্গে, গল্পে-গুজবে সময় কাটাচ্ছে—আর ওদিকে বৃষ্টির ঝাপটা লাগছে অন্ধকার সার্সির গায়ে, বাড়ির সামনে নিষ্পত্র পপলার-শীর্ষে দোলা লাগিয়ে শোঁ শোঁ শব্দে বাতাস বিলাপ করছে—পথহারা আত্মার আর্তরবের মতো।

মাখনোর খেলা সময়ের খেলা। কিন্তু দেরী হলে চুগাইয়েরই বা ক্ষতি কি? 'যা থাকে কপালে' বলে ও এখন গ্যাঁট হয়ে বসে আছে। গৃহকর্তার আকারে ইঙ্গিতে যখন বোঝা গেল যে, দলের চার নম্বর খেলোয়াড়—ঐ যে চোখে কালি, পাকা চুল, কেতাদুরস্ত ভদ্রলোক যিনি কথাই বলেন না, তিনি দেনিকিনের অফিসার—তখন অঘটন ঘটলেও চুগাই বিস্মিত হ'ত না। ওদিকে লিঅন চর্নিই সবার আগে ভেঙে পড়বেন তা এখন প্রায় বোঝাই যাচ্ছে—পকেট থেকে নোংরা রুমাল বার ক'রে জ্বরগ্রস্তের মতো সেটাকে তিনি দলা পাকাচ্ছেন, আর প্রত্যেকবার মদ খাওয়ার পর নাকে-চোখে ঘষছেন। সত্যি, যা ভাবা গিয়েছিল

ঘোড়াই তো চাই লাখ পাঁচেক। এত সব জিনিষ আপনাদের আছে বলতে চান?"

মেটের টিনটা তখন খালি। সেটাকে দূরে সরিয়ে দিলেন লিঅন চর্নি। কুঞ্চিত কপালে সরু সরু রেখা ফুটে উঠল।

"অঙ্কের ভয় দেখাবেন না জাহাজী সাহেব। আপনার অঙ্ক-টঙ্ক সব ফাঁকা। শতচ্ছিন্ন পুরানো রুশিয়াকেই আপনার ঐ অঙ্ক দিয়ে যেভাবে জোড়াতালি লাগাবার চেষ্টা করছেন, দেখলে করুণা হয়! স্রেফ প্রচ্ছন্ন জাতীয়তাবাদ! রেড আর্মিতে তিরিশ লক্ষ সৈন্য! বাপরে কি হবে! আচ্ছা ধরলাম আপনারা তিরিশ লক্ষই জোটালেন। আপনার ঐ লক্ষ লক্ষ চাষী-মালদারের দল বুকে রেড স্টার লাগিয়ে খাড়াই থাকবে—আর পবিত্র, সত্য বিপ্লব তাদের মাথার ওপর দিয়ে পার হয়ে যাবে। আমাদের আর্মি....", ছোট্ট মুঠো দিয়ে টেবিলের ওপর ঘুষি মেরে আবার বল্লেন, "সমগ্র মানুষ জাতিই আমাদের আর্মি আর আমাদের গোলাবারুদ হল মানুষের মহৎ ক্রোধ। কোনো রকমের রাষ্ট্রই আর মানুষ আজ সহ্য করতে প্রস্তুত নয়—তা সে ধনবাদী রাষ্ট্র হোক, কি সর্বহারা শ্রেণীর একাধিপত্যই হোক।...সূর্য, মাটি আর মানুষ! আগুন লাগিয়ে দাও, আরিষ্টট্‌ল্‌ থেকে মার্কস পর্যন্ত দর্শনের যা কিছু গ্রন্থ সব আগুন লাগিয়ে দাও। আর্মি চাই! পাঁচ লক্ষ ঘোড়া চাই! ছোঃ সার্জেণ্ট মেজরের গোঁফ পর্যন্তই আপনার কল্পনার দৌড়। নিনগে আপনার আর্মি আর ঘোড়া! কোটি কোটি মানুষের হাতে অস্ত্র তুলে দেব আমরা। আর যদি কিছু না থাকে, শুধু নখ আর দাঁত আর পাথর থাকে, তাই দিয়েই আপনাদের আর্মিকে হটিয়ে দেব—সভ্যতা-টভ্যতা যা কিছু আঁকড়ে থাকতে চান আপনারা, সে সব মাটিতে মিশিয়ে দেব একেবারে....."

"বুড়ো বক্তৃতাবাগীশ!" চুগাই ভাবল। এর আগে টান টান হয়ে বসে চর্নির কথা এক মনে শুনছিল মাখনো, কিন্তু এখন ওর কাঁধ জোড়া ঝুলে পড়েছে, তোবড়ানো গাল দুটো রক্তহীন, বিবর্ণ। মাস্টার মশাই সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানের সীমা ছাড়িয়ে গেছেন তাই ও আর মাষ্টার মশাইয়ের কথা বুঝতে পারে না। চুগাই এটা লক্ষ্য করেছিল। সে বল্ল ঃ

"আপনাকে আর একটা কথা শোধাতে চাই লিঅন চর্নি....."

"কি, বলে ফেলুন!"

"আপনার কথা যতদূর বুঝেছি তাতে মনে হয়, সর্বজনীন সৈন্য সংগ্রহের জন্যে কোনো ব্যবস্থা করছেন না আপনারা। কিন্তু যে জিনিষই হোক, আরম্ভ করতে গেলে একটা কিছু দিয়ে শুরু করতেই হয়। বোমা ফাটানোর আগে ফিউজ চাই, আগুন জ্বালাতে গেলে চাই দেশলাই। তো আপনারা কোন্‌ ফিউজ লাগাবেন ভেবেছেন? কর্মী কোথায় আপনাদের? মাখনো আপনাদের কর্মী?" (লিঅন চর্নির চোখ ঘুরছে—ফাঁদটা কোথায়?) "মাখনোর সৈন্যদল লড়াইয়ের জন্যে পাগল, তা জানি, কিন্তু ওতে এনার্কিস্টের সংখ্যা এমন আর কি? এ আর্মি তো আপনাদের আর্মি নয়।"

॥ বারো ॥

ভ্লাদিমির্স্কোয়ে গ্রামে নিজের বাড়ীতে ফিরল আলেক্সি ক্রাসিল্নিকভ। বাড়ীর ভস্মস্তূপের ওপর তখন তুষারে তুষারে ছেয়ে গেছে। আলেক্সি সেখানে পায়চারি করে। প্রতিবেশীর রান্নাঘর থেকে ধোঁয়ার গন্ধ আসে। আলেক্সি চেয়ে চেয়ে দেখেঃ শীত তো সবে শুরু, কিন্তু হাঁসগুলো এখনি দিব্যি পুরুষ্টু হয়ে উঠেছে—ডানা মেলে প্যাঁক প্যাঁক শব্দে চলেছে হিমঢাকা মাঠের ওপর দিয়ে—কখনো ছুট দেয়, কখনো বা আকাশে ওড়ে। যতই এসব জিনিস নজরে পড়ে ততই আলেক্সি টের পায় যে, দস্যুজীবনে ওর একেবারে ঘেন্না ধরে গেছে।

আর্মির মালটানা গাড়ীতে চড়ে স্তেপের ওপর দিয়ে সেই যে ছোটাছুটি দৌড়াদৌড়ি, সেই যে ধু ধু করে জ্বলছে গ্রামের পর গ্রাম—সে সব জিনিস চাষীর পোষায় না। ধীর, মন্থর গতিতে জমির কথা ভাববে, জমির কাজে হাত লাগাবে—তবেই না চাষীর জীবন। একটু খাটতে পারলেই হল, মা বসুমতী একেবারে ছাপ্পর ফুঁড়ে দেবেন। মাখনোর সঙ্গে থেকে থেকে চাষবাসের ভাবনা-চিন্তা আলেক্সি ভুলেই গিয়েছিল—এখন আবার নতুন করে ভাবতে ভারী ভাল লাগে। শীত-গ্রীষ্মের কঠোরতাবর্জিত মেদুর, ধূসর দিনগুলি—মন্থরগতি তুষারকণিকা ভেসে আসে ক্বচিৎ কখনো—গ্রামীন নিস্তব্ধতা, ধোঁয়ার মধ্যে সুপরিচিত ঘর-মুখো গন্ধ—এসবই তার ভাল লাগে, যা দেখে তাতেই যেন কী আনন্দ মাখানো আছে! পায়চারি করে আর মাঝে মাঝে হেঁট হয়ে কুড়িয়ে তোলে—হয়তো একটা পেরেক, নয়তো জং-ধরা এক টুকরো টিন, কিংবা একটা লোহার টুকরো—তুলে তুলে দূরে ফেলে দেয়। এক জায়গায় জমে জমে সেগুলো ঢের হয়ে ওঠে। তিন গাড়ী লুটের মাল এনেছে বটে, কিন্তু সে মালের প্রতি লোভ তত নয়। এখন আর পদে পদে কড়াক্রান্তি হিসেব করে চলতে হবে না, নতুন করে ঘর বানিয়ে নিশ্চিন্তে চাষবাস করতে পারবে, একথা ভেবেই ওর পরম সুখ। অবিশ্যি কাজ অনেক—প্রথম খুঁটিটা পোঁতার দিন থেকে শুরু করে সেই রুটি বানানোর দিন পর্যন্ত কাজের আর অন্ত থাকবে না। তারপর একদিন—নিজের মাঠের গম, তারই সুগন্ধ রুটি উনুন থেকে সেঁকে তুলবে মাত্রিয়োনা। বলবে, "সবে হল উনুনটা, কিন্তু এরি মধ্যে রুটি কেমন ফুলছে, দেখ!" এ কথা ভেবেও সুখ পায় আলেক্সি। ঘাবড়াও কেন? বেঁচে থাক্ চাষীর মেহনত—সবই আবার ফলে ফুলে শ্রীমন্ত হয়ে উঠবে।.....

পোড়া বাড়ীর ছাইয়ের মধ্যে জুতো দিয়ে খোঁচাতে খোঁচাতে একখানা কুড়ুল বেরিয়ে এল—তার হাতলের প্রায় সবটাই পুড়ে গেছে। ওটাকে অনেকক্ষণ চেয়ে

শুনিনি!" রান্নাঘরের পোড়া চিমনীটা মাথা জাগিয়েছিল ছাইগাদার ওপর, একা একা; সেটার ভিত শক্ত কি না দেখবার জন্যে জোর ঠেলা লাগাল আলেক্সি, প্রাণপণ শক্তিতে—চিমনীটাও অমনি নড়ে উঠল.....স্নায়ুই বটে!

আলেক্সির এক বিধবা আত্মীয়া—তাঁর ওখানে উঠেছে তিনজন—আলেক্সি, মাত্রিয়োনা আর কাতিয়া। সে বাসায় জায়গা কম, অসুবিধা খুব—তবে উনুনের পাড়টা চুণকাম করে নিয়েছে মাত্রিয়োনা, মাটির মেঝেতে বেশ করে কাদাও লেপেছে। ঝাপসা কাঁচওলা ক্ষুদে ক্ষুদে জানলা—তাতে ঝুলিয়ে দিয়েছে লেসের পর্দা। একগাড়ী, দুগাড়ী, যেখানে যা মালপত্তর পায় কিনে রাখে আলেক্সি এমনি করে ওর ভাঁড়ারে আলু জমেছে, ময়দা জমেছে, আর ঘোড়ার খাবার যা জমেছে তাতে এবারের মতো হয়ে যাবে। ওর কাছে দর কষাকষি পাবেন না, কঞ্জুষিপনা পাবেন না, এমন কি খুব যদি ধরে করে পড়েন তো একটু নুনও দিয়ে দিতে পারে—আজকাল নুনই যে সোনার চেয়েও দামী। আলেক্সি জানে যে, গাঁয়ের লোকের চোখে ওর পয়সা ফাঁকির পয়সা; ওর তিন গাড়ী মাল আর পাঁচটা ঘোড়া—তার জন্যে ওদের চোখ টাটাবে অনেক দিন পর্যন্ত।

কিভাবে ও বাড়ীটা তৈরি করবে সে কথা যখন ওদের বোঝাতে গেল তখন আরও মুশ্‌কিল। পার্কের ঢালু জমিতে পাতা-ঝরা গাছপালার মাঝখানে ঐ যে ভাঙাচোরা জমিদার বাড়ীটা খালি পড়ে রয়েছে—ওরই একটা অংশ ভেঙে আনতে চায় আলেক্সি। প্রকান্ড বাড়ীটাতে অবিশ্যি কিছুই নেই আর—থামটাম সব খসে খসে পড়ছে, শার্সিহীন জানলাগুলো হাঁ করে আছে। কিন্তু যে দিকে নায়েব থাকত, সে দিকে হাত দেয়নি কেউ। ঐ অংশটাকে ভেঙে নিয়ে আলেক্সির পোড়া ভিটের জায়গায় বসিয়ে দেওয়া খুবই সহজ।

কিন্তু কৃষকদের মনে ভয়—অস্পষ্ট, অনির্দিষ্ট। গাঁয়ের ওপর শাসন চালাবার কেউ নেই ঃ তাড়া খেয়ে পালিয়েছে হেৎমান; পেৎলুরার দলবল এখনও টিঁকে আছে বটে, তবে সে শুধু শহরে; আর রেড-রা তো এসেই পৌঁছায়নি। কিন্তু মাথার ওপর কেউ নেই এটাই কেমন অদ্ভুত লাগে—এ রকম কখনো দেখেনি বলেই হয়তো। ধরুন যদি পরে এর জন্যে ওদেরই জবাবদিহি করতে হয়, বলা তো যায় না।.....সুতরাং স্থির হল যে, গ্রামের একজন মোড়ল চাই, নির্বাচন করে ঠিক করতে হবে। কিন্তু প্রধান হতে কেউ রাজি নয়। যারা একটু বুদ্ধিশুদ্ধি রাখে, টাকা-পয়সা আছে, তারা তো প্রস্তাব করলে উড়িয়েই দেয়—"কী যে বল! আমি ওসবের মধ্যে নেই বাপু!" একেবারে নিঃসম্বল, গরীবগুর্বো কাউকে এত বড় গদীতে বসাবে, তাতেও আবার কারও মন সরে না। সোবিয়েত অঞ্চল থেকে কত গুজব শোনা যায়ঃ এমনি ধারা গরীবগুর্বোকেই তারা নাকি গদীতে বসিয়েছিল, কিন্তু একবার নির্বাচন হল কি ব্যস্, কোথায় গেল তাদের বিনয় আর কোথায় গেল কি—দাপট দেখলে তাজ্জব হয়ে যাবে।

শেষ পর্যন্ত ঠিক লোক খুঁজে খুঁজে বার করল মেয়েরা। মুখে মুখে ছড়াতে ছড়াতে খবরটা একেবারে গাঁ-ময় ঃ বলি শুনেছ, আফানাসি ঠাকুর্দাকেই মোড়ল

বানাতে হবে, ঠাকুরের আদেশ। দুই ছেলের বৌ নিয়ে আরামে থাকেন ঠাকুর্দা (জার্মানির সঙ্গে যুদ্ধে ছেলে দুটি মারা গেছে)! মাঠে ঘাটে খাটাখাটনির বালাই নেই, শুধু বাড়ীঘর, হাঁস মুরগি এইসব দেখাশুনা করেন আর বসে বসে বৌ দুটিকে ধমকান। বড় ছিদ্রান্বেষী, মনটাও ছোট। বয়েসকালে, মানে বহু বহু দিন আগে, উনি নাকি লড়াইয়ে গিয়েছিলেন—জেনারেল স্কোবেলেভ-এর সঙ্গে।

মোড়লের গদিতে বসতে ঠাকুর্দার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেইঃ "তোমরা যে সম্মান দিলে তার জন্যে ধন্যবাদ। তবে মনে রেখো, আমার কথা না শুনলে কিন্তু পার পাবে না!" ব্যস্, তখন থেকেই ওঁর দাড়িতে চেরা সিঁথি—ঠিক জেনারেল স্কোবেলেভের মতো—শীপস্কিন কোটটা নামিয়ে এনে একেবারে পাছার ওপর বেল্ট দিয়ে বাঁধা, হেজেল লাঠিতে ভর দিয়ে গাঁয়ের এদিকে ওদিকে চক্কর মারেন—খুঁজে খুঁজে দেখেন কোথাও কোনো খুঁত বার করা যায় কিনা। ওঁর সঙ্গে দেখা হলেই টুপি তুলে সসম্মানে নমস্কার জানায় আলেক্সি। আর জাঁদরেল ভ্রূজোড়া কুঞ্চিত করে ঠাকুর্দা শোধান ঃ

"বেশ, বেশ, তা কাজকর্ম কেমন চলছে?"

"ভালই চলছে আপনার আশীর্বাদে। মুশকিল শুধু একটা, জানেনই তো।"

"চাষীদের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে পারনি এখনো?"

"না, শুধু আপনিই ভরসা, একবার যদি সুবিধা মতো পায়ের ধুলো দেন!"

"হুঁঃ, তাতে যে তোমার বড্ড মান বেড়ে যাবে হে!"

কিন্তু শেষ পর্যন্ত একদিন আফানাসি আফানাসিয়েভিচ্‌কে লোভ দেখিয়ে ঘরে টেনে আনলে আলেক্সি। বুড়োর ছেলের বৌদের কাছে মাত্রিয়োনাকে পাঠিয়ে দিল—ওদের কাছ থেক হাঁস কিনে আনবে. সবচেয়ে পুরুষ্টু হাঁসটা, আর সঙ্গে সঙ্গে বলে আসবেঃ পরদিন আলেক্সিদের ঘরে জন্মদিনের খানাপিনা আছে ...ছোট্ট ঘর তাই নেমন্তন্ন টেমন্তন্ন করছে না কাউকে, তবে আত্মীয় বন্ধু কেউ যদি পায়ের ধুলো দেন সে তো সুখের কথা। ঠাকুর্দা আফানাসির কৌতূহল আর বাগ মানে না—শীতের সন্ধ্যা নামতে না নামতে জন্মদিনের ভোজসভায় এসে হাজির। আগুনের তাপে খাসা গরম ঘরটা; দরজা থেকে সোজা একেবারে টেবিল পর্যন্ত এক টুকরো গালিচাও বিছানো আছে। আর টেবিলের ওপর খাবার সাজানো থরে থরে, ভাল-মন্দ কত যে জিনিষ! অন্য অন্য বাড়ীতে কুপি জ্বলে, নয়তো পরিত্যক্ত টিনের পাত্রে সলতে ভাসে—আলোর চেয়ে কালিই বেশী। আর এখানে টেবিলের মাঝামাঝি জায়গায় ওপর থেকে ল্যাম্প ঝুলছে, তেলের ল্যাম্প।

কর্তৃপক্ষজনোচিত গম্ভীর ভঙ্গীতে প্রবেশ করলেন আফানাসি ঠাকুর্দা। টুপি সরাতে প্রথমেই চোখে পড়ল সুন্দরী মাত্রিয়োনা, তার কোঁচকানো ঠোঁট, আর কঠিন, কালো চোখ। তারপর সেই অন্য মেয়েটি—গাঁময় যাকে নিয়ে

ঘণ্টায় বাজে, সেজন্যেই এটার দাম। ভোর বেলা আর মুরগীর ডাক শোনার জন্যে কান পেতে থাকতে হবে না। এই স্প্রিংটা চেপে রাখবেন, ব্যস ঠিক সময় ঘড়ি বেজে উঠবে—বুট পরে সোজা রওনা দেবেন গোয়াল ঘরে...”

“আ-হা-হা,” বিরাট হাঁ করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন ঠাকুর্দা—দন্তহীন মাড়ি দেখা যায়। “আ-হা-হা, এটা থাকলে রোজ সকালে বৌ দুটোকে তুলে দেওয়া যায়। ধুম্‌সী মাগীদের খালি ঘুম—এবার থেকে আর বেশী ঘুমতে হবে না!”

শুঁটকো ঘাড়ে গলাবন্ধ জড়িয়ে নিয়ে বুড়ো আফানাসি শীপস্কিন কোটটা গায়ে চাপালেন, তারপর বেরিয়ে গেলেন টলতে টলতে। আলোটা কমিয়ে দিল মাত্রিয়োনা। তারপর ও আর কাতিয়া দুজনে মিলে টেবিল-টেবিল ধোয়া-মোছা সারল। আলেক্সি বসেই আছে।

“পুরোনো ভদকাটা কি খুব কড়া ছিল—না কি অনেকদিন মদ খাইনি বলেই এমন হচ্ছে?” কাঁপা গলায় আলেক্সি বল্ল। “মাত্রিয়োনা, যাও না বাইরে গিয়ে গরু-টরুগুলো একবার দেখে এসো না!”

মাত্রিয়োনা নিরুত্তর, ওর কথা যেন শুনতেই পায়নি। একটু পরে মুচকি হেসে কাতিয়ার দিকে চাইল।

“আপনার তো কিছু হদিসই পাইনে ছাই,” বলে চল্ল আলেক্সি। “কেন, আমরা কি আপনার যোগ্য নই? না কি, আপনিই একেবারে হাঁদাকান্ত?”

মাত্রিয়োনার চোখের কড়া ইঙ্গিত পেয়ে কাতিয়া চুপ করে থাকে বটে, কিন্তু গাল দুটোতে মনে হয় আগুন ধরে গেছে।

“না হয় একটু কাঁদতেন, কিংবা অমনি আর কিছু করতেন তাহলেও তো বুঝতাম,” ফের বল্ল আলেক্সি। “আপনার মতো আর কাউকে দেখিনি, কখ্‌খনো দেখিনি, খোদার কসম! সবার সামনে বল্লাম ও আমার বাগদত্তা—তবু একটু কাঁপলও না, চোখ নামিয়ে বেমালুম বসে রইল! না, না, ও রক্তমাংসের মানুষ নয়, ও পরী, হ্যাঁ পরী, আলবৎ বলছি! এদিকে এস তো মাত্রিয়োনা। ছেলেপিলে-গুলো পর্যন্ত ওকে আঙুল দিয়ে দিয়ে দেখায় তাও কি বোঝে না! ‘লুটের সঙ্গে ঐ মেয়েটাকে নিয়ে এসেছে আলেক্সি—তাসের বাজিতে ওকে জিতে এনেছে মাখনোর কাছ থেকে,’ এ কথা তো সবাই বলে।.....কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না ওর।.....না হোক, তা বলে আমিও নির্বিকার থাকতে পারব না।” হঠাৎ ভীষণ চেঁচামেচি শুরু করে দিল আলেক্সি, “হ্যাঁ, ও আমার বাগদত্তা। কেউ সে খবর জানল তো আমার ভারী বয়ে গেল!”

বিবর্ণ মুখ কাতিয়ার। তোয়ালে আর প্লেট হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল, বাইরে যাবে। কিন্তু মাত্রিয়োনা বাধা দিল, কাঁধের ওপর জোরে চাপ দিয়ে ধরে রাখল।

“জীবনকে কোন্ দিক থেকে ধরতে হয় তা তো আমরা শিখেছি..... জীবনে প্রথম নরহত্যা করেছি সে-ই ১৯১৪-য়।” ক্ষণস্থায়ী হাসি হাসল আলেক্সি। “বসে বসে দেখছিলাম গুঁড়ি মেরে মেরে জার্মানটা এগিয়ে আসছে। মাথাটা একবার তুলেছে, অমনি ট্রিগারে টান দিলাম—ব্যস থপ করে কাত হয়ে পড়ে

(টেবিলের ওপর টিনের ল্যাম্প ঝুলছে; মাথাটা তুলে স্তিমিত শিখার পানে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল কাতিয়া।) "ভাদিম মারা গেল।.....তারপর আপনি আমাকে কুড়িয়ে আনলেন।"

"কুড়িয়ে আনলাম!" হেসে উঠল আলেক্সি। চোখ দুটো কিন্তু কাতিয়ার মুখের ওপর বাঁধা, একবারও সরায়নি। "আপনি কি পথ-হারানো বেড়াল? তাই মনে করেন নাকি নিজেকে?"

"হ্যাঁ, আমি তাই ছিলাম। তবে আর থাকতে চাইনে। আমি ছিলাম পরী—না ভালো, না মন্দ, না রুশ, না বিদেশী!" ওর ঠোঁটের কোণা একটু কুঁচকে উঠল, অনিচ্ছাসত্ত্বেও। ভ্রূভংগী করল আলেক্সি। "তারপর হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলাম, আমি রুশ মেয়ে। সাধারণ রুশ মেয়ে, ব্যস আর কিছু নয়। এবার থেকে তাই থাকব, আর বদলাব না। আপনাদের সংগে ঘুরতে ঘুরতে দুঃখের জিনিষ অনেক দেখেছি, যা ভয়ংকর তাও দেখেছি।.....সব কিছু সহ্য করেছি, নালিশ করিনি।.....একটা সন্ধ্যার কথা মনে পড়ে ঃ গাড়ী থেকে ঘোড়াটোড়া সব খুলে দেওয়া হচ্ছে এমন সময় ঘোড়া হাঁকাতে হাঁকাতে কিছু লোক এসে পেঁছিল। মহা-উত্তেজনা তাদের মধ্যে। রান্নার হাঁড়ি ফুটছে, তার চারপাশে জমা হয়ে কী হৈচৈ আর হাঁকডাক....."

"শুনছ মাত্রিয়োনা? উনি সেই....."

"হাঁড়ির চারপাশে ভিড় বাড়ে। গল্প চলেঃ কে কত দারুণ লড়াই করে এল তারই কাহিনী। কে ক'টা মাথা কেটেছে, ঘোড়া চালিয়ে দিয়েছে একেবারে শত্রুর ঘাড়ের ওপর, হাতাহাতি লড়াই করেছে—সেই সব গর্বের কথা। হয়তো তার অনেকখানিই বানানো।.....তবু ওর মধ্যে এমন কিছু ছিল যা বিরাট, যা শক্তিমান....."

"উনি কোন্ ঘটনার কথা বলছেন বুঝেছ মাত্রিয়োনা? সেই যে ভের্খনি গাঁয়ে জার্মানদের সংগে যুদ্ধ, সেই যুদ্ধের কথা। সত্যি, সে এক দারুণ যুদ্ধ!"

"গাড়ী থেকে লাফিয়ে নেমে এলেন আপনি, মনে আছে। আপনার কাছে যেতেই ভয় হচ্ছিল.....।" ওর গলার সুরে ছেদ পড়ল, বিস্ফারিত চোখ মেলে কী যেন দেখছে—দূরে, বহু দূরে। "আগে এমনি ছিল। তারপর এখানে আসার সময় মনে মনে বল্লামঃ একটুখানি জমির ওপর গতানুগতিক জীবন, সে আর নয়—এবার শুরু করব এক বিরাট জীবন, নতুন জীবন। কিন্তু এখানে কি আছে? শুয়োর আর মুরগি আর একফালি সব্জিক্ষেত, ওপারে কাঠের বেড়া; আর তারপর দিন হতে দিনান্ত—আশাহীন, বর্ণহীন।....." (কপালে রেখা ফুটল কাতিয়ার। স্তেপের পথে চলতে চলতে যে মহাস্বপ্ন মনে হয়েছিল প্রায় ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে, সে স্বপ্নকে ভাষা দেওয়ার ক্ষমতা কোথায়!) "এখানে এসে মনে হল উৎসব যেন শেষ হয়ে গেছে।.....আজ আপনি বলে দিলেন, ইচ্ছে করেই বলে দিলেন যে, আমি আপনার বাগদত্তা। ব্যস, হিসেব কষা সব সাঙ্গ! তারপর? তারপর সন্তানের জন্ম দেওয়া.....। আপনার বাড়ী হবে, পয়সা হবে, পরে

॥ তেরো ॥

দাশা আর ইভান ইলিয়িচ রেজিমেণ্টে ফিরে গেছে, খামার বাড়ীর এলাকার মধ্যে একটা কুঁড়ে ঘরে সংসার পেতেছে। ঘরটার ঠিক পাশে সদর দরজার ওপারে তেলেগিনের অফিস। অফিসের মধ্যে আছে টেলিফোন, ক্যাশ বাক্স আর রেজিমেণ্টের পতাকা, খাপে ঢাকা। কুঁড়ে ঘরটা অবশ্য দাশার খাস জমিদারী। তার আসবাব হল ঃ লম্বা রুশ চুল্লী একটা—তাতে রান্না হয় না, স্নান হয়; কসাক মেয়েদের কাছ থেকেই স্নানের ঐ কায়দাটা শিখেছে দাশা—ভেতরে খড় বিছিয়ে দিয়ে সোজা ঢুকে পড়ে চুল্লীর মধ্যে। এ ছাড়া আছেঃ একটা খাট, দুটো শক্ত বালিশ, পাতলা কম্বল একখানা (ইভান ইলিয়িচ শোয় গ্রেটকোট মুড়ি দিয়ে); পরিষ্কার ঢাকনা দেওয়া টেবিল একটা—ওখানে ওদের খাওয়াদাওয়া হয়; একটা ছোট ঝোলানো আয়না; দরজার কোণে ঝাঁটা একটা; আর চুণকাম করা চুল্লীর গায়ে একটা খাঁজের মধ্যে চীনেমাটির সেই বেড়াল আর কুকুরছানা।

দু বছর আগে প্রেমে যখন ওদের আধ-পাগল অবস্থা, তখনও ওরা ঘর বেঁধেছিল প্রায় এমনিভাবেই। সেই ঘরে ওদের প্রথম রাত্রের অভিজ্ঞতা—সে কথা কখনো ভুলতে পারবে না দাশা। ফ্ল্যাটটা নতুন, তার জানালার ওপরে বৃষ্টি-ভেজা কামেনো-অস্ত্রভ স্ট্রীট। ওর কুমারী মন তখন ধীর স্থির, প্রশান্ত; কিন্তু সন্ধ্যার অন্ধকারের মধ্যে ইভান যেভাবে জানালার ধারে বসে রইল তাতে ও বুঝতে পারল যে, সে সঙ্কোচে মরে যাচ্ছে। ও তাই ঠিক করেছিল যে, নিজেই অগ্রণী হয়ে ইভানকে সুখী করবে। "এসো ইভান," বলে ওই ডাকল, তারপর দুজনে মিলে এল শোবার ঘরে। সেখানে মেঝের ওপর একটা প্রকাণ্ড ভাস-এ একরাশ মিমোসা ফুল—কী মিষ্টি গন্ধ। আলমারির দরজা খুলে তারই আড়ালে ও কাপড় ছাড়ল, তারপর খালি পায়ে মেঝের ওপর দিয়ে ছুটতে ছুটতে একেবারে লেপের তলায়। গলা দিয়ে বার হয়েছিল একটি কথা এক নিশ্বাসেঃ "ইভান, তুমি আমাকে ভালবাস?"

প্রণয়সম্পর্কের বিষয় নিয়ে ওর আগে দাশা অযথা অনেক মাথা ঘামিয়েছিল বটে, কিন্তু আসলে ও বিষয়ে ওর প্রায় কোনোই ধারণা ছিল না। সে রাত্রে ইভান ইলিয়িচের সঙ্গে আদানপ্রদানে ওকে ব্যর্থতাই অনুভব করতে হয়েছিল। যার জন্যে এত কবিতা, এত কাহিনী, এত গান—সে কি এই? এ তো সে যাদু নয়, যে যাদুর শক্তিতে আনন্দ আর অশ্রু দুই ঝরে পড়ে; কাতিয়ার ফ্ল্যাটে একা একা পিয়ানোয় বসে যে-যাদুর স্বপ্ন দেখে ও গানের মাঝখানেই

বক্তৃতা শুনে দাশা তো আরও জড়সড়। কিন্তু পালাবার পথ নেই।

সাপঝকভের সঙ্গে জারিতসিন গেল—বই, ক্যাম্বিশ, রং এসব তো জোগাড় করতে হবে। কিছু কিছু পাওয়াও গেল। সাপঝকভের কাছ থেকে পরামর্শ আসে এন্তার, অজস্র—তার খানিকটা কাজে লাগে, কিন্তু বেশীর ভাগই একেবারে উদ্ভট। ঠিক হলঃ ভণিতা টনিতা বাদ দিয়ে এবার সোজাসুজি অভিনেতা অভিনেত্রী যোগাড় করে ফেলা যাক—শিলারের 'দস্যু' নাটক মহড়া দেওয়া আরম্ভ করতে হবে অবিলম্বে।

তেলেগিন খুব খুশী। অবিশ্যি থিয়েটার দেখার আশায় ততটা নয়; ও খুশী এই জন্যে যে শেষ পর্যন্ত একটা কাজ খুঁজে পেয়েছে দাশা, কাজের মধ্যে একেবারে ডুবে গিয়েছে—এই ছুটছে, এই বোঝাচ্ছে, এই বকছে, কখনো বা বিরক্তির চোটে কেঁদেই ফেলছে—মহা ব্যস্ত দাশা। আগের দিনে দাশার অভ্যাস ছিল, নিজের আবেগ-অনুভূতির ওপরই মনটাকে অযথা কেন্দ্রীভূত করে রাখত; অন্তরের সারল্যে তেলেগিন এখন খুশী মনে কল্পনা করে যে, দাশার পক্ষে আর আগের সেই অভ্যাসে ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনা রইল না।

রেজিমেণ্ট থেকে হুকুম দিয়েছে—আগ্রিপিনা, আনিসিয়া, লাতুগিন (পাছে বাদ পড়ে যায় সেই ভয়ে লাতুগিন আবার কমিসারের কাছে সশরীরে আবেদন করেছিল), কুজমা কুজমিচ, বাইকভ এবং আরও ক'জন গাইয়ে বাজিয়ে—এদের সবাইকে থিয়েটার পার্টিতে যোগ দিতে হবে।

সেই রাত্রে একটা গোলাঘরের মধ্যে বসে একটুকরো বাতির ক্ষীণ আলোয় নাটকটা সবাইকে পড়ে শোনাল দাশা। অসংখ্য শ্রোতার শ্বাসপ্রশ্বাসের বাষ্পে যেন কুয়াশা জমেছে, অভিনেতাদের ভাল করে দেখাই যায় না। উঠন্ত ঝোড়ো হাওয়ায় দরজার ফাঁক দিয়ে ঘরের মধ্যে বরফের ছাঁট আসছে। দাশার গলার স্বর পরিষ্কার—বেসনভের আবৃত্তির ধরণ যতটুকু মনে আছে তাই নকল করতে চেষ্টা করে। মনে পড়ে বেসনভ কিভাবে পড়তঃ কালো ফ্রক কোটের সামনের দিকে একটা হাত গুঁজে দিত, তারপর শব্দ উচ্চারণ করত একেবারে নৈর্ব্যক্তিক সুরে—এক একটা শব্দ যেন এক একটা বরফের টুকরো; আর চারপাশে আরাম-চেয়ারে বসে গুরুভার শ্বাস ফেলতেন সাহিত্যিক মহিলাবৃন্দ, উদগ্রীব হয়ে শুনতেন বেসনভের আবৃত্তি।...

বইটার অনেক জায়গায় অনেক কাটছাঁট করা সত্ত্বেও মোটেই জমছে না—অর্ধেক দূর পর্যন্ত পড়তে না পড়তে দাশা তা বুঝতে পারল। হড় হড় করে পড়া শেষ করল কোনো রকমে। বই বন্ধ করার পর কেউ আর কথাই বলে না, অস্বস্তিকর থমথমে ভাব। শেষকালে দাশা বল্লঃ

"এই, এই হল শিলারের 'দস্যু'—এটাই আমাদের থিয়েটার হবে....."

লোকেরা এবার সিগ্রেট জ্বালাল। লাতুগিন না কে যেন বল্লঃ

"লেখকের বুদ্ধি তো বেশ সূক্ষ্ম!"

নতুন কথা জুড়ে দেওয়া হল কার্লের মুখেঃ "যাও হতভাগিনী, ঘরে যাও!" তারপর কাঁদতে কাঁদতে আমালিয়ার প্রস্থান।

আমালিয়ার পার্ট করবে আনিসিয়া, আর কার্লের পার্ট লাতুগিন। ঘৃণ্য কালসাপ ফ্রান্জ্—তার জন্যে প্রথমে বাইকভের নাম করা হয়েছিল। কিন্তু ও যদি আবেগ সংযত করতে না পারে, তাহলে লোকে হেসে উঠবে, বিশেষ ক'রে ওর দাড়ি দেখলে হাসির চোটে ঘর ভেঙে পড়বে। তাই ফ্রান্জের পার্ট দেওয়া হল কুজমাকে। দাড়ি, জুল্ফি কামিয়ে ওর বয়স কমিয়ে ফেলতে হবে, সে হুকুমও জারি হয়ে গেল। ভানিন নামে আর একজন সিপাহীর গলাটা খুব জোরালো। সেই হবে বুড়ো, কাউণ্ট ম্যাক্সিমিলিয়ান ভন মুর। ক'জন নওজোয়ান সিপাহী আর আগ্রিপিনা—বাকী পার্টগুলো কাড়াকাড়ি করে নিল তারাই। পাটের ফেঁসো আর প্রদীপের তেল নিয়ে এল কে যেন, জ্বলন্ত মশালে গোলাঘর একেবারে আলোয় আলোময়। তখনই মহড়া শুরু হয়ে গেল।

দাশা ঘরে ফিরতে ফিরতে প্রায় সকালই, কিন্তু তবু সে বসে বসে ইভানকে মহড়ার বিবরণ শুনিয়ে চলে। ইভানের আসন খাটের ধারে—কাঁধে কোট, খালি পা—হেসে একেবারে কুটপাট।.....

"কার্ল মুরের পার্টে লাতুগিন!" বলে ইভান ফের হাসিতে গড়াগড়ি। 'ওঃ আর হাসিও না বাবা.....হতভাগাটা কার্ল মুর সাজতে চায় কেন তাও জান না? আনিসিয়াকে ভজছে যে।.....ওদিকে শারিগিন আবার বলেছে ওকে দেখে নেবে।.....ফ্রান্জের পার্টে কুজমা? বেশ মানাবে।.....তা ওদের পোষাকআশাক কোথায়? আর্মির জামা পরে তো আর পশ্চার টশ্চার করা যাবে না! পেত্রোগ্রাদের এক ব্যারিস্টার এখানে খামার বাড়ীতে আটকা পড়েছে—দেখি, সাপ্লাইয়ের ম্যানেজারকে তার কাছে পাঠিয়ে দেখি, গোটা দুই ফ্রক কোট আর টেল কোর্ট দিতে পারে কি না।"

"নাঃ, তোমাকে কিছু বলে সুখ নেই, সবতাতেই এমন ঘোড়ার মত হাস! দেখি, ছাড় এখন!"

বিছানায় উঠে দেওয়াল ঘেঁষে শুয়ে পড়ল দাশা—স্বামীর দিকে পেছন ফেরা। চুল্লী নিভে গেছে অনেক আগেই, তাই ঘরটা খুব ঠাণ্ডা। ইভান যখন ওর চারদিকে বেশ ক'রে কম্বল গুঁজে দিচ্ছে, গ্রেটকোট দিয়ে ঢেকে দিচ্ছে পা দুটো—তখন দাশা আধ ঘুমন্ত। ঘুম চোখে জড়িয়ে জড়িয়ে বল্লঃ "সব ঠিক হয়ে যাবে।"

রেজিমেণ্টে এখন থিয়েটার ছাড়া কথা নেই। জার্মান সাহিত্যের 'ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ' যুগ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়ে সাপঝকভ বল্লঃ ঘুম-ভাঙা ঈগল পাখীর মতো শিলার আর গয়েটে আর ক্লিঙ্গার—ফরাসী বিপ্লবের দূরাগত বিদ্যুতশিখায় যে ঝড়ের ইঙ্গিত, ও'দের প্রতিভার ঝঞ্ঝা-গর্জনেও তারই নির্ঘোষ। অমনি শ্রোতাদের কাছ থেকে প্রশ্ন, বৃষ্টিধারার মতো অনর্গল—অষ্টাদশ শতাব্দীর ওপর বিশেষ এক বক্তৃতামালারই ব্যবস্থা করতে হল। রাত জেগে জেগে কী খাটুনি সাপঝকভের, কুপির আলোয় বসে বসে মন থেকে নোট করে আর ভাবতে ভাবতে পাগল হয়ে

হস্তক্ষেপে তিরস্কার ক'রে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। এখন ও শান্তভাবে বসে আছে লাতুগিনের পাশে। ওর ডাগর নীল চোখে স্বপ্নের আবেশ, ঠোঁট দুটি কখনো থরো থরো, কখনো মৃদু হাসিতে উজ্জ্বল—নিঃশব্দে শব্দ রচনা করে চলেছে।

"সাশা বলে একটি মেয়ে, ঝলমলে চোখ—তার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল," চাপা সুরে লাতুগিন ওকে শুনিয়ে চলেছে। "আমার বয়স তখন সবে চোদ্দ, আর ওর সতের। টকটকে হলদে বডিস প'রে ছোট্ট শালটা গায়ে জড়িয়ে অন্য মেয়েদের সঙ্গে ও যখন মাঠ থেকে ফিরত—জানিনে কী যাদু থাকত ওর চলার ভঙ্গীতে না আর কিছুতে—মনে হত—যেন একেবারে বুকের মধ্যে লেপ্‌টে যাবে। কিন্তু ওর বাড়ীর লোকেরা ওকে বেচে দিল এক বুড়োর কাছে—শুকিয়ে ঝরে গেল সাশা আমার। আমার মতো মানুষ অস্থির হবে, তা দেখে তা হলে আশ্চর্য হও কেন?" ওর কথা শুনতে শুনতে রংয়ের আমেজ লাগে আনিসিয়ার গাল দুটিতে, মনে হয় কথা না তো যেন আদরের মৃদু স্পর্শ। "যে-জীবন আমরা খুঁজে ফিরি, সে এক অপরূপ জীবন—সে জীবন কেউ কোনোদিন চেনেনি, জানেনি—বুঝলে আনিসিয়া-মণি! আর ভাবি শুধু একটি মেয়ের কথা, যে মেয়েকে বুঝি স্বপ্নেও দেখতে সাহস হয় না....."

"অমন মেয়ে কোথাও নেই।"

"তুমি কি ক'রে জানবে? অমন মেয়ে আছে, প্রশান্ত মহাসাগরের প্রবাল দ্বীপে থাকে তারা।"

লাতুগিনের বৃষস্কন্ধ চেহারা, দূর-সন্নিবিষ্ট চোখ দুটি—সেদিকে চেয়ে কী যেন আবার থর থর ক'রে ওঠে আনিসিয়ার মনে, সমস্ত শরীরের ওপর দিয়ে উষ্ণ মেদুর অনুভূতি ঢেউ খেলে যায়। কিন্তু নারীসুলভ বশ্যতার মদালস ভঙ্গি আর নয়, সে সব দিন চুকে গিয়ে ভালই হয়েছে। এখন ও প্রফুল্ল মনে মুচকি হাসে, বলেঃ

"সে দ্বীপে গেছেন কখনো?"

"না গেছি তো কি হয়েছে? সমুদ্রের 'লগ'-এ তো সব লেখাই আছে।"

"সমুদ্রের কোন্ লগ?"

"ঐ যে, যে-বইতে সমুদ্রের যত আশ্চর্য কথা সব লেখা থাকে।"

"উঃ, কি গুল্-ই চালাতে পারেন আপনি?"

"তুমি যদি কান দাও তবে কত গল্পই তো বানিয়ে যেতে পারি—আনিসিয়া! থাকগে, এবার তোমাকে সত্যি কথা শোনাই। অতীতে একদিন দুরভিসন্ধি পুষেছিলাম তোমার সম্বন্ধে। কিন্তু একজন এসে শুনিয়ে দিয়ে গেল আচ্ছা করে। অস্থানে পায়খানা করলে তারই ওপর বেড়ালের নাক রগড়ে রগড়ে যেমন বেড়ালকে শেখায়—তেম্‌নি করেই আমাকে রগড়ে দিয়ে

নির্দেশিত গন্তব্যস্থল তখন অনেক দূর, তবে গোলাবর্ষণের শব্দ থেকে বোঝা যায় যে, রণাঙ্গন কাছে এসে গেছে। গন্তব্যস্থলের সঙ্গে ওদের আবার যোগাযোগ নেই—না টেলিফোন মারফত, না ডেসপ্যাচ রাইডার মারফত। অবস্থা যদি এমনি অনিশ্চিত থাকে তাহলে কখন সর্বনাশ হয়ে যায় কে জানে।

"হতভাগা স্তেপটার জন্যেই তো যত গোলমাল—প্রকাণ্ড চাদরের ওপর আমরা যেন ক্ষুদে পিঁপড়ে", গোরা বল্ল। "এখনো যদি কসাকদের নজরে না পড়ে থাকি তবে জোর বরাত বলতে হবে।"

"নজরে পড়েছি তা ধরেই নিতে পারেন," তেলেগিন বল্ল। "খোঁজখবর বার করার ওদের সব নিজস্ব কায়দা আছে, গোলাবাড়ী ছাড়ার পর থেকেই ওরা আমাদের ওপর নজর রেখেছে।"

লম্বা টুপিটা একেবারে ভুরু পর্যন্ত নামিয়ে এনে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল সাপঝকভ—যেদিকে স্কাউটরা আছে সেই দিকে।

সামনের গাড়ীগুলো তখন ওদের ধ'রে ফেলেছে—ঘামেভেজা ঘোড়াগুলো সব হাঁপাচ্ছে। ফৌজীরা যারা গাড়ী থেকে নেমে পড়েছিল, তেলেগিন তাদের হুকুম দিল—ছুটতে ছুটতে পেছনে চলে যাও—চেঁচিয়ে, হাত নাড়িয়ে পেছনের সবাইকে বলে দাও লাইন সোজা ক'রে ঘন হয়ে দাঁড়াতে। তারপর মালটানা গাড়ীর মধ্যে দিয়ে পথ করে চল্ল তেলেগিন, দূর থেকে দেখে কুজমা কুজমিচ—ছেঁড়া ন্যাকড়া-কানি দিয়ে গলাটা বেশ করে জড়িয়ে নিয়ে বসে বসে গাড়ী চালাচ্ছে। গাড়ীর মধ্যে একগাদা থিয়েটারের সাজসরঞ্জাম, তার ওপর বসে আছে দাশা। তার মাথায় ঘোমটা, গায়ে শীপস্কিনের সাদা কোট। লাল টুকটুকে মুখখানি আর ঘুমজড়ানো চোখ দুটি দেখলে মনে হয় যেন বাচ্চা মেয়ে। বরফ থেকে আলো ঠিকরে আসে, তাই চোখটা কুঁচকে নিয়ে চীৎকার করে কি যেন বলছে তেলেগিনকে। কিন্তু চারদিকের হৈ-হল্লা আর চাকার ক্যাঁচকোঁচানিতে তেলেগিন কিছুই শুনতে পায় না। কিছু পরে দেখে আগ্রিপিনা, তিনজন ফৌজীর সাথে বসে আছে। সেও চেঁচাচ্ছে, আর দস্তানা-পরা হাত তুলে আকাশে সেই আলোটার দিকে ইশারা করছে। আকাশে আবার ওর কি দরকার? পেছন দিকে মাথা হেলায় তেলেগিন। আকাশের গায়ে মেঘের কিনারা থেকে সূর্যকিরণ নেমে আসছে—ধোঁয়াটে, অস্পষ্ট; আর সেই মেঘের নীচে ছোট্ট কালো পাখীর মতো একখানা এরোপ্লেন, পরিষ্কার দেখা যায়।

এতক্ষণে সবারই চোখ পড়েছে। ঘোড়ার গায়ে সপাং করে চাবুক কষিয়ে দিয়ে পথ করে ছুটল তেলেগিন, সঙ্গে সঙ্গে হাঁক দিলঃ "এদিক ওদিক ছেতরে পড়ো সবাই!" ওদিকে রেকাবে উঠে দাঁড়ানো অবস্থায় ভীমকায় ইভান গোরার ভীমগর্জন ঃ "প্লেনের ওপর গুলি চালাও।" একখানা মালটানা গাড়ী দুদ্দাড় শব্দে তেলেগিনের পাশ দিয়ে ছুটে গেল। তার ওপর দাশা, আতঙ্কে চক্ষু বিস্ফারিত। লাগামের এদিকটা দিয়ে ঘোড়া দুটোকে এন্তার চাবকাচ্ছে কুজমা কুজমিচ। হঠাৎ এক পশলা গুলির শব্দ, একেবারে বেতালা। এঞ্জিন ঝক ঝক

পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করে আসবে। জনকয়েক ভলাণ্টিয়ার সাপঝকভের সাথী।

তেলেগিনদের রাত কাটল উদ্বেগে উদ্বেগে। কসাকরা অবশ্য রাত্রে লড়াই করতে চায় না, তবে মহা ফন্দীবাজ তো, কখন কি করে বসে কে জানে। গ্রামের এমুড়ো থেকে ওমুড়ো পর্যন্ত টহল দেয় গোরা আর তেলেগিন। পুকুরের ওপর বরফ তখনো তেমন নিরাপদ নয়, তবু তার ওপর দিয়েই চলতে হয়। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। উত্তর-পুব কোণে কামানের গর্জন তখন স্তব্ধ। একটা হাওয়া উঠেছে ভিজে ভিজে, তুষারও কিছুটা কমেছে। পায়ের তলে আর বরফ গুঁড়োনোর শব্দ হয় না। চিন্তিত মনে তেলেগিনের পাশে পাশে চলতে চলতে গুম গুম শব্দে বলে উঠল গোরাঃ

"এক্কেবারে ফাঁদে পা দিয়ে ফেলেছি, হ্যাঁ ফাঁদেই। রেজিমেণ্ট নিয়ে জায়গায়ই পেঁাছতে পারলাম না, কী লজ্জা! ওরা খুঁজছে আমাদের আর আমরা খুঁজছি ওদের—জগাখিচুড়ী যাকে বলে। তা দোষটা কার? বলুন, কার দোষ?"

"চুপ করুন, দোষ কারও নয়।"

"কার ঘাড়ে দোষ পড়বে সবার আগে? পড়বে আমারই ঘাড়ে। তা পড়াই উচিত! এম্‌নি কমিসার যে, স্তেপের মধ্যে তার রেজিমেণ্টই নিখোঁজ! কী কাণ্ড!"

হঠাৎ বন্দুকের আওয়াজ শুনে থমকে দাঁড়াল ইভান গোরা। ওর বুকের ধুকধুক শব্দটা পর্যন্ত পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। আবার এক পশলা গুলির আওয়াজ—আচমকা শুরু হয়ে আচমকাই থেমে যায়। লোকে ঘুম থেকে জেগে উঠে দৌড়ে বাইরে আসে, অন্ধকারের মধ্যে তাদের গলার আওয়াজ পাওয়া যায়। আর সব নিস্তব্ধ।

"জওয়ানেরা একটু উত্তেজিত হয়ে আছে", তেলেগিন বলল। "গোলাগুলির মধ্যে তো এর আগে আসেনি কখনো! আসুন একটু ধুমপান করা যাক!"

ভোর হবার ঠিক আগে ও একবার নিজের ঘরে গেল। কত লোক ঘুমচ্ছে, তাদের পা-টা ডিঙিয়ে হাতড়ে হাতড়ে পেঁাছাল উনুনের ধারে। অন্ধকারের মধ্যে দাশার হাতের স্পর্শ। আঙুল দিয়ে ওর গালে মৃদু আঘাত করে দাশা, আর দাশার উষ্ণ করতলে মুখটা চেপে ধরে তেলেগিন।

"ঘুমোওনি যে?"

"জান ইভান, আমি কি ভাবছিলাম? এই গোলাবাড়ীতে যদি বেশী দিন থাকতে হয়, তাহলে এখানে খোলা মাঠেই 'দস্যু' অভিনয় করা যাক না? গ্রেট-কোট পরেই করা চলবে। মঞ্চসজ্জাই তো আর সব নয়....."

"তা তো নয়ই, দাশেংকা।"

"সকলের এত উৎসাহ, এখন একেবারে ছেড়ে দিলে বড় দুঃখ হবে।"

"ঠিকই তো। কাল একবার খোঁজ ক'রে দেখব—একটা আটচালা টালা কি আর পাওয়া যাবে না! আচ্ছা এখন ঘুমোও তো, লক্ষ্মী সোনা।"

আবার বাইরে। ভিজে হাওয়ার মধ্যে প্রাণ ভ'রে শ্বাস টানে। এত দীর্ঘ

কম্পাসের সাহায্যে ওরা দিক নির্ণয় করল। খিদের চোটে ঘোড়াগুলো একেবারে ধুঁকছে। যে ঘোড়াটার পিঠে মেশিনগান, সেটা তো খোঁড়া হয়ে গেছে, খালি লাগামে টান মারছে। সাপঝকভ হুকুম দিল—ঘোড়া থেকে নেমে লাগাম খুলে ওদের বাঁধন টাঁধন আলগা করে দাও। ওরা থলি থেকে ক'মুঠো গম নিয়ে টুপিতে ঢালল, তারপর ঘোড়াগুলোকে হাওয়ার দিকে পেছন ক'রে দাঁড় করিয়ে খাওয়াতে লাগল।

"কমরেড কমাণ্ডার, যুদ্ধক্ষেত্রের সঙ্গে আমরা সংযোগ স্থাপন করতে পারছি না কেন তার কারণটা খুঁজে পেয়েছি বলে মনে হয়", বল্ল শারিগিন। চির-অভ্যাস মতো ওর প্রতিটি শব্দই বেশ সযত্নে নির্বাচিত। "তারা নিশ্চয়ই কোনো এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত হয়েছে। (ঠাণ্ডার চোটে ওর ঠোঁটজোড়া প্রায় অবশ) "আমাদের দুই বাহু এখন সংঘর্ষের ক্ষেত্রে এসে পড়েছে, ওদিকে কসাকরাও তাদের লোকজন সব একটা জায়গায় কেন্দ্রীভূত করেছে—এ রকম তো হতে পারে।"

"উঃ, কসাক, কসাক, মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক কুমীরের গোষ্ঠী! চুলোয় যাক, গোল্লায় যাক সব!" গম্ভীর বদনে বলে উঠল লাতুগিন। তিনজন জোয়ান ফৌজী—তারা কসাক গাঁয়ের মানুষ—তারা তো হেসে কুটপাট। তৎক্ষণাৎ জবাব দিল শারিগিন ঃ

"সব সময় ঠাট্টা মানায় না কমরেড লাতুগিন। বাচাল স্বভাব একটু কমাতে শেখো, গুরুতর ব্যাপারে ও সব চলে না।"

শান্ত স্বরে সাপঝকভ বল্ল ঃ

"আচ্ছা, আচ্ছা, ওতেই হবে। ঝগড়া টগড়া কোরোনো বাপু!"

খেতে খেতে ঘোড়াগুলো মাথা নাড়ে, ঘণ্টার শব্দ হয় টুং টুং টুং টুং। স্কাউটদের পিঠে রাইফেল, তার নলের মধ্যে দিয়ে শাঁ শাঁ ক'রে বাতাস বয়ে যায়।

গম থেকে মুখ তুলে লাতুগিনের ঘোড়াটা ঘাড় নাড়ছে, যেন লাতুগিনকে সেলামই করছে। "চোপ শয়তান। খা এখন, আর ঢং করতে হবে না", বলে চীৎকার করে ওঠে লাতুগিন।

খানিকক্ষণ আগের কথা। গোলাবাড়ীর কুয়োর ধারে লাল ফৌজের লোকজন জমেছে, তাদরে ডেকে সাপঝকভ বলেছিল—ক'জন ভলাণ্টিয়ার চাই, পর্যবেক্ষণের কাজে যেতে হবে। তখন প্রথম সাড়া এসেছিল শারিগিনের কাছ থেক ঃ "আমি যেতে পারি।" অবিশ্যি সঙ্গে সঙ্গে আর একটু কথা যোগ করেছিলঃ "কমরেড কমাণ্ডার, ভাববেন না যেন যে, আমি বাহাদুরি দেখাচ্ছি। আপনি তো জানেন, আমি যখন তরুণ কমিউনিস্ট তখন আমারই....."

লাতুগিনও তখন কুয়োর ধারে, কামানটানা ঘোড়াকে জল খাওয়াতে এসেছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফৌজীদের সঙ্গে হাসিঠাট্টা, গালগল্প করছিল এমন সময় শারিগিনের কথা শুনতে পেল। শারিগিনের মুখ লাল, উত্তেজনায় পরিপূর্ণ। তাই দেখে লাতুগিন মনে মনে ভাবে ঃ "তবে রে বেটা খেঁদা-নেকো, আমার ওপর

মুখো, প্রাণপণে ঘোড়া ছুটিয়ে কমাণ্ডার ইন চীফকে গিয়ে খবর দিল যে, কাচালিন রেজিমেণ্ট এসে পেঁাছে গেছে। এই সব ঠিকঠাক হওয়ার পর হঠাৎ সবাইয়ের খেয়াল হল—কই শারিগিনকে তো দেখা যাচ্ছে না!

লাতুগিন ডাক দিল। "মিশকা, ও মিশকা! ঘোড়াগুলোর সঙ্গে ঘুমোচ্ছ নাকি?"

লাতুগিনের ঘোড়াটা ওখানে দাঁড়িয়ে, আলগা লাগামটা তার পায়ের নীচে। ঘাড় কাত ক'রে ঝিমোচ্ছে আর একটা ঘোড়া—সেটার পেটের তলা দিয়ে শারিগিনের পা দুটো দেখা যায়। পা দুটো কি রকম যেন কুঁকড়ে গেছে। মুখ থুবড়ে জিনটাকে দু হাতে ধ'রে আছে শারিগিন।

কাঁধে হাত দিয়ে শারিগিনকে কাছে টেনে আনল লাতুগিন। উদ্বেগের সুরে বলে উঠল, "মিশকা! কি হয়েছে ভাই?"

পেছন দিকে টলতে টলতে লাতুগিনের গায়ের ওপর ঝুপ ক'রে পড়ে গেল শারিগিন। ওর মুখ একেবারে ছাইয়ের মতো। গ্রেট কোটটা রক্তে ভিজে গেছে, বুক থেকে বেল্ট পর্যন্ত সবখানি। ধীরে ধীরে শারিগিনকে বরফের ওপর শুইয়ে দিল লাতুগিন। তারপর তার পেটের কাপড় সরিয়ে দেখল—ছোরার ঘায়ে গভীর ক্ষত হয়েছে পেটের ওপর, রক্ত পড়ছে তখনও।

"এ তোর কাজ ইয়াকভ, ওরে বেটা ইয়াকভ!"

নিজের গ্রেটকোট আর জামা দুইই খুলে ফেল্ল লাতুগিন, কলারের গোড়া থেকে শার্ট ছিঁড়ে একটা ব্যাণ্ডেজ বানাল। তারপর ক্ষিপ্র হাতে ব্যাণ্ডেজ জড়াতে লাগল শারিগিনের পেটের ওপর।

"সার্গি সার্গিয়েভিচ, ওকে তো গোলাবাড়ীতে নিয়ে যেতে হবে।"

"কিন্তু কি ক'রে....."

"কি ক'রে? আমি নিজে নিয়ে যাব। বন্দীটাকেও ছাড়ব না, ওটাকেও নিয়ে যাব ঠেলতে ঠেলতে।"

শারিগিনের মুখ মড়ার মতো। হঠাৎ তার ওপর বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে ওঠে। চোখের তারা ডুবে গিয়েছিল পাতার নীচে, এবার তাতে জীবন ফিরে আসে। তার সঙ্গে সঙ্গে আসে চেতনা, বিস্ময়, আর ভয়ঃ ওর এই তরুণ, মজবুত দেহ—যে দেহে কখনো অসুখ ও বোধ করেনি—সে দেহটা এমন ক্ষতবিক্ষত হল কি ক'রে? কি হল?.....

"কমরেডস, এখন কি করি ভাই?"

"আরে বরফ খাও ভায়া, বরফ!" বলে এক মুঠো বরফ নিয়ে লাতুগিন ওর ঠোঁটের ওপর ধরল।

শারিগিনের বিলি ব্যবস্থা, তারপর খোঁড়া ঘোড়ার পিঠ থেকে মেশিন গান নামিয়ে অন্য ঘোড়ার পিঠে চাপানো—এই সব করতে করতে বেশ ফর্সা হয়ে এসেছে। হাওয়া উঠেছে ঝড়ের মতো। হাওয়ার চোটে নীচে দিয়ে ছুটছে এলোমেলো মেঘগুলো—বৃষ্টি পড়ছে গুঁড়ি গুঁড়ি। ঠাণ্ডা, হিম সে বৃষ্টি। ওরা

বল্ল না। এই হল অদ্যকার সংবাদ, সংবাদের সার। হ্যাঁ, তুমি এবার ঘাঁটটা নিয়ে গরম জল ভ'রে আন, তারপর আমার সঙ্গে এসো, দুধ দুইবে। মন আর শরীর দুইই যদি শান্ত করতে চাও তো গরুর বাঁট ধর। বিশেষ করে তোমার মতো স্বপ্ন-দেখা বুদ্ধিজীবী যারা—অমন শান্তির জিনিস তারা আর কোথাও পাবে না।"

দাশা হেসে ওঠে। ও কিন্তু জোর দিয়ে বলে চলেঃ

"শিলার টিলার ভাল কথা। কিন্তু এদিকে আমাদের গোলার মালিকরা যে গরু-টরু সব ফেলে পালিয়েছে—এখন ঘাস দেওয়া, জল দেওয়া, দুধ দোয়া, এসবও কি পড়ে থাকবে? না, সে তো ভাল কথা নয়। যাও, একটা ঘাঁট নিয়ে এসো।"

"আমি তো দুধ দুইতে জানিনে কুজমা কুজমিচ।"

"এ তোমারই যোগ্য উত্তর। তুমি তো কিছুই করতে জানতে না দারিয়া দ্মিত্রেভ্না, ছুঁচও ফোটাতে জানতে না। স্বামীটিকে হারাতে বসেছিলে—সেও ঐ জানতে না বলেই। যাই হোক, গরু আমরা দুইবই। তারপর তোমাকে শিখিয়ে দেব কি ক'রে খড়কুটোর আগুনে ডিম ভাজতে হয়। দুধ দিয়ে প্যানকেক বানানোও শিখিয়ে দেব। ইভান ইলিয়িচ আসবে খিদেয় ধুঁকতে ধুঁকতে। আর তার সুন্দরী পত্নী অমনি একেবারে ফ্রাইং প্যানটি হাতে তুলে দেবেন—আঃ তাতে চর্বির কী কলকল শব্দ। ওটা খেয়ে শেষ করতে না করতে আর এক ডিশ, এবার—প্যানকেক! ওর সামনে বসে খাওয়াবে, মুখে থাকবে শান্ত মৃদু হাসি। সে হাসির রহস্য ও কি বুঝবে, ভাববে বুঝি 'মোনা লিসার' হাসি। আমাদের রেড আর্মি কমান্ডারদের স্ত্রীরা সব এম্নিই হয়, বুঝলে?"

কুজমাই জিতল। যদি একটা কিছু ঢোকে ওর মাথায়, তো তখন আর উপায় নেই, মেনে নেওয়াই ভাল! গোয়ালঘরটা আধো অন্ধকার। ঘাগরা গুটিয়ে গরুর পাশে বসল দাশা। গরুটা গোঁতায় না, লাথিও ছোড়ে না। দাশার পাশে উবু হয়ে বসেছে কুজমা। তার নির্দেশ মতো গরুর বাঁটটা দাশা প্রথমে গরম জল দিয়ে ধুয়ে নিল, তারপর খসখসে বাঁট ধরে টান লাগাল। ওর ভয় হচ্ছিল—বাঁটটা বুঝি ছিঁড়ে আসে! কিন্তু কুজমা সাহস দেয়, খালি বলে, "টানো, আরও জোরে টানো, ভয় কি?" চওড়া পাছাওলা গাইটা এদিকে মাথা ঘোরায়, সশব্দে নিঃশ্বাস ছাড়ে। উষ্ণ, সুমিষ্ট নিঃশ্বাসে দাশার সর্বাঙ্গ ঢেকে যায়। সরু ধারায় চুরুং চুরুং শব্দ ক'রে দুধ পড়ে ঘাঁটির তলে, মনে আসে ছেলেবেলার কথা। এই সেই 'নীচের তলার' ভাষাহীন দুনিয়া, 'সুখী' দুনিয়া। এ দুনিয়া সম্বন্ধে এতদিন দাশার কোনোই ধারণা ছিল না। ফিস ফিস ক'রে সে কথাই জানায় কুজমাকে। পেছন থেকে কুজমা উত্তর দেয়, তেমনি চাপা সুরেঃ

"কিন্তু এ কথা যেন কাউকে বোলো না—যে শুনবে সে শুধু হাসবে। বলবে, দারিয়া দ্মিত্রেভ্না মরমী দুনিয়া আবিষ্কার করেছে—গোয়াল ঘরে! তোমার আঙুল ব্যথা করছে নাকি?"

"ভয়ঙ্কর ব্যথা করছে!"

"তো দাও, আমাকে দাও!....." (ওর জায়গায় বসল উবু হয়ে।) "এই যে, এই রকম ক'রে করতে হয়। হায় রে রুশিয়ার বুদ্ধিজীবী! চিরন্তন সত্য খুঁজতে গিয়ে শেষকালে পেল কি না—গরু।....."

"আর তোমার নিজের বেলায় কি?"

"আমার?" রাগের চোটে ওর দুধ দোয়াই বন্ধ হয়ে গেল।

"গোয়াল ঘরে বসে দর্শন চর্চা!"

"দেখ চাঁদু, আমি হচ্ছি নামকাটা পাদ্রী, আমার সঙ্গে তর্ক করতে যেও না।"

ঘটিটা তুলে নিয়ে ঘরে ফিরল দুজনে। কুজমা গেল কাঠ চেলা করতে।

"দার্শনিকপনা তো শুধু মনে মনে জাবর কাটা। জোহান জর্জ হামান—সেই যে যাঁকে সবাই 'উত্তরের যাদুকর' বলে নাম দিয়েছে—তিনি বলেছেনঃ 'আমাদের নিজেদের অস্তিত্ব, কিংবা বাইরে যে সব বস্তু আছে তাদের অস্তিত্ব—কোনোটারই কোনো প্রমাণ হয় না; শুধু বিশ্বাসের ওপরই এগুলি নির্ভরশীল.....।' তার মানে কি এই যে, যখন বিশ্বাস থাকবে না তখন বাইরে কোনো দুনিয়াও থাকবে না? তুমিও থাকবে না, আমিও থাকব না? বলতে চাও কি যে এই কাঠের টুকরোটা আসলে নেই-ই? আমরা কি শূন্যে ডিম ভাজবার আয়োজন করছি?"

কাঠের টুকরোগুলো উনুনে সাজিয়ে কয়েকটা জ্বলন্ত অংগার খুঁচড়ে নিল, তারপর ফুঁ দিতে লাগল।

"জীবন-দর্শন অবিশ্যি আর এক ব্যাপার দারিয়া দেবী। জীবনের অনুশীলন করো, জীবনকে বুঝতে শেখো, দখল করতে শেখো।..... উচ্চতর মানসিক ক্ষমতার সাহায্যে জীবনের গতিতে যদি হস্তক্ষেপ না কর, তাহলে জীবন চলবে অসৎ পথে। আমি বেঁচে আছি এ কথা অবিসংবাদী সত্য—আর আমার কাছে এ সত্যের গুরুত্ব অপরিসীম। গোষ্ঠীবদ্ধ জীব আমি, কৌতূহলীও বটি—তাই সব কিছু দেখতে চাই, বুঝতে চাই। আমাদের কপালে কি ঘটছে, চারপাশে কি ঘটছে, সে সম্বন্ধে অনেক কথাই খুব শীগ্গির বুঝে ফেলতে পারব। এ সব তো আর আপনা আপনি ঘটছে না, বিচার বুদ্ধি খাটিয়ে ঘটানো হচ্ছে—তবে বুঝতে পারব না কেন? আমাদের কমিসারকে কিছুতেই ধরতে পারছিনে। যাকগে, তার সঙ্গে তো আমার দরকার নয়—আমি চাই সেই অসামরিক পোশাক পরা লোকটির সঙ্গে কথা বলতে—বাস্তবিক কী মাথা তার (কার কথা বলছি তা তো জান).....! আচ্ছা দারিয়া দ্মিত্রেভনা, ঝট করে একবার উঠোনটা ঘুরে এস দেখি। উঠোনের ওমুড়োয় একটা গোলা আছে—কালই দেখলাম—বুদ্ধি ক'রে তার দরজার তালাটাও ভেঙে রেখে দিয়েছি। ওখান থেকে কিছু ময়দা নিয়ে এসো, এই দু তিন মুঠো..."

প্রাতরাশ তৈরী। মিনিটে মিনিটে দাশা ভাবে, ঐ বুঝি ইভান এল, কিন্তু কোথায় ইভান? তার বদলে হুড়মুড় করে ঘরে এসে ঢুকল একজন সিপাহী—কাঁধে রাইফেল আর একগাদা কার্তুজ।

বাহিনী নিয়ে তারা আক্রমণে এগিয়ে গেল—সে আক্রমণের চোটে সম্রাট ফ্রিডরিশের সুবিখ্যাত চতুষ্কোণ ব্যূহও ভেঙে চুরমার।

আর এবার রুশ জনসাধারণের হাতে সৃষ্টি হয়েছে ঘোড়সওয়ার দল গঠনের নতুন কৌশল। সাল্স্ক্ স্তেপের বুদিয়নি ব্রিগেড তার উদাহরণ। তারা দুর্দান্ত সাহসী, কিন্তু শুধু সাহসই তাদের একমাত্র শক্তি নয়। তাছাড়া হোয়াইট কসাকরাও বড় কম যায় না, এক কোপে শত্রু অশ্বারোহীর মাথা থেকে জিন পর্যন্ত কেটে দু ফাঁক করে দিতে পারে। বুদিয়নি ব্রিগেডের আসল শক্তি তার আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা আর আনুগত্য। ইয়া গোঁফওয়ালা ঝাণ্ডাদারটি থেকে সুরু করে মালটানা গাড়ীর বুড়ো, দাড়িওলা পাহারাদার পর্যন্ত প্রতিটি লোকের ভক্তি-শৃঙ্খলাই ব্রিগেডকে শক্তি দেয়। এক এক গ্রামের লোক নিয়ে ওর এক একটা স্কোয়াড্রন, এক একটা ট্রুপ।* বাচ্চা বেলায় যারা ছিল খেলার সাথী, মাঠে মাঠে ফড়িং ধরে বেড়িয়েছে, আজ তারাই ঘোড়া ছোটাচ্ছে পাশাপাশি; যুদ্ধের সারিতে দাঁড়িয়েছে ছেলে-ভাইপো, আর বাপ-কাকারা সব সাপ্লাইয়ের মালটানা গাড়ীতে। তিনশো ঘোড়সওয়ারের ডিট্যাচমেণ্ট নিয়ে প্লাতভ্স্কায়া গ্রাম থেকে সেমিয়ন বুদিয়নি যেদিন যাত্রা শুরু করেন, সেদিন থেকে এই আজ পর্যন্ত একটি লোকও দল ছেড়ে পালায়নি।...দল ছেড়ে যাবে কোথায়? নিজের গাঁয়ে কি নিজের খামারে ফিরলে তো আর মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না।

ব্রিগেডের নিয়ম ছিল—নিয়মটা অবশ্য অলিখিত, ব্রিগেডের খাতায় এ নিয়ম পাওয়া যাবে না—নিয়ম ছিল যে, দুটো ক'রে কোর্ট বসবে। একটা সরকারী, আর একটা বে-সরকারী। যুদ্ধে যদি কেউ ভীরুতা দেখিয়ে থাকে, আদেশ অমান্য করে থাকে, কিংবা পাশের লোকের পকেটে হাতটাই ঢুকিয়ে দিয়ে থাকে—তো তার বিচারের জন্যে সরকারী আদালত। কিন্তু তা সত্ত্বেও কোনো কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে অপরাধীকে দণ্ডদানের ভার সৈন্যেরা নিজেদের হাতে তুলে নিত। সন্ধ্যার অন্ধকারে চুপি চুপি কোথাও জমা হয়ে তারা বিচারে বসত। অমুক অবস্থা কি তমুক অবস্থা বিবেচনা করে সরকারী আদালত হয়তো কোনো আসামীকে খালাস দিয়েছে, কিন্তু কমরেডদের কঠোর বিচারে তার রেহাই নেই। কমরেডদের আদালত থেকে রায় বার হবার পর আসামীকে হয়তো আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। যাকে জিজ্ঞাসা কর সেই বলবে—কি জানি!

যুদ্ধের সময়ে এই ব্রিগেডের সৈন্য-বিন্যাসের কায়দাও একেবারে নতুন ধরনের। অবশ্য এ সব কায়দাকানুনও বাহিনীর বিধিবিধানের মধ্যে খুঁজে পাবেন না। কুম্ভাকার স্কোয়াড্রনগুলো পর পর দুটি ঢেউয়ের মতো আক্রমণে ছড়িয়ে পড়ে। দীর্ঘবাহু, অভিজ্ঞ খড়্গধারীরাই প্রথমে—এরা সাধারণত পুরানো আর্মির ঘোড়-সওয়ার দলের লোক। এদের সাথে তলোয়ার লড়াইয়ের সময় প্রায়ই দেখবেন—

* অশ্বারোহী বাহিনীর অধস্তন সংগঠন। স্কোয়াড্রনে সাধারণত দু কম্পানী (১২০—২০০) সৈন্য থাকে।

মেরে বসে আছে সবাই। টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে। তেলেগিন দিব্যি গৌরকান্তি, হাসি হাসি মুখ। সারা রাত্রের ঝামেলার ফলে গোরার মুখটা অবিশ্যি কালো দেখায়, চোখ দুটোতেও কালি পড়েছে—তবু পরিস্থিতিটা পরিষ্কার হয়ে এসেছে বলে সেও এখন বেশ শান্ত। জিনের ওপর নড়ে চড়ে বসতে বসতে দস্তানা পরা হাত দিয়ে তেলেগিন মাঝে মাঝে ঠোঁট মোছে—মনে হয় যেন মুখের হাসিটাই মুছে ফেলতে চায়। কথা বলে গোলা ফাটার শব্দের ফাঁকে ফাঁকেঃ

"কমরেড্স্! শত্রুকে বেশ মোক্ষম ঘা দেওয়ার সুযোগ এসেছে। ভয় কোরো না, একদম শান্ত হয়ে গুলি চালাও। যাকে মারবে আগে থাকতে তাকে লক্ষ্য করে নেবে—যেন একটার বেশী বুলেট খরচ না হয়। কমিসার আর আমি, আমরা দুজনেই তোমাদের কাছ থেকে এম্নি ধারা গুলিচালনাই দেখতে চাই। সংগীন আক্রমণের হুকুম শুনলে এক সঙ্গে সবাই মিলে চার্জ করবে—আক্রমণের পেছনে জান একেবারে ভ'রে নিতে হবে। ...কোনো অবস্থাতেই পিছু হটা চলবে না—এই আমার আদেশ।"

মাথা হেলিয়ে আওয়াজ তুল্ল কমিসার ইভান গোরাঃ

"কমরেড লেনিন জিন্দাবাদ! বিশ্বের ধনবাদ ধ্বংস হোক!"

তারপর আবার আর একটা দলের কাছে। রোঁদ শেষ করে উইণ্ডমিলের সামনে ওরা ঘোড়া থেকে নামল। রাত্রিবেলা পাশের গ্রামে আরও বহু কামান ও সৈন্য আমদানী হয়েছে—সে খবর স্কাউটরা তখন পেঁছে দিয়ে গেছে। কসাকদের আক্রমণ একেবারে বেপরোয়া। বোঝা যায় যে, তারা যখন অন্য কাজে ব্যস্ত ছিল ঠিক তখনি কাচালিন রেজিমেণ্ট হঠাৎ গোলাবাড়ীতে এসে হাজির হয়ে গেছে—এর জন্যে ওরা প্রস্তুত ছিল না। তাই একেবারে একঘায়ে রেডদের সাবাড় করে ফেলবে, এই বোধহয় ওদের ইচ্ছা।

উইণ্ডমিলের ছাতের ফাঁকে বাতাস হিস্ হিস্ করে, কাঠের চাকায় ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ হয়। মিলের ভেতরটাতে ইঁদুর আর ময়দার গন্ধ—বেশ ঘর ঘর আবহাওয়া। দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে ইভান গোরা। এক জায়গায় দেওয়ালের কাঠ ফাঁক হয়ে গেছে, সেখান থেকে মুখ বাড়িয়ে পুবে স্তেপের দিকে বার বার চেয়ে দেখে—সার্গি সার্গিয়েভিচ এল কি? নীচে টেলিফোনে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কি যেন হুকুম শোনাচ্ছিল তেলেগিন। হঠাৎ ছুটতে ছুটতে একেবারে ওপরে। দূরবীণ চোখে লাগিয়ে মহা ফূর্তিতে হাঁক ছাড়েঃ

"এখানেও আমরা জারিতসিন কায়দায় লড়ছি!"

"চুলোয় যাক আপনার কায়দা ফায়দা, এদিকে যে একেবারে ঘিরে ফেল্লে। .....হ্যাঁ, আর ওকে নিশ্চয় মেরে ফেলেছে, নিশ্চয়—দুটো তো বেজে গেল।"

"হুঁঃ, সার্গি সাপঝকভকে মারা অত সহজ নয়!"

"অত ফূর্তি কিসের?"

"আরে দাদা, লড়াইয়ের সময় তো মনে ফূর্তিই দরকার!"

ঝাড়াই করার জায়গায় মেঝেতে খড় ছিল, আগুন ধরে গেছে। মাটির ওপর

দাঁড়িয়ে আছি, ওদিকে বুকে একেবারে ঢেঁকির পাড় দিচ্ছে। তারপর গুলি করলাম, মানে ঘোড়া টিপছি প্রাণপণে, শালার বন্দুকের মধ্যেই যেন আমার জীয়নকাঠি এম্‌নিভাবে সমস্ত শক্তি দিয়ে টিপছি, কিন্তু ঠিকমতো গুলি আর বার হয় না। ঘোড়াটা সরতেই চায় না, অতি আস্তে একটু একটু ক'রে এগোয়। যদি বা ধোঁয়া বেরুল তো সে এই এতটুকু। আর যাকে তাক করে গুলি ছুঁড়ছি .....তার মুখটা কিন্তু কিছুতেই দেখতে পাইনে.....সে লোকটা ক্রমেই যেন কাছিয়ে আসে—এতটুকু ছিল, দেখতে দেখতে একেবারে এই প্রকাণ্ড।.....উঃ কী ভয়ঙ্কর স্বপ্ন!"

"বাইরে সব চুপচাপ কেন?" দাশা শুধায়। আঙুল মটকাতে মটকাতে এসে দাঁড়ায় জানলার ধারে। তখন সন্ধ্যা নামছে.....আগুন টাগুন সব নিভে এসেছে। কামানের গোলার হিস হিস, দুম দাম শব্দ আর শোনা যায় না। রাইফেলের আওয়াজও স্তব্ধ। গুটি গুটি এগোতে এগোতে কসাক সৈন্যরা গোলাবাড়ীটাকে প্রায় ঘিরে ফেলেছে। জানলা থেকে সরে এল দাশা। তারপর আবার পায়চারি।

"অনেক লোক তো জখম হয়ে আসবে। আমরা সামলাব কি ক'রে?" দাশা শুধাল।

"কমিসার বলেছেন আগ্রিপিনাকে পাঠিয়ে দেবেন। ওকে পেলে খুব কাজ হবে। আনিসিয়াকেও চেয়েছিলাম। বলেছিলাম, 'ওর পক্ষে কামানের দলে থাকা তো ঠিক নয়। যত সব রোমাণ্টিক খেয়াল, তার থেকেই ওর কামানের বাতিক হয়েছে।' সেকথা যাক। বল তো আমার এই স্বপ্ন দেখে কি বুঝলে?"

"সত্যি কথা বলুন—ইভান ইলিয়িচের কিছু হয়নি তো? আর সব ঠিক আছে তো?"

"আরে, তিনি তো ছাতের ফুটো দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আমার সঙ্গে দেখা করলেন—একেবারে এক গাল হাসি! বল্লেন, আমরা জিতবই....."

"ও!" দাশা মাথা ঝাঁকি দেয়। গুটিসুটি মেরে ঐ যে হাজার হাজার লোক ওদের দিকে এগিয়ে আসছে, ঠিক বুনো জানোয়ারের মতো, ওদের কথা ও ভাববে না, কিছুতেই ভাববে না—পণ করে দাশা। গোটা জিনিসটাই ওর কাছে মনে হয় অর্থহীন।.....রাক্ষসী কল্পনাটাকে বর্তমানে টেনে আনবার জন্যে ও একবার প্রচণ্ড চেষ্টা করল; টেবিলের ওপর এই যে এত তুচ্ছ জিনিস, এই যে ব্যাণ্ডেজ আর শিশি আর ছুরি, কাঁচি, যন্ত্রপাতি—এরই মধ্যে মনটাকে ডুবিয়ে দিতে চাইল।.....এতটুকু আয়োডিন? ভাল কথা নয়! কল্পনা বেচারী শান্ত শিষ্ট দাশার হুকুম দিব্যি তামিল করে; কিন্তু পর মুহূর্তেই যেন কোন্ অদৃশ্য ছিদ্র দিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ে, কুরে কুরে খায় দাশার হৃদয়টাকে। সরোবরের মতো জল টলমল করে দাশার চোখে।.....যারা আমার এত আদরের, যারা ভাল, যারা নিরপরাধ, তাদের সকলকেই ওরা মেরে ফেলবে? কেন? কেন? ঘৃণার চেয়ে ভয়ঙ্কর আর কি আছে? সেই নির্মম ঘৃণাই আজ ওকে চেপে

স্তেপের আকাশে হাউই উঠল একটা। সবুজ রংয়ের বিষাক্ত ফুল্‌কি ঠিকরে পড়ল চারদিকে, তারপর ধীরে ধীরে নীচে নামল। ট্রেঞ্চের ভেতর সিপাহীরা কুঁজো হয়ে বসে আছে, তাদের পিঠে ছাই-রঙা জামার ওপর আলো পড়ল। আরও দেখা গেল যে, কসাক পদাতিকেরা একদম কাছে এসে গেছে—ব্যবধান পাঁচশো গজেরও কম। কসাকরা ঠিক তখনি উঠে দাঁড়াতে আরম্ভ করেছিল। একজন আবার মাথার ওপর তলোয়ার ঘোরাতে ঘোরাতে ছুটে আসছে। তারপর আলো মিলিয়ে গেল। সেই মুহূর্তের নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মধ্যে গর্জন উঠল, "হুর্‌রা"। ঝোড়ো হাওয়ার মতো সে গর্জন ক্রমবর্ধমান।

টুপি খুলে ভিজে চুলের ওপর হাত বুলিয়ে নেয় তেলেগিন। আগে থাকতে যা কিছু ভাবার বা করার ছিল সে সব হয়ে গেছে। এবার লড়াইয়ের মেজাজ শুরু হবে। দূরবীণ দিয়ে যতখানি দেখা যায় দেখে তেলেগিন স্থির করল, শত্রুর মজুত সৈন্য যখন এত ঘন তখন ওরা সংখ্যায় রেডদের চারগুণ হবে।

ফাঁকের ভেতর দিয়ে দেখতে দেখতে মাথা আর ঘাড়টা একেবারে বার করে দিয়েছে। এমন সময় বন্দুকের অগ্নিরেখা সমস্ত খামার বাড়িটাকে ঘিরে ফেল্ল, তেলেগিনের মনে হল যেন পৃথিবীটা ঘুরপাক খাচ্ছে।.....এক মুহূর্ত মাত্র—তারপরই তাকিয়ে দেখে, এখানে ওখানে ছোট ছোট দল বেঁধে লোকে চলেছে গড়খাইয়ের দিকে।.....টুপি? টুপি কোথায় গেল? "পোড়া কপাল, এমন সুন্দর টুপিটা হারালাম?" ভাবে তেলেগিন। পরমুহূর্তেই এক লাফে সিঁড়ি পার হয়ে ঢিবি থেকে ছুট দিল গড়খাইয়ের দিকে।

কসাকদের আক্রমণের প্রথম চোট তখন ঠাণ্ডা—লড়াই চলছে শুধু কামার-শালার কাছটাতে। ইভান ইলিয়িচও তাই ভেবেছিল। ওদিক থেকে ভয়ঙ্কর যুদ্ধের গর্জন শোনা যায়, দমাদ্দম হাত বোমা ফাটে, উন্মাদ চীৎকারের শব্দ ভেসে আসে। গোয়ালের মেটে দেওয়ালের কাছে সৈন্য মজুত থাকার কথা—কিন্তু সেখানে পেঁছে ইভান দেখে কেউ কোথাও নেই, সব ফাঁকা। রেড আর্মির লোকেরা আর আত্মসংবরণ করতে পারেনি, নিয়মকানুনের পরোয়া না ক'রে কামারশালার দিকে ছুটে গেছে—সেখানে কমরেডদের সাহায্য করতে হবে তো! ইভান গোরা যে ইভান গোরা, সেও ছুটেছে কামারশালামুখো। তার কাঁধে প্রকাণ্ড এক বস্তা হাত বোমা। বোমার ভারে ও একেবারে কুঁজো হয়ে গেছে।

"কমিসার!" বলে চেঁচিয়ে উঠল ইভান ইলিয়িচ। "কি হচ্ছে এসব? শৃঙ্খলা টৃংখলা গেল কোথায়? থামুন, থামুন, এসব চলবে না বলছি!"

ইভান গোরার মুখে কথা নেই—শুধু বস্তার নীচে থেকে হিংস্রদর্শন নাকটা বার করে দেখাল। আর একটু এগিয়ে দূর থেকে তেলেগিন দেখে—দাশা। একজন সিপাহী জখম হয়েছে।

হাঁটতে পারছে না, তাকে ধ'রে ধ'রে নিয়ে চলেছে। তেলেগিনের সামনে দিয়ে সে গেটের মধ্যে ঢুকল। থেমে পড়ল ইভান। আঙুল ছড়িয়ে দিয়ে হাতটা

ডবল।.....হাতের ওপর গালটি রেখে শূন্য দৃষ্টি সামনে মেলে দিতে—সে দৃষ্টি শোকের ভারে মলিন।.....আমি অবিশ্যি করুণা করার লোক নই—ওসব আমি ঝেড়ে ফেলেছি। যারা কোমল-হৃদয়, আসলে তারাই সবচেয়ে উদাসীন, সত্যি। জীবনে করুণা অনুভব করা যায় শুধু একবারই।.....ব্যস্! তারপর কাঁটা ঘুরিয়ে দাও। নেহাইয়ের ওপর পেতে দিতে হবে হৃদয়টাকে, তারপর আগুনে পুড়িয়ে আবার রাখতে হবে হাতুড়ির নীচে।.....তরুণ কমিউনিস্টদের এমনিধারাই হওয়া দরকার। সেবার সেই স্টীমারে থাকতে চুপি চুপি সব কমরেডদের মিটিংয়ে ডাকলাম। বল্লাম—যারা বিপ্লবের যোদ্ধা, তোমার গায়ে হাত দেওয়া কি তাদের সাজে? ...রাঁধুনী ছুঁড়ি বলে কথাটা লাতুগিন তখনই তুল্ল। ...কী যে ঐ লাতুগিনটা! তোমার তো অমন জিনিসের দরকার নেই আনিসিয়া। .....বিপ্লব তোমাকে নিজের পায়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, বিকশিত হয়ে উঠেছে রূপ তোমার, কিন্তু সে কি ওর জন্যে? না ওর জন্যে নয়। এ যে বন্ধ গলি। না, ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করতে হবে।.....এর জন্যে আমাদের লড়তে হবে.....”

জীবনের কিনারায় এসে দাঁড়াল ওর শিখাটুকু—আসন্ন অন্ধকারের পরিধিটা একবার মেপে দেখল, তারপর স্তিমিত হয়ে এল। শুকনো জিভটা ঠোঁটের ওপর বোলায় শারিগিন। মুখের কাছে জলের মগটা তুলে ধরে আনিসিয়া। শারিগিন ফের কথা কয়ঃ

“কিসের জন্যে প্রাণ দিচ্ছি তা আমি জানি, এবিষয়ে মনে আমার কোনো সংশয় নেই। কিন্তু আমার কথা তোমার মনে পড়বে—ভাবতে পারলে ভাল লাগত। .....আমার নিবাস পেত্রোগ্রাদ, ভাসিলিয়েভ্স্কি আইল্যাণ্ড। বাবা ছুতোরের কাজ করেন, কারিগরি ইস্কুলে কাজ শিখে আমিও বাপের কাছেই কাজ করতাম। দুজনে মিলে দিনরাত খালি র‍্যাঁদাই চালাতাম, একটি কথা বলারও ফুরসৎ থাকত না।.....তারপর বল্টিক সমুদ্রের ডকে, জাহাজ তৈরীর কারখানায়। সবচেয়ে বড় কথাটা জানলাম ওখানে থাকতেই, বুঝতে পারলাম জীবনের উদ্দেশ্য কি।.....সকল ভাবনা-চিন্তার মধ্যেই তখন এত উত্তাপ যে মনে হত সবুর করতে করতে বুঝি জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাব। ওপরে ওঠার ডাক পেয়েছি, নীচে থাকতে কি আর তখন এক মুহূর্তও সহ্য হয়? তারপর এল যুদ্ধ, হুকুম হল নৌ-বাহিনীতে যেতে হবে। কিন্তু দাঁতে দাঁত ঘষা ছাড়া কি আর করতে পারি? বুঝতে পারছ না আনিসিয়া? আমি যে তখন জীবন্ত মানুষের রূপ দেখছি। আর সে মানুষ তো আমাদেরই কল্পনা, আমাদেরই সৃষ্টি—সে মানুষের জন্যে সংগ্রাম করেছি তো আমরাই।.....পীড়িত, ব্যথিত মন নিয়ে আবার তুমি যাযাবর হবে—সে আমি কেমন করে সইতাম? বিপ্লব তাহলে কিসের জন্যে? না, অমন করলে ভুল হত। অভিনেত্রীই হতে হবে তোমাকে।.....সন্ধ্যা হলেই আমি তো সেই গোলাঘরের ধারে গিয়ে ধর্ণা দিতাম—দেখতাম আর শুনতাম! দোহাই ঈশ্বর।.....দোহাই স্বর্গের যত দেবদেবী।.....পরিত্যক্তা! পরিত্যক্তা! তোমার অভিনয় দেখলে আর্মির পর আর্মি সব অভিভূত হয়ে পড়বে। গৃহযুদ্ধ

তো একদিন না একদিন শেষ হবে, তখন তুমি হবে মস্ত বড় অভিনেত্রী।..... ঐ তোমার জীবনের পথ। দুর্বল হয়োনা যেন। সে তো তোমায় কত গান শোনাবে, কিন্তু কান দিও না। ব্যক্তিগত জীবন তুমি চাইতে পার না, চাইবার কোনো অধিকার নেই—এই কথাটাই তোমাকে বোঝাতে চেষ্টা করছি আনিসিয়া। মুখ ফিরিয়ে নিওনা, লক্ষ্মীটি। একটু জিরিয়ে নিই, তাহলে চিন্তাগুলোকে আবার গুছিয়ে নিতে পারব—আরও কি যেন তোমাকে বলব ভেবেছিলাম। ঠিক মনে পড়ছে না, কিন্তু খুব দরকারী কথা.....”

বালিশে মাথা রেখে ছটফট করতে করতে আবার শান্ত হয়ে আসে। অনেকক্ষণ একেবারে নিঃশব্দ। দেখে আনিসিয়া তাড়াতাড়ি ওর দেহের ওপর ঝুঁকে পড়ল। চোখ দুটো আধবোঁজা, তাই চোখের তারা ঢেকে গেছে। ঊর্ধ্বমুখী চোখের দৃষ্টি কী করুণ—কথার চেয়েও সেই দৃষ্টিই যে আনিসিয়ার হৃদয়ে বারে বারে আঘাত করে। হঠাৎ ও সব বুঝতে পারল, বিকারের অস্পষ্ট ভাষায় কী বলতে চেয়েছে শারিগিন, সবই পরিষ্কার হয়ে এল। ঘুঁটের গাদার নীচে ওর সেই ছোট ছোট শিশু দুটি লেলিহান বহ্নিশিখার আতঙ্কে গায়ে গায়ে জড়াজড়ি করে তারাও নিশ্চয় এমনিভাবেই ওকে ডেকেছিল। আহা, কচি কচি দুটি মুখ—এতদিন সে মুখ আনিসিয়া কল্পনায়ও আনতে ভয় পেত। মুখ দুটি আজ চোখের সামনে ভেসে উঠলঃ কী সুন্দর কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, কেমন গোলগাল, হাসিখুসি—চার বছরের পেত্রশকা আর ছোট্ট আনিউতা।...ওদের পরে এবার আবার আরেকজন যে ডাক দিল! না, একে ও বিদায় দেবে নিজের হাতে, সঙ্গে থাকবে শেষ পর্যন্ত।

মৃদু হাতের স্পর্শে ওর জটপাকানো চুল সমান করে দেয় আনিসিয়া। শারিগিনের চোখের পাতা কেঁপে ওঠে। রগের কাছটাতে নীল হয়ে আসছে.....

আধো আধো কথা বলেন—অদ্ভুত শোনালেও বেশ ঘরোয়া ঘরোয়া লাগে। ছোট্ট টুলে পা রেখে চেয়ারে বসে খালি এপাশ ওপাশ করেন, ভারের চোটে চেয়ারটা মড় মড় করে ওঠে। তাস টেনে খেঁড়ু ঠিক করতে হবে, কিন্তু তার আগে উনি আন্দাজে খেঁড়ুর নাম বলে দেন। সে নাম যে কমাণ্ডার ইন চীফের তা একেবারে অবধারিত৷ গোলগাল হাত দুখানি নাকের কাছে তুলে হাততালি দিতে দিতে একাতেরিনা বলে ওঠেনঃ

"দেখলেন তো, কেমন আন্দাজ করেছিলাম। কাতিয়া, আন্তন্ ইভানোভিচ এবারও আমার খেঁড়ু হয়েছিল।....."

"চমৎকার!" গম্ভীর গলায় জবাব দিয়ে দেন ভাসিলি স্ত্রুপে। তারপর আসনে বসে একটা খড়ি আর বুরুশ তুলে নেন।

ভাসিলি সাহেব নির্বিকার, সর্বজ্ঞ, সুরসিক, কিন্তু সন্দেহবাদী। মুখখানা মড়ার মতা ফ্যাকাশে, তার ওপর বেশ কড়া মুখভাব—তাই ওঁকে বয়সের চেয়েও বুড়ো দেখায়। খাস পিতাসবুর্গওলা, কাজেই তাস খেলা সম্পর্কে উপযুক্ত গাম্ভীর্যের অভাব নেই। তাসের টেবিলে উনি বেশ শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী। কথার জের টেনে তিনি ফের বলেনঃ

"সেই যে সেই উপাধিসর্বস্ব কাউন্সিলার সাহেব—হাত থেকে সবগুলো তুরুপের তাস মারা যাবার পর তিনি যা বলেছিলেন তাই বলি—চমৎকার!" বলে পালিস করা হাত দিয়ে দ্রুতগতিতে তাস বাঁটতে সুরু করেন।

চার নম্বর খেঁড়ু প্রিন্স লবানভ-রস্তভস্কি। বয়স অল্প বটে, কিন্তু তিনিও পাকা খেলোয়াড়। এডজুটেণ্ট হিসেবে তাঁর ডিউটির মধ্যে এক এই তাস খেলা, আর তারপর কমাণ্ডার ইন চীফের কতকগুলি ব্যক্তিগত সুবিধা-অসুবিধার তদ্বির করা। দপ্তরের কাজকর্মের জন্যে অন্য লোক আছে—তারা ওঁর চেয়ে আধুনিক ধরনের। লবানভ-রস্তভ্স্কি বংশের আর সকলের মতোই এঁরও চেহারা একদম সাদামাটা। লম্বাটে টাকপড়া মাথা, মামুলি মুখশ্রী, প্রকাণ্ড উঁচু কপাল। ওঁর একটা বদ অভ্যাস আছে—টেবিলের নীচে লম্বা লম্বা পা দুটো এমন এপাশ ওপাশ করেন মনে হয় যেন পায়খানার বেগ চেপেছে। কিন্তু খুঁত শুধু এই একটি—নইলে উনি খুব সভ্যভব্য ভদ্রলোক। ওঁকে কেউ কখনো নিজস্ব মতামত প্রকাশ করতে শোনেনি। কেউ জিজ্ঞাসা করলে উনি আজেবাজে, আবোল-তাবোল জবাব দিয়ে দিতেন—জানতেন যে কাজের কথা নিয়ে কেউ ওঁর সঙ্গে আলাপ করতে আসবে না। ওঁর আচরণে সৌজন্য ছিল, কিন্তু হীনতা ছিল না। গ্রীষ্মকালে যুদ্ধের সময় যথেষ্ট সাহসও দেখিয়েছিলেন, তারপর আহত হওয়ায় যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ছুটি দিয়েছে।

ওঁদের খেলা দেখলে মনে হয়, বুঝি পূজার অনুষ্ঠানে বসেছেন। রাজনীতি কিংবা যুদ্ধবিগ্রহ, এসব সম্বন্ধে ও সময় উচ্চবাচ্যও নেই। কথার মধ্যে খালি—"রুইতন...হরতন...নো ট্রাম্প...দুটো নো ট্রাম্প..."—ব্যস। মোমবাতি পট পট

হলে গিয়ে ওভারকোট পরবেন, হাতটা যেন ঢুকতেই চায় না। পরতে পরতে ওখান থেকেই ডেকে বল্লেন, "প্রিন্স, আপনি এখানেই থাকুন—একটা রবার পর্যন্ত ডামি নিয়েই খেলতে পারবেন।.....না, না, আমি আবার আসব, একাতেরিনা আলেক্‌সিয়েভ্‌না....."

ওঁরা সবাই টেবিলে গিয়ে বসলেন বটে, কিন্তু তাস খেলতে কারও আর ইচ্ছে নেই। চাপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন একাতেরিনা গিন্নী। ভুরু টুরু কুঁচকে টেবিলের ঢাকার ওপর খড়ি দিয়ে ছবি আঁকেন ভাসিলি—ক্ষুদে ক্ষুদে শয়তানের ছবি, আর ফাঁসি কাঠের ছবি। সোফার ওপর ছোট একাতেরিনার পাশে গিয়ে বসেন প্রিন্স। আনন্দে একাতেরিনার মুখ একেবারে লাল—পশম বোনায় ছেদ পড়ল। পা নাচাতে নাচাতে প্রিন্স ওঁকে খবর শোনাল—অদ্ভুত এক জ্যোতিষীর নাকি খোঁজ পাওয়া গেছে, তাকে একদিন দেনিকিনের কাছে নিয়ে আসবেন।

"জ্যোতিষী আপনার মাথা থেকে একটা চুল চেয়ে নেবে, নিয়ে সেটাকে বাতির আগুনে পোড়াবে—অমনি দেখবেন তার মুখ দিয়ে ফেনা উঠছে.....

"আপনার হাত গুণে সে কি বল্ল?"

"বল্ল, অশ্বারোহণে দূর-যাত্রা আমার কপালে লেখা, আহতও হতে হবে তিন বার—তবে শেষকালে বিয়ে হবে খুব ভাল বিয়ে।"

হাসতে হাসতে প্রিন্সের তো প্রায় দম বন্ধ—একসঙ্গে দু পা নাচান আর দোলেন—মনে হয় কে যেন কাঁধ ধরে নাড়া দিচ্ছে। লালের ছোপ লাগল একাতেবিনার ছোট ছোট কান দুটিতে, কোমল গ্রীবাদেশ আবক্তিম হয়ে উঠল।

"সত্যি, মন আর স্থির থাকে না!" চোখের জল মুছে বলেন একাতেরিনা গিন্নী। "সবারই মেজাজ টেজাজ যেন একেবারে খিঁচড়ে আছে। ...এমন হাল হবে তা কি কখনো ভেবেছি?"

"হ্যাঁ, চিন্তা টিন্তা করা আমাদের অভ্যাস ছিল না," জবাব দেন ভাসিলি। উনি তখন বধ্যমঞ্চের কুড়ুল আর পাটাতন আঁকছেন।

"আজব দেশ বটে রুশিয়া. ...."

কমান্ডার-ইন-চীফের যে কথা সেই কাজ; ঘরের বিলেতি ঘড়িটা তীক্ষ্ণ সুরে এগারোটার আওয়াজ দিয়েছে, অমনি জানালার নীচে মোটর হর্ণের কর্কশ শব্দ শোনা গেল। ঘরে ঢুকে দ্বিতীয়বার ওভাবকোট ছাড়তে ছাড়তে দেনিকিন বল্লেন:

"একাতেরিনা আলেকসিয়েভনা, আমি ঠিক জানতাম আজ আপনি টার্কি মুরগি খাওয়াবেন. চেস্টনাট ঠাসা টার্কি.. .। সুতরাং প্রিন্স আপনাকে একটু কষ্ট করতে হচ্ছে। আমার গাড়ীতে এক বোতল শ্যাম্পেন আছে, সেটা যদি এনে দেন!"

দেনিকিনের মেজাজ খুব শরীফ—খুশিতে হাতে হাত ঘষছেন। কিন্তু রবারের বাকি দান খেলতে আর রাজি হলেন না। "ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন! একাতেরিনা আর আমি দুজনেই অগ্রিম আত্মসমর্পণ করছি—শুধু সম্মানটুকু

জন্যে এতদিন ধ'রে আমরা আশায় রয়েছি, সে সাহায্য অবশেষে পেঁছাল।"

একদিন একখানা ব্রিটিশ এরোপ্লেন থেকে একজন যাত্রী নামলেন একাতেরিনোদার-এ। যাত্রীটি এমনই অদ্ভুত যে শহরের শাসক মহল ও মাতব্বর ব্যক্তিরা কিছুতেই আর হদিস পান না তিনি কে। তিনি ভাগ্যান্বেষী সাধারণ মানুষ, না ক্লেমাঁসোর চর, না কোনো হোমরা চোমরা ব্যক্তি—কিছুই আর তাঁরা ঠিক করে উঠতে পারলেন না। নামের উপাধিটা অবশ্য ফরাসীই বটে—জিরো। কিন্তু আদ্য নাম হল পিঅত্র্ পেত্রোভিচ। তার ওপর আবার কথা বলেন রুশ ভাষায়. অনর্গল—একটু দখনে টান আছে যদিও। পাসপোর্টটা উরুগুয়ের, কিন্তু তাতে তো আর জাতি বোঝায় না, বোঝায় শুধু এইটুকু যে ভদ্রলোক বেশ খেলোয়াড় আদমি। উনি পারী থেকে স্টীমারে নভরসিস্ক্ এসেছিলেন—রাইফেল, কার্তুজ, গুলিবারুদ ইত্যাদি মাল এনেছিলেন সঙ্গে। শহরের মিলিটারী কমাণ্ডারের কাছে পরিচয় পত্রটত্র যা হাজির করলেন তা দেখলে তাক লেগে যায়। পার্লামেণ্ট মেম্বরদের সুপারিশ, ধর্মবিভাগীয় মন্ত্রীর চিঠি, জনৈক ফরাসী ডাচেসের (তাঁর নামটা উচ্চারণ করা শক্ত) পরিচয় পত্র সবই ছিল তার মধ্যে। এমন কি 'ল্যা পতি পারিজিয়েঁ' কাগজের প্রতিনিধি কার্ডও ছিল। এসব যখন শেষ হল তখন উপস্থিত করলেন ব্যবসার প্রস্তাব। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের হরেক রকম পণ্য, খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদি তখন ফ্রান্সে গাদাবন্দী। সেই গাদার ওপর ব্যাঙের ছাতার মত কোম্পানীর পর কোম্পানী গজিয়ে ওঠে—তাদের কাছ থেকেই উনি ব্যবসার প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন।

ভদ্রলোকের মাথা থেকে পা পর্যন্ত সবটাই খাঁটি ইয়োরোপীয়ানের মতো। ফার-এর বর্ডার দেওয়া খাটো কোট,—তাতে স্কাংক-এর লোমের কলার—আজানু-লম্বিত চটকদার মাফ্লার, কাঁধ থেকে ক্যামেরা ঝোলানো, সঙ্গে আবার দুটো ঝকঝকে সুটকেশ—একেবারে ফুলবাবু। এহেন ফুলবাবু হঠাৎ সোজা পারী থেকে এসে উদয় হলেন এই দূর মফঃস্বলে, যুদ্ধবিক্ষত একাতেরিনোদার শহরে—মনে হল যেন আকাশ থেকেই পড়েছেন। শহরের কর্তাব্যক্তিরা যতই মাথা ঘামান এ ছাড়া আর জবাব খুঁজে পান না। আহা, আগন্তুক ভদ্রলোকের বাদামী রংয়ের বুট, তাতে কাণা বার করা ইয়া পুরু সোল—দেখতে কী সুন্দর! মিলিটারী কমাণ্ডাণ্ট পর্যন্ত বুট দেখে আর চোখ ফেরাতে পারেন না। জিরো সাহেব যখন হালকা ছাই রংয়ের বাঁকা টুপি চড়িয়ে মাথা উঁচু করে রাস্তা দিয়ে চলেন, আর সামনে সামনে তাঁর সুটকেশ ঘাড়ে করে চলে কসাক মুটিয়া—তখন রাস্তার লোক কেমন করে চেয়ে থাকে সে কথা না হয় নাই বল্লাম।

সেরা হোটেলের 'বিলাস কক্ষে' তিনি স্থান গ্রহণ করলেন। ঐ ঘরে আগে ছিল মুনাফাখোর পাপরিকাকি আর তার প্রণয়িনী—তারা স্থানচ্যুত হল। শহরে পেঁছনোর পরদিন জিরো গেলেন জেনারেল দেনিকিনের ওখানে, তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন।

বিব্রত দেনিকিন জেনারেল রোমানভ্স্কিকে দিয়ে মাফ চেয়ে পাঠালেনঃ

শুধু সেটুকুই ঢাকে। আরও পরিষ্কার করে বলতে গেলে, মেয়েদের পোষাক হল দুটো সরু ফালি আর তার সঙ্গে আটকানো এতটুকু একটু স্কার্ট। হাঁটু পর্যন্ত খালি পা দেখানোই আজকাল রুচির পরিচয়। আর পারীর মেয়েদের পা যে কী সুন্দর তা তো জানেনই। আণ্ডারওয়্যার না থাকলে কি আসে যায়? ধেৎ তেরি আণ্ডারওয়্যার—মানুষগুলো যে ট্রেঞ্চে ট্রেঞ্চে এত কষ্ট সইল সে কি শুধু শুধু? যাকগে, এ সব তো তুচ্ছ কথা। পারী আজ বিজয়িনী। অন্ধকার, নোংরা—তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু ধোঁয়া ধোঁয়া স্বার্থবোধক কথায় আর উত্তেজনায় শহর একেবারে গুলজার। বিশ্বযুদ্ধে জিতেছে পারী, এবার বিশ্ব-প্রতিবিপ্লবেও জিতবে, তার জন্যে প্রস্তুত হয়েছে।"

অতিথিদের মধ্যে তিনজনের মুখে চাপা হর্ষধ্বনি। চতুর্থ অতিথি রুটির গুঁড়ো পাকিয়ে বড়ি তৈরী করতে ব্যস্ত, তিনি কোনো মন্তব্য করলেন না। ধরা ছোঁওয়া না যায় এমনভাবে মুচকি হেসে কাঁধ ঝাঁকি দিলেন পঞ্চম জন।

"ক্রোধোন্মত্ত শার্দুল আজ পারীতে বাসা বেঁধেছে; প্রতিহিংসার জন্যে ছটফট করছেন ক্লেমাঁসো। শান্তি স্বাক্ষরিত হবার আগেই (স্বাক্ষর অবশ্য শীঘ্র হবে না) অবরোধ আর দুর্ভিক্ষের সমস্ত বিভীষিকা ভোগ করতে হবে জার্মানিকে। জার্মানির দন্ত-নখর এমনভাবে উপড়ে ফেলা হবে যাতে আর কোনো দিন না গজায়। ব্যক্তিগত আলাপ প্রসঙ্গে সেদিন ক্লেমাঁসো বলেছেন ঃ 'তৃতীয় শ্রেণীর জাতি ছাড়া আর কিছু হবার আশাটুকু পর্যন্ত জার্মানদের মন থেকে উৎপাটিত করে দেব। উপোসে মরবে না একেবারে, মটর আর আলু তো আছে।' কিন্তু ভদ্রমহোদয়গণ, পঞ্চাশ বছর আগে তাঁকে তো শুধু সেদান-এর অপমানই সইতে হয়নি, পারী কমিউনের বিভীষিকাও চুপচাপ বরদাস্ত করতে হয়েছিল। সাংবাদিকদের সঙ্গে ভোজে বসে ক্লেমাঁসো একদিন পুরোনো স্মৃতি ঝালাচ্ছিলেন ঃ ওঁর চোখের সামনে কমিউনার্ডরা সম্রাট নেপোলিয়নের স্মৃতি-স্তম্ভটা উল্টে ফেলে দিল (তার জন্যে কত দড়াদড়ি, কত যন্ত্রপাতি!), ভগ্নাংশ ছড়িয়ে গেল প্ল্যাস ভাঁদোমের পথের ধুলোয়; সেদিন ওঁর মনে কী হয়েছিল তাই বল্লেন ঃ 'স্তম্ভের ধ্বংস দেখে তো আমি ততটা ভয় পাইনি—ভয় পেয়েছিলাম এই ভেবে যে, যে-ভাবধারার ফলে ফরাসী শ্রমিকরা আজ ধ্বংসের প্রেরণা পেল, সে ভাবধারা কী ভয়ঙ্কর! সভ্যতার সামনে এখন সাংঘাতিক বিপদ। আপাতত সে বিপদ হয়তো এড়ানো যেতে পারে, কিন্তু জনসাধারণের হাতে যেদিন অস্ত্র তুলে দেওয়া হবে সেদিন সে বিপদ আবার আসবে, আসতে বাধ্য। দুদিকে দু শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের লড়তে হবে বটে, কিন্তু সেদানের প্রতিশোধ আমরা সেই দিনই পূর্ণ করব।' দেখুন মহাশয়েরা! ক্লেমাঁসোর ভবিষ্যদ্বাণী ফলে গেছেঃ যুদ্ধ থেকে ছাড়া পেয়ে সৈন্যেরা ফিরে আসছে পারীতে। ভের্দ্যঁ আর সম্-এর বিভীষিকা থেকে যারা বেঁচে ফিরল, প্রতিরোধের বেড়া তোলা আর রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধে নামা তো তাদের কাছে ছেলেখেলা। শহরের সমস্ত শরাপখানায় তারা আজ চীৎকার করে বেড়াচ্ছে—আমরা ঠকেছি, আমাদের ঠকিয়েছে। লোকও

জমছে তাদের পাশে। ওরা বলছে ঃ যারা লড়ল তারা পেল ব্যাজ আর মেডেল আর কাঠের পা; আর যাদের জন্যে লড়ল তারা নিল নগদ বিদায়—লক্ষ লক্ষ টাকা। মুদ্রাস্ফীতির ফলে বুর্জোয়াদেরও সর্বনাশ হয়েছে, তারাও ঐ অসন্তোষের দিকে ঢলছে। পারীর শহরতলীতে আজকাল দারুণ বিক্ষোভ। কারখানায় কারখানায় কাজ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, পারী ব্যারাকে সৈন্যদের মন মেজাজও কিছু ঠিক নেই। ওদিকে বিপ্লবের ভূমিকম্প লেগেছে জার্মানিতে, থামাতে গিয়ে সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা একেবারে হিমসিম। আর হাঙ্গেরি তো সোবিয়েত প্রতিষ্ঠা করল বলে।.....ইংলণ্ডে স্ট্রাইকের পর স্ট্রাইক, ঢেউয়ের মতো—তার মধ্যে লয়েড জর্জ গবর্নমেণ্ট কোনো রকমে জান বাঁচিয়ে চলতে চায়। সবারই এখন চোখ পড়েছে ক্লেমাঁসোর দিকে। তিনি ছাড়া আর কেউ তো বোঝেন না যে, ইয়োরোপে বিপ্লবের দফা রফা করতে হলে ঘা দিতে হবে এখানে. এই আপনাদের মস্কোতে। মাছ ধরার জালে যখন অক্টোপাস আটকায় তখন ইতালিয়ান মেছুয়ারা কি করে জানেন? অক্টোপাসের বায়ুস্থলীটাই কামড়ে ফুটো করে দেয়—ব্যস, বাছাধনের রক্তচোষা শুঁড়-টুড় সব একেবারে নিঃঝুম, নিস্তেজ।"

অতিথিরা শুনে যান—কেউ চুলের মধ্যে হাত চালাচ্ছেন, কেউবা ঝাপসা চশমা চোখ থেকে নামিয়ে আনছেন। আর একটা চুরুটের কোণা কাটবার জন্যে জিরো একটু থামলেন। অমনি প্রশ্নের পব প্রশ্ন ঃ

"ক' ডিভিশন ফরাসী সৈন্য ওদেসা গেছে?"

"ফরাসীরা কি দেশের অভ্যন্তরভাগে অভিযান করার ইচ্ছা রাখে?"

"জারিতসিনে ক্রাসনভের আক্রমণ যে আবার ব্যর্থ হলো সে খবর কি পারীতে পৌঁছেছে? ক্রাসনভকে সাহায্য দেওয়া হবে?"

"রুশিয়া নিয়ে ভাগ বাঁটোয়ারা কি শেষ? কোন্ কোন্ অঞ্চলে কার কার প্রভাব থাকবে? ভলাণ্টিয়ার আর্মিকে দস্তুরমতো সাহায্য দেওয়া হবে তো? সে ভার কার ওপর?"

একমুখ ধোঁয়া ছাড়লেন জিরো ঃ

"ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা এমনভাবে প্রশ্ন করছেন যেন আমিই ক্লেমাঁসো". তিনি বললেন। "আমি তো সাংবাদিক মাত্র। কাগজওলারা আমাকে পাঠিয়েছে —রুশিয়ার ব্যাপার নিয়ে তারা মাথা ঘামাচ্ছে, তাই ফৌজ টৌজকে সরাসরি সাহায্য দেওয়ার সমস্যাটা ক্রমেই বেশ জটিল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। খামোখা কাউকে চটানো লয়েড জর্জের ইচ্ছে নয়। তিনি যদি নভরোসিস্কে ইংরেজ সৈন্য পাঠান, শুধু দু' ব্যাটেলিয়ান পদাতিকই পাঠান, তাহলে আসন্ন উপনির্বাচনে তাঁকে দু' ডজন ভোট হারাতে হবে। আমি যা শেষ খবর পেয়েছি বলছি ঃ প্লেনে চড়ে লয়েড জর্জ ছুটেছেন পারীতে (সেদিন ঝড় হয়ে যাওয়ায় ইংলিশ চ্যানেলে এখন হরদম মাইন ভাসছে, তাই প্লেনে গেছেন)। 'কাউন্সিল অব টেল'-এর কাছে তিনি যা মত প্রকাশ করেছেন—এই দিন দুই আগে—তা হল ঃ অনতিবিলম্বে বলশেভিক গবর্নমেণ্টের পতন হবে বলে আশা করা গিয়েছিল, কিন্তু সে আশা

॥ পনের ॥

প্রথ্‌লাদ্‌নি গ্রামে পেঁাছে আবার আর এক দফা আশাভঙ্গ—হতাশা যেন রশচিনের জন্যে অপেক্ষা ক'রেই বসে ছিল। ঐ গ্রামে ক্রাসিল্‌নিকভদের সঙ্গে কাতিয়া যে বাড়ীতে থাকত সে বাড়ীর দরজা হাট খোলা। পায়ের চিহ্ন টিহ্ন কিছুই নেই, তাজা সাদা বরফে সব ঢাকা পড়ে গেছে। পরিত্যক্ত কুটিরের চৌকাঠের ওপর বরফের স্তূপ--চালা থেকে জল পড়ে বরফ গলতে শুরু করেছে।

স্ত্রীলোক দুটিকে নিয়ে ক্রাসিলনিকভ যে কোথায় গেল তা কেউ বলতে পারল না। ক্রাসিলনিকভ নামে একটা লোক ছিল বটে, তা কেউ অস্বীকার করে না। কিন্তু সে কোথা থেকে এসেছিল, তার বাড়ী কোথায়, অতশত কে জানে? কত লোকই তো গাথনোর কাছে ভেসে আসে!

বহু দিন ঠাণ্ডা পড়ে আছে উনুনটা, ঘরের ভেতর তারই গন্ধ। মেঝের ওপর এক গাদা আবর্জনা। ভাঙা শার্সির ফাঁক দিয়ে বরফ এসে ঘরে ঢুকেছে। খসে খসে পড়েছে দেওয়াল—তার পাশে দুটো চৌকি, একদম খালি। কাতিয়া চলে গেছে। দেওয়ালের গায়ে ছায়াটুকুও রেখে যায়নি। কত কষ্টের পর দুজনের পথ যদি মিলল, তবু দেখা হ'ল না—বড্ড দেরী হয়ে গেছে!

এবড়ো খেবড়ো চৌকি, তার একটার ওপর ভাদিম বসে পড়ে। কোন্ চৌকিতে ওরা ফুলশয্যা পেতেছিল, তাই ভাবে। আলেক্‌সির তো বেশ সুন্দর চেহারা—লজ্জা টজ্জাও বিশেষ নেই।...নিশ্চয়ই ওকে বলেছিল, "কান্নাকাটি তো হ'ল আর কেন, এবার চোখ মোছ!" রূঢ়ভাবে কখনই বলেনি—ভদ্রমহিলার সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করবে অমন বোকা সে নয়। খোশমেজাজেই বলেছিল নিশ্চয়, বেশ কর্তৃত্বের ঢঙে। . .আর পুশি অমনি চুপ, যা বলেছে মাথা পেতে মেনে নিয়ে আত্মসমর্পণ করেছে। ব্রীড়াবনতা শুচিশুভ্র কাতিয়া তো আলেক্সির ইচ্ছায় বাধা দিতে যাবে না...দেওয়ালে মাথা ঠুকেও মরবে না। না, ও তার স্বভাব নয়। উদাসীন জড়ের মতো ও হয়তো এই অবলম্বনই জড়িয়ে ধরেছে। ভুঁই-কুমড়োর লতা যেমন গাছের গুঁড়িটাকে জড়িয়ে ধরে, তিক্ত-রসের ফুল ছড়িয়ে দেয়—তেম্‌নি।

ঘরের মধ্যে এলোমেলো পায়চারি করে রশচিন—পায়ের নীচে খালি টিন-গুলো চেপ্‌সে যায়। না, না, আমার কলুষিত, অসংযত কল্পনা মিথ্যা কথা বলেছে। কাতিয়া কখনোই আত্মসমর্পণ করেনি, সে লড়েছে, বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষা করেছে। তার পবিত্রতা নষ্ট হয়নি। উঃ কী ভয়ঙ্কর ইতর আর কাপুরুষ

বোবা মহারাজ ঠিক হাজির। তার গাড়ীতে চড়ে এবার যাত্রা স্টেশনমুখো।

"ওর গায়ে ভীষণ জোর", কথাটা লেভকা এমনভাবে বল্ল যাতে ড্রাইভার শুনতে না পায়। "ও আগে কয়েদী ছিল। বুড়ো কত্তা আর ও, দুজনে মিলে চম্পট দিয়েছিল জারের জেলখানা থেকে। কেউ ওর দিকে চাইলে ও আবার চটে ওঠে, বুঝলে? ওকে বাঁচিয়ে চলবে। আমি যে আমি, আমিও ওকে ভয় করি....."

লেভকার মেজাজ খুব শরীফ। আপখুশীভাবে আরামে ঠেস দিয়ে বসে।

"তোমার বরাত ভাল রশচিন, আমার সুনজরে পড়ে গেছ।.....অভিজাত শ্রেণীর লোকদের আমি পছন্দ করি।.....সেদিন তিনটে প্রিন্সকে সাবাড় করতে হল, গলিৎসিনদের তিন ভাই।.....খাসা দাঁড়িয়ে রইল কিন্তু, টলল না। দেখতে বেশ লাগে।"

রেলগাড়ীতে উঠেও সমানে সেই একই বক্তৃতা। স্টেশনের হোটেল থেকে লেভকা আবার মদ আর বিস্কুট টিস্কুট আনিয়ে নিল, কোট খুলে বেল্টটা ঢিল করে দিল।

"বিশ্বাস করা শক্ত," শূয়োরের চর্বি থেকে মোটা মোটা চাকলা কাটতে কাটতে লেভ্‌কা বলে, "সত্যি বিশ্বাস করা শক্ত যে, তুমি আগে কখনো আমার নাম শোনোনি। ওদেসাতে তো আমি ছিলাম রাজা—টাকা বল, ছুঁড়ী বল, যা চাই তাই।.....আর কেউ হলে হজমই করতে পারত না, আমার অসম্ভব শক্তি তাই সহ্য হল। ওঃ যৌবন কী চীজ! কাগজে কাগজে আমার নামে কত প্রবন্ধ বেরুত ঃ 'জাদভ—কবি ও হাস্যরসিক।' এ সব কথাও তোমার মনে পড়ছে না? কী যে বল! আমার জীবনকাহিনী শোনার মতো। ইস্কুল থেকে পাস করে বেরুনোর সময় সোনার মেডেল পেয়েছিলাম। পেরেসিপ্‌-এ বাবা তখন গরুর গাড়ী চালান, আর এদিকে আমি একেবারে কেউকেটা বনে গেছি। হবই বা না কেন ঃ ইয়া খুবসুরত চেহারা—তখন তো ভুঁড়ি ছিল না—দারুণ সাহস, ডোণ্ট কেয়ার ভাব, তার ওপর অপূর্ব গলা—ভারী আর হাল্কার মাঝামাঝি। রসাল কবিতাও লিখেছি ঝুড়ি ঝুড়ি। আর ঐ যে নতুন ফ্যাশান—গায়ে খাটো শীপ-স্কিন কুর্তা, পায়ে পেটেণ্ট লেদার বুট—ঠিক যেন নাইট বাহাদুর—সে ফ্যাশন তো আমিই চালু করি! আমার নামে ওদেসাতে পোস্টার পড়ত, পোস্টারের পর পোস্টার। হুঁঃ, তা বলে জাদভ কি আর কণ্টটণ্টের তোয়াক্কা রাখে—এক কথায় সব ছেড়ে দিল! সাবাস অরাজক-তন্ত্র—এই তো আসল জীবন! একেবারে রক্তের ঘূর্ণিস্রোতে ভেসে চলেছি। আরে কথা বল না কেন চাঁদ, লেভকার সঙ্গে ভাল করে ভাব ক'রে ফেল, বুঝেছ? এতদিনে তোমার রাগ কি আর পড়েনি? এখন একটু চেষ্টা করে আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাও দেখি। আমার কথা শুনলে অনেক লোকেরই মুখ শুকিয়ে যায়।.....কিন্তু যাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাই, তারা আজীবন অনুগত থাকে।..... তারা আমাকে ভালবাসে, ওঃ কী ভালই না বাসে....."

রশ্‌চিনের মাথাটা বন্‌ বন্‌ করে ঘুরছে। সকাল বেলায় সেই আকস্মিক আঘাতের পর ওর খালি ইচ্ছা করে কোথাও গিয়ে হাউহাউ করে কাঁদে; হলদে রংয়ের চাঁদটার দিকে চেয়ে কুকুরগুলো যেমন নির্জনে হাউ হাউ করে—তেমনি। এখন আবার অপ্রত্যাশিত কর্তব্যের ভার পড়ল। সংক্ষিপ্ত দু'কথার হুকুম, হেঁয়ালির মতো, তাই শুনেই ছুটতে হল। এ আবার আর এক পরীক্ষা। চালে যদি ভুল করে কি সন্দেহ জাগে তাহলেই প্রাণ দিতে হবে তা বুঝতে কষ্ট হয় না—ঐ জন্যেই তো লেভকাকে সঙ্গে দিয়েছে। আচ্ছা এই যে, বিপ্লবী সামরিক কমিটিতে ইন্সপেক্টর হয়ে যাচ্ছি, সে কমিটিটা কি জিনিষ? অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা তদারক করতে হবে, কিন্তু তাই বা কি? কে অভ্যুত্থান করবে, কার বিরুদ্ধে? লেভকা জানে অবিশ্যি। কয়েকবার লেভকাকে প্রশ্ন করল—এমনভাবে যাতে জবাব আপনিই বেরিয়ে আসে। কাকস্য পরিবেদনা! লেভকা শুধু ভুরু তুলে কাঁচের মতো নিষ্প্রভ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে, আর এন্তার হামবড়াই চালায়—যেন ওর কথা শুনতেই পায়নি। শুপ্‌ শাপ্‌ শব্দ করে খায়, মুখটা পর্যন্ত মোছে না। শেষকালে এমন লাল হয়ে উঠল যে, ফুলকাটা জামার কলার টলার খুলে তবে শান্তি।

ভাদিমও এক গ্লাস পানীয় গলা দিয়ে নামাল, একটা মাংসের টুকরো মুখে নিয়ে চিবিয়ে চল্ল যন্ত্রের মতো—কিন্তু কোনো তৃপ্তি নেই। বিকট, বীভৎস জানোয়ারটাকে দেখলে গা ঘিন ঘিন করে ওঠে—বিতৃষ্ণা দমন করতে করতে ওর প্রাণ বেরিয়ে যায়। উপন্যাসের পাতায়ও এহেন পিশাচ কখনো চোখে পড়েনি! বেটা আবার নিজের মতো বাণীও ঠিক করে রেখেছেঃ "রক্তের ঘূর্ণিস্রোতে ভেসে চলেছি!" রশ্‌চিনের মাথাটা এতক্ষণ যেন সাঁড়াশীর প্রচণ্ড চাপে বন্ধ ছিল—ধমনীতে সুরার স্রোত বইবার সঙ্গে সঙ্গে বাঁধন আলগা হয়ে এল। আগে যে যন্ত্রের মতো বারে বারে শুধু ব্যর্থ পুনরুক্তি করছিল—"হবে, সহ্য হবে"—তার বদলে এখন ওর মনে বে-পরোয়া আত্ম-বিশ্বাসের ভাব এসেছে।

"ন্যাকামি থামাও তোমার", বল্ল লেভকাকে। "বুড়ো কত্তা আমাকে বেশ নির্দিষ্ট রকম কাজের ভার দিয়েছে। দেখ, আমি মিলিটারির লোক, হেঁয়ালি টেঁয়ালি বুঝিনে। ব্যাপারটা কি, খুলে বল দেখি।"

লেভকার মুখের হাসি যেন আবার শুকিয়ে গেল। মোটা হাতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লোমকূপ—সেই হাত দিয়ে গ্লাসের ওপর বোতল ধরে আছে।

"আমার পরামর্শ শোনো—বেশী প্রশ্ন কোরো না, বেশী কৌতূহলও দেখিও না। ব্যবস্থা সব আগে থেকেই ঠিক আছে।"

"তার মানে আমার ওপর বিশ্বাস নেই, কেমন? তাহলে আমাকে পাঠাচ্ছেই বা কোন্‌ কর্মে?"

"কাউকে বিশ্বাস নেই। আমি তো বুড়ো কত্তাকে পর্যন্ত বিশ্বাস করিনে। ওসব ছাড়, এস আর একটু টানা যাক!"

এমন প্রকাণ্ড হাঁ যে গেলাসটা একেবারে ভেতরেই চলে যায়। ধীরে ধীরে গলা দিয়ে মদ ঢালে লেভকা। মুখে গন্ধ, বোটকা বোটকা গন্ধ—চিনি কিংবা কাঁচা

রশচিনেরই সুবিধা—সে শক্ত, ছিপছিপে লোক। লেভকা সে কথা বুঝতে পারল বোধ হয়। ষাঁড়ের মতো গাঁক গাঁক করে বল্লঃ

"ওঠো, বারান্দায় যাও, যাও বলছি!"

হঠাৎ এক ধাক্কায় রেল কামরার দরজাটা খুলে গেল। আলোটা নিভতে নিভতে জ্বলে উঠল। ভেতরে এল চুগাই।

"কী খবর দাদা!" চুগাইয়ের গোঁফের ফাঁকে মৃদু হাসি। বড় বড় চোখ দুটো একবার লেভকার দিকে চায়, একবার রশচিনের দিকে। "সারা ট্রেমে আপনাদের গরু-খোঁজা করে বেড়াচ্ছি।"

রশচিনের পাশে বসে পড়ল—সামনে লেভকা। খালি বোতলটা তুলে নিয়ে নেড়েচেড়ে, গন্ধটন্ধ শুঁকে রেখে দিল।

"দুজনেরই এত গোমড়া মুখ কেন?"

"আমাদের ঠিক বনে না", চুগাইয়ের বিদ্রূপপূর্ণ চোখ থেকে চোখ এড়িয়ে লেভকা বল্ল।

"আপনি বুঝি কমিসার টমিসার কিছু, তাই এঁর সঙ্গে যাচ্ছেন?"

"কিছু টিছু নয়, তার ওপরে। যাই হোক, তাতে আপনার কি দরকার?"

"তাহলে কাজটার গুরুত্ব তো আপনার আরও ভাল করে বোঝা উচিত: এই কমরেডকে যে কাজে নিয়ে যাচ্ছেন সে কাজ কতো গুরুতর তা তো আপনিই জানবেন। মেজাজ সংযত করতে শিখুন। আচ্ছা, এখন একটু বাইরে যান তো দাদা. আমি এঁর সঙ্গে কথা বলতে চাই।"

বেশ এঁটেসেঁটে বসল চুগাই। পেটের ওপর হাত জোড়া, পা দুটো দিব্যি ছড়ানো। বাতির আলোয় মুখটা সামান্য লালচে দেখায়, মনে হয় যেন চীনে মাটির মুখ। বাচ্চা ছেলের মতো ফিতে আঁটা জাহাজী টুপি, সেটা যে কি করে মাথায় আটকে গেছে ভেবে আশ্চর্য লাগে। বে-ইজ্জতি হজম করে লেভকা কতক্ষণে বাইরে যায় তারই জন্যে ধীর স্থিরভাবে চুগাই অপেক্ষা করে।

লেভকার মুখ লাল। অপ্রসন্ন মুখে হাঁপাতে হাঁপাতে রশচিনের দিকে চেয়ে চোখ রাঙ্গায়। তারপর শব্দ করে উঠে দাঁড়াল। পেটেন্ট লেদারের চকচকে বুটজোড়াতে আলোর ঝিলিক তুলে বাইরে চলে গেল। দরজা বন্ধ করে দিল চুগাই।

"আপনাদের ঝগড়া হচ্ছিল কি নিয়ে?"

"ও, ও কিছু নয়!" রশচিন বল্ল। "মদ খেয়েছি কিনা!"

"ঠিক—জবাব এমনি করেই দিতে হয়। কিন্তু শুনুন ভাই, আপনাকে সোজাসুজি আমার হাতে দিয়েছে, কাজেই আমার সব প্রশ্নের জবাব দিতে হবে।"

উঠে সামনের সীটে বাতির কাছে গিয়ে বসল। আধ-পৃষ্ঠা একখানা টাইপ-করা কাগজ খুলে ধরল। কাগজটাতে মাখনোর সই। আনাড়ি হাতের টাইপে কাগজে লেখা আছে যে, একাতেরিনোস্লাভ জেলার বিপ্লবী সামরিক সদর

হায়রে দেনিকিনওয়ালার দল। যাকগে আপনার কথা বেশ উপভোগ করলাম। তাহলে এখন আপনাকে নিয়ে কি ঠিক করা যায়? আপনি কি কাজ করতে চান? মানে শুধু জীবন বাঁচানোর জন্যে নয়, সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে করতে চান?"

"কথাটা যদি এ ভাবেই রাখেন তাহলে বলি—নিশ্চয় চাই।"

"বেশী ইচ্ছে নেই বুঝি?"

"যখন করব বলেছি তখন করবই।"

খালি বোতলটা ফের তুলে নিল চুগাই, নেড়েচেড়ে দেখল। টেবিলের তলা, লাগেজের তাক—সেদিকেও চোখ বুলিয়ে নিল।

"এবার আপনার নেড়ী কুত্তাটাকে ডাকা যাক", বলে দরজা খুলে হাঁক দিলঃ "ও কমিসার, মালটা কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন?" তারপর চোখ ঠারল রশ্‌চিনের দিকেঃ "ওকে ঢিট করে রাখবেন, বুঝলেন। গোলমালের চিহ্ন দেখেছেন কি অম্‌নি গুলি। মাখনোর দলবলের মধ্যে এ লোকটাই সব চেয়ে সাংঘাতিক।"

পুলের কাছে পেঁছবার ঠিক আগেই রশ্‌চিন, চুগাই, আর লেভকা (লেভকা এখন মদে চুর) তিনজনে ট্রেণ থেকে নেমে পড়ল। নীপার থেকে কুয়াশা উঠে অপর পারে একাতেরিনোস্লাভ শহরটাকে ঘিরে রেখেছে। ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা তার ওপর ভিজে ভিজে, তাই কাঁধটাঁধ কুঁচকে তিনজনেই চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। ঘটাঘট শব্দ করতে করতে গাড়ীটা অবশেষে পুলের ওপর দিয়ে গুটি গুটি চলতে শুরু করল। তখন দেখা গেল—প্ল্যাটফর্মের পাটাতনের ওপর একজন স্ত্রীলোক—তার সর্বাঙ্গ শাল দিয়ে ঢাকা, শুধু তীক্ষ্ণ চোখ দুটি বেরিয়ে আছে। সে ওদের পাশ দিয়ে একবার হেঁটে গেল। তারপর আর একবার—আরও ধীর গতিতে। যখন তৃতীয় বার পাশে এসেছে তখন চুগাই যেন নিজের মনেই বলে উঠলঃ

"চা পাওয়া যায় কোথায় কে জানে?"

মেয়েটি অমনি থেমে পড়লঃ

"চায়ের জায়গা আপনাদের দেখিয়ে দিতে পারি, কিন্তু আমাদের কাছে চিনি পাবেন না।"

"চিনি আমাদের সঙ্গে আছে।"

এ কথা শুনবামাত্র মেয়েটি মুখ থেকে শাল সরিয়ে নিল। ভারি সুন্দর মুখখানি। তরুণ বয়স, সুডোল গালের ওপর একটি তিল, মুখের হাঁটুকু ছোট্ট, ছুঁচলো।

"আপনারা কোথা থেকে আসছেন, কমরেড্‌স?"

"তা নিয়ে তোমার মাথা ঘামাতে হবে না; ষড়যন্ত্রের কায়দা ফায়দা ছেড়ে এখন পথ দেখাও", রাগত সুরে লেভকা বল্ল।

আশ্চর্য হয়ে চোখ তোলে মেয়েটি, কিন্তু চুগাই ওকে বুঝিয়ে দিল যে.

"যাদের সঙ্গে ওর দেখা হবার কথা" ওরা তারাই। শুনে লাফ দিয়ে পাটাতনের নীচে নেমে মেয়েটি ওদের এগিয়ে নিয়ে চল্ল। একটা সাইডিংয়ের ভেতর দিয়ে পথ। সাইডিংয়ের চারদিকে ভাঙ্গাচোরা মালগাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু কোথাও কোনো লোকজন চোখে পড়ে না। ওরা কখনো ব্রেকিং প্লাটফর্মের ওপরে ওঠে, কখনো মালগাড়ীর নীচে হেঁট হয়ে চলে—এম্‌নি চলতে চলতে শেষকালে একটা ঢাকা-দেওয়া মালগাড়ীর কাছে এসে পৌঁছাল। গাড়ীর গায়ে টোকা দিয়ে মেয়েটি হাঁকল:

"খোল, আমি মারুসিয়া, ও'দের নিয়ে এসেছি।"

গাড়ীর ডবল দরজা সাবধানে ফাঁক ক'রে একটি মুখ বার হল। শীর্ণ, কঠোর মুখখানা, চোখ দুটি কয়লার মতো কালো।

"ভেতরে এস", মৃদু স্বরে তিনি বল্লেন, "ঠাণ্ডা ঢুকছে যে।"

তিনজনে ট্রাকের ওপরে চড়ল, তারপর মারুসিয়া। গাড়ীর লোকটি ফের দরজা বন্ধ করে দিলেন। ভেতরে একটা লোহার চুলা জ্বলছে, তাই ভেতরটা বেশ গরম। জুতোর কালির পুরোনো টিনে তেলের বাতি—তার মৃদু আলো পড়ল বিপ্লবী সামরিক কমিটির চেয়ারম্যান সাহেবের মুখের ওপর। সে মুখের ভাব বোঝা শক্ত। চেয়ারম্যানের পেছনে আরও দুটি অস্পষ্ট মূর্তি।

চুগাই তার পরিচয়পত্র দেখায়। লেভকাও একখানা কাগজ বার করে। আলোর পাশে উবু হয়ে বসে চেয়ারম্যান সাহেব বেশ অনেকক্ষণ ধ'রে কাগজ দুটো সব পড়লেন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বল্লেন:

"ঠিক আছে, বসুন। পরশু থেকেই আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করছি।" লেভকার পেটেণ্ট লেদার বুটজোড়ার দিকে একবার বাঁকা চোখে চেয়ে নিয়ে বল্লেন, "মাখনোর তো বিশেষ তাড়াটাড়া আছে বলে মনে হচ্ছে না।"

লেভকাই প্রথমে বসল—এবড়ো খেবড়ো টেবিলের ধারে একটিমাত্র টুল, তার ওপর ও স্থান নিল। তারপর চুগাই—ওর আসন একটা গুঁড়ির ওপর, গুঁড়ির দুপাশে দু পা। রশ্‌চিন দাঁড়াল ওধারে গিয়ে—গাড়ীর দেওয়ালে গা হেলিয়ে। হুঁ, তাহলে এই হচ্ছে বলশেভিকদের সদর দপ্তর।.....সাজ-সজ্জাহীন মালগাড়ী, আর গম্ভীর গম্ভীর চেহারার মানুষ—বোঝা যায় এরা রেলওয়ে শ্রমিক—সাবধানী, স্বল্পভাষী।

সহজ সুরে কথা আরম্ভ করলেন চেয়ারম্যান:

"আমরা প্রস্তুত হয়ে আছি। জনসাধারণও আগ্রহে অধীর। অবিলম্বে কাজ শুরু করা দরকার। পেৎলুরাওলারা কিছু একটা আভাস পেয়েছে বলে খবর পেলাম:—শহরে কাল একটা ভারী কামানের ব্যাটারি নামিয়েছে। কিয়েভ থেকে ওদের সৈন্য আসারও কথা আছে। আমাদের এখানে তো বিশ্বাসঘাতক কেউ নেই, সুতরাং ওরা খবর পেয়ে থাকতে পারে এক গুলিয়াই-পলিয়ে থেকেই।"

"দেখুন, ভেবেচিন্তে কথা বলবেন!" চোখ রাঙ্গানোর সুরে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বল্ল লেভকা।

ডান পারে মান্দিরভকা নামে শহরতলীর ওখানে পেঁছে ওরা নেমে পড়ে। গাড়ী নিয়ে হাটে যায় কৃষকরা, তাদের বলে কয়ে ওরা তাদের গাড়ীতে রেল স্টেশন পর্যন্ত পেঁছাতে পারে। সেখান থেকে ট্রাম ধরে না হয় পায় হেঁটে একেবারে শহরের মধ্যে।

রেলের স্টেশন আর পুলটা শহরের দক্ষিণ প্রান্তে। সেখান থেকে শুরু হয়েছে একাতেরিনিন্স্কি এভিন্যু। প্রকান্ড চওড়া রাস্তা, দুধারে বড় বড় আকাসিয়া আর পপলার গাছ—শহর যতদূর রাস্তাও ততদূর। রাস্তার দুধারে সারি সারি ব্যাঙ্ক. হোটেল, পোস্ট অফিস, টাউন হল ইত্যাদি—সব নতুন নতুন পাকা বাড়ী, জানলায় প্লেটগ্লাসের কাঁচ লাগানো। রাস্তাটা একদম খাড়া হয়ে পুরোনো শহরের দিকে উঠে গেছে। গীর্জার প্রাঙ্গণ ঘিরে তারই চারিধারে পুরোনো শহর। সৈন্যদের ব্যারাকও সেইখানে।

কি করে কদম গুণতে হয়. চোখে দেখে কি করে কোণা মাপতে হয়, আক্রমণের পক্ষে সুবিধাজনক জায়গাগুলো কিভাবে মনে রাখতে হয়—সে সব মারুসিয়াকে রশচিন শিখিয়ে দিয়েছিল। মাঝে মাঝে কোথাও কোনো কাফেতে বসে ওরা কাগজের ওপর নক্শা এঁকে নেয়। তারপর কাগজখানাকে খামের মতো ভাঁজ করে মুঠোর মধ্যে এঁটে ধরে চলে মারুসিয়া—যদি কখনো পুলিশের হাতে পড়ে তখন ওটা একেবারে গপ করে গিলে ফেলবে। কিন্তু ওদের দিকে কেউ ফিরেও চায় না। ইউক্রেনের ফ্যাশানে মাথায় রুমাল বাঁধা সুন্দরী মারুসিয়া, তার ওপর লাল চুড়ো-তোলা শীপস্কিন টুপি মাথায় রশচিন—যে কিছু দেখে না তারও ওদের দিকে চোখ পড়া উচিত। কিন্তু এখানে কারও তো ওদের কথা ভাববার সময় নেই। পেৎলুরা কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেছিল যে তারা প্রজাতান্ত্রিক, তারা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে। ব্যস তারপর থেকেই পঞ্চাশ রকমের কমিটির তলে তারা একেবারে চাপা পড়ে গেছেঃ সোশ্যালিস্ট কমিটি, জিঅলিস্ট, এনার্কিস্ট, ন্যাশনালিস্ট কমিটি, কনস্টিটুয়েন্ট এসেম্বলি কমিটি, এস আর এন এস, পি পি এস কমিটি, মডারেট আর প্রায়-মডারেট কমিটি—কোনো কমিটির প্রোগ্রাম আছে, কোনো কমিটির আবার ওসবের বালাই-ই নেই—এমনি দুনিয়ার যত পরগাছা এসে দাবী জুড়েছেঃ স্বীকৃতি দাও, টাকা দাও, বাড়ী দাও, নইলে তোমরা জন-সমর্থন হারাবে, পাপুরিকারির ছোট ভাইয়ের নেতৃত্বে (বড় ভাই বেশী চালাক, সে দেনিকিনের আশ্রয়ে পালিয়ে গেছে।) শহরের মিউনিসিপাল ডুমা আবার আরও গোল বাধিয়েছে। পেৎলুরাদের পাশাপাশি তারা আর একটা শাসন কর্তৃত্ব খাড়া করতে চায়; জিদ ধরেছে যে, স্বর্গত মেয়র খেম সলোমনোভিচ গিস্তরি-র নামে ওদের একটা আলাদা রেজিমেন্ট গঠন করতে দিতে হবে। এ অবস্থায় পেৎলুরা কর্তৃপক্ষের আর কাজ থাকল কি? কাজের মধ্যে শুধু রাত-বিরেতে বাড়ী বাড়ী খানাতল্লাস চালানো আর কমিউনিস্ট গ্রেপ্তার করা—তাও যারা নীপারের ডান পারে থাকে কেবল তাদেরই।

শহরে ঘোরাফেরা সাঙ্গ ক'রে দিনের শেষে মারুসিয়া আর রশ্চিন ঘরে ফিরে আসে, সোজা রাস্তা ধ'রে পুলের পথে নদী পার হয়। বাঁ পারের শহরতলী অঞ্চলে একটা জায়গা অন্তরীপের মতো ছুঁচলো হয়ে নদীর ওপর

খাওয়াদাওয়ার পর গায়ের ওপর আলোয়ান চাপিয়ে মারুসিয়া তো দৌড়—পার্টি মিটিং আছে। কর্তা-গিন্নীকে ধন্যবাদ জানিয়ে রশচিন তখন আর একটা ঘরে চলে যায়। পার্টিশানের পেছনে ঘরটা, সরু মতো। আর এত নীচু যে, হাত বাড়ালেই ছাতে ঠেকে। একদিকে খড়খড়ি আঁটা ছোট্ট জানলা, অন্য দিকে মারুসিয়ার দেবদারু কাঠের টানা আলমারি—বেল্টে আঙুল গুঁজে ঐ জায়গাটুকুর মধ্যে রশচিন পায়চারি করে। তারপর জামা আর বেল্ট খুলে বসে গিয়ে জানলার ধারে—দূরে অনেক নীচে নীপারের বুক থেকে ভাসমান তুষাররাশির চাপা শব্দ কানে আসে। পার্টিশানের ওধারে কর্তা-গিন্নী—তাঁরা তখন ঘুমের রাজ্যে। ঘরের মধ্যে উনুনের চটা উঠছে, শব্দ শোনা যায়—ঝিঁঝিঁ পোকা তার ছোট্ট করাতের মুখে কাঠ কুরে কুরে চলেছে, সে শব্দও শোনা যায়; এ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই, ছোট্ট বাড়ীটি একেবারে নিঝুম, নিস্তব্ধ। অপ্রত্যাশিত সুখ আর শান্তিতে ভাদিমের মন তখন ভ'রে ওঠে—সহজ, সরল, দৈনন্দিন ভাবনা ছাড়া আর কোনো ভাবনা থাকে না।

ওর ইচ্ছা যে মারুসিয়া এলে তবে ঘুমবে, তাই ঘুম তাড়ানোর জন্যে উঠে আবার পায়চারি করে। শাদা চুণকাম করা ছোট্ট ঘরটা খুব মনের মতন। ঘরে মারুসিয়ার জিনিষপত্র সামান্যই: পেরেকে টাঙানো ঘাগরা একটা, আলমারির ওপর চিরুনি আর ছোট্ট আয়না, আর খানকয়েক লাইব্রেরির বই।.....দেওয়ালের ধারে লোহার খাটটা ও রশচিনকে ছেড়ে দিয়েছে, নিজে শোয় মাটিতে, ফেল্টের মাদুরের ওপর বিছানা পেতে।

একদিন রাত্রে রোজকার মতোই সামনের দরজায় শব্দ হ'ল, বেশী আওয়াজ না ক'রে আস্তে আস্তে ফাঁক হ'ল রান্নাঘরের দরজা। ভেতরে ঢুকল মারুসিয়া, তুষারের চোটে তার গালদুটো লাল হ'য়ে গেছে। শাল খুলতে খুলতে বল্লঃ

"বাঃ আপনি জেগে আছেন, ভালই হয়েছে। খবর শুনেছেন? তিন দিনের মধ্যে যে মাখনো এখানে পেঁছাচ্ছে। আপনার প্ল্যান কালই দিতে হবে।..... আঃ আজ রাতটা ভারি সুন্দর! নিঃঝুম, নিস্তব্ধ। আর কত তারা....."

দরকারী দরকারী কত কাজ, মনের মধ্যে কত ঘটনার কত অসংখ্য প্রতিচ্ছবি —তাইতেই মারুসিয়ার মন একেবারে মেতে আছে। তার ওপর মেয়েটা আবার ভয়ঙ্কর সরল। বিছানা পাতার পরে ভাদিমের সামনেই কাপড় ছাড়ে, এলোমেলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে ঘাগরা, ব্লাউস, মোজা—এতটুকু অপ্রস্তুত বোধ করে না। দু হাতে হাঁটু দুটি ঘিরে মুহূর্তখানেক তোষকটার ওপর বসে থাকে। তারপর "নাঃ বড্ড ক্লান্ত লাগছে", ব'লে বালিশটা থাবড়ে নিয়ে শুয়ে পড়ে—মাথা একেবারে লেপের ভেতর। কিন্তু এক মিনিট যেতে না যেতেই ফের লেপ থেকে মুখ বার করেছে—তিল-আঁকা, গোলাপী মুখটি, চ্যাপ্টা ছোট্ট নাকটি।

"ওঃ বড় গরম!" ব'লে খোলা বাহু দুটি লেপের ওপর ছড়িয়ে দেয়। "আপনি ঘুমিয়ে পড়েননি তো?"

"না মারুসিয়া।"

"আপনি যে সত্যিই আমাদের দলে, এখন আমার তা বিশ্বাস হ'ল", মারুসিয়া বল্ল। "আমি অবিশ্যি তল্লাতল্লি, চেঁচামেচি করেছিলাম বটে, কিন্তু বাস্তবিক প্রমাণ তো হাতে ছিল না।....."

মাসের ছাব্বিশ তারিখে পেৎলুরা অশ্বারোহী বাহিনীর জনপঞ্চাশেক সৈন্য হঠাৎ নীপারের রেল-পুলের ওপর দিয়ে তীরবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে এসে মাল-গাড়ীর স্টেশনটা আক্রমণ করল। আত্মরক্ষার ব্যবস্থা হিসেবে তখন চার মালগাড়ীওলা একটা ট্রেনে বালির বস্তা সাজানো হচ্ছিল। গাড়ীর কাছে পাহারাদার শ্রমিকদের পেৎলুরা অশ্বারোহীরা কেটে শেষ করল, তারপর ট্রেনের জানলা লক্ষ্য ক'রে গুলি চালাতে চালাতে রেল লাইন ধ'রে সরে পড়ল। কিন্তু ওদের চড়াও টড়াও সবই যেন খুব ভয়ে ভয়ে, খুব শশব্যস্তভাবে। আসলে ওরা মতলব এঁটেছিল যে বিপ্লবী কমিটির সদর দপ্তরেই হামলা করবে, কিন্তু লাইনে গাড়ীর ভিড়ের মধ্যে চোরাগোপ্তা আক্রমণ হতে পারে এই ভয়ে তাড়াতাড়ি চম্পট দিল খোলা জায়গার দিকে—যেখান থেকে এসেছে সেখানে ফিরে যাওয়াই ভাল।

পুলের ওপারে ওরা মেশিন গান বসাল—যে যাবে তাকেই ছাড়পত্র দেখাতে হবে। পরিস্থিতি ক্রমেই সংগীন হয়ে উঠছে। শ্রমিক এলাকায় ঘরকে ঘর তল্লাশী হচ্ছে ব'লে গুজব শোনা যাচ্ছে। আশেপাশের অঞ্চল থেকে কৃষকেরা আসছে—কিন্তু এদিন আর একা একা নয়, দশজন ক'রে দল বেঁধে বেঁধে। সংগে মালপত্র নেই, পেটি-টেটি একেবারে টাইট ক'রে বাঁধা। বিপ্লবী কমিটি তাদের নিয়ে একটা আলাদা রেজিমেণ্ট গঠন করল। অনুষ্ঠান পর্ব খুবই সাদাসিধে—প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করা হলঃ

"কি জন্যে এসেছেন?"

"রাইফেল চাই, সেই জন্যে।"

"রাইফেল নিয়ে কি হবে?"

"সোবিয়েত বসাতে হবে, নইলে আবার সব গোলমাল হয়ে যাবে যে।"

"আপনি কি বিনা শর্তে সোবিয়েত রাষ্ট্রশক্তিকে স্বীকার করেন?"

"কেন করব না? শর্ত আবার কি হবে?"

"আচ্ছা যান, দ্বিতীয় কম্প্যানীতে ভর্তি হোন গিয়ে।"

কিন্তু রাইফেলেরই অভাব। শেষকালে হঠাৎ দুপুরবেলা একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে চুগাই এসে উপস্থিত। যে ট্রেনে এসেছে তা'তে শুধু ইঞ্জিন আর একখানা মালগাড়ী—মালগাড়ীর মধ্যে তিন শো অস্ট্রিয়ান রাইফেল, তার সংগে কিছু গুলি-বারুদ। তখন অবস্থাটা একটু সহজ হ'ল। তারপর সন্ধ্যার শেষ দিকে ঝন্‌ঝন্‌ খটাখট শব্দে মুখরিত হয়ে উঠল সারা স্তেপভূমি—দীর্ঘ-প্রতীক্ষিত মাখনো বাহিনী অবশেষে দ্বারে এসে উপস্থিত।

শ্রমিক বস্তিতে প্রথম পৌঁছাল 'ক্রোপৎকিন গার্ড' নামে অশ্বারোহী দল—প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চেহারা, লম্বায় সবাই এক সমান। 'বুড়ো কত্তার' এরা উপযুক্ত সাকরেদ, পৌঁছবামাত্র স্কুলবাড়ী গেল ওদের দখলে—বই, খাতা, টেবিল,

শিক্ষায়িত্রী, সব রাস্তায়। তারপর ওরা চল্ল বাড়ী বাড়ী—যেখানেই যায় উদ্ধত-ভাবে সবাইকে ডেকে তোলে।

এদের পরে পদাতিক সৈন্য—দুশো খানা মালগাড়ী, তা ছাড়া আরও নানা রকম যানবাহন, সব একেবারে ঠাসা। সবার শেষে প্রকাণ্ড এক চার ঘোড়ার গাড়ী—সম্ভবত কোনো মোহান্ত মশায়ের সম্পত্তি—এসে থামল স্কুল বাড়ীর দরজায়। গাড়ীর ড্রাইভারের আসনে 'বোবা মহারাজ'; আর আড়ম্বর সহকারে ভেতর থেকে নামল মাখনো, লেভ্‌কা আর কারেৎনিক।

মাখনো তখনি বিপ্লবী কমিটির সেনানীমণ্ডলীকে ডাক দিল—মন্ত্রণা সভা বসবে। বিপ্লবী কমিটির মালগাড়ীর সামনে ইতিমধ্যেই বেশ কিছু শ্রমিক এসে জড়ো হয়েছে, ক্রুদ্ধ স্বরে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে চেয়ারম্যানকে বলছেঃ

"মিরন ইভানোভিচ, দেখে যান, নিজে এসে দেখে যান একবার—এর নাম কি সোবিয়েত সৈন্য—ওরা ডাকাত, স্রেফ ডাকাত.....। এই যে গাপ্‌কা খুড়ীর কাছেই শুনুন না বেটারা কি করেছে....."

গাপ্‌কা খুড়ী একেবারে কাঁদো কাঁদোঃ

"মিরন ভাই, আপনি তো আমার সব খবর জানেন।.....হুড়মুড় ক'রে দুটো মিন্‌সে এসে আমার ঘরে ঢুকল, বলে, 'দুধ দাও, চর্বি দাও.....।' একেবারে রাক্কোস সব, কতকাল যেন খেতেই পায়নি। 'চল, চল, তোমাদের শুয়োর কোথায়, মুরগী কোথায় দেখাও শীগ্গির.....।' যা পেল গব গ্‌ব্‌ করে শেষ করে দিল গো। জানোয়ার, শয়তান বেটারা ..."

বেশ কড়া সুরেই চেয়ারম্যানের তখন সবাইকে বুঝিয়ে দিতে হল যে, কাজটা যখন হয়ে গেছে, মানে মাখনোকে যখন আমরা নিজেরাই ডেকে এনেছি, তখন আর ফেরার উপায় নেই। তার চেয়ে এখন সমস্ত শক্তি দিয়ে লাগো—এক ধাক্কায় শহর দখলে এনে তাড়াতাড়ি সোবিয়েত সরকার প্রতিষ্ঠা করো। গাপ্‌কা খুড়ীর দিকে ফিরে জোর গলায় বলে উঠলেন চেয়ারম্যানঃ

"দুটো শুয়োর পেলে আপনার চলবে? নয়তো একেবারে এক পালই দিয়ে দেব.....এখন অসন্তোষ ছড়ানো বন্ধ করুন দেখি।"

যুদ্ধের মন্ত্রণা সভায় মাখনোর আচরণ অত্যন্ত অদ্ভুত—কখনো উদ্ধত ভাব দেখায়, আবার কখনো বা ভয়ে জড়সড় হয়ে থাকে। ও দাবী তুল্ল যে, ওকে সমস্ত সৈন্যের কমাণ্ডার ইন চীফ বানাতে হবে, নইলে ওর আর্মি আবার ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে স্বস্থানে প্রস্থান করবে। বার বার শুধু একই কথাঃ সোবিয়েত শক্তির হাতে ওর বাহিনীর মতো এত ভাল বাহিনী আর নেই, সুতরাং এ বাহিনীকে খুব ভাল করে রক্ষা করা দরকার, ইতস্তত আক্রমণে অপচয় করা কখনোই উচিত হবে না। অনবরত নখ কামড়ায় মাখনো, আর থেকে থেকে জ্যাকেটের সামনের দিকে হাত ঢুকিয়ে গা চুলকোয়। পেৎলুরার ষোলটা কামান আছে, সেইজন্যেই ওর সব চেয়ে বেশী ভয় তো বোঝা গেল।

ওকে সম্বোধন করে এবার চুগাই বল্লঃ

ধারে। লঘু পায়ে ক' সেকেণ্ড পায়চারি করতে করতে বারবার একটা ছড়া কাটে—অর্থহীন ছড়া, খালি হিস হিস শব্দ বার হয়। উঁচু বেড়াটা দেখে ওর ভালই লাগে, ভাবে রোগা শরীর নিয়ে অনায়াসে পার হতে পারবে। বাকী কমরেডরা তখন একে একে পেঁাচচ্ছে চোরের মতো, পা টিপে টিপে। রশচিন তাদের হুকুম দিল—বেড়া ডিঙিয়ে ইয়ার্ডে নামো, তারপর ফটকের কাছে গিয়ে জমা হও। হুকুম দিয়ে ফের পায়চারি।

চব্বিশ জনের মধ্যে মাত্র তেইশ জন হাজির, বাকি একজন হয়তো পথ হারিয়ে ফেলেছে, নয়তো শত্রু পাহারার হাতে ধরা পড়েছে। রশচিন এক লাফ দিল। বুটের ডগাটা বেড়ার তক্তায় ছেঁচড়াতে ছেঁচড়াতে হাতের জোর দিয়ে নিজেকে ও বেড়ার মাথায় ঠেলে তুলল। তারপর ঝপ করে ওধারে—কিন্তু যত সহজে পারবে ভেবেছিল তত সহজে পারল না। ওপারে একগাদা ভাঙাচোরা ইঁট, নামল গিয়ে তারই ওপর।

গেটের ধারে দাঁড়িয়ে শ্রমিকেরা রশচিনের আসা-পথের দিকে নীরবে চেয়ে আছে। কেউ কেউ মাটিতে বসে, হাঁটুর আড়ালে মুখ ঢাকা। ভোর হতে আর দেরী নেই। অপেক্ষা করে বসে থাকার এই শেষ ক'টি মুহূর্তই হল চূড়ান্ত মুহূর্ত। সব চেয়ে কঠোর পরীক্ষাও এই সময়েই, বিশেষ করে যাদের এবার প্রথম লড়াই তাদের পক্ষে তো বটেই। আবছা আলোয় অস্পষ্টভাবে রশচিন দেখতে পেল—দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় কত জন ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরেছে, নিষ্পলক চোখে শুষ্ক দীপ্তি ঠিকরে পড়ছে। এরা রুশিয়ার মানুষ—আনাড়ি, স্থূলবুদ্ধি, কিন্তু সরল, সহজবিশ্বাসী, সাচ্চা মানুষ। এই কাজটাতে কত বিপদ, তবু ওরা স্বেচ্ছায় সে বিপদে ঝাঁপ দিয়েছে। ঝাঁপ দিয়েছে বিশ্ব-বিপ্লবের আদর্শের খাতিরে—সেই যে বাতিজ্বালা ছোট্ট ঘরে বসে মার্কসিয়া বলেছিল, তারই জন্যে। পরম উল্লাসে রশচিন যেন অভিভূত হয়ে পড়ে, মনে হয় শরীরের সমস্ত ভার যেন কেটে গেছে। আবেগে তখন ওর কণ্ঠ একেবারে রুদ্ধ। জীবনে এমন অভিজ্ঞতা তো কখনো পায়নি.....এ যে অপূর্ব।

ওর কপালের রেখাগুলি কুঞ্চিত। সবাইকে ডেকে বলল: "কমরেডস্, ঠাণ্ডা মাথায় কাজটা যদি আমরা করে ফেলতে পারি, তাহলে তারপর আরও জিত হবে। গোটা বিদ্রোহেরই সাফল্য নির্ভর করছে আমাদের ওপর।" (যারা মাটিতে বসে ছিল তারা উঠে কাছে এসে দাঁড়াল।) "আবার বলে রাখি, কাজটা যে বিশেষ কঠিন তা নয়, আসল কথা হল কত তাড়াতাড়ি কাজটা শেষ করতে পার। আমাদের শত্রুরা কোন্ জিনিষকে সব চেয়ে বেশী ভয় করে জান? সে জিনিষ অস্ত্র নয়, সে হল মানুষ। যদি তুমি, তুমি কমরেড"—মুহূর্তকাল থেমে সামনে এক নগ্নস্কন্ধ যুবকের দিকে চাইল—যুবকের ঘাড়টি ভারি মজবুত। কেমন যেন অদম্য আবেগে রশচিন ওর কাঁধের ওপর হাত রাখল, ঘাড়ের উষ্ণতা স্পর্শ করল আঙুল দিয়ে। "কমরেড, তোমার যদি বুক কাঁপে, মনে রেখো যে শত্রুরও বুক কাঁপছে। কাজেই দুজনের মধ্যে যার আদর্শ আছে, আদর্শে বিশ্বাস আছে, সেই জিতবে।"

পেছন দিকে মাথা ঝাঁকি দিয়ে যুবকটি হেসে উঠল:

"ঠিক বলেছেন আপনি—দুজনের একজন শেষ হবেই। ওরা মূর্খ, কিন্তু আমরা

দিল। সুমুখের জায়গাটা একেবারে শত্রুর গুলির মুখে, কোনো আড়াল নেই। শোঁ শোঁ করে বুলেট ছুটে আসে, কিন্তু বুলেট টুলেট ও গ্রাহ্যের মধ্যেও আনে না, সোজা দৌড়য়। পেছন থেকে কমরেডরা চীৎকার করেঃ "ওরে বোকা, মরবি যে!".....“শাশ্‌কো, আসার সময় সিগ্রেট আনিস!" ওর ফিরে আসতে বেশিক্ষণ লাগল না। ট্রেঞ্চের ওপর উবু হয়ে বসে কমরেডদের এক প্যাকেট সিগ্রেট ছুঁড়ে দিল, আর রশচিনকে দিল একখানা চিঠি। চিঠিতে সদ্য মোহর আঁকা, কালি জুবড়ে গেছেঃ

"সবুর। নতুন সৈন্য পাঠাচ্ছি।—মাখনো।"

"মারুসিয়া সেলাম জানিয়েছে," শাশকো বল্ল রশচিনকে।

ভাদিম তো অবাক। পরিখা থেকে মুখ তুলে শাশকোর দিকে চায়।

"মেয়েটি খাসা, বুঝলেন কমরেড রশচিন! আপনার বরাত ভাল....."

"ওকে দেখলে কোথায়?"

"ওঃ সে তো এখন স্টেশনে কর্তাগিন্নি করছে।.....ও না থাকলে কি আর মাখনোর কাছে পৌঁছাতে পারতাম? আরে ভাই, ওখানে কী ভিড়, তা যদি তোমরা দেখতে! সবাই এসে রাইফেল চায়। একাতেরিনোস্লাভ এখন আমাদের হাতে!"

স্টেশনে মাখনোর সদরদপ্তর খোলা হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ওয়েটিং রুমে জলখাবারের টেবিল থেকে কাঁচের প্লেট টেলেট সব ঝেঁটিয়ে মাটিতে ফেলে দিয়ে সেখানে বসেছে মাখনো—ওয়েটিং রুমের নকল পাম গাছগুলো তার দু পাশে। মাখনো অর্ডার লেখে আর তার ওপর খট খট ক'রে রবারের সীল লাগিয়ে দেয় কারেণ্টনিক। হন্তদন্ত হয়ে লোক ছোটে অর্ডার নিয়ে। উত্তেজিত লোকজন সব অনবরত ভিড় করে আসে, বলেঃ গুলিবারুদ দাও, নতুন সৈন্য পাঠাও, যুদ্ধক্ষেত্রের জন্যে খাবার ব্যবস্থা করো, রুটি কিংবা সিগ্রেট দাও, শুশ্রূষার জন্যে আর্দালি জোগাড় করো, অমুক দাও, তমুক আনো।.....একজন কমান্ডারের মহা রাগঃ দলবল নিয়ে তিনি একেবারে 'কমার্শিয়াল এন্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক'-এর দরজা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলেন, কিন্তু গুলিবারুদ ফুরিয়ে যাওয়ায় এখন দরজার দু হাত দূরে বৃথাই মাটি কামড়ে পড়ে আছেন। রাগের চোটে তিনি তো সোজা মাখনোর টেবিলের সামনে হাজির: বেল্ট থেকে হাত বোমাটা খুলে ধপ করে ফেল্লেন মাখনোর সামনে। ভয় দেখিয়েই যদি কাজ হয়। এই তাঁর আশা। গাঁক গাঁক করে বল্লেনঃ

"এখানে আপনি কোন্ কম্মটা কচ্ছেন? ভগবানের নাম নিচ্ছেন? ভালয় ভালয় গুলিবারুদ বার করে দিন, দিয়ে চুলোয় যান!"

যারা অর্ডার চায় শুধু তাদেরকেই অর্ডার লিখে দেয় মাখনো। হিংস্র কায়দায় থুতনিটা বাড়িয়ে ধ'রে এমন ভাব দেখায় যেন ওই যুদ্ধ চালানোর মালিক, কিন্তু আসলে ওর মাথায় সব একেবারে তালগোল পাকিয়ে গেছে।

সৈন্যরা যে জায়গায় এগোচ্ছে বা পেছোচ্ছে, শহরের ম্যাপের ওপর সেই জায়গা-গুলোতে ও পেন্সিল দিয়ে ঢেঁরা কাটে—দাগের চোটে কাগজ একেবারে ফুটো ফুটো। কিন্তু পোড়ারমুখো শহরটাতে কোথাও ভাল করে নড়বারই জায়গা নেই! রাস্তাগুলো এমন সরু যে চারিদিকে খালি শত্রু—ওপরে, পাশে পেছনে শত্রু লেগেই আছে।.....ম্যাপের দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকে মাখনো—রাস্তা, বাড়ি কিছুই তার চোখে পড়ে না। দিগ্বিদিক জ্ঞানই ও হারিয়ে ফেলেছে, লড়াই চলেছে চোখ বুজে। সেইজন্যেই তো ও বরাবর বলে এসেছে যে, শহরগুলো সব বিপদের আড্ডা, শহরের চেয়ে খারাপ জায়গা আর কিছু নেই।

মার্তিনেংকোর সঙ্গে সম্বন্ধটা কি দাঁড়াল ঠিক ঠাহর করতে না পেরে ও আরও অস্বস্তি বোধ করে। চুগাই ভরসা দিয়েছিল যে, মার্তিনেংকো তার আপন লোকদের ওপর কখনই গোলা দাগবে না। ওরা গত রাত্রে দেখা করেই ঠিক করুক কিংবা আগে থেকেই বোঝাপড়া করে থাকুক—যাই করে থাকুক, একথা সত্যি যে শত্রুর কামানশ্রেণী একেবারে নিস্তব্ধ। গোলন্দাজদের মধ্যে অর্ধেক লোক পালিয়েছে। আর মার্তিনেংকো নিজে তো নেশায় চুর, অপ্রস্তুত ভাবটা কাটাবার জন্যে মদের মধ্যে একেবারে ডুবে গেছে। ওর যত কামান তার মধ্যে স্টেশনে ছিল শুধু দুটো ফীল্ড গান। পেৎলুরাওলারা সে দুটো ছেড়ে দিয়ে হটে গেছে। মাখনো এর আগে কখনো কামান দখল করেনি, তাই ওর এবার মহা আনন্দ। ওর হুকুমে কামান দুটো বড় রাস্তায় এনে বসানো হল, তারপর গোলা দাগার রশিটা টানল ও নিজের হাতে। দুড়ুম ক'রে কামান ছুটতেই মাখনো কী খুশী—হাসির চোটে মুখ একেবারে কুঁচকে উঠল; ওদিকে লোকজন সব ভয়ে মাথা হেঁট করে নুয়ে পড়ে, লম্বা লম্বা পপ্‌লার গাছের মাথার ওপর দিয়ে গোঁ গোঁ শব্দে ছুটে চলে কামানের গোলা।

স্টেশনের সামনে স্কোয়্যার, সেখানে বিপ্লবী কমিটির সদরদপ্তর। স্কোয়্যারের জায়গায় জায়গায় উৎসবের মতো আগুন জ্বলছে। শহরের সমস্ত অঞ্চল থেকে শ্রমিকেরা আসছে, দলে দলে ভিড় করে দাঁড়াচ্ছে আগুনের ধারে। বিপ্লবী কমিটির মেম্বাররা তাদের প্রত্যেককেই চেনেন, কে কোথা থেকে আসছে তাও জানেন। কারখানা বা ওয়ার্কশপে ওরা ওঁদের কমরেড—কেউ ঢালাইওয়ালা, কেউ চামড়া কারখানার মিস্ত্রী, কেউ সুতোকল বা ময়দাকলের মজুর। কারখানা হিসেবে কমিটি ওদের ডাক দেয়, অমনি আগুনের ওধার থেকে শ্রমিকরা চলে আসে, জন-পঞ্চাশেক করে এক একটা ডিট্যাচমেণ্ট গঠিত হয়। ওদের মধ্যে উপযুক্ত লোক পাওয়া গেলে তিনিই ডিট্যাচমেণ্টের কমাণ্ডার নিযুক্ত হ'ন, না হলে বিপ্লবী কমিটির কোনো মেম্বার এসে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ওদের হাতে রাইফেল দেওয়া হয়, কেউ যদি রাইফেলের ব্যবহার না জানে, তাহলে তাকে শিখিয়েও দেওয়া হয় তখনি তখনি। তারপর ডিট্যাচমেণ্টের লড়াইয়ের আদেশ; আদেশ গ্রহণ করে কমাণ্ডার তাঁর রাইফেল তুলে ধরেন, বাতাসে রাইফেল হেলিয়ে হাঁক দেন: "আগে বাড়ো, কমরেড্‌স্!"

রশচিনকে বলে, সে যদি ভেতরে যাবার চেষ্টা না ছাড়ে তবে তাকে ওখানেই গুলী করে মেরে ফেলবে। "চুলোয় যাও তোমরা আর তোমাদের বুড়ো কত্তা", ক্লান্ত সুরে এই কথা বলে স্টেশনে ফিরে গেল রশচিন।

স্টেশনে সেই বিধ্বস্ত রিফ্রেশমেণ্ট রুমটা তখন অন্ধকার। তবে লম্বা লম্বা জানালার কাঁচে বাইরের বহ্ন্যুৎসবের দীপ্তি প্রতিফলিত হয়ে আবছা আলো সৃষ্টি করেছে। সেখানেই ওক কাঠের বেঞ্চের ওপর সটান শুয়ে পড়ল রশচিন। শোবামাত্র ঘুম—অত সব গোলমাল, গুলীর আওয়াজ, ট্রেনের বাঁশীর শব্দ—কিছুতেই ঘুম আটকায় না। কিন্তু ক্লান্তির গভীরতা ভেদ করে দিনের ঘটনা-গুলো তবু মনের মধ্যে ভেসে আসে—ঘটনার খণ্ডবিখণ্ড অংশ, এলোমেলো, তালগোলপাকানো।.....সাচ্চা মানুষের মতোই কাজ করেছে সরোকিন, কোনো অন্যায় করেনি। না, একটা খুঁত থেকে গেছে। সেই লোকটাকে রগের ওপর বাড়ি কষাল কেন, সে তো আত্মসমর্পণ করতই।.....নিজের অতীতটাকে চাপা দেবার জন্যেই কি বাড়ি লাগিয়েছিল? অমনি চোখের সামনে ভেসে উঠল : টেবিলের ওপর একজোড়া তাস আর মশলাদার মদের গ্লাস.....তার পাশে ঐ নিহত লোকটা—ক্যাপ্টেন ভেদেনিয়াপিন—এক নম্বর সুবিধাবাদী।.....পোকায় খাওয়া দাঁত লোকটার, মুরগির পাছার মতো ভিজে ভিজে ঠোঁট—এমন ক'রে কুঁচকে রাখত মনে হত যেন জেনারেল এভার্তের জুতো চাটবার জন্যে উন্মুখ হয়ে রয়েছে।.... জেনারেল এভার্ত আর্মি কম্যাণ্ডার, তিনিও তাস নিয়ে 'প্রেফারেন্স' খেলতেন।.. চুলোয় যাক লোকটা, ওকে মারা ঠিকই হয়েছে।. . ..

হৃদয়ের অশান্ত স্পন্দনের সঙ্গে লড়াই করে করে ঘুমই হার মানল, রশচিন চোখ মেলল। সামনে চেয়ে দেখে—একখানি মুখ, ভারি সুন্দর, ভারি মিষ্টি, জানলা দিয়ে আসা লাল আলোয় রক্তাভ। রশচিন লম্বা শ্বাস ফেলল, অমনি ঘুমও একেবারে ভেঙে গেল। দেখল; মারুসিয়া বসে আছে পাশটাতে, তার হাতে এক ঘটি গরম জল, আর হাঁটুর ওপর এক টুকরো রুটি।

"এই যে নিন, খেয়ে নিন!" মারুসিয়া বলল।

সেই রাত্রে বিপ্লবী কমিটির চেয়ারম্যান আর চুগাই, দুজনে মিলে গেলেন কামানের ঘাঁটিতে। তখন শুধু সোবিয়েত পক্ষের লোকেরাই ঘাঁটি পাহারা দিচ্ছে। মার্তিনেংকোকে ঘুম থেকে তুলে চুগাই বলল :

"কমরেড, তোমাকে একটু কড়া কথা শোনানো দরকার। তুমি যা ব্যবহার করেছ সে আর বোলো না। .....হয় সোজাসুজি পেৎলুরার দলে চলে যাও—অবিশ্যি তোমাকে জ্যান্ত যেতে দেব তা ভেবো না—আর নয়তো কামানটামান নিয়ে একটু নড়ো....."

"তা হতে পারে, সকাল বেলা কামান টামান সব আমি এদিকে নিয়ে আসব..."

"সকালে না,. এখনি আনতে হবে।.....মার্তিনেংকো, হায় মার্তিনেংকো, ঘুমের জন্যে তুমি কি স্বর্গই খোয়াতে বসবে....."

"বেশ, কামান পাবে....."

পরদিন কামানের পর কামানের গর্জন, একতেরিনোস্লাভের ঘর-দুয়ার একেবারে কেঁপে উঠল। ফুটপাতের পাথর, পপলারের ডাল, হকার স্টলের খণ্ডবিখণ্ড অংশ।—সব উড়ে চলেছে রাস্তার ওপর দিয়ে। এই গম্ভীর সংগীতের প্রেরণা জাগল সবাইয়ের মনের মধ্যে—শ্রমিক ডিট্যাচমেণ্ট, কৃষক রেজিমেণ্ট, মাখনোর পদাতিক সৈন্য সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়ল পেৎলুরা বাহিনীর ওপর—ঠেলতে ঠেলতে পাহাড়ের অর্ধেক দূর পর্যন্ত হটিয়ে নিয়ে গেল পেৎলুরাওলাদের। তখন দলীয়, নির্দলীয় নানান প্রতিষ্ঠানের নানান প্রতিনিধি (তার মধ্যে ছোট পাপরিকাকিও একজন)—প্রাণ হাতে নিয়ে তারা সব বিপ্লবী কমিটির সদর দপ্তরে এসে হাজির। শ্বেতপতাকা উড়িয়ে তারা আবেদন জানাল যে, যুদ্ধবিরতি আর গৃহযুদ্ধ শান্তির জন্যে এখনি আলোচনা শুরু করা দরকার, এ বিষয়ে তারা মধ্যস্থতা করতে প্রস্তুত।

মিরন ইভানোভিচের টুপিটা তেলচিটে, কোটের গোটাকয়েক বোতাম নিরুদ্দেশ, এমনি অবস্থায় আন্তোরিয়া হোটেলের সামনের ঘরে টেবিলের ধারে কুঁজো হয়ে বসে তিনি বাসি রুটি চিবোচ্ছেন, কিন্তু মুখ দিয়ে লালা আর বার হয় না। প্রতিনিধিদের সম্বোধন করে তিনি বল্লেনঃ

"শহর ধ্বংস হোক তা আমরাও চাইনে। আমরা আপনাদের চরমপত্র দিচ্ছিঃ বেলা তিনটের ভেতর পেৎলুরা বাহিনীর প্রত্যেকটি ইউনিটকে অস্ত্র সমর্পণ করতে হবে। ছাতের ঘর থেকে প্রতিবিপ্লবী দলগুলো যে গুলি চালাচ্ছে তাও বন্ধ করতে হবে। যদি না হয় তাহলে তিনটে বেজে এক মিনিটের সময় আমরা শহরের ওপর কামান দাগা শুরু করব।"

ওঁর মুখে কালিঝুলি মাখা। আরও আস্তে রুটি চিবোতে চিবোতে খুব ধীরে ধীরে কথা কটি বল্লেন। শুনে প্রতিনিধির দল তো একেবারে হেঁটমুণ্ড। অনেকক্ষণ ধ'রে ফিসফাস পরামর্শ চল্ল, তারপর আপত্তি তুলতে যাবেন এমন সময় দেখেন সামনে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে বিচিত্র বেশভূষা পরা একদল লোকঃ মেশিন গান সাপটে ধ'রে দুজন চলেছে আগে আগে, তাদের পেছনে জনা বারো জোয়ান ছোকরা—একেবারে মাথা থেকে পা পর্যন্ত হাতিয়ারে বোঝাই। আর ঠিক সবার মাঝখানে বাবরিওলা বেঁটেখাটো লোক একজন, তার চোখ দুটো দেখলে মনে হয় যেন শয়তানের চেলা.....

দেখবামাত্র আর কথা নেই—চেয়ারম্যানের হাত থেকে চরমপত্রখানা ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে প্রতিনিধিরা সব একেবারে খোলা রাস্তায়—গুলি চলছে চলুক!

পেৎলুরা কর্তৃপক্ষ চরমপত্র অগ্রাহ্য করল। তিনটে বেজে এক মিনিটের সময় বিপ্লবী সমর পরিষদের টেবিলের ধারে এসে মাখনোর সে কী হৈ চৈ—টেবিল ঠোকে আর বলে, কামান দেগে শহর একেবারে ধুলিসাৎ করে দেওয়া হোক, দয়ামায়া দেখালে চলবে না। কিন্তু সমর পরিষদের সভ্যেরা সব স্থানীয় লোক, শহরটাকে ধ্বংস করার কথা ভাবতে তাঁদের কষ্ট হয়। অথচ দুর্বলতা

পৌরশাসকেরা কমিউনিস্টদের সঙ্গে কাজ করবে না তা আমরা জানি। ফলে নাশকতামূলক কাজকর্ম আরম্ভ হতে বাধ্য। ধ্বংস আর দুর্ভিক্ষও অনিবার্য। কিন্তু ওরা আমাদের সঙ্গে কাজ করতে প্রস্তুত, সেই মর্মে দুমার প্রস্তাবই রয়েছে। তাই 'সাপ্লাই বিভাগের কমিসার' পদের জন্যে কমরেড ভলিনকেই আমরা সমর্থন করছি। আমার প্রস্তাব হল, আলোচনা বন্ধ ক'রে এবার ভোট নেওয়া হোক....."

এতক্ষণ এনার্কিস্টদের ভাবটা ছিল হেঁয়ালির মতো, এমন কি ঊদ্ধতও বলা চলে। কিন্তু এবার তারা এমন এক চাল চালল যে, মাখনো পর্যন্ত হাঁ— সরু ঘাড় বাড়িয়ে শুনতে এগিয়ে এল।

লাল ফেজ-পরা একটি ছাত্র ওদের প্রতিনিধি—সে প্রস্তাব করল যে ছোট পাপ্‌রিকাকিকে 'অর্থদপ্তরের কমিসার' পদে নিযুক্ত করা হোক.....

"যেমন করে পারি ওঁকে এই পদে নিযুক্ত করার জন্যে আমরা চেষ্টা করব। ছোট পাপরিকাকি আমাদের নীতিতে বিশ্বাস করেন, উনি 'থিওরেটিক্যাল' এনার্কিস্ট। তা ছাড়া অর্থনীতিবিশারদও বটেন। আমাদের পরিচালনাধীনে উনি খুব বাধ্য থাকবেন—স্বাধীন, বিদ্রোহী জনসাধারণের হাতে দরকারী হাতিয়ারের মতো কাজ করবেন।.....আমি প্রস্তাব করি যে, আলোচনা টালোচনা দরকার নেই, সোজাসুজি হাত তুলে ভোট নেওয়া হোক....."

দেওয়ালের ধারে একই চেয়ারে বসে আছে মারুসিয়া আর রশচিন। মারুসিয়ার আর সহ্য হয় না, হাতে হাত ঘষতে ঘষতে লাফিয়ে দাঁড়ায়, তীক্ষ্ণ ছেলেমানুষি গলায় চেঁচিয়ে ওঠেঃ "ছিঃ ছিঃ, লজ্জাও করে না?" কিংবা "আমরা যখন লড়ছিলাম, তখন আপনি কোথায় ছিলেন মশাই?" তারপর আবার বসে পড়ে, মুখচোখ একেবারে লাল। ওর ভোট নেই, শুধু বলবার অধিকার আছে।

এই ক'দিনে মারুসিয়া বেশ রোগা হয়ে গেছে, রোদ-জলের ছাপ পড়েছে মুখের ওপর। ওর চুলটুল সব এলোমেলো। গরমের জন্যে শীপস্কিন জ্যাকেটের বোতামও খুলে ফেলেছে। ক'দিনের কীর্তিকাহিনী সব ও রশচিনকে শুনিয়ে গেল, বক্তৃতার ফাঁকে ফাঁকে.....বিভিন্ন ডিট্যাচমেণ্টকে রুটি আর গরম জল সাপ্লাইয়ের জন্যে যে কমিশন হয়েছিল, প্রথমে ও তাতে কাজ করে। তারপর ওকে পাঠাল মেডিকেল ডিট্যাচমেণ্টে। এমনি অদলবদলের পর শেষকালে ও হল মেসেঞ্জার (সংবাদবাহিকা)।.....সারা শহরময় ছুটোছুটি করতে হ'ত..... গুলির মুখে পড়তে হয়েছিল অন্তত 'একশো বার'। রশচিনকে দেখাল, ঘাগরার নীচের দিকটা গুলি লেগে লেগে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে.....।

"আমি খুব চটপটে তাই, নইলে গিয়েছিলাম আর কি! একবার কে যেন 'মারুসিয়া' বলে চেঁচিয়ে উঠল, অমনি আমি এক লাফ দিয়ে ওপাশে। দম্ করে একটা বোমা ফাটল—এক সেকেণ্ড আগে যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম ঠিক সেখানে। কিন্তু আমি তখন পগার পার, একটা পপ্‌লার গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে পড়েছি।.....ওরে বাপরে, কী ভয়ই লেগেছিল, ভাবলে এখনো হাঁটু কাঁপে।"

তারা তখন বুঝতে পেরেছে যে এবার সটকে পড়া দরকার। জানলার বাইরে ছায়ামূর্তি সব তৎক্ষণাৎ উধাও—অনেক দূরে মাত্র দু একজনকে দেখা যায়, বাণ্ডিল ঘাড়ে করে হাঁফাতে হাঁফাতে ছুটছে। কিন্তু এদের মধ্যে একজন, ইয়া গোঁফওয়ালা এক 'মাখনো-বেটা' সে ঠিক টের পায়নি। রক্ষীরা তাকে খপ্ করে ধরে ফেলল, টানতে টানতে বার করে আনল দোকান থেকে। লোকটার তখন কী প্যানপ্যানানি, বলে দোকানে গিয়েছিল শুধু দেখতে, বুর্জোয়া শয়তানগুলো কিভাবে গরীবের ঘাড় মটকায় তাই দেখতে। চটে আগুন মাখনো, লোকটাকে দেখে আর রাগে ঠকঠক করে কাঁপে। হোটেল থেকে আরও সব কৌতূহলী দর্শক ছুটে আসতেই লোকটার মুখের ওপর ঘুষি পাকিয়ে মাখনো বল্লঃ

"এই লোকটা বিপ্লব বিরোধীদের দালাল, নামকরা দালাল.....এবার ওর লীলাখেলা সাঙ্গ করব! কেটে ফেল বেটাকে, শেষ করে দাও!"

"না না, কেটোনা, কেটোনা", বলে হাউ হাউ করে চেঁচিয়ে উঠল গোঁফওলা। কিন্তু ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে লেভকা তলোয়ার বার করল, তারপর জোরে দম নিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে কোপ বসাল লোকটার ঘাড়ের ওপর।

"সাঁইত্রিশ!" গর্বের সুরে কথাটা উচ্চারণ করে পিছু হটে এল লেভকা।

রাস্তায় রক্তের স্রোত, তার মধ্যে দেহটা তখনও কুঁচকে কুঁচকে উঠছে। পাগলের মতো মাখনো তার ওপর লাথি চালায়, লাথির পর লাথি।

"এরকম যারা প্রত্যেকের জন্যেই এই শাস্তি।.....লুটের রাজত্ব শেষ হয়ে গেছে .....হ্যাঁ, আমি বলছি শেষ হয়ে গেছে!"

ঝট করে ঘুরে ভিড়ের সামনাসামনি দাঁড়াল মাখনো। ভিড়ের লোকেরাও তৎক্ষণাৎ পিছু হটল। মাখনো বল্লঃ

"আপনারা এখন চুপচাপ ঘরে যেতে পারেন।"

রশচিনের কাঁধে দেহ এলিয়ে দিয়ে হঠাৎ চেয়ারের ওপরেই মারুসিয়া ঘুমে ডুবে গেছে—আলুথালু চুলওলা মাথাটা রশচিনের বুকের ওপর গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে। তখন সকাল, ছ'টা বেজে গেছে। গোমড়ামুখো একজন বয়স্ক পরিচারক (সোবিয়েত রাষ্ট্রশক্তি প্রতিষ্ঠার সম্মানে সে পরিচারকের ফ্রককোট ছেড়ে একটা পুরোনো জ্যাকেট পরেছে—তাতে আবার ব্যাং আঁকা) এসে সকলকে চা দিয়ে গেল, তার সঙ্গে বেশ অনেকখানি করে ময়দার রুটি। গবর্ণমেণ্ট গঠনের কাজ তখন শেষ, কিন্তু আরও অনেক সমস্যার সমাধান হয়নি। যেমন, আগের দিন সন্ধ্যা থেকেই রেলের শ্রমিকরা বসে আছে, জানতে চাইছে—তাদের মাইনাটা কে দেবে, রেট-ই বা কত হবে? এনার্কিস্টদের সমর্থন নিয়ে মাখনো প্রস্তাব করলঃ রেল শ্রমিকেরা নিজেরাই টিকিটের দাম ঠিক করুক, পয়সা আদায় করুক, নিজেদের মাইনা নিজেরাই নিয়ে নিক।

তামাকের ধোঁয়ায় ঘর ভর্তি। ঘরের মধ্যে আলোচনা সবে শুরু হয়েছে এমন সময় জানলার কাঁচটাচ কাঁপিয়ে একটা ভোঁতা আওয়াজ উঠল—বিস্ফোরণের

॥ ষোল ॥

ফেব্রুয়ারি মাস এলে তবে 'দস্যু' নাটকের অভিনয় হল, তার আগে কাচালিন রেজিমেণ্ট হাঁফ ছাড়ারই সময় পায়নি। হিম আর তুষারঝড়ের মধ্যে দিয়ে শুধু লম্বা লম্বা মার্চ করে ফিরতে হয়েছে এতদিন। দিনের শেষে উষ্ণ আশ্রয় জোটেনি--মেঘলা আকাশের নীচে সূর্যাস্তের বিষণ্ণ আভা দেখেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। বরফ-ঢাকা স্তেপের মধ্যে একটুকরো জ্বালানি কাঠ পাওয়াও অসম্ভব—একটু আগুন জ্বালিয়ে যে শীতার্ত শরীরগুলোকে গরম করে নেবে তারও উপায় ছিল না। আর এরি সঙ্গে সঙ্গে খালি যুদ্ধ আর যুদ্ধ, ভোরের বিপদ-সংকেত, কসাকদের সঙ্গে হিংস্র, সংক্ষিপ্ত সংঘর্ষ—এই চলত অবিরাম। কিন্তু এখন এ সবই অতীত। মামন্তভ তাঁর বিধ্বস্ত বাহিনীর ধ্বংসাবশেষ সঙ্গে নিয়ে দনের ওপারে বহুদূর পর্যন্ত সরে গেছেন। তাঁর আর্মিই এখন লুপ্তপ্রায়। জারিতসিনের ওপর তিন তিনটে আক্রমণে তিনি হাজার হাজার সৈন্য নষ্ট করেছেন, দন আর্মির সারবস্তুই খুইয়ে বসেছেন, কিন্তু তবু কিছুই করতে পারেননি। তাই ওঁর ওপর কারও আর বিশ্বাস নেই।

একটা বড় গ্রাম বিনা যুদ্ধেই রেডদের দিকে চলে এসেছিল, সেই গ্রামে ঘাঁটি বসিয়ে কাচালিন রেজিমেণ্টের লোকেরা এখন খুব খুশী। দিব্যি পেট ভরে খায় আর গরম বিছানায় শোয়। সামনে বসন্ত। বসন্ত এলে এই একটানা যুদ্ধটাও হয়তো শেষ হবে।

ছ হপ্তা ধরে মার্চ করার কঠোর পরিশ্রমে দাশা কাহিল হয়ে গেছে, নাটকের কাজ আরম্ভ করার কথা তার মনেও হয়নি। থিয়েটারের সাজসরঞ্জাম সব কোথায় গেছে কে জানে, অভিনেতাদের মধ্যে কয়েকজন আহত হয়ে পড়ে আছে, এমন কি নাটক-লেখা খাতাখানা পর্যন্ত বে-পাত্তা। দিব্যি গরম ঘরের মধ্যে দাশা এখন ক'টা সন্ধ্যা শুধু ইভান ইলিয়িচের পাশে ঘন হয়ে বসে থাকতে চায়। কথাটি কইবে না, কিচ্ছু ভাববে না, শুধু বসে বসে কাটিয়ে দেবে সন্ধ্যার শান্ত ক্ষণটুকু—আর উনুনের তলা থেকে ওর সুপরিচিত ঝিঁ ঝিঁ পোকা ঝিঁ ঝিঁ ডেকে যাবে একটানা, অনবরত।

তারপর কাপড় কাচা আছে, সেলাই-ফোঁড়াই আছে। ইভান ইলিয়িচের বুট-জোড়া মেরামত করানোও দরকার। আবার চেহারার দিকেও একটু নজর দিতে হয়—নইলে ওরা সবাই, মায় ইভান আর ও নিজে পর্যন্ত কেউ যে আর ওকে আজকাল মেয়ে বলেই মনে রাখে না। প্রথম দিন সন্ধ্যাবেলা বরফ-জমা মাঠের ওপর দিয়ে ও আর আগ্রিপিনা স্নানের ঘর থেকে স্নান করে ফিরল। গাল-

গুলো তখনো গরম, যেন ধোঁয়া উঠছে। তার ওপর তুষার-ভরা হাল্কা হাওয়া লাগে—মনে হয় কী আরাম, যেন স্বর্গ। দুজনে মিলে সামোভার-এ জল গরম করল, রাত্রের খানাও তৈরী ক'রে রাখল। ইভান ইলিয়িচ আর গোরা—ওরাও স্নান করে এসেছে। খেতে বসল চারজনে। পুরুষ দুজন বেজায় খুশী—আহা বাঁধাকপির ঝোলের গন্ধটা ভারি সুন্দর, আর সামোভার থেকে কী খুশবুই না আসছে?

"এই তো চাই, ইভান ইলিয়িচ," গোরা বল্ল। "কাজের পর বিশ্রাম....."

কিন্তু দাশার কপালে বিশ্রাম কই? পরদিন ইভান ঘরে ফেরার ঠিক আগে আনিসিয়া এসে হাজির। হাতে একখানা বই—শিলারের গ্রন্থাবলী। আনিসিয়া সংযতবাক, গম্ভীর। স্বপ্নময় চোখ দুটি তুলে বল্লঃ

"আমার মনে সুখ নেই দারিয়া ভাই।.....বোধ হয় আদর পেয়ে পেয়ে আব্‌দেরেই হয়ে পড়েছি।.....আর সবাই বেশ সবার মতোই আছে, কিন্তু আমার খালি বায়না।.....সেই এতটুকু বেলা থেকেই অম্‌নি... ..যাকগে, তখন তো অল্প বয়সেই বিয়ে হয়ে চুকে বুকে গেল, ছেলেপিলে হল.....তারপর, তারপর আমার সেই দারুণ দুর্ভাগ্য। দারিয়া বোন আমার বয়স এখন চব্বিশ বছর। যুদ্ধ যখন শেষ হয়ে যাবে তখন আমি কি করব বল? আবার সেই কুড়ে', আর এক চাষীর ঘর? জানলায় দাঁড়িয়ে শূন্য স্তেপের দিকে চেয়ে চেয়ে দিন কাটানো? এতদিনে যা দেখলাম, যা শুনলাম, তাতে আমার অন্য কিছু পাওয়া দরকার.....!"

গ্রেটকোটের তলে আনিসিয়ার বুকটা ওঠে আর পড়ে, আধো বুঁজে আসে চোখ দুটো।

"এ বইটা আমি আগাগোড়া পড়েছি। যুদ্ধের সময়ও ছাড়িনি, কাছে ছিল। এখনো হয়তো ঠিকমতো শ্রেণী-চৈতন্য পাইনি আমি, তার ওপর মুখ্যু, শিক্ষা-দীক্ষা নেই। কিন্তু এসব তো শুধরে নেওয়া যায়। আমার মনের মধ্যে যেন কত রকমের সুর শুনতে পাই, দারিয়া ভাই।.....নিজের বিষয় আমি বিশেষ জানিনে, কিন্তু অন্য লোকের কথা জানি।.....এই যে কাউণ্টেস্ আমালিয়া—এর ওপর কত কথাই যেন বলতে পারি, ভাবলে চোখে জল আসে।.....সত্যি, মনে হবে যেন বইয়ের পাতা ছেড়ে জীবন্ত আমালিয়া একেবারে উঠে এসে দাঁড়িয়েছে।.....শারিগিন বেচারাও তাই বলেছিল।.....দারিয়া ভাই, আজ আমরা একটা জায়গা বার করেছি—ঐ যে ঐ ইস্কুলটা—ওখানে তিনশো লোক বসতে পারবে।.....ছুতোরও আছে এখানে—কাঠ আর ক্যাম্বিস আমরা জোগাড় করে আনব।.....তাহলে 'দস্যু' থিয়েটার দেখানো হোক না? পার্ট-টার্ট সব আমাদের মনে আছে।.....লোকেরা সব আজ এই কথাই বলাবলি করছিল.....বলছিল ভাল মতো একটা তামাসা দরকার....."

এমন সময় ইভান ইলিয়িচ ভেতরে এল। কথাটা শুনে সে যে দারুণ খুশী তা বলাই বাহুল্য।

পৃথিবী, মহাসমুদ্র, তোমরা ওঠো, যুদ্ধ ঘোষণা করো এই নীচ শৃগাল বংশের বিরুদ্ধে.....!"

শ্রোতারা এবার একেবারে নিস্তব্ধ। নাটকের গতি কোন্ দিকে তা তখন তারা বুঝতে পেরেছে।

দৃশ্যপট, মঞ্চসজ্জা সবই বরাবর এক, কোনো পরিবর্তন হয় না। প্রতি দৃশ্য আরম্ভ হবার আগে যবনিকার বাইরে মুখ বাড়িয়ে দেয় সার্গি সার্গিয়েভিচ, অর্থপূর্ণ হাসি হেসে ঘোষণা করেঃ

"তৃতীয় দৃশ্য। কাউণ্ট মুরের জমকালো প্রাসাদ। বাগান থেকে ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে জানলা দিয়ে। সুন্দরী আমালিয়া কুঞ্জবনে উপবিষ্ট....."

সার্গি মুখ সরিয়ে নেয়, তারপর যবনিকা ওঠে। রোষলোচনা সুন্দরী—প্রশস্ত ঘাগরা, বুকের ওপর আড়ি ক'রে বাঁধা রঙীন রুমাল, গালে গোলাপের আভা, আয়ত আঁখি দুটি, কুঞ্চিত কুন্তল—এই সুন্দরী যে ২নং কম্পানীর আনিসিয়া নাজারোভা হতে পারে সে কথা কারও মনেও আসে না।

মৃদু, কম্পিত স্বর, প্রায় গানের সুরের মতো। ছোট্ট মুঠি দিয়ে টেবিলের ওপর আঘাত করে ফ্রান্ৎসকে বলছেঃ "আমার চোখের সুমুখ থেকে দূর হও শয়তান!" তখন থেকেই নাটক চলে অবাধ গতিতে—যেন শীতের রাতে ঘরে বসে বসে রূপকথা শোনা—বুড়ো দাদু গল্প বলছেন আর চুলার ধার থেকে মাথা বাড়িয়ে অবাক হয়ে শুনছে নাতি-নাতনীর দল.....

কুজমার গালে আমালিয়ার বেখানে ঘুষি কষাবার কথা সেখানটায় কুজমার খুব ভয়। আনিসিয়ার চোখে যতই স্বপ্ন মাখানো থাকুক, হাতটা যে একেবারে পাকা যোদ্ধার হাত! "বেশী জোরে মেরো না" ফিস ফিস করে বলতে যায় কুজমা, কিন্তু আনিসিয়া সমস্ত হৃদয় ঢেলে চীৎকার করে ওঠে, "আরে নির্লজ্জ শপথহন্তা", সঙ্গে সঙ্গে এমন জোরে হাত তোলে মনে হয় যেন ওর অতীতের সবখানি গুরুভার ঐ হাতের মধ্যেই মুষ্টিবদ্ধ। ঘুষির চোটে কুজমা একেবারে উইংসের ভেতর। কিন্তু এবার কেউ হাসল না। "ঠিক শাস্তি", বলে শ্রোতাদের মধ্যে থেকে কেউ কেউ চেঁচিয়ে উঠল। সবাই মিলে দারুণ হাততালি—বদমায়েসটাকে হাতে পেলে ওরা কেউই তাকে ছাড়ত না।

তারপর গলার হার টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে মাটিতে আছড়ে ফেলল আমালিয়া। পায়ে দলতে দলতে বলঃ

"ওরে ধনীর দল, পর্, তোরা অলঙ্কার পর্! ষোড়শোপচারে আকণ্ঠ পূর্তি ক'রে কোমল উপাধানে গা এলিয়ে দে। কার্ল! কার্ল! আমি তোমাকে ভালবাসি.....!"

পর্দা সরিয়ে হাসতে হাসতে মুখ বাড়াল সার্গি সার্গিয়েভিচ—খুব গুরুত্ব দিয়ে বলঃ "ইণ্টারভ্যাল।" উইংসের মধ্যে দাশাকে খুঁজে বার ক'রে আনিসিয়া তার বুকে মুখ লুকাল। কাঁপছে আর বলছেঃ

"না, না, আমাকে প্রশংসা কোরোনা দারিয়া ভাই!"

উঠেছে। ওর মুখের পানে চেয়ে চেয়ে দেখে লাতুগিন। আনিসিয়ার দৃষ্টি কিন্তু ফেরানো—রং-মাখানো চোখ তুলে চাঁদের দিকে চেয়ে আছে।

"উঃ এই আমার যন্ত্রণা শুরু!" বলে দীর্ঘশ্বাস ফেল্ল লাতুগিন। "ও, আচ্ছা....."

মাটি থেকে কোটটা তুল্ল, তারপর এগিয়ে চল্ল দুজনেই।.....

সে রাত্রে দাশাও ঘুমতে পারেনি। বালিশে কনুইয়ের ঠেস দিয়ে উঠে বল্লঃ

"এক্ষুনি করা যাবে না সত্যি.....তবু দেখ—আমাদের আনিসিয়া রয়েছে, লাতুগিন রয়েছে। তারপর কুজমা কুজমিচ—সে তো পাকা অভিনেতা। সেই ইয়াগো সাজতে পারবে.....এবার 'ওথেলো' নাটক করতে হবে। পাত্রপাত্রী সব আমরা ঠিক করে ফেলব—কাল তুমি রেজিমেণ্টে একটা অর্ডার দিয়ে দিও।.....গোটা ডিভিশন থেকেই আমাদের ডাক পড়বে, দেখে নিও। শুধু ডিভিশন কেন, কোর থেকেই।.....কিন্তু আমাদের সীন-সীনারি যেন ঠিক থাকে, কিছুতেই গোলমাল হলে চলবে না। ওর জন্যে আলাদা গাড়ী চাই বুঝলে, কমিসারকে বলে দিও।.....ওঃ কী তন্ময় হয়ে সবাই নাটক দেখছিল, মনে হচ্ছিল যেন শিল্পকলা একেবারে শুষে নেবে, স্পঞ্জের মতো....."

"তোমার কথা খুব সত্যি," তেলেগিন বল্ল। ওর শার্টের বেল্ট খোলা, পায়ে নরম স্লিপার—পেছন দিকে দুহাত জুড়ে পায়চারি শুরু করেছে। টেবিলের ওপর আলো জ্বলছে—তেলেগিন যত বারই সামনে দিয়ে যায়, ওর প্রকাণ্ড, কালো দেহের আড়ালে আলোটা ঢাকা পড়ে। দাশার যেন সহ্য হয় না। জানলা পর্যন্ত গিয়ে যখন আবার মুখ ফেরায়, হাসি হাসি রাঙ্গা রাঙ্গা মুখের ওপর আলো পড়ে, মুখের রেখায় রেখায় যখন ধাতুর দৃঢ়তা ফুটে ওঠে—তখন দাশার হৃদয়টা যেন উদ্দাম সুরে বাজতে থাকে।

"তোমার কথা খুব সত্যি।.....রাশিয়ানরা থিয়েটারের ভক্ত।.....শিল্পকলার দিকে ওদের বিশেষ রকম ঝোঁক। কী চাহিদা, মনে হয় যেন আকণ্ঠ পিপাসা...। একবার ভেবে দেখঃ ছ হপ্তা ধ'রে লড়ে লড়ে লোকগুলো একেবারে অস্থি-চর্মসার—যা কষ্ট গেছে তাতে পথের কুকুরও বোধ হয় বাঁচতে পারত না।—এত কষ্টের পর.....এখন ওদের শিলার নিয়ে কি দরকার? অথচ আজকের ব্যাপারটা দেখলে তো, যেন মস্কো আর্ট থিয়েটারে কোনো নাটকের প্রথম অভিনয় দেখছি। আনিসিয়ার কথাই ধর! এমন অভিনয় কখনো দেখিনি—ও একেবারে জাত এক্টেস। যেমন ভঙ্গি, তেমন গরিমা...তেমনই আবেগ! তার ওপর আবার—মহা সুন্দরী!"

হাত ছড়িয়ে দিয়ে আলোটা আবার পার হল। দাশা বল্লঃ

"পায়চারি একটু থামাও তো ইভান!"

বিরক্তির সুর—এমন সুর ইভান বহুদিন শোনেনি। বালিশে ঠেস দিয়ে দাশা একদৃষ্টে সামনে চেয়ে আছে, চোখের নীচে একটুখানি কালো ছায়া। হঠাৎ থেমে পড়ল ইভান। এগিয়ে গিয়ে বসল বিছানার ধারে। বোঝাই যায় যে ও ভয় পেয়েছে।

"ইভান!" (দাশাও উঠে বসেছে।) "ইভান, অনেকদিন ধরে ভাবছি তোমাকে

দরকার।.....বিপ্লবের গুণে ওর মতো অনেকেই তো ওপরে উঠে এসেছে। হুঁ, এটাই আসল কথা, লাখ কথার এক কথা।.....জনসাধারণের মধ্যে প্রতিভার অভাব নেই, উঁহুঁ,.....আমাদের দেশের লোকের কত গুণ।.....কিন্তু আমরা যেভাবে লড়ছি তাতে বড্ড অপচয় হচ্ছে।.....আমাদের মেশিন-টেশিন দরকার। এই যে এইটা পড়ে দেখ—" বলে একটা চিঠির ওপর চোখ বুলোল। 'ট্যাক্‌টা আমরা খালি হাতেই দখল করলাম।' ...উঃ একেবারে জংলী! আমার যদি ছেলে থাকত তো তার বুকের ওপর একেবারে দেশে দিতামঃ 'ওরে আহাম্মক, ভুলিসনে যেন, তোর সুখের জন্যে তুই কাদের কাছে ঋণী, তাদের হাড়পাঁজরা আজ স্তেপের মাঝখানে গড়াগড়ি যাচ্ছে।....."

দেওয়ালে ঠেস দিয়ে চোখ বুঁজে বসে আছে আগ্রিপিনা—ঠোঁট দুটো চেপে বন্ধ করা। যে-ঘটনা জীবনে সব চেয়ে দুঃখ দিয়েছে তারই স্মৃতি মন্থন করছে বসে বসেঃ রাত্রিবেলা স্তেপের মাঝখানে অসাড় হয়ে পড়ে আছে ইভান গোরা, নিঃশ্বাস পর্যন্ত বন্ধ। তার পাশে আগ্রিপিনা, ইভানের জীবন থাক বা না থাক কিছুতেই তাকে ছেড়ে যাবে না। ওর রাইফেল প্রায় শূন্য, বুলেট আছে মাত্র এক রাউণ্ডের মতো।.....আর সবাই চলে গেছে কিন্তু ও যায়নি। স্তেপের মাঝখানে সেদিনের সেই রাত্রে ও তো ইভানকে একলা ছেড়ে দিতে পারেনি.....ওর হাড়গুলো সেখানে গড়াগড়ি যাচ্ছে না কেন? গেলেই ভাল হত।

"শুতে যাচ্ছ না কেন আগ্রিপিনা?"

বাতির আলো থেকে চোখটা আড়াল করে ঘরের ওপারে আগ্রিপিনার দিকে চাইল ইভান। আগ্রিপিনার চোখ বোজা, অশ্রুজলের ধারা নেমেছে। কালো ভ্রূ-দুটি ওপরে তোলা, ভ্রূর নীচে দীর্ঘ পল্লব বেয়ে বেয়ে বড় বড় ফোঁটা গড়িয়ে পড়ছে।.....কাগজপত্র থলিতে ভরে রেখে ইভান উঠল, আগ্রিপিনার কাছে গিয়ে সামনে উবু হয়ে বসল।

"আরে বকুরাম, হল কি? খুব ক্লান্ত লাগছে বুঝি?"

"দাও, ওর বুকের ওপর দেগে দাও! হাড়পাঁজরা গড়াগড়ি যাওয়ার কথা শেখাও গিয়ে....."

"কি হয়েছে আগ্রিপিনা, বল না?"

ছোট্ট মেয়ের মতো মরীয়া সুরে জবাব দিল আগ্রিপিনাঃ

"আমার যে দু মাস হয়ে গেল.....তোমার তো চোখ নেই.....খালি আনিসিয়া, আনিসিয়া....."

আগ্রিপিনার পায়ের কাছে একেবারে মাটির ওপর বসে পড়ল ইভান। বোকার মতো হাঁ করে আছে.....

"সত্যি আগ্রিপিনা, সত্যি? ওঃ কী মজা—সত্যি তোমার খোকা হবে? আমার আগ্রিপিনা, আমার মণি....."

এভাবে কথা বলতে দেখে আগ্রিপিনার স্বর নীচু হয়ে এল, শোনালো একেবারে স্ত্রীর মতো। বল্লঃ

পেতে হল না। ঐ গ্রাম পার হওয়ার পর মানিচ নদীর ধারে এসে কাচালিন রেজিমেণ্ট ট্রেন ছেড়ে দিল—রণাঙ্গনে স্থান গ্রহণ করল।

বসন্তকালে সাল্স্ক স্তেপের ওপর দিয়ে মানিচের ঘোলাটে জল বয়ে চলে যায়, নলখাগড়াগুলো পর্যন্ত জলের নীচে ঢাকা পড়ে। স্তেপটা একেবারে শূন্য আর সমতল—যেন কোন্ জমাট-বাঁধা সমুদ্রের সবুজ জলরাশি। প্রাচীনকালে মানিচের এপার থেকে ওপার পর্যন্ত তীর ছুটত এইখানেই—এশিয়ার যাযাবর দলের সঙ্গে যুদ্ধ করত সিথিয়ান আর আলানি আর গথ। হুনেরাও দলবল নিয়ে এখানেই এসেছিল, সোজা উত্তর ককেশাস পর্যন্ত সমস্ত দেশ একেবারে ছারখার করে দিয়েছিল। ফেল্টের তাঁবুর সামনে বসে বসে 'বগাতির মানসদের' প্রাচীন কীর্তিকাহিনী শুনত কাল্মুকেরা—সেও এখানেই। বসন্তের আগমনে স্তেপের বুকে সবুজের কী সমারোহ, মাটির তখন তৃষ্ণা মিটেছে, তৃণে তৃণে ফুলে ফুলে ঢাকা পড়েছে চারদিক; সূর্যাস্তের স্বচ্ছ আভায় কৃষ্ণসাগরের মাথার ওপর আকাশ একেবারে লালে লাল; রাত্রে আবার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নক্ষত্র ফোটে, দিগ্বলয়ের সীমানা পর্যন্ত আনত সে নক্ষত্র দল; তারপর উদয়-সূর্য, বহ্নিমান দীপ্তিতে গড়িয়ে আসে কাস্পিয়ানের ওপার থেকে।

একটা পরিত্যক্ত খোঁয়াড়ের বেড়ার পেছনে ছন-ছাওয়া একখানা মাটির ঘর—এই মরুভূমির মধ্যে সেটাই একমাত্র বাসযোগ্য স্থান। ওখানে কাচালিন রেজিমেণ্টের সদর দপ্তর। কাছাকাছি শত্রুর কোন চিহ্ন না পেয়ে টহলদার দলগুলো ক্রমেই এগিয়ে যাচ্ছে—কেউ যাচ্ছে দক্ষিণে তিখোরেৎস্কোয়ার দিকে, কেউ পশ্চিমে একেবারে রস্তভ পর্যন্ত। লোকজন সব মানিচ নদীতে হাত-বোমা ছুঁড়ে মাছ মারে, দামী কার্তুজ খরচ ক'রে সূর্যাস্তের আলোয় হাঁস শিকার করে; ওরা যে এই কর্ম করতে এখানে আসেনি, ওদের সামনে যে কঠোর যুদ্ধের দুরূহ কর্তব্য পড়ে রয়েছে সে কথা বোঝানো দায়। আর্মি এখন শত্রুর পশ্চাদ্ভাগে চলেছেঃ শত্রুর শক্তি আজও পরখ করা হয়নি বটে, কিন্তু তারা যে শখের সৈনিক নয়, অবজ্ঞেয় নয়, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না।

ডিভিশনাল সদরদপ্তর থেকে ফিরে এসে গোরা একদিন তেলেগিনকে ডেকে পাঠাল। পথে বেরিয়ে দুজনে চল্ল নদীর পাড় ধ'রে, মুখে কোনো কথা নেই। তারপর জলের ধারে বসে প'ড়ে সিগ্রেট ধরাল। ডিম্বাকৃতি রক্তিম সূর্য দিগন্তের ওপারে অস্তায়মান। মাটি থেকে বাষ্প উঠছে, তার আড়ালে সূর্য প্রায় অদৃশ্য। নদীপার জুড়ে সর্বত্র ব্যাং ডাকে, প্রথমে প্রবল উদ্ধত সুরে, তারপর গোঙাতে গোঙাতে হিস হিস শব্দ করে। .....

"শয়তানগুলো ডিম পাড়ছে," গোরা বল্ল।

"থাকগে, তা আপনি কি খোঁজ বার করলেন?"

"নতুন কিছু নয়। ভাবনা হয়েছে সকলেরই, বুঝছেও সকলেই—কিন্তু করার কিছু নেইঃ কমাণ্ডার-ইন-চীফ একেবারে ঝাড়া হুকুম দিয়েছেন, তিখোরেৎস্কায়া আক্রমণ করতেই হবে। এ বিষয়ে আপনার কি মত?"

চীফের কাছে পাঠিয়েছিলেন?.....আর এখন.....” (পেছন দিকে চেয়ে নিয়ে স্বরটা নীচু করল ইভান গোরা) “এখন আমার নিজেরই যেতে ইচ্ছে করে—তবে সেপর্‌কভে কমান্ডার-ইন-চীফের ওখানে নয়, সোজা একেবারে মস্কো।.....কোনো শালা বেজম্মা নিশ্চয়ই ওখানে লুকিয়ে আছে—হয় হাই-কমান্ডের মধ্যে, নয় সর্বোচ্চ সমর পরিষদে, নয়তো আর কোথাও—কিন্তু আছেই—লড়াই চলছে, থাকবে না?.. আমরা বড্ড সরলবিশ্বাসী। .....আমরা বড় বড় কথা ভাবি, আমাদের মন উদার—তাই মনে হয় বুর্জোয়ারা ছাড়া দুনিয়ার আর সবাই বুঝি একেবারে সাচ্চা মানুষ—এখন আমাদের তলোয়ার ঠিক মতো চালাতে পারলেই ফতে। পেত্রোগ্রাদে থাকতে ইভান ইলিয়িচকে (লেনিনকে) একবার বেশ ভাল ক'রে দেখে নিয়েছিলাম। ও'র চোখ একেবারে রাশিয়ানের চোখ, কুঁচকে কুঁচকে বেশ খুঁটিয়ে দেখেন।.....এদিকে মহা-উৎসাহী ভাবুক—পেছন দিকে হাত দুটো জোড়া করে পায়চারি করছেন, পায়চারিই করছেন—হঠাৎ কপাল কুঁচকে কারও দিকে চাইলেন, ব্যস এক মিনিটের মধ্যে বুঝে নিলেন তার দর কত।.....এই তো চাই।.....আপনি যা করেন, যা বলেন সব আমি লক্ষ্য করি।.....কিন্তু আপনি তো আমার দিকে লক্ষ্য রাখেন না, অন্ধের মতো আমাকে বিশ্বাস করে যান।.....ধরুন যদি আপনাকে বিশ্বাসঘাতকের মতো কোনো হুকুম দিই.....কথাটি না বলে আপনি তামিল করবেন কি?”

“উঁহুঁ, করব না.....”

“কেন, এই যে বল্লেন করবেন: মতামত দেওয়া তো আপনার কাজ নয়!..... আচ্ছা বেশ, ওরকম আদেশ পেলে কি করবেন আপনি?”

“আমি আপনাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করাব.....”

“রাজি করাবেন! হায়রে বুদ্ধিজীবী! আপনার গুলি করতে হবে, গুলি!.....”

প্রকাণ্ড হাত দুটো মাথায় রেখে, হাঁটুতে কনুইয়ের ভর দিয়ে বসল গোরা। সবচেয়ে গুরুতর খবরটা ও তেলেগিনকে বলেনি। ১০ম আর্মির কমান্ডারের উদ্বিগ্ন প্রশ্নের জবাবে প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ সমর পরিষদের চেয়ারম্যানের নামে মস্কো থেকে টেলিগ্রাম এসেছিল—আগের দিন পার্টি মিটিংয়ে সে টেলিগ্রাম পড়া হয়। উদ্ধত, চোখ-রাঙানো টেলিগ্রাম—তাতে আগেকার নির্দেশই অক্ষরে অক্ষরে সমর্থন করা হয়েছে।...

“শুনুন, তাজা খবর বলি: ওরা জেনারেল পক্রভস্কির চারটে ডিভিশন ঘনবাস থেকে সরিয়ে এনেছে, সেগুলো এখন ডান পাশে জড়ো করছে। জেনারেল কুতেপভের কোর এগিয়ে আসছে, সামনা সামনি আক্রমণ করবে। কুতেপভ আমাদের কমান্ডার-ইন-চীফের পরিকল্পনা ধরে ফেলেছে.....এরি মধ্যে তিখোরেৎস্কায়ার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ কেটে দিয়েছে।.....আমাদের বাঁ পাশে আসছে জেনারেল উলাগাই—ঘোড়সওয়ার বাহিনী নিয়ে।.....আর আমাদের পেছনে কি? দুশো মাইল জুড়ে খালি ফাঁকা জায়গা.....”

“ঐটাই মোক্ষম কথা”, তেলেগিন বল্ল। “আমার মত যদি চান তো বলি—

আর্টিলারি নিয়ে এসেছে। মালটানা গাড়ীতে করে পদাতিক সৈন্যও এসে পেঁছেছে বলে ওর ধারণা।...সুতরাং, তৈরী হয়ে পড়ুন বুঝলেন কমরেড্স..."

তামাকের ধোঁয়া আর সহ্য হয় না। একটু তাজা হাওয়ার আশায় তেলেগিন পরিখার বাইরে এল। তারাগুলো নিষ্প্রভ হয়ে এসেছে। প্রতিপদের উজ্জ্বল চাঁদ অনেক উঁচুতে। মাঠের মধ্যে একটা আগড় মতো, তার ওপর তিনটি স্ত্রীমূর্তি। ওদের কাছে গিয়ে তেলেগিন বল্ল ঃ "এর মানে? সবাইকে ট্রেঞ্চের মধ্যে রাত কাটাতে হবে বলে হুকুম দেওয়া হয়নি?"

"আমাদের ঘুম আসছিল না", আগড়ের ওপর ঝুঁকে পড়ে দাশা বল্ল।

দাশা, আনিসিয়া, আগ্রিপিনা তিনজনেরই চোখগুলো বড় বড় দেখাচ্ছে, তিনজনেই রোগা হয়ে গেছে, আগের মতো যেন আর নেই। ওরা হাসছে, না অদ্ভুত ধরনে ভ্রূভঙ্গি করছে, তেলেগিন তা বুঝতেই পারে না।

"আপনাদের বৈঠক শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমরা এখানে থাকব", আগ্রিপিনা বল্ল।

"কমরেড রেজিমেণ্টাল কমাণ্ডার, আমিও এদের সঙ্গে থাকি, কেমন?" অনুরোধের সুরে বল্ল আনিসিয়া।

"আরে, টংয়ের ওপর থেকে নামো শীগ্গির—মুরগির মতো টংয়ে চড়েছ কেন?. .অনবরত বুলেট চলছে শুনতেও পাও না?"

"মাটিতে যে গোবর, আর মাছি". দাশা বল্ল। "এখানে কি সুন্দর বাতাস।"

"বুলেট না হাতী, ও তো আরশুলা উড়ছে। আমাদের কি অত বোকা ঠাউরেছেন?" এবার আগ্রিপিনার গলা।

তেলেগিনের দিকে ঝুঁকে পড়ে দাশা আবার বল্লঃ

"ব্যাংগুলো একেবারে পাগল হয়ে গেল। বসে বসে আমরা তাই শুনছি।"

নদীর দিকে মুখ ফেরাল তেলেগিন। আহা-হা, কী দীর্ঘশ্বাস; আশা-আকাঙ্ক্ষা ভরা সুরের তালে তালে সে কী হা-হুতাশ—তেলেগিন এতক্ষণ খেয়ালই করেনি। তারপর বরমাল্যবিজয়ী হঠাৎ তান ধরলেন—তিনি একক গায়ক, ইয়া মোটা গলা, লম্বায় তিন ইঞ্চি, সবুজ চোখ দুটো যেন ঠেলে বেরুচ্ছে। এমন দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর গলায় জীবনের স্তবগান বাজল, মনে হল যেন তারারাও কান পেতে শুনছে।

"সাবাশ! বহুৎ আচ্ছা!" হাসতে হাসতে তেলেগিন বল্ল। "আচ্ছা বেশ, তোমরা এখানেই থাক। কিন্তু দেখো, কিছু আরম্ভ হলেই আড়ালে চলে যেও কিন্তু ।" দাশার কাঁধে দুহাত রেখে তাকে কাছে টেনে আনল, মৃদু শব্দে বল্লঃ

"যা দেখি তাই সুন্দর, না? আর তুমি, তুমিও কী সুন্দর....."

মাথার ওপর হাত নাড়া দিয়ে তেলেগিন তার পরিখায় ফিরে গেল।

ওরা আবার একা। কোমল সুরে বল্ল আনিসিয়াঃ

"আহা, চিরকাল যদি এখানেই বসে থাকতে পারতাম....."

"রক্তের মূল্যে সুখ পেতে হয়," বল্ল আগ্রিপিনা। "তাই তো সুখের এত দাম....."

দাশা বল্লঃ

"জীবনে কত না দেখেছি ভাই, কিন্তু সবই যেন পাশ দিয়ে উড়ে চলে যেত, আমাকে তো স্পর্শ করত না।.....আমি শুধু বসেই থাকতাম—ভাবতাম এমন কিছু হবে যা অপূর্ব, যার বৈশিষ্ট্য আছে।.....নির্বোধ হৃদয়টা কি কম ভুগেছে। অপরকেও কত ভুগিয়েছে।.....ভালবাসা যদি এক রাত্রের হয় সেও ভাল, কিন্তু ঠিক মতো ভালবাসতে হবে। .. বোঝার যা কিছু সব বুঝতে হবে, ভ'রে উঠতে হবে কাণায় কাণায়। লক্ষ বছরের পরমায়ু পাবে একটি রাত্রি ....."

মাথাটা এলিয়ে দিল আনিসিয়ার কাঁধে। প্রথমে একটু ইতস্তত করে তারপর ওদিক থেকে আগ্রিপিনাও গা হেলাল আনিসিয়ার গায়ে। এমনি বহুক্ষণ বসে রইল আগড়ের ওপর। ওদের পেছনে আকাশের তারা।

নতুন বাইপ্লেনগুলোর সাহায্যে পুতেপভের আর্টিলারি লক্ষ্য স্থির করে। যেখানে গোলা পড়ে বিমানগুলি সেখানটা ঘুরে আসে, ঘুরতে ঘুরতে রেডদের ওপর কয়েকটা বোমা ফেলে, তারপর বাজ পাখীর মতো শোঁ শোঁ ক'রে উড়ে আসে দিগন্তরেখার দিকে। আর্টিলারি সব ওখানেই—ভোর থেকে মানিচের ওপর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ শুরু করেছে।

গোটা রেড ডিভিশনের মধ্যে একখানি মাত্র প্লেন উড়তে পারে। পুরোনো ঝরঝরে প্লেনটা, ধীর মন্থর গতি। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময় প্লেনখানা পুরো মেয়াদ খেটে এসেছে, তারপর জারিতসিনে মেরামত হয়েছে, একেবারে গেরস্ত কায়দায়। শত্রুকে ভয় দেখানোর জন্য ঐ প্লেনই এখন আকাশে উঠল।

প্লেনটার কাণ্ডকারখানা দেখলে ভয়ই লাগে। কাঠের ফ্রেম, ডানার ওপর তালি মারা—বৈমানিক গতি-বিজ্ঞানের সমস্ত নিয়মকানুন লঙ্ঘন করে বোঁ ক'রে ওপর উঠল—কখনো বিকট শব্দ বার হয়, কখনো মনে হয় এই বুঝি ওর দফা শেষ। কিন্তু ওর পাইলট বড় যে সে নয়—পাইলট হল ভাল্‌কা চেরদাকভ। দক্ষিণ রণাঙ্গনের সর্বত্র ওর দারুণ নামডাক, হোয়াইট পাইলটরাও ওকে ভাল-রকমই চেনে। বেঁটেখাটো লোকটি দেখতে অনেকটা বাঁদরের মতো। শরীরের কত হাড় যে কতবার ভেঙেছে তার ঠিক ঠিকানা নেই—ঠ্যাংটা খোঁড়া, কাঁধটা বাঁকা —কোনো রকমে যেন আটা দিয়ে জোড়াতালি মেরে খাড়া করে রেখেছে। ওকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে : "আছা ভাল্‌কা, সেই ১৯১৬ সালে আপনি যখন সেরা জার্মান পাইলটটাকে মাটি-সই করে দিলেন, তারপর কি হ'ল? আপনি নাকি পরদিনই আবার জার্মানি পর্যন্ত পাল্লা দিয়ে তার গোরের ওপর ফুল ছড়িয়ে দিয়ে এসেছিলেন? সত্যি?"—অমনি ভাল্‌কা তার চিঁচি সুরে জবাব দেবেঃ "ছড়িয়েছি তো হয়েছে কি?" ওর মেশিনগানের গুলি একদম ফুরিয়ে গেলে ও কি করত—ওপর থেকে ঝাঁপিয়ে এসে প্লেনের তলাটা দিয়ে শত্রুর

লক্ষ্য করে। কিন্তু শত্রুর প্লেন লড়াইয়ে নারাজ, তাড়াতাড়ি চম্পট দিল।

যতক্ষণ ওড়া উচিত মনে হ'ল ততক্ষণ উড়ল ভাল্কা। তারপর মাটিতে নেমে এসে একটা চিরকুট পাঠাল তেলেগিনের কাছে ঃ

"ওপর থেকে দেখতে পেলাম, আটখানা নতুন মোটরগাড়ী। নিশ্চয়ই দেনিকিন আর তার বিদেশী বন্ধুরা। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। শত্রুর দুটো কামান ঘায়েল করে দেওয়া হয়েছে। একটা কলাম মার্চ করে যাচ্ছিল, তার ওপর গুলি চালিয়েছি। সরবরাহের আড্ডায় চল্লাম, পেট্রোল চাই।....."

দেনিকিন রণাঙ্গনে উপস্থিত। মাত্র বছরখানেক আগের কথাঃ দেনিকিন তখন ব্রংকাইটিসে ভুগছেন, লোমের কম্বল মুড়ি দিয়ে মালটানা গাড়ীতে টিকিয়ে টিকিয়ে চলেছেন—সামনে চলেছে কর্নিলভের সাত হাজার ভলাণ্টিয়ার সৈন্য—রক্তের মধ্যে দিয়ে পথ কেটে একাতেরিনোদার পৌঁছাবে। আর এখন দেনিকিন হলেন সর্বশক্তিমান ডিক্টেটর। নিম্ন দন এলাকা, উর্বর কুবান জেলা, তেরেক অঞ্চল, আর উত্তর ককেশাস—সমস্তই তাঁর অধীনে।

জেনারেল কুতেপভের এখানে এই যুদ্ধক্ষেত্রে আসার সময় দেনিকিন দুজন সামরিক প্রতিনিধি সঙ্গে করে এনেছেন—একজন ইংরেজ আর একজন ফরাসী। ওদেসা, খার্সন, নিকোলাইয়েভ—এতগুলো শহর যে ওরা ভীরুর মতো বল-শেভিকদের হাতে ছেড়ে দিয়ে এল, তার বিরক্তি আর অপমান ওরা একটু বুঝে যাক, এইজন্যেই ওদের নিয়ে এসেছেন। ফরাসী আর গ্রীক সৈন্যরা যদি আসল লালফৌজের হাতে মার খেয়ে আসত তাহলেও বুঝতাম! কিন্তু তা তো নয়। নিকোলাইয়েভে চাষী গেরিলারা কিনা একটা আস্ত গ্রীক ব্রিগেডকে কচুকাটা করে দিয়ে গেল—তাও আবার ফরাসী যুদ্ধজাহাজগুলোর চোখের সামনে! মহাযুদ্ধ-বিজয়ী ফরাসী বীরেরা কি রুশিয়ান চাষী দেখেই তটস্থ? ওদের ভয়েই একেবারে খার্সন ছেড়ে পালিয়ে এলেন, দু দু ডিভিশন সৈন্য হটিয়ে আনলেন ওদেসা থেকে! না, এর কোনো অর্থ হয় না! মস্কো কমিউন দেখেই ওদের এত ভয়? তাই দেনিকিন ঠিক করেছেন যে, সম্মানিত বিদেশী অতিথিদের এবার দেখিয়ে দেবেন কি ক'রে তাঁর নিজের আর্মি (লরেল পাতা আর তলোয়ার সে আর্মির প্রতীক) কমিউনিস্টদের ধ্বংস করে।

ও'র মনে মনে আরও একটা অভিযোগ আছেঃ পারীতে 'কাউন্সিল অফ্ টেন'-এর বৈঠকে এডমিরাল কোলচাককে সারা রুশিয়ার সর্বোচ্চ শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়েছে—অভিযোগ সে সম্বন্ধে। কোলচাকের মধ্যে ওরা কী দেখল? ১৯১৭ সালে নৌবহরের অধিনায়ক থাকার সময় উনি নিজের স্বর্ণ-খড়্গ খুলে ফেলে কৃষ্ণসাগরের জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। পৃথিবীর প্রায় সব দেশের কাগজেই সে খবর বার হয়েছিল। আর দেনিকিন তখন বন্দী—বিখভ্স্ক জেলখানায়—অথচ সে খবর কোনো কাগজে বার হয়নি। ১৯১৮ সালে কোলচাক পালালেন ইউনাইটেড স্টেটস্-এ, বসে বসে আমেরিকান নৌবহরে টর্পেডো শিক্ষা

এইখানেই এই কামান-গর্জনের মাঝখানে দাঁড়িয়েই (ব্যাটারিগুলো ওখান থেকে এক মাইলও নয়) সৈন্যদের সবার সামনে সত্যি কথাটা ওঁদের শুনিয়ে দেন। ওঁরা বানিয়া, ওঁদের সমস্ত পলিসিটাই ভীরু, কৃপণ, অদূরদর্শী—মিত্রপক্ষের প্রতিনিধি দুজনকে এই কথা বলে দিতে পারলেই উনি খুশী হতেন।.....ওঁদের পক্ষে বলশেভিজমের আপদ যে কী ভয়ঙ্কর, সে আপদের কাছে আড়াই শো জার্মান ডিভিশনও যে কিছু নয়, তা কি অকাট্য যুক্তিতে প্রমাণ হয়নি? দুয়ে দুয়ে চার যেমন সত্যি, একথাও তেমনি সত্যি। তাহলে আপনারা আমাকে অস্ত্র দিন—রুশিয়াতে আপনাদের সৈন্য পাঠাতে যদি ভয় থাকে, তবে প্রয়োজন মতো অস্ত্রই দিন আমাকে।...হিসাব-নিকাশ পরে হবে, মস্কোতে পৌঁছানোর পর।

ষোল আনা সংযম আর রাখা গেল না। সৌজন্যের সীমার মধ্যেই থাকার চেষ্টা করলেন বটে, তবে বিশেষ কোনো বন্ধুত্বের সুরও তুললেন না, বললেন :

"প্রয়োজন মতো জিন যদি না পাই, তবে কসাকদের খালি ঘোড়ার পিঠেই চড়িয়ে দেব।" দোভাষীকে বললেন, "দেখো, দুজনেই যেন বুঝতে পারেন।"

দোভাষী ছোকরা বোধ হয় দক্ষিণ অঞ্চলের লোক। মহা পা-চাটা। দেনিকিনের কথার তর্জমা করবে কি, ভয়ে ও একেবারে হাঁ। ঠিক তখনই লাগামে এক ঝটকা দিলেন কুতেপভ, ঘোড়ার গায়ে কাঁটার ঘা মেরে চেঁচিয়ে উঠলেন :

"যান যান, আপনারা এক্ষুনি গাড়ীর নীচে চলে যান।"

লড়াইয়ের গোলমালের শব্দে কারুরই খেয়াল হয়নি যে, একটা বিদঘুটে মতন হলদে এয়ারপ্লেন সোজা গাড়ীটার দিকে ধেয়ে আসছে। এত দ্রুত এসেছে যে, গুলী করারও সময় পাওয়া যায়নি। উস্কোখুস্কো চুলওলা বেঁটেখাটো ভাল্‌কা চেরদাকভ প্লেন থেকে ঝুঁকে পড়ল, তারপর দুটো হাত-বোমা ছুঁড়ল; একটা একেবারে ফিয়াটের বনেটের ওপর, আর একটাও তারই কাছে।.....বোমা ফেলে সাদা দাঁত বার ক'রে আকর্ণ হাসি হাসল ভাল্‌কা, তারপর ঘাড়া উঠে গেল আকাশে।

কিন্তু ইংরেজ আর ফরাসী অফিসার আর দেনিকিন তিনজনেই এর মধ্যে গাড়ীর নীচে ঢুকে পড়েছিলেন—যদিও ভুঁড়ি আর মোটা গ্রেটকোট নিয়ে দেনিকিনকে বেশ বিব্রত হতে হয়েছিল। যাই হোক, একটু ভয় পাওয়া ছাড়া কারোরই কোনো ক্ষতি হয়নি। সাঙ্গোপাঙ্গরা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, কুতেপভও ঘোড়া ছুটিয়ে নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছে গিয়েছিলেন।

প্রচণ্ড আক্রোশে আক্রমণ করল ভলান্টিয়ার বাহিনী। ওরা কাতারে কাতারে মানিচের ধারে ছুটে আসে, পেছনে স্তেপের সমতলভূমিতে ধরাশায়ী পড়ে থাকে কতজন। হাল্কা মেশিনগানের গুলিবৃষ্টি চলছে—তারই মধ্যে ওরা এখানে, ওখানে সেখানে লাফিয়ে লাফিয়ে ওঠে, কুঁজো হয়ে ছোটে, তারপর

রেজিমেণ্টের পতাকা এগিয়ে চলেছে দেখা যায়, তেলেগিন নিজে ঘোড়া ছোটাল সেই দিকে। সারাক্ষণই ও চোখ রেখেছিল পতাকার ওপর; পতাকা নদী পার হয়ে এগিয়ে গেল, একটু থামল, নুয়ে পড়ল, তারপর আবার উঠল, পত পত করে উড়তে উড়তে এগিয়ে চল্ল.....সবই ও দেখেছিল।

অস্তগামী সূর্যের গায়ে কুয়াশা-ভরা মেঘের ছায়া। দ্রুতগতিতে অন্ধকার নেমে আসছে স্তেপের বুকে। দূর দিগন্তে কুতেপভের কামানের আলো ঝলসে ওঠে, শোঁ শোঁ করে গোলা ছুটে যায়—কোথায় কে জানে। তারপর সব শান্ত। রক্তাক্ত যুদ্ধক্ষেত্র আবৃত ক'রে রাত্রি নেমেছে।

যতক্ষণ আলো ছিল ততক্ষণ তেলেগিন গোরাকে খুঁজে বেড়িয়েছে। পথে যেসব সিপাহীর সঙ্গে দেখা হয় তারা যা খবর দেয় তা পরস্পরবিরোধী। ঝাণ্ডা নিয়ে তাকে মানিচ পার হতে অবিশ্যি সকলেই দেখেছে। কিন্তু তারপর ঝাণ্ডা দেখা গিয়েছিল কম্প্যানি কমাণ্ডার মশ্‌কিনের হাতে। মশ্‌কিনও আহত হয়। ঝাণ্ডাটা যখন শেষবার চোখে পড়ে তখন সেটা এক জোয়ান ছোকরার কাঁধে। এম্‌নি নানারকম বলছে নানা জনে, এমন সময় তেলেগিনের কাছে পৌঁছাল লাতুগিন আর গাগিন। আর্টিলারি দলের মধ্যে শুধু ওরা দুজনই বেঁচে আছে। ওদের সেই বিশ্বস্ত কামান, সেটাও গোলার আঘাতে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে।

"ওঃ কী ভয়ঙ্কর, ইভান ইলিয়িচ," দাঁতগুলো কোনোরকমে ফাঁক ক'রে বল্ল লাতুগিন। "ভাবলেও রক্ত হিম হয়ে আসে।"

গাগিন সাধারণত কথা বলে না। নীচু স্বরে সে বল্ল, "ওদের কারো কারো কাছে যাওয়াই যায় না এখনো। নিঃশ্বাস টানছে আর পাঁজরেব হাড়গুলো কেঁপে কেঁপে উঠছে। ওদের দিকে চাইলেই হয়তো সঙ্গীন চালিয়ে দেবে.... "

"ইভান ইলিয়িচ্, আপনি কি ইভান স্তেপানোভিচকে খুঁজছেন?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। দেখেছ নাকি তাঁকে?"

"আমাদের সঙ্গে আসুন।"

মৃতদেহের পর মৃতদেহ। তার মধ্যে পথ করে করে ওরা নদীতীরে পৌঁছাল। এখানে ওখানে অন্ধকারের মধ্যে মানুষ গোঙায় অস্ফুট শব্দ উচ্চারণ করে। আহতদের খুঁজে বেড়াতে বেড়াতে স্ট্রেচার-ওলারা এ ওকে ডাক দেয়। তার মধ্যে কুজ্‌মা কুজমিচের হিস হিস আওয়াজ—তেলেগিন ঠিক চিনতে পারল। লাতুগিন ছিল ওদের সবার আগে, হঠাৎ থেমে সে মাটির ওপর বসে পড়ল।

মাটিতে মুখ গুঁজে পড়ে আছে ইভান গোরা—দীর্ঘাকৃতি, প্রশস্তদেহ। বুলেটটা ওর বুক ভেদ করে গেছে, যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানেই ঘুরে পড়েছে। হাত দুটি প্রসারিত—মাটিকেই যেন দুহাতে আলিঙ্গন করছে। মরণের মধ্যেও শত্রুকে ও মাটি ছাড়বে না।

প্রবীণ সৈনিকেরা ইভান গোরাকে সাধারণ সিপাহীরূপে দেখেছে, তারপর কম্প্যানি কমাণ্ডার হতেও দেখেছে। রাত্রিবেলা তারা সকলে মাঠের মধ্যে জমা

কমিসারের দেহ সমাধিস্থ হল। ঐদিন অনেক রাতে তেলেগিন তার পরিখার মধ্যে বসেছিল, দাশা এসে বাইরে ডাকল। আঙুল মটকাতে মটকাতে বল্লঃ

"একবার ওর কাছে যাও, ওকে সরিয়ে আনো।"

সমাধিস্তূপের দিকে নিয়ে চল্ল ইভানকে। ভোরের ঠিক আগের সময়টা, অন্ধকার আরও গাঢ় হয়ে আসছে। চাঁদ তখন ডুবু ডুবু। স্তেপের হাওয়া কানের পাশে শোঁ শোঁ শব্দ করে।

"আনিসিয়া আর আমি কত চেষ্টা করলাম, কিন্তু ও যে কোনো কথা শোনে না..."

ইভান গোরার তাজা কবরের পাশে বিষণ্ন, আনত মুখে বসে আছে আগ্রিপিনা। হাতের কাছে পড়ে আছে টুপি আর রাইফেল। আনিসিয়াও বসে আছে, ওর থেকে একটু দূরে।

"ও যেন পাথর হয়ে গেছে। ওকে কোনো রকম করে সরাতেই হবে," ফিস ফিস করে দাশা বল্ল। বলে আগ্রিপিনার কাছে গেল। "চেয়ে দেখ আগ্রিপিনা, রেজিমেণ্টের কম্যাণ্ডার নিজে এসেছেন, এখান থেকে চলো বলে তোমাকে অনুরোধ জানাচ্ছেন।"

আগ্রিপিনা মাথা তোলে না। যত কথা সব কানের পাশ দিয়ে উড়ে চলে যায়, ঠিক বাতাসের মতো। আনিসিয়া তখনো দূরেই বসেছিল, হাঁটুর মধ্যে মুখ ঢাকল। গলাটা ঝেড়ে নিল তেলেগিন।

"এমন করলে তো চলবে না আগ্রিপিনা," তেলেগিন বল্ল। "এক্ষুণি আলো ফুটবে, আমাদের সবাইকে ওপাড়ে যেতে হবে। তুমি তখন এখানে একা বসে থাকবে কি করে?... না সে ঠিক হবে না..."

মাথা না তুলেই একটানা সুরে অস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করল আগ্রিপিনাঃ

"সেবার আমি ওকে ছেড়ে যাইনি, এবারও যাব না...যাব কোথায়?"

নিজের কপালে আঙুল ঠেকিয়ে ফিস্ ফিস্ করে দাশা বল্ল, "ঐ দেখ, ওর কথাবার্তা সব এলোমেলো হয়ে গেছে!"

"আগ্রিপিনা, এসো, কথাটা আলোচনা করে দেখা যাক," বলে তেলেগিন ওর পাশে বসে পড়ল। "তুমি ওকে ছাড়তে চাও না. কেমন? কিন্তু এই কবরই কি সব? এ ছাড়া কি ওর আর কিছু বাকি থাকবে না? থাকবে, ও তো আমাদের স্মৃতির মধ্যে জীবন নেবে, প্রেরণা দেবে।... আগ্রিপিনা, ভুলোনা যে তুমি তার স্ত্রী...তার বীজ আজ তোমারই দেহের মধ্যে প্রাণসঞ্চয় করছে, সেকথা ভুলোনা..."

মুখের সামনে দুহাত তুলে সজোরে চেপে ধরল আগ্রিপিনা, তারপর আবার শিথিল হয়ে এল হাত দুখানি।

"তোমার দাম যে এখন আমাদের কাছে অনেক বেশী...তোমার সন্তানকে রেজিমেণ্ট তার নিজের সন্তান বলে গ্রহণ করবে।...তোমার কত বড় দায়িত্ব একবার ভেবে দেখ।" ওর মাথার চুলে আদর করতে করতে তেলেগিন বল্ল, "তোলো, রাইফেল তোলো, এবার যেতে হবে..."

অ'ভকলোন সুবাসিত পরিষ্কার লিনেনের রুমাল বার করে চশমা মুছলেন দেনিকিন। হাতের আঙুলগুলো ছোট ছোট, তার ওপর শুকনো চকচকে চামড়া। আঙুল একটু কাঁপে।

"ভলান্টিয়ার আর্মি আজ বিশ্ব রাজনীতির সমস্যা সমাধান করছে। ওদেসা, খার্সন আর নিকোলাইয়েভের সর্বনাশের পর পশ্চিমের ও'রা এ কথাটা বুঝতে আরম্ভ করেছেন। .....বিদ্যুতের গতিতে আঘাতের পর আঘাত হানতে হবে আমাদের, প্রতি আঘাতে একেবারে পঙ্গু করে ছেড়ে দিতে হবে। লোকে বাহবা দেওয়া চাই—বাহবা পেলেই রণসম্ভার এসে পৌঁছাবে—এই এ যুদ্ধের মজা। বে-পরোয়া হঠকারিতার বিরুদ্ধে আমি তো সব সময়েই আপনাদের সাবধান করে দিয়েছি। জুয়াখেলা আমি পছন্দ করিনে। কিন্তু তা বলে হারাও পছন্দ করিনে।.....দনবাসে আমরা যে সাফল্য অর্জন করেছি তা যদি সর্বজনীন অভিযানের রূপ না নেয়, দেশের অভ্যন্তরভাগে যদি আমাদের অভিযান পরিচালিত না হয়, আর শেষ পর্যন্ত যদি আমরা মস্কো পৌঁছাতে না পারি—তা হলে গুলি করেই আমি আমার মাথার খুলি ফুটো করে দেব—সে কথা আপনাদের বলে রাখছি।....."

রুপোর সিগ্রেট কেসে সিগ্রেট ঠোকেন রোমানভ্স্কি—সুপুরুষ চেহারা, উদ্ধত, সবজান্তা ভাব। চোখ আর কপাল কুঁচকে ও'র দিকে এক নজর চাইতেই জেনারেল কুতেপভ বুঝতে পারলেন—দেনিকিনের মাথায় এই সব আকাশচারী ধারণা হঠাৎ কোথা থেকে এল। দেনিকিন সাহেব নিশ্চয়ই খুব জোর দাবড়ানি খেয়েছেন। কিন্তু কুতেপভ সেনানীমণ্ডলীর অফিসার নন, তিনি রণাঙ্গনের অফিসার—উচ্চতর রণনীতির ব্যাপার স্যাপার তিনি বোঝেনও না, কষ্ট ক'রে বুঝতে চানও না। ও সব ও'র কাজ নয়—ও'র কাজ হল যুদ্ধক্ষেত্রের মাঝখানে শত্রুর টুঁটি টিপে ধরা।

"সেনাপতি বাহাদুর! আমাদের শক্তিতে যা কিছু সম্ভব তা আমরা করব," কুতেপভ বল্লেন। "এই শরৎকালেই মস্কো দখল করতে হবে বলে যদি আদেশ দেন, সে আদেশও পালিত হবে....."

গত তিনদিন ধ'রে কাচালিন সৈন্যেরা রেল লাইন লক্ষ্য ক'রে পথ কেটে চলেছে। এক দানা খাবার কি এক ফোঁটা জলও জোটেনি। পশ্চাদ্বর্তনের আদেশ এসেছিল ২১শে মে। প্রচণ্ড মেহনত আর ক্ষয়ক্ষতির মূল্যে অবরোধ ভেঙে ফেলে, মানিচ থেকে উত্তর দিকে জারিতসিন লক্ষ্য ক'রে পিছু হটল দশম আর্মি। শুকনো ঝোড়ো হাওয়ায় নাগদোলা গাছগুলো মাটিতে নুয়ে নুয়ে পড়ছে। ঘুসর স্তেপভূমির মধ্যে দূরে ঘোলাটে অন্ধকারের ভেতর উলাগাইয়ের অশ্বারোহী দল জমা হচ্ছে—যেমন নেকড়ে বাঘের পাল।

মালটানা ঘোড়াগুলো পড়ে আর মরে। অন্য অন্য গাড়ীতেও জায়গা নেই, তবু আহত আর অসুস্থদের তারি মধ্যে তুলে দিতে হয়। যারা অল্প জখম তারা

দেওয়ার চেয়ে আমার হৃদপিণ্ডই বরং উপড়ে নিন, সেও ভাল...। ওর শরীর তল্লাশি করুন। ওর নাম নেমেশায়েভ, আমার কথা ওর মনে আছে...।" বলতে বলতে হঠাৎ সোল্লাসে চীৎকার করে বন্দীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করল ঃ

"দেখুন দেখুন, ও আমাকে চিনতে পেরেছে!"

একগাদা হাত এগিয়ে এল—অফিসারের ঘামে ভেজা পিঠ থেকে ছিঁড়ে বার করে আনল ওর কুর্তা, আর শার্ট। পকেট উল্টে পাল্টে দেখা গেল, হ্যাঁ ঠিক, ক্যাপ্টেন নিকোলাই নিকোলায়েভিচ নেমেশায়েভ নামেই পরিচয়-পত্র পকেটে রয়েছে।

"আপনারা কি বলছেন কিছু বুঝতে পারছিনে", নীরস সুরে বিড় বিড় করে বল্ল লোকটা। "এ মেয়েটার কথা সব মিথ্যে, ও এলোমেলো বকছে, নিশ্চয় টাইফাস হয়েছে..."

পাশে একজনের হাত থেকে একটা রাইফেল তুলে নিয়ে আনিসিয়া অফিসারের দিকে এগিয়ে গেল, সিপাহীরা সব নীরবে সরে দাঁড়াল—আনিসিয়ার কাহিনী তো ওরা সবাই জানে! অফিসারের কাঁধের ওপর মৃদু আঘাত করে আনিসিয়া বল্ল ঃ

"চলো!"

সিপাহীদের মুখ পাথরের মতো। আতঙ্কবিহ্বল দৃষ্টিতে তাদের মুখের পানে চেয়ে নেমেশায়েভের দম আটকে এল, কি যেন বলতে গেল মশ্‌কিনকে। কিন্তু মশকিন অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, ইস্তাহার পড়ছে। নেমেশায়েভও তখন গাড়ী আর ছাড়ে না, ধারটা একেবারে চেপে ধরে থাকে, যেন ওতেই ও বেঁচে যাবে। কিন্তু সিপাহীরা ওকে টেনে ছিনিয়ে আনল গাড়ীর পাশ থেকে, পিঠে খোঁচা দিয়ে বল্ল ঃ "'যাও, যাও....."

স্তেপের মধ্যে পা বাড়াল লোকটা, ঠিক অসাড়ের মতো। মাথা বাঁচাবার আশায় কাঁধ দুটো তুলে ধরেছে, পা ফেলছে যেন চোখেই দেখতে পায় না। আনিসিয়া ওর দশ কদম পেছনে। কিছু দূর গিয়ে ভারী রাইফেলটা কাঁধে বসাল আনিসিয়া।

"আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াও।"

বোঁ ক'রে ঘুরল নেমেশায়েভ, যেন ঝাঁপিয়ে পড়বে। সোজা ওর মুখের ওপর গুলি চালাল আনিসিয়া। তারপর লোকটার দিকে একবার তাকিয়েও দেখল না, হেঁটে চলে এল সাথীদের কাছে। সাথীদের চোখে এতক্ষণ পলক পড়েনি। ন্যায়ের দণ্ড কেমন ক'রে নেমে আসে, কঠিন দৃষ্টি মেলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখছিল।

"এটা কার রাইফেল, নিন," বলে আনিসিয়া চলে গেল। একেবারে শেষ গাড়ীটাতে উঠে তেরপল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল।

॥ সতের ॥

স্কুলের খাতায় ছেলেদের ডিক্টেশন দেখছে কাতিয়া। দেওয়াল ঢাকার কাগজ, তাই কেটে কেটে সেলাই ক'রে খাতা বানানো হয়েছে—শুধু এক পিঠে লেখা যায়। কিন্তু ওর নিঃস্ব জীবনে তাই বড় কম নয়। এরই জন্যে ও নিজে কীয়েভ গিয়েছিল। শিক্ষা বিভাগের পীপ্‌ল্‌স্‌ কমিসারের দেখা পেতে কোনো অসুবিধা হয়নি। ও কে এবং কেন এসেছে শুনবামাত্র কমিসার সাহেব ওর হাত ধ'রে আরাম কেদারায় বসিয়ে দিলেন। খুব দামী একটা টেবিল, তার ওপর কালি-পড়া কেট্‌লি—কেট্‌লি থেকে গাজরের চা ঢেলে, তারই দু ফোঁটা অম্লরস ওকে পরিবেশন করলেন। কাঁধের ওপর ফারকোট ঝুলছে, পায়ে ফেল্টের বুট পরেছেন, কার্পেটের ওপর পায়চারি করতে করতে জনশিক্ষা সম্বন্ধে এমন একখানা প্রোগ্রাম শুনিয়ে দিলেন যে, কাতিয়ার মাথাই ঘুরে গেল। মৃদু হাসিতে দৃঢ় বিশ্বাস ফুটিয়ে আঙুল দিয়ে দাড়ি নাড়াচাড়া করছেন, আর বলে যাচ্ছেন ঃ

"দশ পনের বছরের মধ্যেই আমাদের দেশ সুশিক্ষিত দেশ বলে পরিগণিত হবে। বিশ্ব-সংস্কৃতির সমস্ত সম্পদ আমরা বিস্তীর্ণ সংখ্যক জনসাধারণের হাতে তুলে দেব, এ সংস্কৃতি হবে তাদের সম্পত্তি। নিরক্ষরতা দূর করার বিরাট কর্তব্য আমাদের সামনে। এ লজ্জা একেবারে ধুয়ে মুছে সাফ করে দিতে হবে—নইলে কোনো বুদ্ধিজীবীরই আর মান-ইজ্জত থাকে না। শিশু-শিক্ষালয় আর কিণ্ডারগার্টেন থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত যে শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রসারিত, আমাদের প্রতিটি ছেলেমেয়েকে তার মধ্যে টেনে আনতে হবে। বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ মানুষেরা যে কাজের কথা স্বপ্নেই ভাবতে পেরেছেন, আজ বলশেভিকরা তা বাস্তবে রূপ দেব—কোনো বাধা মানব না।....."

লেখার খাতা, তাছাড়া প্রথম ভাগ, অন্য পাঠ্যপুস্তক, পেন্সিল, স্লেট ইত্যাদি মিলিয়ে দশ হাজারটা জিনিষ সরবরাহ করা হবে বলে তিনি কাতিয়াকে প্রতিশ্রুতি দিলেন। শ্বেত পাথরের সিঁড়ি বেয়ে ও যখন ওঁর অফিস থেকে নেমে গেল—ভাবল বুঝি স্বপ্নই দেখছে। কিন্তু তারপর নানা মুশ্‌কিল, নানান গণ্ডগোল। সত্যিকারের বই-খাতার দিকে যতই যেতে চায়, সেগুলোও যেন ততই অবাস্তবতার শূন্যে সরে সরে যায়; খাতাপত্র যাদের বাস্তবিকই সরবরাহ করার কথা তারা যেন ততই স্বার্থবোধক কথা বলতে আরম্ভ করে, নয়তো বিদ্রূপ করে কিংবা মুখ অন্ধকার ক'রে বসে থাকে। হোটেলের শোবার ঘরে উত্তাপের ব্যবস্থা নেই, খাটের ওপর একটা গদিও নেই। মাথার ওপর অনেক উঁচুতে একটা ইলেক্‌ট্রিকের আলো আছে বটে, কিন্তু সেটা এমন টিম টিম করে জ্বলে

করা যাবে না? সবাইকে ঠাণ্ডা করে দেবে? কেন? ঠাণ্ডা করতে হয় আলেক্সি ক্লাসিলিনিকভকে কর—সে একটা ডাকাত। .....কিংবা ঐ যে কন্দ্রাতেংকভ আর নিচিপরভ—লোকের রক্ত শুষে শুষে শেষ করল—ওদের ঠাণ্ডা কর।.....কিন্তু আমাকে ঠাণ্ডা করবে কেন? খেটে খেটে মরছি, সেইজন্যে? না, না, এ ঠিক নয়, নিশ্চয়ই কিছু ভুল হয়েছে.....।" আবার আরও কেউ কেউ বল্লঃ "ওরে বাবা, এরি নাম সোবিয়েত রাজত্ব!"

ইয়াকভ চান করে না, দাড়িও কামায় না, কাণাভাঙা একটা টুপি মাথায় দিয়ে জরাজীর্ণ ফৌজী গ্রেটকোট চড়িয়ে বার হয়। কিন্তু বুট জোড়া বেশ খাসা। লোকে বলে ওর ঐ নোংরা গ্রেটকোটের তলে পোষাকও নাকি খাসা। ও যখন পথে বার হয়—কে জানে কোন্ সন্দেহজনক ব্যাপারে—ঘরে ঘরে সবাই জানলা দিয়ে চেয়ে থাকে, কি হয় কি হয় ভেবে চাষীরা সব মহা-উদ্বেগে মাথা নাড়ে।

মার্চ মাস। গাড়িতে গাড়িতে গোবর চাপিয়ে মাঠে নিয়ে যাওয়ার আয়োজন করছে সবাই। এমন সময় ইয়াকভ এক মীটিং ডাকল। বিপ্লববিরোধী আচরণের নানান গালাগাল দিয়ে তারপর দাবী করল যে, যত ঘোড়া আছে তার হিসাব নিয়ে বাড়তি ঘোড়া সব জবরদখল করতে হবে—জমিদারের জমিতে যৌথ চাষাবাদের ব্যবস্থাও এখুনি করতে হবে। ...নির্ঘন্নে শয়তানটা, বেটা আমাদের গোবর নিতে দেবে না, বসন্তকালের জমি-চাষেও বিলম্ব ঘটাবে, মনে মনে ভাবল চাষীরা।...

কিছুদিন পরে গ্রামে এক খাদ্য-সংগ্রহ বাহিনী এসে উপস্থিত হল। কার কার ঘরে কত পরিমাণ বাড়তি শস্য আছে তার এমন এক ফর্দ দাখিল করল ইয়াকভ (সে কথা কারও জানতে বাকি রইল না) সে বাহিনীর লোকেরা পর্যন্ত অবাক। সঙ্গে সাক্ষী নিয়ে এ খামার ও খামার ক'রে চষে বেড়ায় ইয়াকভ নিজে, প্রতি খামারের দরজায় খড়ি পেতে লিখে দেয় সেখান থেকে কি পরিমাণ শস্য দখল করতে হবে।

দেখে খামারের মালিক তো হাঁ; "ওরে বাবা, আমার সারা জীবনেও তো এত ফসল পাইনি কখনো," বলে চ্যাঁ ভ্যাঁ লাগিয়ে দেয়, জামার হাতা ঘষে খড়ির দাগ তুলে ফেলতে চেষ্টা করে। "মাটির নীচে ওর ভাঁড়ার ঘরে খুঁজে দেখুন," বাহিনীর লোকদের বলে ইয়াকভ। ওর সামনে ভগবানের দোহাই দিতে চাষী বেচারীর সাহস হয় না, শুধু চোখের জলে ভাসে, জামাটামা ছিঁড়ে চীৎকার করে, "ওখেনে কিচ্ছু নেই, যদি থাকে তো কি বলেছি!" তারপর ইয়াকভ আবার হুকুম দেয়—"ওর উনুন টুনুন ভেঙে ফেলুন, উনুনের নীচেই লুকানো আছে।"

ইয়াকভের কেরদানির ফলে গ্রাম একেবারে সাফ—বীজ গম পর্যন্ত চলে গেল বাহিনীর সঙ্গে। এই কাজ শেষ করে ইয়াকভ ধরল আলেক্সিকে, তাকে আলাদা নিয়ে এল কমিটি-বাড়ীতে। দরজা বন্ধ করে বসে (দরজার ওপর পেরেক দিয়ে আঁটা ছবি—সর্বোচ্চ সমর পরিষদের চেয়ারম্যানের ছবি) পাশে টেবিলের ওপর

আলেক্সি, তারপর কথাটার মানে বুঝল। বুঝবামাত্র দেখা গেল মুখে বুদ্ধির চিহ্ন ফিরে এসেছে। থলে আর বাণ্ডিলগুলো উঠিয়ে নিয়ে ও বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল। ওর ঘোড়ার মধ্যে তখন একটিই কাছে আছে—তার ওপর চড়ে বাড়ীর পেছন দিকের বেড়াটেড়া ডিঙ্গিয়ে দুলকি চালে ঘোড়া ছোটাল নদীর ধার পর্যন্ত। তারপর ওপারে পেঁছবামাত্র ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়ে দেখতে দেখতে বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বিছানার ওপর পড়ে আছে কাতিয়া, কাপড়চোপড় একেবারে শতছিন্ন। কিছুক্ষণ পরে ট্রাংক থেকে একটা বডিস্ আর স্কার্ফ বের করে বিছানার ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিল মাত্রিয়োনা।

"নাও পরে নাও," মাত্রিয়োনা বল্ল। "পরে চলে যাও এখান থেকে। তোমাকে দেখলে লজ্জা করে।"

ইয়াকভ আর তার সাক্ষীরা মিলে আলেক্সির বাড়ীর চিলেকোঠা থেকে চোর-কুঠরি পর্যন্ত সব খুঁজে খুঁজে হায়রাণ, কিন্তু গাড়ীর মধ্যে লুকানো মালগুলো আর দেখতে পেল না। রাত্রি বেলা একটা ঘোড়া জোগাড় ক'রে গাড়ী সহ থামার-বাড়ি পেঁছাল মাত্রিয়োনা। আর অন্ধকার শীতার্ত কুটীরের মধ্যে জেগে বসে রইল কাতিয়া —কখন ভোর হবে সেই আশায়। একেবারে স্থির হয়ে বসে সবই তো ওকে ভেবে নিতে হবে। ভোর হলেই ও চলে যাবে। কিন্তু যাবে কোথায়? টেবিলের ওপর কনুইয়ের ভর দিয়ে দু হাতে মাথা চেপে ধ'রে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে কাতিয়া। তারপর দরজার ধারে কলসী থেকে আঁজলা ভরে জল খায়। মস্কোই যাবে, তা ছাড়া আর কোথায়?.....কিন্তু পুরোনো বন্ধুদের ভেতর মস্কোতে কি আর কেউ আছে এখন? সবাই তো ছড়িয়ে গেছে, হারিয়ে গেছে।.....টেবিলের ধারে বসে বসেই ও ঘুমিয়ে পড়ল। ভীষণ কাঁপতে কাঁপতে হঠাৎ যখন এক সময় ঘুম ভাঙল তখন দিন। মাত্রিয়োনা ফেরেনি তখনো। মাথার শালটা গুছিয়ে নিয়ে সামনের আয়নাটার দিকে চাইল কাতিয়া। কী ছিরিই হয়েছে!

কাতিয়া কমিটি বাড়ী চল্ল। ওখানে কেউ জাগেই না, খিড়কীর দরজায় বসে থাকতে হ'ল অনেকক্ষণ। শেষ কালে ইয়াকভ বেরুল, হাতে ময়লার বালতি। নোংরা বরফ-গাদার ওপর বালতির ময়লা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কাতিয়াকে বল্লঃ

"এখনি আপনাকে ডাকতে পাঠাচ্ছিলাম।.....আসুন আমার সঙ্গে....."

বাড়ীর ভেতর এসে কাতিয়াকে বসতে দিল। তারপর ডেস্কের টানার মধ্যে কি যেন হাতড়াল খানিকক্ষণ ধ'রে।

"আপনার স্বামী—(আপনি ওকে স্বামী বলেন না আর কিছু?) ওকে আমরা গুলী ক'রে মারব।"

"ও আমার স্বামী নয়, কোনো সম্পর্ক নেই ওর সঙ্গে," চট করে জবাব দিল কাতিয়া। "আমাকে শুধু মস্কো যাবার সুযোগ করে দিন, ব্যস আর কিছু চাইনে। আমি মস্কো যেতে চাই।"

সে-ই ১৯১৪ সালে ও থাকত পারীর শহরতলীতেঃ সংকীর্ণ, নির্জন রাস্তার ধারে ওপর-তলার ফ্ল্যাট; পথের ওপর ঝুলে আছে বারান্দাটা; দূরে একটা ছোট্ট বাড়ীর ছাত দেখা যায়—সে বাড়ীতে একদা বাল্‌জাক বাস করে গেছেন।.....বাল্‌জাকের পড়ার ঘরের জানালা কিন্তু রাস্তার দিকে নয়, বাগানের দিকে—বাগানগুলো থাকে থাকে নেমে গেছে সীন-এর কিনারা পর্যন্ত। তাঁর সময়ে এ এলাকা নিশ্চয় গ্রামের মধ্যেই পড়ত। রাস্তায় পাওনাদারদের আসতে দেখলে, তিনি চুপচাপ তাদের এড়িয়ে যেতেন—বাগানের পথ ধ'রে সোজা পেঁছে যেতেন সীন-এর ধারে। কাতিয়ার সময়ে বাগানের মালিক ছিলেন কোনো ধনী আমেরিকান মহিলা; তাঁর বাগান থেকে বসন্তের কর্কশ কেকাধ্বনি তুলত ময়ূরের পাল, সন্ধ্যাবেলায় বারান্দায় গেলেই সে ধ্বনি কাতিয়ার কানে আসত। স্বামীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ির পর কাতিয়া তখন সবে পারীতে এসেছে—নিঃসঙ্গ শোকে মুহ্যমান হয়ে ভাবত এই বুঝি জীবনের শেষ ।

স্কুলের ছেলেমেয়েরা ক্রমে ক্রমে কাতিয়ার ভক্ত হয়ে দাঁড়াল। রুশ ইতিহাস থেকে ও যখন গল্প বলে—সে গল্প ঠিক রূপকথার মতো—তখন ওরা খুব মন দিয়ে শোনে। অংক, নামতা, ডিক্টেশন—এগুলো অবশ্য ছাত্র-ছাত্রী আর দিদিমণি উভয়ের পক্ষেই বেশ শক্ত, তবু সবাই মিলে চেষ্টা ক'রে তারও কিনারা বার করে। আলেক্সি কাতিয়াকে কি রকম খুন করতে গিয়েছিল সে কথা তখন সবাই শুনেছে, কাজেই গ্রামের মধ্যে ওর জনপ্রিয়তা বেড়েছে আগের চেয়ে। মেয়েরা ওকে অনেক জিনিষ দিয়ে যায়—কেউ দুধ দেয়, কেউ ডিম, কেউ রুটি—ওতেই ওর খাওয়াদাওয়ার কাজ চলে যায়।

একটা বুড়ো, শ্যাওলা-পড়া আপেল গাছের তলে বসে কাতিয়া স্কুলের খাতা দেখছে। ওয়াট্‌লের নীচু বেড়াটা ঐ আপেল গাছের মতোই জরাজীর্ণ, নড়বড়ে। বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে একটি ছোট ছেলে অনেকক্ষণ ধ'রে নাকে কাঁদছে।

"আর কক্ষনো অমন করব না, কাতিয়া মাসী!"

"ইভান গাভ্‌রিকভ, তোমার ওপর আমি ভয়ঙ্কর রাগ করেছি। পুরো দুটি দিন তোমার সঙ্গে কথা বলব না।"

নির্দোষীর মতো নীল চোখ হলে কি হবে, ইভান গাভ্‌রিকভ একটি পাক্কা শয়তান। পড়ার সময় ছোট ছোট মেয়েদের বেণী ধ'রে টানবে, আর তারপর বকুনি দিলেই অম্‌নি ধপ করে বেঞ্চির নীচে তলিয়ে যাবে—যেন ঘুমিয়েই পড়েছে। ওর দুষ্টুমির আর অন্ত নেই।

"উঁহুঁ, গাভরিকভ আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি তোমার একটুও দুঃখু হয়নি। আর কিছু করবার পাচ্ছ না তাই এখানে এসেছ নইলে.....,"

" না না আমি আর কখনো করব না, সত্যি বলছি, সত্যি....."

রাস্তা থেকে কে যেন ভেতরে এল। মাত্রিয়োনার গলা শোনা গেল, কাতিয়াকে ডাকছে।

ও আবার কি চায়? তাড়াতাড়ি গাভরিকভকে মাফটাফ করে দিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকল কাতিয়া। স্থির বিদ্বেষের দৃষ্টিতে মাত্রিয়োনা ওকে সম্ভাষণ জানাল।

"শুনেছ খবর? আলেক্সি আসছে, কাছেই এসে গেছে.....। দেখ কাতেরিনা, আবার সেই আগের গণ্ডগোল হয় তা আমি চাইনে—তুমি তো আমাদের লোক নও।...তোমাকে পেলে ও খুনই করে ফেলবে। ও তো জানোয়ার.....কত মানুষকে কেটেছে জান? .....সব তোমার দোষ, সব।.....এক্ষুনি একজন খবর দিল, আলেক্সি আসছে, একেবারে মেশিনগানের গাড়ী সঙ্গে নিয়ে। তুমি এখান থেকে চলে যাও কাতেরিনা। আমি তোমাকে গাড়ী-ঘোড়া জোগাড় করে দিচ্ছি টাকা-পয়সাও দেব....."

খার্কভে হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে এন্তার ভাববার অবসর পেয়েছিল রশ্‌চিন। প্রজ্জ্বলিত সীমারেখা অতিক্রম ক'রে ও এখন অন্য পারে এসে পৌঁছেছে, কিন্তু এই নতুন দুনিয়ার বাইরেটা তো মোটেই আকর্ষণীয় নয়ঃ হাসপাতালের ওয়ার্ডটা ঠাণ্ডা, গরম করার কোনো ব্যবস্থা নেই; জানলার সার্শির ওপারে ভিজে ভিজে বরফ পড়ছে; অখাদ্য খাবার, জলের মতো পাতলা মেটে মেটে ঝোল, তাতে শুঁটকি মাছের গন্ধ; আর রোগীদের নীরস কথাবার্তা, খালি খাবার আর তামাক আর টেম্পারেচার আর ডাক্তারের গল্প। অজানা ভবিষ্যতের দিকে রুশিয়া এগিয়ে চলেছে. অন্তহীন রক্তাক্ত সংগ্রাম আর আলোড়নসৃষ্টিকারী ঘটনার পর ঘটনা ঘটছে—কিন্তু এসব সম্বন্ধে একটি কথাও কেউ বলে না। ময়লা ফ্ল্যানেলের ড্রেসিং গাউন পরে মুণ্ডিত মস্তকে যারা আজ আহত বা অসুস্থ অবস্থায় পড়ে রয়েছে, তারাই একদিন এই সমস্ত ঘটনায় অংশ গ্রহণ করেছিল। কিন্তু এখন তারা দিনের পর দিন শুধু ঘুমোয়, নয়তো হাতে-বানানো ঘুঁটি দিয়ে বিছানায় বসে ড্রাফ্‌ট্‌ খেলে আর মাঝে মাঝে হয়তো একঘেয়ে সুরে গুণ গুণ ক'রে একটা তাল ধরে—ব্যস।

ভাদিম ঠিক একঘরে নয়, তবে ওর সঙ্গে কেউ ভাব করতেও আসেনি। ভাদিমেরও তাতেই সুবিধা। উপন্যাসের অতি রোমাঞ্চকর অধ্যায় থেকে পাতা ছিঁড়ে যাওয়ার মতো অনেক স্মৃতির গ্রন্থি ওর মন থেকে ছিঁড়ে গেছে, ভাল করে ভেবে দেখা হয়নি কিংবা মীমাংসা করা হয়নি এমন অনেক কথাই মনের মধ্যে জমে উঠেছে—তাই নিজের মনের সঙ্গেই ও এখন বোঝাবুঝি করতে চায়। বিনা দ্বিধায় ও স্বীকার করে নিয়েছে নতুন দুনিয়াটাকে, কারণ যা ঘটছে তার সঙ্গে ওর নিজের দেশের ভাগ্যই তো বিজড়িত। এবার ওর সময় হয়েছে—সব কিছু বিশ্লেষণ করে দেখবে, বেশ ভাল ক'রে বুঝে নেবে।

একদিন কখানা মস্কোর কাগজ এনে দিলেন বড় ডাক্তার। আগে এ সব কাগজ দেখলেই ও বিদ্রূপ ক'রে উঠত, আগে থাকতেই বিদ্বেষ প্রকাশ করত, কিন্তু এবার কাগজ পড়ল একেবারে নতুন দৃষ্টি দিয়ে।.....রুশ বিপ্লব এগিয়ে

পালিয়েছে। লালফৌজের অগ্রগতির চূড়ায় চূড়ায় বিরাট তরঙ্গের মতো জেগে উঠছে গেরিলা অভ্যুত্থান—সেই অভ্যুত্থানের ব্যাপ্তি এমনই যে না যায় তার পরিধি নির্ণয় করা, না যায় তার নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা। শক্তিশালী কুলাকদের বিরুদ্ধে জমি-প্রত্যাশী দরিদ্র কৃষক-শ্রেণীর তীব্র দ্বন্দ্ব হঠাৎ অভ্যুত্থানের আকারে দপ্ করে জ্বলে ওঠে, এক একটা গ্রামে, নয়তো গোটা জেলাতেই লড়াই বেঁধে যায়। দুপক্ষই সৈন্য সংগ্রহ করে, পদাতিক ও অশ্বারোহী ডিটাচমেণ্ট গড়ে তোলে, রক্তাক্ত সংগ্রামে লিপ্ত হয়। চারিদিকে ছদ্মবেশী, বিশ্বাসঘাতক গুপ্তচর—কেউ পেৎলুরার, কেউ দেনিকিনের, কেউ পোলিশ পক্ষের, কেউ বা আবার আরও রহস্যময় বা সন্দেহজনক প্রতিষ্ঠান থেকে এসেছে। সোবিয়েৎ রাজের ক্ষমতা শহরগুলোর মধ্যে, আর প্রধান প্রধান রেল লাইনের গায়ে গায়ে; কিন্তু সে ক্ষমতার সীমানার বাইরে যেখানে সাঁজোয়া ট্রেণের গোলার পাল্লা শেষ হয়ে যায়, সেখানে রেল লাইনের দু পাশেই যুদ্ধ চলে অনবরত।

দীর্ঘপ্রত্যাশিত নিয়োগপত্র শেষকালে পৌঁছাল, একটা সামরিক ছাত্র ব্রিগেডের সেনানীমণ্ডলীতে কাজ পেল রুশ্‌চিন। চুগাই সে ব্রিগেডের কমিসার। মার্চ মাসে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে লাঠি হাতে খোঁড়াতে খোঁড়াতেই কিয়েভ-মুখো রওনা হল ভাদিম, সেখানে ওর ইউনিটে যোগ দেবে।

আতামান গ্রিগরিয়েভেরই সাঙ্গোপাঙ্গদের মধ্যে ছিল জেলেনির দলটা, কিন্তু তারা আলাদা হয়ে একেবারে কিয়েভ পর্যন্ত ধাওয়া করল। শত শত মেশিন-গানের গাড়ী, তার ওপর চড়ে দলটা ছুটে চলে—চলার পথে গ্রাম সোবিয়েত-গুলোকে ভেঙে তছনছ করে দেয়, কমিউনিস্টদের খুঁজে খুঁজে সাবাড় করে। জেলেনির পথের পেছনে অসংখ্য নরনারীর মৃতদেহ—কারও জীবন্ত চামড়া ছাড়িয়ে নিয়েছে, কাউকে ছুঁচলো ডাণ্ডার ওপর শূলে চড়িয়েছে; কোথাও 'গরীব চাষী কমিটি'র সভ্যদের গোলাঘরের মধ্যেই পুড়িয়ে মেরেছে, কোথাও বা দরজার সঙ্গে ইহুদীদের পেরেক মেরে গেঁথে দিয়েছে, পেট কেটে দু ফালা ক'রে তার মধ্যে বেড়াল পুরে সেলাই ক'রে দিয়েছে। জেলেনির এই দলটাকে নিকাশ করার জন্যে 'যুদ্ধ সংক্রান্ত পিপল্‌স্ কমিসার' অফিসের সদর দপ্তরে পরিকল্পনা তৈরী হল—পরিকল্পনা রচনায় রুশ্‌চিনও যোগ দিল। ওদের হাতে সৈন্য কিন্তু খুবই কম। ইউক্রেনের 'যুদ্ধ কমিসার' স্টীমারে ক'রে কিয়েভ থেকে রওনা হলেন, সরেজমিনে অভিযান নিয়ন্ত্রণ করবেন।

নীপার নদীতে তখনো জল কমেনি। স্বচ্ছ জল, মাঝে মাঝে মন্থর ঘূর্ণিপাক—তার মধ্যে স্টীমারের চাকার তাড়নায় ছপ ছপ শব্দ ওঠে। তীরে তীরে নাইটিঙ্গেল পাখী গান ধরেছে—স্টীমারের চাকার শব্দ, সামরিক ছাত্রদের গলার আওয়াজ সব কিছু ছাপিয়ে গানের সুর ভেসে আসে। সুগন্ধ, সরস পত্ররাজির কোমল হরিতে তীরভূমি আচ্ছন্ন—তার মধ্যে বর্ণবৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে হলুদবরণ

বোধ হয় এখনো। কাঠকয়লা আর গ্যাসের গন্ধ আমার আজও ভাল লাগে। ওখানে রুদ্দা খেতে খেতে বিরক্তি ধরে গেল—চলে গেলাম কিয়েভ, ইঞ্জিন শেডে কাজ নিলাম, বুঝেছেন.....সেখান থেকে আবার খার্কভ, ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানা.....”

চুগাইও কমিসারের কথায় কান দেয় না, বলে চলেঃ

“গির্জার দরজায় দাঁড়িয়ে সুর ক'রে ক'রে ভিক্ষে চাইতে আমি ছিলাম একের নম্বর ওস্তাদ। গায়ের কোথাও একটু খামচে টামচে সেই রক্ত কপালে মাখতাম, তারপর চোখ উল্টে গান জুড়ে দিতাম—ধর্মের গান।.....শেষকালে আধলা আর পয়সা নিয়ে যা লড়াই লাগাতাম ঠান্‌দির সঙ্গে.....”

হঠাৎ থেমে পড়ল। “লড়তাম, ঠান্‌দি আর আমি.....” অন্যমনস্কভাবে এই কটা কথার পুনরাবৃত্তি করতে করতে ও তীরের দিকে চেয়ে রইল। তীরভূমি এখানে অন্তরীপের মতো ছুঁচলো, অন্তরীপ ঘিরে বয়ে গেছে নীপার নদী—একেবারে সেই জলে-ডোবা মাঠ পর্যন্ত। চুগাইয়ের বড় বড় চোখ দুটো হঠাৎ কুঁচকে এল, ফিতেওলা জাহাজী টুপিটা ঝপ ক'রে মাথায় বসিয়ে দ্রুতপদে অগ্রসর হ'ল ক্যাপ্টেনের সাঁকো অভিমুখে।

শুঁটকো, বুড়ো মানুষ ক্যাপ্টেন সাহেব। গোঁফজোড়া নীচের দিকে ঝুলে পড়েছে। “ও দাদু!” বলে চীৎকার করে ক্যাপ্টেনকে ডাক দিল চুগাই। “জলে-ডোবা ডাঙ্গার বাঁ দিকে জাহাজটা ঘুরিয়ে নিয়ে যান তো!”

“সে পারব না কমরেড, ওদিকে যে জল কম। বড় খাতেই জাহাজ রাখতে হবে।.....”

“বড় খাতে রাখতে হবে না!” বলে রিভলভারের খাপটা চাপড়াল চুগাই। “ঘোরান জাহাজ!”

অন্তরীপ বরাবর ঘুরল জাহাজটা। ঘুরতে ঘুরতে দৃষ্টিপথে এগিয়ে এল প্রকাণ্ড একটা গ্রাম। গ্রামের গীর্জার সুউচ্চ ঘণ্টাঘর,, তারপর কয়েকটা উইণ্ড-মিল, চুণকাম করা কতকগুলি কুটির, কচি সবুজ পাতাঘেরা নীচু নীচু বাগবাগিচা—একে একে নজরে পড়ল।

“ঐ দিকে দেখুন, ঐ যে অন্য সব ঘর থেকে একটু তফাতে—সামান্য একটু-খানি দেখা যাচ্ছে—ঐ ঘরেই আমার জন্ম হয়েছিল” কমিসার রশ্‌চিনকে বল্লেন।

এদিকে আগ্রহভরে ডাক দিয়ে উঠল চুগাই, “ওহে, ও কত্তা, জাহাজের হাল বাঁ পাশে ঘোরাও! জল্‌দি করো!”

নদীর পাড়ে কতকগুলো মালটানা গাড়ী। জলের ধারে অসংখ্য নৌকা বাঁধা—ঠেলেঠুলে এগিয়ে এসে লোকে নৌকার ওপর লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে। একখানা বোট দাঁড় টেনে চলেছে দ্রুতগতিতে। সিঁড়ি বেয়ে ছুটতে ছুটতে ডেকে নেমে এল চুগাই, ওভারকোট বাতাসে উড়ছে। ঠিক তখনই স্টীমারের ওপর গুলীবর্ষণ শুরু হল—নদীতীর থেকে, বোটের ওপর থেকে গুলি ছুঁড়ছে। প্রত্যুত্তরে গর্জে উঠল স্টীমারের মেশিনগান। একটা বোটের লোকেরা সব জলে

ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। নদীর ধারে লোকজনের ভিড়ের মধ্যে প্রচণ্ড গোলমাল—দলে দলে লোক সব গাড়ীর ওপর চড়ে খাড়া পাড় বেয়ে তাড়াতাড়ি ওপরে ওঠে, চারদিক ধুলায় একেবারে ধুলাকার। বিপদের সংকেত বাজছে গির্জার ঘণ্টায়।

গুলিবর্ষণ, তারপর পলায়ন—কয়েক মিনিটের মধ্যেই সব শেষ। নদীতীর একেবারে জনশূন্য। চুগাইয়ের বড় বড় চোখ দুটো আনন্দে ঝকঝক করছে। সিঁড়ি বেয়ে ও আবার ওপরে উঠে এল।

এ জেলেনির দল। ব্যাটা শুয়োরের বাচ্চা তাহলে এখানে পৌঁছতে পেরেছিল! ঘেরাও পরিকল্পনার ফলটা দেখলেন তো, ভাদিম পেত্রোভিচ! আচ্ছা কমিসার সাহেব, আমরা তাহলে নেমেই পড়ি, কি বলেন?"

চারদিক থেকে পরিবেষ্টিত হয়ে জেলেনির দলটা ঠিক নেকড়ের পালের মতো একবার এদিকে ছোটে, আর একবার ওদিকে ছোটে। শেষ পর্যন্ত ওদের রেল-লাইনের ধারে কোণঠাসা করা হল, তারপর গুলি চল্ল সাঁজোয়া ট্রেন থেকে। পালাবার আশায় ওরা গাড়ী ছুটিয়ে হুড়মুড় করে একটা বাদাম বাগিচার মধ্যে ঢুকেছিল—সেখানেই ওদের শেষ। ওদের বিপদে ফেলবার জন্যে আশেপাশের মাঠে আগে থেকেই খানা খুঁড়ে রাখা হয়েছিল; চার ঘোড়ার গাড়ীগুলো সবেগে বাগিচা থেকে ছুটে আসামাত্র ঘোড়াগুলো পড়ল খানার মধ্যে, গাড়ীটাড়ী সব উল্টেপাল্টে ভেঙেচুরে একাকার। ডাকাতগুলো তখন ঝোপের মধ্যে ঝাঁপ দিল—কিন্তু সেখানে শুধু মৃত্যু—যেন অপেক্ষা করে বসে আছে। ওরা কেউ প্রাণ-ভিক্ষাও চায়নি। গত বছরের কতকগুলো শুকনো ডালপালা, তার নীচে আতামান জেলেনিকে খুঁজে পাওয়া গেল। পা ধরে টেনে বার করে এনে ওকে দেখে সামরিক ছাত্ররা সব অবাক। ওরা ভেবেছিল জেলেনির দৈত্যের মতো প্রকাণ্ড চেহারা হবে, দেখলে তাক লেগে যাবে, তা না এ এক বেঁটেখাটো রোগাপটকা সামান্য মানুষ, তার ওপর মুখে আবার বসন্তর দাগ। তবে ওর ছোট ছোট বিবর্ণ চোখ দুটো একেবারে ধূর্তের মতো, প্রতিহিংসার তীব্রতায় পরিপূর্ণ—চোখ দুটো দেখলেই বোঝা যায় যে লোকটা আসল নেকড়ের জাত। ওরা ওর হাত পা কষে বাঁধল—জ্যান্ত ধরে নিয়ে যাবে কিয়েভ শহরে।

ওরা দলের মধ্যে একটা ডিট্যাচমেণ্ট কিন্তু ঘেরাও ভেঙে বেরুতে পেরেছিল—তারা পুব দিকে পালাল। যুদ্ধ কমিসারের হুকুমে তিনশো ঘোড়সোয়ারের এক রেজিমেণ্ট ধাওয়া করল ওদের পেছনে। চুগাই আর রশচিন সে রেজিমেণ্টের পরিচালক। খুব সতর্কভাবে একটানা ছুটতে হয় ডাকাতদের পিছু পিছু। ওরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে ঘোড়া বদলে নেয়, কিন্তু পশ্চাদ্ধাবনকারী লালফৌজের সে সুযোগ নেই। চলতে চলতে একটা গ্রামে খবর পাওয়া গেল যে, ডাকাতরা আগের দিন এই গ্রামে এসে ঘোড়া টোড়া কেড়ে নিয়ে গেছে। গ্রাম থেকে আরও যা পারে লুটেপুটে নিয়ে ওরা নাকি ভ্লাদিমির্স্কোয়ে গ্রাম লক্ষ্য ক'রে রওনা দিয়েছে।

কুয়োর ধারে ঘোড়াগুলোকে জল খাওয়াবার সময় চাষীরা চুগাই আর রশচিনকে ঘিরে ধরে বল্লঃ "ওদের একেবারে সাবাড় করা চাই কমরেড্‌স—

রিস্টওয়াচ, ঝোলানো পিস্তল—সব হাঁ ক'রে দেখছিল। এবার মাথা পেছনে হেলিয়ে ওর মুখটা দেখে নিল, তারপর মোটা গলায় বল্লঃ

"ওরা সব মিছে কথা বলছে কাকু। কাতিয়া মাসীর খবর ওরা কিছু জানে না। আমি জানি।"

রোগাসোগা সাদামাটা গোছের ছোট্ট একটি মেয়ে, ঠোঁটে ঘা, ছেলেটির পেছন থেকে সে খুব জোরে বলে উঠলঃ

"হ্যাঁ কাকু, ওর কথা শুনুন—ও সব জানে।"

"বেশ, বেশ, বল তো খোকা কি জান তুমি।"

"কাতিয়া মাসীকে মাত্রিয়োনা স্টেশনে নিয়ে গেল। মাসী যেতে চাননি, খুব কাঁদছিলেন। মাত্রিয়োনাও কাঁদছিল। ...তারপর মাসী আমাকে বল্লেনঃ 'ছেলে-দের বোলো আমি আবার ফিরে আসব.....।' আলেক্সি তো গাড়ী-টাড়ী নিয়ে গাঁয়ে ঢুকল, অমনি অন্য দিক দিয়ে বেরিয়ে গেল মাত্রিয়োনা আর কাতিয়া মাসী। কিন্তু পাহাড়ের মাথায় উঠে তারপর আমাকে গাড়ী থেকে নামিয়ে দিল।"

"সওয়ার হো যাও!" চুগাইয়ের হাঁক।

ছেলেটির গল্পের শেষটুকু আর শুনতে পেল না রশচিন। তাজা ঘোড়ার পিঠে চ'ড়ে ডিট্যাচমেণ্ট তখন গাঁয়ের বাইরে চলেছে—সঙ্গে মালটানা গাড়ীতে মেশিন গান। চুগাই আর রশচিনের পাশে ঘোড়ার ওপর একজন চাষী ওদের পথপ্রদর্শক। বেঁটেখাটো, কালো-মতো লোকটি—আলেক্সির ভয়ে সারাদিন ওকে কুয়োর মধ্যে কোমর জলে লুকিয়ে বসে থাকতে হয়েছিল। পায়ে জুতো নেই, কাপড়-চোপড় ভিজে ঢোল, এলোমেলো দাড়ি, শার্টটা ছিন্নবিচ্ছিন্ন—ঠিক যেমন ছিল, তেমনই কুয়ো থেকে উঠে এসে সোজা ঘোড়ায় চেপেছে—ঘোড়ার ওপর জিন পর্যন্ত কষা হয়নি। গ্রামর প্রান্তসীমা দিয়ে ঘুরিয়ে ডিট্যাচমেণ্টটাকে ও নিয়ে এল ওক্ বনের ধারে। এ অঞ্চলে ঐ বন ছাড়া ডাকাতরা আর যাবে কোথায়?

আলো থাকতে থাকতেই বনের ধারে পৌঁছে বনটাকে ওরা ঘিরে ফেলল। শুধু একটা মুখ খোলা থাকল—সেখান দিয়ে পালাতে গেলেই ডাকাতগুলোকে চোরাগোপ্তা আক্রমণের মুখে পড়তে হবে। চকচকে সবুজ পাতা ভেদ করে ডুবন্ত সূর্যের কিরণ ভেতরে পৌঁছায়, এবড়োখেবড়ো গাছের গুঁড়িগুলো আলো হয়ে ওঠে। রশচিনের ঘোড়াটা বড্ড চঞ্চল, খালি খালি মাথা ঝাঁকায়, আচম্কা থেমে থেমে পড়ে, হাঁটু কামড়ায়, পেছনের পা দিয়ে নিজের পেটেই লাথি লাগায়। শেষকালে রশচিন লাগাম ছেড়ে দিল, দু হাতে বন্দুক ধ'রে প্রস্তুত হয়ে থাকল। ঝাঁকে ঝাঁকে মশা—ঠিক মেঘের মতো—রোদের আলোয় সোনালি রং ধ'রে ভেসে চলেছে। ফালি আর বিন্দুর আকারে সূর্য-কিরণ ঢালু হয়ে পড়েছে বনের ভেতর —সামনে বাঁ পাশে ভাল দেখতেই পাওয়া যায় না। সওয়ারেরা তখন মাটিতে। রশচিনের ডাইনে বাঁয়ে দুদিকে সরু লাইন বেঁধে ওর ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে, লম্বা লম্বা ফার্ন গাছ পার হয়ে অতি সাবধানে বুকে হেঁটে এগিয়ে চলেছে—ঝরা ডালপালাগুলো মড়মড় করে উঠছে ওদের শরীরের নীচে।

"সাবাশ! আচ্ছা শোনো, কাতিয়া মাসী কোথায় যাচ্ছে তোমাকে বলেনি?"

"বলেছিলেন কিয়েভ যাবেন।"

"সত্যি?"

"মিথ্যে বলব কেন?"

"ওর হয়তো আরও খাতাটাতা, চিঠিটিঠি ছিল, অন্য কোথাও রেখে থাকবে। তুমি জান?"

"না, সব এরই মধ্যে। আমি এগুলো বাড়ী নিয়ে যাব। মাসী বলছিলেন খাতাটাতা খুব যত্ন ক'রে রাখতে হবে, নইলে 'মুঝিকরা' সিগ্রেট বানিয়েই খেয়ে ফেলবে।"

ডায়েরির শেষ পাতাটা পড়ল রশ্‌চিনঃ

"কেন যেন আমার বিশ্বাস হয় যে, তুমি বেঁচে আছ, আবার একদিন আমাদের দেখা হবে।.....আমার কেমন লাগে জান? মনে হয় যেন সুদীর্ঘ রাত্রি পার হয়ে এসেছি।.....আমার এই ছোট্ট দুনিয়া, এর কথা তোমাকে বলতে ইচ্ছে করে। জানলার ধারে পাখীর গান শুনে ঘুম ভাঙে ভোরবেলা। নদীতে স্নান করতে যাই। তারপর ফেরার পথে আগাফিয়া বুড়ীর ওখানে দুধ খেয়ে আসি। ওর কাছে এ পর্যন্ত আমার দেনা দাঁড়িয়েছে এক রুব্‌ল ষাট কোপেক। তবে ও তাগাদা করবে না। তারপর ছেলেমেয়েরা আসে, পড়াশোনা আরম্ভ হয়। না আছে বাধা-বিঘ্ন, না আছে ভাবনা-চিন্তা। যে সব জিনিষ আমরা অবশ্য-প্রয়োজন বলে মনে করতাম, যা নইলে নাকি বাঁচতেই পারতাম না—এখন মনে হচ্ছে সেসব জিনিষ মানুষের দরকারই করে না।. .. বলতে লজ্জা লাগে, কিন্তু সত্যিই আমার মনে হয় যেন সতের বছর বয়সে ফিরে গেছি। দাশেংকা মণি! আমি জানি আমার কথার মানে তুমি ঠিক বুঝতে পারবে।.....ইভান গার্ভরিকভ আমার প্রিয় ছাত্র—তার ব্যবহারে মাঝে মাঝে নাকাল হতে হয়, এছাড়া আর কোনো দুঃখ নেই আমার। .....ছেলেটি খুব....."

এখানে চিঠির ছেদ পড়েছে, খাতায় আর জায়গা ছিল না। ইভান গার্ভরিকভকে কাছে টেনে এনে দু হাঁটুর মাঝখানে দাঁড় করাল রশ্‌চিন।

"আচ্ছা, তোমাকে কি উপহার দেওয়া যায় বলতো?"

"একটা কার্তুজ দিন।"

"খালি কার্তুজ তো নেই আমার কাছে....."

"উঠোনে এসে একটা ফুটিয়ে নিন....."

মেঝে থেকে উঠে দাঁড়াল ভাদিম। এক্সারসাইজ বুকখানা দুমড়ে কুর্তার মধ্যে গুঁজে নিল।

"এ খাতাটা আমি নিলাম ইভান।"

"না না নেবেন না, মাসী রাগ করবেন।"

"কাতিয়া মাসীর সঙ্গে আমার শীগ্গিরই দেখা হবে, তাঁকে বলে দেব যে খাতাটা আমি নিয়েছি। চল এখন কার্তুজ ফোটাই....."

প্রায় এপারে এসে ঠেকেছে—উলঙ্গ হয়ে লোকজন তার ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে, নয়তো কিনারায় দাঁড়িয়ে স্নান করছে। এ পারে ডকগুলোর চারপাশে ঈষদুষ্ণ জল, তাতে যত সব ছাইপাঁশ ভেসে চলেছে—সেখানেও স্নান করছে কত লোক। এত জল, তবু কিন্তু গরম আর কাটে না।

একের পর এক স্টীমার এসে ডকের ধারে নোঙর ফেলছে। কাদামাখা, নোংরা নোংরা স্টীমার—তার ভেতর থেকে বিকারগ্রস্ত মানুষের চীৎকার শোনা যায়। ডেকের ওপর কোথাও লাশ পড়ে আছে, কোথাও টাইফাস রোগী কাতর স্বরে ভুল বকছে, নয়তো বিকারের ধাক্কায় ছটফট করছে—তারই মধ্যে ভিড় ক'রে দাঁড়িয়েছে বাস্তুহারার দল আর লাল ফৌজের লোকজন। একগাদা স্টীমার আর টাগ্ বোট মাল ওঠানো-নামানোর অপেক্ষায় গায়ে গায়ে ঘষাঘষি করে, কর্কশ শব্দে বাঁশী বাজায়। নদীর নীচের দিক থেকেই এসেছে এগুলো—কোনোটা আস্ত্রাখান থেকে, কোনোটা বা চর্নি ইয়ার থেকে।

সারা গায়ে চুণ মেখে স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মীরা ডেকের ওপর ছুটে আসে, রোগীদের ডিঙিগয়ে লাশগুলোকে তুলে তুলে জলে ছুঁড়ে ফেলে—জীবিত মানুষদের জন্যে জায়গা খালি করে দেয়। চুণ ছড়িয়ে তারপর কার্বলিক এসিড ছিটিয়ে দেওয়া হয়। নদীতীরে যেখানে লেমনেড আর 'ক্বাস' পানীয়ের দোকান ছিল, সব লাশ সেখানে গাদা করে রাখতে হবে বলে হুকুম হয়েছে। কিন্তু গরমের চোটে মৃতদেহগুলো এমন ফুলে উঠেছে যে, নড়বড়ে দোকান-টোকান সব একেবারে ভূমিসাৎ। দারুণ দুর্গন্ধ! লোকে যে তাড়াতাড়ি জারিতসিন থেকে পালাতে চাইছে—এই দুর্গন্ধও তার অন্যতম কারণ। ধুলোজালের মধ্যে আবছা মূর্তির মতো র‍্যাঙ্গেলের হাওয়াই জাহাজগুলো শহরের আকাশে উড়ে যায়, মাঝে মাঝে নদীতে বোমা ফেলে।

নামবার জায়গায় বেড়া—সে সব ঠেলেঠুলে মেয়েপুরুষ সবাই স্টীমারের মধ্যে ধেয়ে আসে--লাল ফৌজের শান্ত্রীর বেয়নেটের মুখে ওদের বস্তাটস্তা আটকে যায়, তবু ধেয়ে আসে। ডেকের ওপব দমাদ্দম আছড়ে পড়ে কত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাক্স আর বাণ্ডিল—স্টীমারটা একেবারে জল-সই হবার জোগাড়।

জাহাজে ওঠার সিঁড়ি—ঠিক তার সামনে ডাঙ্গার ওপর ভিড়ের মধ্যে একটা মালটানা গাড়ী দাঁড়িয়ে। সে গাড়ীতে শুয়ে আছে দাশা আর আনিসিয়া। রেজিমেণ্টাল কমাণ্ডারের আদেশ অনুসারে কুজ্‌মা কুজ্‌মিচ ওদের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নিয়ে এসেছে। কমাণ্ডারের হুকুম খুব কড়া, বলে দিয়েছেন যে, মেয়েদের রেলে করে সরালে চলবে না, স্টীমারে পার করতে হবে—তাতে যদি কুজ্‌মার জান যায় তবু কুছ পরোয়া নেই।

"কমরেড নেফেদভ, জীবনে আর কখনো আপনাকে এত বড় দায়িত্ব নিতে হয়নি" তেলেগিন বলেছিল। "আপনি ওদের জাহাজে তুলে দেবেন। তারপর যতদূর সম্ভব ভাল ক'রে দেখাশুনাও করবেন—ছলে, বলে, কৌশলে যে ক'রে পারেন। ওদের জীবনের জন্যে আপনি দায়ী থাকবেন।"

গাড়ীর কাছে গিয়ে মেয়ে দুটিকে দেখে নিল কয়লাওয়ালা। আনিসিয়ার দিকে আঙুল দেখিয়ে বল্লঃ

"এই কি আপনাদের প্রধান সেনাপতির স্ত্রী?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, ইনিই.....ও'র যদি ভালমন্দ কিছু হয় তবে আমাদের সবাইকে শাস্তি পেতে হবে, সত্যি বলছি....."

"হুঃ. আমাকে কি বোকা পেয়েছেন? ও তো আনিসিয়া, আমাদের রাঁধুনী," ধীর স্থির ভাবে বল্ল কয়লাওয়ালা।

"আপনি পাগল নাকি কমরেড? রাঁধুনী আবার কোথায় দেখলেন?"

"খামোখা চেঁচিও না বুড়ো কত্তা!"

গাড়ী থেকে আনিসিয়াকে অনায়াসে তুলে নিয়ে তাকে কাঁধের ওপর ফেল্ল কয়লাওয়ালা, তারপর আর একটু ভাল ক'রে গুছিয়ে রাখল—যাতে কষ্ট না পায়ঃ

"দিন, ওকেও দিন, নিতেই যখন হবে.. "

দুজনকে দু কাঁধে ফেল্ল কয়লাওয়ালা। ভারের চোটে ওর পায়ের নীচের তক্তাগুলো দেবে গেছে, প্রায় জলসই—তাই নিয়েই কয়লাওয়ালা চল্ল টাগের ওপর।

স্বস্তিতে হাঁফ ছাড়ল কুজমা। খাবারের থলি আর ওষুধের ব্যাগ নিয়ে চল্ল পিছু পিছু।

৩রা জুলাই তারিখে ইস্কুল মাস্টার স্তেপান আলেক্সিয়েভিচ তাঁব বাড়ীর মাটির নীচেকার রান্নাঘর থেকে ঘাড়ে করে নিয়ে এলেন একগাদা জিনিষঃ গদি, বালিশ, সবুজ প্লাশ-মোড়া আরাম কেদাবা, গাদাখানেক বই।

ছোট্ট উঠোন, তার ওপর এগুলোকে রেখে বয়ে আনলেন আর এক বোঝা, একেবারে পর্বতপ্রমাণঃ ময়লা ময়লা পাৎলুন, ফ্রক কোট, স্কার্ট, পশমের ড্রেস, এমনি সব জিনিষ। ভদ্রলোক বোঝার ভারে টলতে টলতে জিনিষগুলো ধপ ক'রে মাটিতে ফেলেন, হাঁ ক'রে দম নেন, তারপব জামার আস্তিন দিয়ে মুখেব ঘাম মোছেন। ও'র হলুদ রংয়ের চুল আর দাড়ি, ক্যাম্বিশের পাৎলুন, নোংরা শার্ট—সব একেবারে ঘামে জবজবে। হাড়-বার-করা কাঁধের সঙ্গে শার্টটা আর কাঁধ-পটি দুটো লেপটে গেছে।

উঠোনে একটা বেল্ট্-টড চেয়ারের ওপর ও'র মা বসে আছেন। থলথলে চেহাবা, পরনে কালো পোষাক, দুর্বল হাতে ছোটো লাঠি দিযে কার্পেট পিটছেন। ও'র বোনটি পক্ষাঘাত বোগী—আকাসিয়া ঝোপের ছায়ার নীচে চাকাওয়ালা চেয়ারে বসে বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করছে। মেয়েটির কপালটা এমন উঁচু যে তার আড়ালে মুখ-চোখ সবই খুব ক্ষুদে ক্ষুদে, চেপ্টা দেখায়। ভযানক গরম পড়েছে। চড়াইগুলো পর্যন্ত ঠোঁট বার ক'রে ধুঁকছে।

"ব্যস, আর বোধ হয কিছু নেই মা," স্তেপান বল্লেন। "আব আমি পারছিনে! আহা, এখন যদি মগভর্তি ঠাণ্ডা বীযার পাওয়া যেত!"

"স্তেপুশ্‌কা", বলে মা ডাকলেন। "কাপড় চোপড় পরে নিয়ে উপাসনায় যাও।"

"ও তো ওসব বিশ্বাস করে না মা, ও যে নাস্তিক", আকাসিয়ার ছায়া থেকে রুগ্ন বোনটি হিংসার সুরে আস্তে আস্তে কীটুনি কাটল।

"নাস্তিক আছে তো আছে! তা বলে নিজের চেহারাটা দেখিয়ে আসতে বাধা কি? এম্‌নিই তো লোকে বলে আমরা নাকি রেড!"

"মা তুমি কী যে বল!" আবদারের সুরে চেঁচিয়ে উঠলেন স্তেপান। "বলশেভিজ্‌মের পরমানন্দ থেকে যদি বা মুক্তি পেলাম, অমনি তুমি আবার মধ্যবিত্ত সমাজের ছ্যাবলামির মধ্যে টেনে নিয়ে যেতে চাও? হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই তোমার ইচ্ছে।"

শেষ কথাকটা বলার সময় আকাসিয়া ঝোপের দিকে চেয়ে বিদ্বেষপূর্ণ মুখভঙ্গী করলেন স্তেপান। ওঁর বোন সেখানে চোখ বুঁজে শুয়ে আছে—ভাবটা এমনি যেন ওঁর কথা শুনছেই না।।

" কে আমাকে রেড বলে? শুধু তোমার ঐ শাভের্দভরা আর প্রাইসরা। যত সব ছ্যাবলা, ওদের কি কেউ পোছে? .. .. রক্ষে কর বাপু, ওদের স্তরে আমি নামতে পারব না। নামলে পরে নিজের অস্তিত্বই তো অস্বীকার করা হবে! এত যে পড়লাম শুনলাম, এত যে বড় বড় স্বপ্ন দেখলাম—সে সবের তাহলে কী দরকার ছিল? বলশেভিকরা আমাকে চোর কুঠুরীতে থাকতে বাধ্য করেছে, সেইজন্যেই কি তাদের ঘৃণা করি? না, কি, কলের জলের স্টেশন থেকে ওরা সব কয়লা সরিয়ে ফেলেছে বলে ওদের ঘৃণা করি? না সেজন্যে নয়।... ..ঘৃণা করি এই জন্যে যে, ওরা আমার অন্তরের স্বাধীনতা দু পায়ে মাড়িয়ে দিয়ে গেছে। .....আমার বিবেক, আমার প্রতিভা যা বলবে আমি তাই ভাবতে চাই। যে বই আমাকে প্রেরণা দেবে, সেই বই পড়তে চাই। .. আমি কার্ল মার্ক্স পড়তে চাইনে, পড়ব না, তার কথা যদি হাজার বার সত্যি হয়, তবু পড়ব না। আমি আমিই। তোমাদের ঐ দেনিকিনের হাতেও আমি চুমু খেতে যাব না, বুঝেছ?.....ঠিক ঐ একই কারণে।....."

চল্লিশ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচারের ঝলসানো ভাপ, তারি মধ্যে প্রবল অঙ্গভঙ্গী সহকারে বক্তৃতা শেষ করলেন স্তেপান। তারপর কথার সঙ্গে কিছু-মাত্র সঙ্গতি না রেখে, কাপড়ের গাদা থেকে একটা ফ্রককোট আর প্যান্ট বার ক'রে নিয়ে নীচে চলে গেলেন। ফিরে এলেন আধ ঘণ্টা বাদে—ফিটফাট পোষাক, হাতে ছড়ি আর "ইউনিফর্ম" টুপি। উঠোনে কারও মুখে কোনো কথা নেই। রাস্তায় বেরিয়ে ছায়ার দিকের ফুটপাথ ধ'রে স্তেপান এগিয়ে চল্লেন—গির্জার স্কোয়্যারে যাবেন।

গির্জার বাইরে নীচু নীচু আকাসিযা ঝোপ—ধূলিতে ধূসর। কয়েকটা চ্যাংড়া ছোঁড়া সেখানে বসেছিল। তাদেরই একজন বিদ্রূপের ঢংয়ে চোখ তুলে সোজা ইস্কুল মাস্টারের চোখে চোখে চাইল:

লক্ষ্য; সেই জন্য অদ্য তেসরা জুলাই তারিখে আমি আদেশ দিতেছি যে, সর্বাত্মক অভিযান আরম্ভ করা হোক.....' ভদ্রমহোদয়গণ! আজ মনে হইতেছে যেন স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছে, সেখান হইতে দেবদূত মাইকেল তাঁহার পবিত্র, শুভ্র বাহিনীকে যুদ্ধের আহ্বান জানাইতেছেন....."

স্তেপানের নাকের ভেতরে যেন রোমাঞ্চকর অনুভূতি জাগল। কড়া মাড়-লাগানো শার্টের ছাতি ঘামে ভিজে গেছে, তার নীচে বুকটা উঠছে আর পড়ছে। পরমানন্দে বিভোর হয়ে গেছেন স্তেপান। চেয়ে দেখলেন, দেনিকিন ধীরে ধীরে কপাল হাত ঠেকাচ্ছেন। অকস্মাৎ স্তেপান উপলব্ধি করলেন যে, ঐ হাত তাঁকে চুম্বন করতে হবে, করতেই হবে।...কয়েক মিনিট পরে চলতে শুরু করলেন দেনিকিন। সকলের আগে ব্রুশ চুম্বন সাঙ্গ ক'রে কার্পেট মোড়া পথ ধরে অগ্রসর হলেন। আহা, কী সাদাসিধা মানুষটি, ছোট করে ছাঁটা পাকা দাড়ি, দেখলে মনে হয় যেন অতি অমায়িক এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক। উৎসাহের আতিশয্যে অভিভূত হয়ে আবেগ ভরে এগিয়ে গেলেন স্তেপান—একেবারে দেনিকিনের সামনে। পেছনে হটে গিয়ে আত্মরক্ষার জন্যে হাত ওঠালেন দেনিকিন। তাঁর বিকৃত মুখভঙ্গীতে কষ্ট আর যন্ত্রণার ছাপ। দেখতে দেখতে জেনারেলরা ছুটে এসে দেনিকিনকে আড়াল ক'রে ফেল্লেন। পেছন থেকে কে একজন স্তেপানের দুই কনুই চেপে ধরল, তারপর এমন জোরে হেঁচকা টান মারল যে, ওঁর হাঁটু দুটো একেবারে দুমড়ে গেল।

"কিন্তু আমি তো শুধু....."

যে অফিসার ওঁকে পাকড়াও করেছিলেন, ঝট ক'রে তিনি একবার ও'র মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে নিলেন।

"তুমি ভেতরে ঢুকলে কি ক'রে?"

"আমি শুধু ওঁর হস্ত চুম্বন করতে যাচ্ছিলাম....."

"তোমার পাস কোথায়?"

স্তেপানকে মোক্ষম ধরা ধরে রেখেছেন অফিসার—সেই অবস্থায়ই ওঁকে ভিড়ের মধ্যে দিয়ে ঠেলে নিয়ে চল্লেন। পাশ-দরজার ধারে পেঁছবার পর মাথা নেড়ে দুজন রাইফেলধারী ক্যাডেট যুবককে কাছে ডাকলেন:

"এই লোকটাকে কম্যান্ডাণ্টের অফিসে নিয়ে যাও....."

"প্রিয় ইভান ইলিয়িচ শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আমরা একেবারে কস্ত্রমা পেঁছে গেছি তাতো বুঝতেই পারছেন। পথে কোথাও ডাঙ্গায় নামতে সাহস হয়নি; সামরিক দুর্ঘটনার আশঙ্কা থেকে নিঝ্নি নভ্গোরদ শহরেও ভরসার বিশেষ কারণ আছে বলে মনে হল না। সুতরাং আমরা কস্ত্রমা শহরের উপকণ্ঠেই জাহাজ থেকে বিদায় নিয়েছি। এখন বাসা করেছি ভল্গার ধারে ছোট্ট একটি কাঠের বাড়ীতে। বাড়ীর বাগানে পাহাড়ী অ্যাশ গাছ, আর গেল্ডার গোলাপের চারা। মানে যেমনটি চাই ঠিক তেমনটি।

সঙ্গে কি যেন অভিযোগ জড়িত আছে, কিন্তু কি তা বুঝতে পারতাম না। যাই হোক, বিক্রি যখন করা চল্ল না তখন আমাকে প্রতারণার পথই ধরতে হল—বিশ্বাসপ্রবণ মানুষের বিশ্বাসের সুযোগ গ্রহণ করলাম, এমন কি সোজাসুজি চুরিও করলাম। লোকের হাত দেখতে জানি, তাই আরও সুবিধা। বস্তা-বোঝাই মাল নিয়ে কোনো কৃষক রমণী হয়তো ঘাটের ধারে এসেছে—দেখবামাত্র তার সঙ্গে বকর বকর লাগিয়ে দিই, খালি খুঁজতে থাকি যে, ওর দুর্বল জায়গাটা কোথায়। দুর্বল জায়গা কার না আছে, একটু সাংসারিক বুদ্ধি থাকলেই খুঁজে বার করা যায়। তারপর আলাপ জুড়ে দিই 'এণ্টি-ক্রাইস্ট'* সম্বন্ধে—আজকাল ভল্‌গা অঞ্চলে বিশেষ ক'রে কাজানের ওপরের দিকে এণ্টি-ক্রাইস্টের কথা খুব চলেছে। বোকাসোকা মেয়েমানুষকে ভয় দেখানো আর এমন কি শক্ত! একবার ওর বিশ্বাস অর্জন করতে পারলেই ব্যস্—বস্তার অর্ধেক মাল হাতে আসবেই.....

এই গতকালের কথা। দিনটা রবিবার, তাই বসে বসে দারিয়া দেবীর পোষাক আশাকগুলো মেরামত করছিলাম। একটি বেশ বড় গোছের সুতোর কাটিম আমার হাতে আছে, এ বিষয়ে কস্ত্রমা শহরের মধ্যে আমি বোধ হয় এক-মেবাদ্বিতীয়ম্। সামান্য কথা নয়—লোকে একেবারে তীর্থ দর্শনের মতো দলে দলে আসে আমাদের এখানে—কারও প্যাণ্টে বোতাম সেলাই ক'রে দিতে হবে, কারও তালি লাগিয়ে দিতে হবে—হরদম লোক আসছে।.....এর বদলে খাবার জিনিষ আদায় করতে আমি দ্বিধা করিনে।.....যাই হোক, একদিন সিঁড়িতে বসে দারিয়া দেবীর কোটটা খুলে দেখছি, সেই যে ছককাটা ফ্ল্যানেলের লাইনিং লাগানো কোট, সেইটা। ভাবছি যে, লাইনিংটা খুলে নিলে ক্ষতি কি, ওর থেকে খাসা ঘাগরা বানানো যাবে। ওর পুরোনো ঘাগরাটা তো একেবারে শতচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।.....লাইনিং? সস্তা কাপড় দিয়ে আর একটা বানিয়ে দিলেই হবে। কথাটা খুব মনে ধরল, আনিসিয়া নাজারোভাকে জিজ্ঞাসা করলাম তার মত কি। তারও ঐ মত। বল্ল, 'খাস্য ঘাগরা হবে, সেলাই খুলে বার করে ফেলুন।' বসে বসে সেলাই খুলছি—ওমা, দেখি কি, হীরে বেরিয়ে পড়ছে। দামী হীরে, মোটমাট চৌত্রিশটা।.....তার মানে, ওর বিকারের স্বপ্ন সত্য হয়ে উঠেছে, বুঝলেন? হীরেগুলো নিয়ে দারিয়া দেবীকে দেখাই সেই দিনই। দেখবামাত্র হঠাৎ উপলব্ধি করলাম—হ্যাঁ, ওর মনে পড়েছে। চোখে সে কী কাতরতা আর আতঙ্ক!—কি ক'রে কথা বলতে হয় তা তো ও ভুলে গেছে, তবু মনে হ'ল ঠোঁট দুটি যেন কি কথা উচ্চারণ করতে চায়। ঠোঁটের কাছে কান নিয়ে এসে শুনলাম—সেই অসুখের পর থেকে এই প্রথম ওর কথা ফুটল—আধো আধো শব্দে বল্লঃ 'ছুঁড়ে ফেলে দিন, ওগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিন.....'

---

*খৃস্টানরা মনে করেন যে, যীশু খৃস্ট দ্বিতীয়বার আবির্ভূত হবার আগে 'এণ্টি-ক্রাইস্ট' নামে এক মহা-পরাক্রান্ত খৃস্ট-বিরোধী শক্তি পৃথিবীতে উপস্থিত হবে।

সার্গি ওর দিকে মুখ ফেরাল। তারপর দুজনে মিলে কী হাসি! সাপঝকভ তেলেগিনের পিঠে কিল মারে, তেলেগিন মারে সাপঝকভের পিঠে। এ সব শেষ হলে তখন চিঠির খবর বিস্তারিত বল্ল তেলেগিন, হীরের কথাটা শুধু বাদ দিয়ে গেল। বছরখানেক আগে দাশা ওর বাপের কাছে যে হীরে-জহরতের কথা লিখেছিল, এ নিশ্চয়ই তাই হবে। দাশা তখন একেবারে নির্লজ্জ হয়ে নিজের জন্যে যুঝছে, আবার তিলে তিলে সর্বনাশও করছে নিজেরই—সেই সময়েই হীরেগুলো ওর হাতে আসে। ওর মনে তখন উভয় সংকট, সেই অবস্থায় দিশাহারা হয়েই বোধ হয় কোটের মধ্যে ওগুলোকে সেলাই করে নিয়েছিল। এ সম্বন্ধে তেলেগিনের কাছে কোনো দিন কিছু উল্লেখও করেনি। বেমালুম ভুলেই গিয়েছিল হয়তো—হ্যাঁ, ভোলাই ওর পক্ষে সব চেয়ে স্বাভাবিক! ভুলে টুলে গিয়ে শেষকালে শুধু বিকারের ঘোরেই মনে পড়ল! আর যেই মনে পড়ল অমনি—"ছুঁড়ে ফেলে দিন, ওগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিন!"—কথাটা ভাবতেই অনির্বচনীয় আনন্দে তেলেগিনের মনটা ছেয়ে গেল। এ কাহিনীর অনেকখানিই অবশ্য বোঝা যায় না—কিন্তু তা হোক—দাশাকেই বা ও কবে বুঝবার চেষ্টা করেছে?

"দেখ সার্গি, একটা কথা কিন্তু আমার কাছে একেবারে জলের মতো পরিষ্কার: কোনো মেয়ের, মানে দাশার মতো কোনো মেয়ের ভালবাসা পাওয়া —এ এক পরম সৌভাগ্য।"

"সত্যি, তোমার ভাগ্য ভাল তা তো আমি বরাবরই বলে আসছি।"

"নিজেকে উঁচুতে তুলবার জন্যে কত চেষ্টাই না করতে হয়, বুঝলে সার্গি! তা সত্ত্বেও লোকে মাঝে মাঝে মাটিতে গড়িয়ে পড়ে।...তুমিও পড় বোধ হয়—পড় না?"

"আমার কথা আলাদা।"

"কেন? আমার দাশার মতো কোনো মেয়েকে পাবে—সে প্রত্যাশা কি নেই তোমার?"

"কেন জানিনে, কিন্তু আমার জীবনে মেয়েদের ভূমিকা অল্পই...। এ সব বিষয়ে আমার মনের ভাব একদম সহজ, সরল...তার মধ্যে কোনো হৈ চৈ নেই..."

"এই, এই তোমার বক্তৃতা আরম্ভ হল! আরে বাপু, তোমাকে কি আমি চিনিনে?...জীবন এখন উঁচু সুরে বাঁধা, সার্গি ভাই: হয় জয় না হয় মৃত্যু—ব্যাস, তাছাড়া আর কিছুতে আসে যায় না। কিন্তু আমরা বেঁচে তো আছি! জীবন বলতে যা কিছু বোঝায় তার সবখানি নিয়েই বেঁচে আছি। নারীর সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে সমস্ত তুচ্ছতা আমাদের বিসর্জন দিতে হবে।..প্রেম হবে সাধনার ধন। সতর্ক থাকতে হবে সারাক্ষণই! যাকে ভালবাস তার চোখে চোখ রেখে অন্তস্থল পর্যন্ত দেখেছ কখনো? জীবনের সে এক পরম রহস্য।..."

সার্গি নিরুত্তর। ওর টুপিটা নামতে নামতে একেবারে ঘাড়ের ওপর এসে এসে পড়েছে। আবার সেই ছায়াপথের দিকেই চেয়ে আছে সার্গি।

"ওপরে ঐ সৌরজগতের গায়ে কোথায় যেন একটা ফাঁক আছে, ফাঁকটা দেখতে অনেকটা ঘোড়ার মাথার মতো," সার্গি বল্ল। "সেখানে না আছে আলো, না আছে তারা—ফটোতে ছবি দেখলে ভয়ই লাগে। কিন্তু এমন এক দিন আসবে যেদিন আমরা অতি সহজে, অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বুঝতে পারব যে, অসীম মহাকাশের মধ্যে আতঙ্কের কিছুই নেই। আমাদের শরীরের প্রতিটি পরমাণুই তো এমনি এক একটা অপরিমেয় নক্ষত্র-জগত। যেদিকে চাও সেদিকেই অনন্তের বিস্তার। আমাদের নিজেদেরও কোনো সীমা নেই, আমাদের মধ্যে যা কিছু তারও কোনো সীমা নেই। সসীমের বিরুদ্ধে অসীমের জন্যেই তো তুমি, আমি সবাই লড়ছি..."

সামনে দূরে গাছপালার অস্পষ্ট চেহারা চোখে পড়ে—প্রথমে মনে হয় বুঝি বড় বড় গাছ, কিন্তু পরে বোঝা যায় নদীর ধারের ছোট ছোট ঝোপ ওগুলো—আর কিছু নয়। শীতল সুগন্ধ ভেসে আসে নদী থেকে। গাড়ীটা এবার পাহাড়ের নীচে নামছে। নাক দিয়ে সজোরে শব্দ করতে করতে ঘোড়াগুলো ভয়ে ভয়ে জলে নামল। ওখানে জল বেশী নয়।

"গর্তে টর্তে না পড়লে বাঁচি", বুড়ো গাড়োয়ান বল্ল।

নিরাপদেই নদী পার হ'ল ওরা। পার হবামাত্র গাড়োয়ান একেবারে বাচ্চা ছেলের মতো অনায়াসে লাফ দিয়ে নেমে এল গাড়ী থেকে। লাগাম ধ'রে গাড়োয়ান টক টক শব্দ করে, আর বালির ওপর দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ঘোড়াগুলো গাড়ী ওপরে তোলে। বুড়ো আবার ড্রাইভারের সীটে গিয়ে বসল। স্টেশন আর বেশী দূর নয়। যাত্রীদের দিকে ফিরে গাড়োয়ান বল্লঃ

"এতসব হুড়-হাঙ্গামায় কোনো ফল হবে না—উনি খালি শুধু শুধু মানুষ মারছে। গাঁয়ের লোকেরা বলেঃ 'জমি আমরা ফেরত দিচ্ছিনে কিছুতেই। যা করবে কর, তা বলে গায়ের জোরে কি আর আমাদের দাবাতে পারবে? এটা তো আর ১৯০৬ সাল নয় বাপু! মুঝিকের এখন জোর বেড়েছে, ভয় ডর আর কিচ্ছু নেই।' ঐ যে কলকল্‌ৎসাভ্‌কা গ্রাম," ব'লে চাবুকটা অন্ধকারের মধ্যে বাড়িয়ে ধরল, "ওখানে ওরা এরোপ্লেন থেকে ইস্তাহার ছড়িয়েছিল। সে ইস্তাহার চাষীরা পড়ে দেখেছে—উনি নাকি জমি কিনে নিতে চায়। এই হ'ল অবস্থা—বিনে পয়সায় আমরা জমি ফেরৎ দেব, সে পিত্যেশা আর নেই ওদের...। যাকগে, আমাদের আর তাড়াটা কি? ওনাকেই শুধু ফিরে যেতে হবে—যেখান থেকে এসেছে সেখানে! হায়রে দেনিকিন!"

কজ্‌লভ্‌-এ দক্ষিণ রণাঙ্গনের হেডকোয়ার্টার—তেলেগিন আর সাপঝকভ্‌ সেখানে পেঁছাল সকাল বেলা। আপেল বাগিচার দেশ কজ্‌লভ্‌, একেবারে সত্যিকারের 'রুশিয়া মা!' কুঁড়ে ঘরগুলোর ছাতের খড় সাদা হয়ে আছে। ক্ষুদে ক্ষুদে জানলায় জেরেনিয়াম শোভা দিচ্ছে। এবড়োখেবড়ো খোয়া-বাঁধানো রাস্তার ওপর ঢকাস ঢকাস করতে করতে ওদের ঝরঝরে দ্রশ্‌কি গাড়ীটা প্রচণ্ড

প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম ক'রে দেনিকিনের সৈন্যদল এখন মস্কোর দিকে এগিয়ে আসছে। ওরা তিনটি দলে বিভক্তঃ প্রথমত, জেনারেল র‍্যাঙ্গেলের উত্তর ককেসীয় আর্মি (গত জুলাইয়ে এদের ব্যূহ ভেদ করেই লালফৌজের দশম আর্মি বেরিয়ে আসে—অবশ্য তার জন্যে তাদের কার্মিশিন শহর বিসর্জন দিয়ে আসতে হয়)—তারা আসছে ভল্‌গা নদী বরাবর—তাদের অভিযান-মুখে ভল্‌গা আর সাইবেরীয়া অঞ্চলের শস্যময় এলাকাগুলি মধ্য রুশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে; দেনিকিনের প্রিয়পাত্র আতামান বোগাইয়েভ্‌স্কি কর্তৃক পুনর্গঠিত দন আর্মি হল ওদের দ্বিতীয় দল—সেই আর্মি নিয়ে ভরোনেঝ অভিমুখে জোর হামলা শুরু করেছে আতামান সিদরিন—সে হামলার অগ্রভাগে আছে মামন্তভ আর শ্‌কুরোর 'অভিজাত' অশ্বারোহী বাহিনী দুটি; আর তৃতীয় দল হল মাই-মায়েভ্‌স্কি পরিচালিত ভলান্টিয়ার আর্মি (মাই-মায়েভ্‌স্কি প্রতিভাবান জেনারেল, কিন্তু প্রায় সব সময়ই নেশায় চুর হয়ে থাকেন)—বিস্তীর্ণ রণাঙ্গন জুড়ে সে আর্মি এক বিরাট আক্রমণ গড়ে তুলেছে—একদিকে যেমন ইউক্রেন থেকে রেড সৈন্য আর গেরিলা ডিট্যাচমেণ্টগুলোকে তাড়িয়ে আনছে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে 'ঘুষির' আকারে জেনারেল কুতেপভের 'গার্ড কোর' নিয়ে আক্রমণোদ্যোগ করছে ওরেল, তুলা তথা মস্কো অভিমুখে।

দেনিকিনের সামরিক সাফল্য অনস্বীকার্য। তাঁর বাহিনীর সাজসরঞ্জাম, জিনিষপত্র সবই খুব চমৎকার; ভলান্টিয়ার রেজিমেণ্টগুলিতে অবশ্য কৃষকের সংখ্যা অনেক, তাহলেও তারা বেশ ভরসার সঙ্গেই বে-পরোয়াভাবে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যে বিপদের গুরুত্ব দেনিকিনের চোখে পড়ছে না তা হল তাঁর বাহিনীর পেছনদিককার অবস্থা—সেখানে লোকের অসন্তোষ দিনে দিনে বেড়েই চলেছেঃ কুবান দাবী তুলেছে পূর্ণ স্বাধীনতা চাই, স্বাতন্ত্র্য চাই—সে দাবীর বিরুদ্ধে রুশিয়ার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্যে কুবান 'রাদা'-র (বিধান পরিষদের) দু দুজন প্রভাবশালী সদস্যকে ফাঁসিতে চড়াতে হয়েছে: তেরেক নদীর দু ধারের এলাকায় রক্তক্ষয়ী লড়াই চালাতে হচ্ছে। 'মস্কো চলো' বলে দন কসাকদের কাছে যে আহ্বান জানানো হয়েছিল, তার জবাবে কসাকরা বলছেঃ "শান্ত দন আমাদেরই ছিল, আমাদেরই থাকবে; কিন্তু যদি মস্কো দখল করতে হয় তো দেনিকিন নিজেই করুন"; ভলান্টিয়ার বাহিনী কর্তৃক অধিকৃত এলাকায় কৃষক সমস্যার সমাধান করা হচ্ছে সহজ, সরল, সামরিক কায়দায়, অর্থাৎ ডাণ্ডার চোটে; জার আমলের যত সব প্রদেশপাল, জেলাশাসক, পুলিশকর্তা তারাই আবার গদিতে বসছে—মুঝিকরাও আবার সেই গত বছরের কায়দা শুরু করেছে, জার্মান-দখলদারী সময়ের মতো বন্দুক-টন্দুক সব দু ভাগে কেটে সরিয়ে রাখছে, রেড-আর্মি কবে আসে তারই দিন গুণছে; ওদিকে মাখনো তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী আতামান গ্রিগরিয়েভকে শেষ পর্যন্ত নিজের হাতেই সাবাড় করে ফেলে এখন খোলাখুলিই ফর্মান জারি করেছে যে, একাতেরিনোস্লাভের আশেপাশে সমস্ত জেলায় 'স্বাধীন এনার্কিস্ট ব্যবস্থা' প্রতিষ্ঠা হল; হাজার পঞ্চাশেক দস্যুকে

অলংকৃত—কিন্তু তা বলে আস্থার দৃঢ়তা কিছু কম নয়। ব্যাটালিয়ান কমাণ্ডার বেশ ধীর, নম্র স্বভাবের মানুষ—হঠাৎ আবেগের আতিশয্যে তার ইচ্ছা হল যে টেবিলের ওপর উঠে দাঁড়াবে। যে কথা সেই কাজ, উঠেই দাঁড়াল। চিবোনো হাঁসের হাড় আর তরমুজের খোলা ছড়ানো চারদিকে—তারই মাঝখানে লাগিয়ে দিল এক প্রচণ্ড কসাক নৃত্য! এ কথা মনে পড়তে হো হো করে হেসে উঠল তেলেগিন।

গ্রাম পার হবার মুখে গাড়ীটা থামল, কাছে এগিয়ে এল তিনটি মূর্তি—লাতুগিন, গাগিন আর জাদুইভিতের। তিনজনের অভিবাদনাদি সাঙ্গ হলে লাতুগিন বল্ল ঃ

"ইভান ইলিয়িচ, আমরা ভেবেছিলাম আপনি আমাদের ভুলবেন না। কিন্তু আপনি ভুলেই গেছেন।"

"হ্যাঁ, আমরা আপনার আশায় ছিলাম", বলে গাগিন সায় দিল।

"কী ব্যাপার কমরেডস? কী বলছ তোমরা?"

"আমরা আপনার আশায় ছিলাম", চাকার ধুরোর ওপর পা রেখে লাতুগিন বল্ল। "পুরো একটা বছর আপনার সঙ্গে পাশাপাশি দিন কাটালাম—পরস্পরের হৃদয়ে হৃদয়ে কত মিল ছিল! কিন্তু সেসব কথা আপনার আর মনে নেই—তাই তো বোধ হচ্ছে। তার মানে এইখানেই শেষ, কেমন না?....."

খুব রাগ করেছে লাতুগিন, গলাটা কাঁপছে।

"আরে দাঁড়াও, দাঁড়াও!" বলে উঠল তেলেগিন। গাড়ী থেকে নেমে এল।

"এখানে এই পদাতিক বাহিনীতে আমাদের কি কাজ?" জাদুইভিতের শুধাল। "এ জিনিষ আমাদের জন্যে নয়। চিরকালই কি ধুলো মাড়িয়ে চলতে হবে?"

"নৌবহরের গোলন্দাজ আমরা—আমাদের মতন লোক যেখানে সেখানে পড়ে থাকে না", চকচকে চোখ করে গাগিন বল্ল।

"নিঝনিতে আমরা ছিলাম বারো জন", লাতুগিন শুরু করল, "আর এখন আছি শুধু তিনজন—আপনাকে ধরলে চারজন। অথচ আপনি দিব্যি হাসিমুখে বিদায় জানিয়ে গাড়ী হাঁকাচ্ছেন। আমরা তো আর মানুষ নই, আমরা হলাম জওয়ান, মামুলি সিপাহী মাত্র।.....আপনি আমাদের ভাল করেই জানতেন, কিন্তু হঠাৎ আমরা যেন একেবারে উপে গেছি। মরুক গে, আপনার সঙ্গে কথা বলে লাভই বা কি, আপনি তো এখন নেশায় একদম চুর!"

"আস্ত একটা ব্রিগেডের ভার পেয়েছেন", মাঝখানে ফোড়ন কাটল জাদুইভিতের "এখন ভারী আর্টিলারি তো আপনার তাঁবেই থাকবে।....."

"চুলোয় যাক তোমার আর্টিলারি!" বলে লাতুগিনের কী হাঁক! "দরকার হলে আমি মেথরের কাজ করতেও পিছ-পা হব না। কিন্তু একটা মানুষকে খোয়াব —সেটাই আমি সহ্য করতে পারছিনে! আপনাকে আমি বিশ্বাস করেছিলাম, ইভান ইলিয়িচ, ভালোবেসেছিলাম।.....কাউকে ভালবাসার মানে কি জানেন? কিন্তু এখন দেখছি আপনার কাছে আমি হলাম—'ডান দিক থেকে পাঁচ নম্বর', ব্যস

বলুন! আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুবই খুসী হলাম!" কিন্তু তেলেগিন রা কাড়ে না। "মস্কোতে দু বছর অভিনয় করেছিলাম—একবার 'হার্মিটেজে', আর একবার "কর্শ" থিয়েটারে।.....ভল্‌দিমির ইভানোভিচ নেমিরোভিচ-দানচেংকো —আমার ওপর তাঁর নজর সেই তখন থেকেই। 'না, এখন নয়', বলে ও'কে জবাব দিয়েছিলাম, 'দাঁড়ান আগে প্রাণ ভরে অভিনয় করে নিই, তারপর আমাকে চান তো পাবেন।.....' আঠার সালে কর্শ থিয়েটারে আমরা 'দাঁত'-র মৃত্যু' নিয়ে অভিনয় আরম্ভ করি। আমি সেজেছিলাম দাঁত'.....ওঃ সে কী পার্ট—একাধারে ক্রুদ্ধ সিংহ আর গণ-দেবতা.....পাগলা ষাঁড়, হিংস্র জানোয়ার, বিরাট প্রতিভা, আবার সঙ্গে সঙ্গে মহাপেটুক, তার ওপর কামাচারী.....। ওঃ যদি একবার দেখতেন আমার পার্ট! একেবারে দারুণ! কিন্তু ওদিকে শহরে কয়লা নেই, মস্কো একদম অন্ধকার। টিকিট বিক্রী হল না, কোম্পানী একেবারে ছত্রখান হয়ে গেল। আমরা পাঁচজন জেলায় জেলায় অভিনয় করে বেড়ালাম—ঐ 'দাঁত'-র মৃত্যু'। শিক্ষা-বিভাগের কমিসার লুনাচার্সকি হুকুম দিলেন—মস্কোয় এ অভিনয় করা যাবে না। কিন্তু মফঃস্বলে আমরা একেবারে চুটিয়ে দেখিয়ে নিলাম। শেষ দৃশ্যে স্টেজের ওপর একটা গিলোটিনই ঢোকালাম টেনেটুনে—ঘ্যাঁচ করে আমার মাথাটা কেটে ফেলে দিল।... .ওঃ সে কী টিকিট বিক্রী!.... আর লোকেদের চীৎকার যদি শুনতেন—খালি বলছে, "ওর মাথাটা আবার কাটো!' খার্কভে আর কিয়েভেও আমাদের অভিনয় হয়েছে—রেডরা সেখানে ছিল তখনও। তারপর উমানে—ওদের ফায়ার ব্রিগেডের শেডে। সেখান থেকে নিকোলাইয়েভ, খার্সন, একাতেরিনোস্লাভ। রস্তভ-অন-দন শহরে গিয়েই আমাদের হল কাল। থিয়েটার জমল দারুণ—বক্স থেকে একজন অফিসার তো একেবারে গুলিই ছুঁড়তে লাগল রবেসপিয়ের-এর দিকে। কিন্তু পরদিন সোজা তলব মেয়রের ওখানে—একেবারে সাবেকী ঢংয়ে চড়-চাপড় কষিয়ে মেয়র বল্লেন ঃ 'কমাণ্ডার ইন চীফ দেনিকিনের নামে দোয়া কোরো—তিনি ছিলেন তাই বেঁচে গেলে—নইলে শুধু যদি আমার হাতে থাকত তো তোমাদের ফাঁসি দিয়ে ছাড়তাম!.....যাও, এক্ষুনি রস্তভ থেকে দূর হয়ে যাও!' সত্যি আজকাল অভিনেতা হওয়ার অনেক ল্যাঠা।.....আমরা যেন বেদে—যত সব হতচ্ছাড়া জায়গা, তারই মধ্যে ঘুরে ঘুরে মরি। সিন-সিনারি সব খসে খড়ে পড়ছে, টাঙাতেও লজ্জা করে.....কজলভ-এ গিলোটিনটা তো রেলগাড়ীতে তুলতেই দিল না, বল্ল ওটা নাকি 'অপরিজ্ঞাত উদ্দেশ্যের সামগ্রী', তাই যেতে পারবে না।.....নিরুপায় হয়ে শেষকালে আমার মাথাটা কাটতে হল কুড়ুল দিয়ে! দেশলাই আছে? দেশলাই থাকলে দেখিয়ে দিতাম—আমার মাথাটা তো ব্যাগের মধ্যেই রয়েছে। ওটা মস্কোয় তৈরী—'মালী' থিয়েটারের সাজওয়ালা বানিয়ে দিয়েছিল--সত্যি লোকটার কী দারুণ প্রতিভা! সেন্সরগিরির কথা আর কী বলব ঃ কপি দিলাম--তা কমরেড মশাই পড়ছেন তো পড়ছেনই।.....হয়তো বুঝিয়ে দিলাম ঃ এটা একটা ঐতিহাসিক তথ্য।.....ব্যস ফের আবার পাতা ওল্টান কমরেড, বলেন, 'এটা যে ঐতিহাসিক তথ্য তার গ্যারাণ্টি কি?'.....লুনাচার্সকি খুব

প্রশংসা করেছেন, দেখিয়ে দিলাম.....তাও পড়লেন। তারপর, 'আচ্ছা, আর একটু মজাদার কিছু অভিনয় করতে পারেন না?' উঃ গা একেবারে জ্বলে যায়, বুঝেছেন! .....এবার আবার কি হবে কে জানে?.....স্পেশাল ব্রিগেডের হেডকোয়ার্টার 'এক্স্', সেখানে আমাদের অভিনয় করার কথা....."

অপ্রত্যাশিতভাবে শুনল তেলেগিন জিজ্ঞাসা করছেঃ

"আপনার দলবল কোথায়?"

"এই যে পাশের ভ্যানে—সেখানে সিন-সিনারিও আছে। রবেসপিয়ের চড়েছে ইঞ্জিন কামরায়। ওর নাম তিনস্কি—নাম শুনে থাকবেন—রবেসপিয়েরের ভূমিকায় সারা রিপাব্লিকে ওর জুড়ি নেই।.....যেখানেই থাকুক, মদ ও ঠিক জোগাড় করবে—সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। মস্ত প্রতিভা! ইঞ্জিন কামরায়ই ও চড়ে সব সময়। তাতে আমরাও শান্তি পাই। হুঁ, তাহলে কমরেড সিপাহী, এবার একটু ক্ষুন্নিবৃত্তি করা যাক, কি বলুন? না বল্লে হবে না কিন্তু!"

"আচ্ছা, না বলব না....."

"কৃতার্থ করলেন আমাকে।" ব্যাগের মধ্যে হাতড়ায় বাশকিন—নাক দিয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে ফিস ফিস করে বলে, "আরে ওটা রাখলাম কোন্ চুলোয়?"

একটা ডিম, এক টুকরো সসেজ আর একখানা পিঠে—তেলেগিনের হাতে পৌঁছে গেল। "এক্স-এ অভিনয় শেষ হলে আমরা এবার মস্কো পাড়ি দেব।... এ বেদেবৃত্তি আর পোষায় না! একজন আর্মেনিয়ান—ওঃ সেও এক মস্ত প্রতিভা—সে এক খাবার দোকান খুলেছে—৫নং নেগ্লিন্নি প্যাসেজ। সসেজ, কাবাব—যা চান তাই পাবেন। পুলিশ হামলা হয় প্রত্যেক দিনঃ গ্রাহকদের মুখে ভুর ভুর মদের গন্ধ, কিন্তু পুলিশ শুধু তালাশ করে করেই হায়রান—মদ আর কিছুতেই খুঁজে পায় না। পাবেও না।.....লোকটা পাঁচতলায় চিলে-কোঠার ঘরে একটা মদের ট্যাংক্ বসিয়ে রেখেছে—জলের কলের খালি পাইপ, তার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে ট্যাংকটা। আর নীচে দোকানঘরে হাত ধোবার বেসিন, তার ওপর জল-কলের মুখটা—যেমন সব জায়গায়। কল খুলুন আর গ্লাস ভরে নিন, ব্যস।"

আরামে সসেজে কামড় দেয় তেলেগিন। দুচার চুমুক পানীয়ের মধুর প্রভাব অনুভব করতে করতে সহযাত্রীকে আশ্বাস দিয়ে বলেঃ

"আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব, আপনাদের সব ব্যবস্থা করে দেব। জিরিয়ে-টিরিয়ে ধীরে সুস্থে রিহার্সাল চালান আপনারা, তাড়াতাড়ি করার দরকার নেই। কিন্তু ভাল অভিনয় দেখাতে হবে আমাদের। এক্স্-এ আপনারা আমার অতিথি, আমিই ব্রিগেডের কম্যাণ্ডার।"

"ও-ও-ও" করে ঝটিতি নিশ্বাস টানল বাশকিন। "আপনি তাহলে এহেন লোক!.....আর আমি খালি আপনার দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবছি—এই লোকটাই বুঝি আমার কাম সারল! কী ভয়ই পাইয়ে দিয়েছিলেন! আমি খালি বকছিই, বকছিই, আর ভাবছি—কই গাড়ী থেকে বের করে দিচ্ছে না তো! আচ্ছা দাদা, জবর অভিনয় দেখাব আপনাদের, সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে। সাচ্চা অভিনেতার মতো শুধু শিল্পকলার খাতিরেই আমরা অভিনয় করব, দেখে নেবেন!"

ভ্রূ কুঞ্চিত করে রশ্‌চিনের দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিল তেলেগিন। কিন্তু ভাদিম পেত্রোভিচ হাসি মুখেই ওর কথা শুনে গেল।

"তুমি নিশ্চয়ই কিছু ফন্দি এঁটেছ," ইভান ব'লে চল্ল, "কী ফন্দি তাও পরিষ্কার।.....তুমি মরেছ বলে যে গুজব রটেছে তার সঙ্গেও এর সম্বন্ধ আছে নিশ্চয়।.... .কী ফন্দি বল, কিন্তু আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করব তা বলে দিচ্ছি। উঃ, এ কী ভয়ঙ্কর.....," বলে দারুণ হতাশার ভঙ্গীতে হাতটা ছড়িয়ে দিল তেলেগিন, মনে হয় সে ভঙ্গীর মধ্যে যেন রশ্‌চিনকে, নিজেকে আর ওর জীবনের সর্বনাশকে—সব কিছুকেই ও জড়িয়ে নিয়েছে। দ্রুত পায়ে ওর কাছে এগিয়ে এল রশ্‌চিন, দুহাতে জড়িয়ে ধরে দৃঢ় চুম্বন এঁকে দিল ইভানের মুখে।

"তুমি ভারি সুন্দর লোক ইভান.....সহজ, সরল, স্পষ্টবাদী—বরাবর ঠিক একরকম। তোমাকে এমনধারা দেখলে ভারি ভাল লাগে।.....সত্যি তোমাকে কী যে ভালবাসি! এসো এসো বসা যাক।" তেলেগিন তখনও আপত্তি করছে, কিন্তু ও তাকে টেনে ধরে বিছানার ওপর বসিয়ে দিল। "গাধামি করো না! আমি চরও নই, গুপ্ত দালালও নই।.....ভাবনার কোন কারণ নেই—আমি রেড আর্মিতে আছি সেই ডিসেম্বর থেকে।"

একটু আগে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল ইভান ইলিয়িচ, তাতে ওর সত্তার ভিত্তিমূল পর্যন্ত কেঁপে উঠেছিল। এখনও ও সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ হয়নি; যুগপৎ বিশ্বাস আর সন্দেহের দোলায় দুলতে দুলতে ভাদিম পেত্রোভিচের রোদে-পোড়া, কোমল অথচ কঠোর মুখপানে চেয়ে আছে, তার বুদ্ধিদীপ্ত জ্বলন্ত কালো চোখের দিকে নির্নিমেষ নয়নে চেয়ে আছে। বিছানার ধারে বসল দুজনে, হাতে হাত বাঁধা। ভাদিম পেত্রোভিচ তার কাহিনী শুনিয়ে চলল—কি কবে সে এই পক্ষে যোগ দিল—আপন ঘরে, আপন দেশে ফিরে এল—সেই কাহিনী।

কাহিনীর গোড়াতেই বাধা দিয়ে তেলেগিন শুধাল ঃ

"আর কাতিয়া, কাতিয়া কোথায়? বেঁচে আছে তো, ভালো আছে? এখন সে কোথায়?"

"মস্কোয় আছে বলেই তো আশা করি।.. ...এবারও আমাদের দেখা হয়েও হল না। কিয়েভে পৌঁছাতে আমার দেরী হয়ে গেল, পৌঁছলাম একেবারে লোকাপসরণের মুখে।.....তবে ওকে খুঁজবার সূত্র পেয়েছি।....."

"সে কি জানে যে তুমি বেঁচে আছ, আমাদের পক্ষে এসেছ?"

"না।.....তাইতেই তো আমাকে পাগল করে তুলছে।....."

তাঁর টাকপড়া কপালে হাত বুলোচ্ছেন, দেখলে মনে হয় যেন ভুরুর ঠিক ওপরটাতে খুব ব্যথা হয়েছে। কপালে হাত বুলোতে বুলোতে কমাণ্ডার-ইন-চীফের জঙ্গী হুকুমনামাটা উনি আর একবার পড়লেন। এবার নিয়ে দশবার পড়া হ'ল।

তেলেগিন পাইপ টানছে। হাতে-পাকানো সিগ্রেটের বদলে ও আজকাল পাইপের ভক্ত হয়ে পড়েছে। পাইপটা লাতুগিনের উপহার, স্কাউটিংয়ের সময় ওটা এক হোয়াইট অফিসারের কাছ থেকে কেড়ে এনেছিল। বর্তমান-সময়ে সংকটের তো কামাই নেই—সংকটের মুহূর্তে পাইপটা ওকে যেন বেশ সান্ত্বনা দেয়, ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে যায়। আর একটু বেশী দিন পর্যন্ত পরিষ্কার না করলে পাইপ থেকে কী সুন্দর শোঁ শোঁ শব্দ বার হয়—মনে হয় যেন শীতের সন্ধ্যায় সামোভারে জল ফুটছে।

হুকুমনামাটা যে হতাশার আক্ষেপ, রশচিন তা দেখবামাত্র বুঝেছিল। অর্ধ-নিমীলিত পল্লবের আড়াল থেকে ওর চোখ দুটো রাগে জ্বলজ্বল করছে; কাঠের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে ও অপেক্ষা করছে—সর্বোচ্চ নায়কমণ্ডলীর এই মহা-রচনা সম্বন্ধে কমিসার সাহেবের চিন্তা-ভাবনা কখন শেষ হবে তারই অপেক্ষা।

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পাঁচ ছ' মাইল দূরে একটা খামারবাড়ীতে ব্রিগেড হেড-কোয়ার্টারের আড্ডা। ওদের বাসস্থানও সেইখানে। আগস্ট মাসে তেলেগিন যে দুটি রেজিমেণ্টের ভার নিয়েছিল, দু মাস যুদ্ধের পর তাতে এখন তিনশো সৈন্যও আছে কিনা সন্দেহ। বদলি হিসেবে নতুন যারা এসেছে, তাদের সৈন্য বলা শক্ত। এরা সবাই প্রায় পলাতক সৈন্য, 'গ্রীন্‌স্' দলের লোক। বৃষ্টি-বাদলের সময় বলে তারা শহরে আশ্রয় নিয়েছিল, সেখান থেকে তাদের ধ'রে ধ'রে এনে তাড়াতাড়ি জড়ো করেছেন কর্তারা। সামরিক শিক্ষা নেই, ট্রেনিং নেই, সেই অবস্থায়ই বদলি কম্প্যানিতে ভ'রে ভ'রে সোজা চালান দিয়েছেন যুদ্ধক্ষেত্রে। যুদ্ধের যে সব পরিকল্পনা শুধু কাগজেপত্রে, কমাণ্ডার-ইন-চীফের অফিসে গুরু-গম্ভীর স্তব্ধতার মধ্যে মানচিত্রের ওপর লাল পেন্সিল বুলিয়েই যে পরিকল্পনার পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচালনা সমাধা হয়েছে—সেই পরিকল্পনা নাকি কার্যে পরিণত করবে এই এরা!

"আমি বুঝতে পারছিনে." চেস্‌নোকভ বল্লেন। আদেশপত্রের উল্টো পিঠটা একেবারে সাদা, তবু সেই পিঠটাও পরীক্ষা ক'রে দেখতে দেখতে মন্তব্য করলেন, "এ আদেশের মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝছিনে.....।"

"বোঝার কিছু নেই," জবাব দিল রশচিন। "বাঁধাধরা, সরকারী আদেশ যাকে বলে, এ তাই। একদিন সকালে উঠে কমাণ্ডার-ইন-চীফ মশায় দুটি ডিম ও এক কাপ কোকো সহযোগে প্রাতরাশ সমাধা করলেন, তারপর একটি দামী সিগ্রেট জ্বালিয়ে মৃদুমন্দ গতিতে উপস্থিত হলেন ম্যাপের সামনে। তাঁর চীফ অফ স্টাফ—যে শুধু দিনই গুনছে, যে কবে এই ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের

পলাতক ছিল তারা? বৃষ্টির চোটে ওদের হাড়-মাস পর্যন্ত স্যাঁৎসেঁতে হয়ে গেল, তার ওপর পেট একদম খালি—দাঁত তো একটু ঠকঠক করবেই।"

"কোট আর জুতো কবে দেওয়া হচ্ছে?" রশচিন শুধাল।

"কমিসারিয়েট বিভাগ থেকে আমাকে একেবারে পাক্কা কথা দিয়েছে। চালান পর্যন্ত দেখে এসেছি আমি।.....ওরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে, পনের শো হাঁস আর আধ গাড়ী চর্বিও পাঠাবে....."

"নন্দন পাখীর রোস্ট পাঠাবে বলেনি?"

কমিসার জবাব দিলেন না, খালি একটু ঘড় ঘড় করলেন। শুধু প্রতিশ্রুতি আর কাগজপত্র ছাড়া ব্রিগেডকে এখন পর্যন্ত আর কিছুই এনে দিতে পারেননি, সে কথা সত্যি। উনি বার বার সেপুখভে গেছেন, টেলিফোনে কত গালমন্দ দিয়েছেন। বন্দী দিনের মতো ঘরে পায়চারি করতে করতে জেগেই কাটিয়েছেন কত রাত।.....কি একটা মহা-দুর্বোধ্য ব্যাপার চলছেঃ বিপ্লবী কাণ্ডজ্ঞান নিয়ে যেখানেই উনি হাত দিতে গিয়েছেন, সেখানেই যেন কোন্ রহস্যের দেওয়াল এসে পথ আটকে দাঁড়িয়েছে, জট পাকিয়ে এলোমেলো হয়ে গেছে সব কিছু।

"তাহলেও, বলুন না সিপাহীরা কি বলছে?" কমিসার শুধালেন।

মহা রাগতভাবে আদেশপত্রের ওপর আঙুলেব খোঁচা দিল রশচিন।

"আদেশের এই জায়গায় বলছেঃ 'দুটি কম্প্যানি গিয়ে মিত্রোফানভ্কা গ্রাম আর দাল্নি খামারবাড়ী দখল করবে। দখল বজায় রাখতে হবে।' কমাণ্ডার-ইন-চীফেব আদেশ অনুসারে ঐ গ্রাম আর খামারবাড়ী আমরা এর আগেই একবার দখল করেছিলাম। কিন্তু তারপর ফিরে আসতে পথ পাইনি, একেবারে বুলেটের মতো ঠিকরে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল। পরশু দিন যখন আমরা এবারকার হুকুম তামিল করতে যাব, তখনও ঠিক তাই হবে আবার।"

'কেন?"

"কারণ এটা এমন একটা জায়গা যেখানে দখল বজায় রাখা যায় না। ওখানে যাওয়ার চেষ্টা করাই উচিত নয়।"

"তবু আমরা যাব এবং যাওয়ার চেষ্টায় শতখানেক লোককে বলি দেব। হোয়াইটদের ব্যূহও আমরা ভেদ করব, কিন্তু নিজেদের দলের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ থাকবে না। তারপর শত্রু এসে যেই দু পাশে চেপে ধরবে অমনি লাফ দিয়ে বেরুতে হবে ঐ বস্তা থেকে। তার মানে তিনবার নদী পার হওয়া এবং প্রত্যেকবার গুলি খাওয়া। নদীর পর খোলা মাঠ—সেখানে আক্রমণ করবে শত্রুর ঘোড়সওয়ার দল। মাঠ পেরুলে তখন আবার জলা, কাদার মধ্যে আমাদের গাড়ীঘোড়ার অর্ধেক ভাগই আটকে থাকবে।"

"কিন্তু সর্বাত্মক রণ-পরিকল্পনার ভিতর এই গ্রাম আর খামারবাড়ীর নিশ্চয়ই কোনো গুরুত্তর ভূমিকা আছে", আপত্তি তুল্লেন চেস্নোকভ।

"না, নেই।...ম্যাপটা দেখুন তাহলেই বুঝবেন।...সেই কথাই তো বলাবলি

করছে সিপাইরা। বলছে যে, গত দু মাস ধ'রে যে সব লড়াই আমরা লড়লাম তার মধ্যে না আছে পরিকল্পনা, না আছে কাণ্ডজ্ঞান, আর না আছে কোনো উদ্দেশ্য।...আমাদের সামনে কোনো সম্ভাবনা নেই, শুধু শুধুই তাল ঠুকছি—আর ঠুকতে ঠুকতে মার খাচ্ছি খামোখা, লোকবল নষ্ট করছি, জয়ের ভরসাই হারিয়ে ফেলছি।...দেখতে পাবেন, আজ রাত্রেই দু চার কুড়ি লোক লটকে পড়বে। ...তারপর একমাস বাদে তাদেরই আবার পাঠিয়ে দেবে আমাদের কাছে।... ব্যাপার কি বলুন তো! এ সব হচ্ছে কি সব? এ যে একেবারে পক্ষাঘাত!"

পাইপের নল দিয়ে ভুড়ভুড়ি কাটতে কাটতে তেলেগিন বল্লঃ

"আজ স্কোয়াড্রনের ওখানে শুনলাম—ওরা যে কি ক'রে খবর পায় খোদা জানে—শুনলাম যে, মামন্তভ আবার দন পার হয়েছে, সে এখন আমাদের পেছন দিকে মার্চ করে চলেছে।"

আদেশ-পত্রটা খপ্ করে তুলে নিল রশচিন। একবার চোখ বুলিয়ে তারপর মাটিতে ছুঁড়ে ফেল্ল। পিঠটা আবার এলিয়ে দিল দেওয়ালের গায়ে—ঠিক আগের মতো।

"খুবই সম্ভব", ও বল্ল। "কিন্তু এটাতে...এটাতে তো তার একটু আঁচও দেয়নি।..."

বেঁটেখাটো, দাড়িওলা এক আর্দালি—ক্যাম্বিসের তৈরী ময়লা কার্তুজের থলি কোমরে বাঁধা—সে এসে ডাকল ঃ

"কমরেড ব্রিগেড কমাণ্ডার, আপনাকে টেলিফোনে ডাকছে।"

একটু আশ্চর্য হয়ে কমিসারের দিকে চাইল তেলেগিন। তারপর তাড়াতাড়ি গ্রেটকোট চাপিয়ে নিয়ে বাইরে চলে গেল।

"দেখুন রশচিন", কপালে হাত বুলতে বুলতে কমিসার শুরু করলেন, "আপনার কথা শুনলে মানুষের সব বিশ্বাসই উড়ে যেতে পারে। আচ্ছা, এ সবের অর্থ কি বলুন তো! বেইমানী আছে নাকি আমাদের মধ্যে?"

"আমি কোনো ইঙ্গিত করছি নে, জোর ক'রে কিছু বলছিও নে। শুধু বুঝতে পারছি যে, এইভাবে বেশী দিন লড়াই চালানো যাবে না।..."

"আদেশ-পত্রের হুকুম কি তামিল করতেই হবে?"

"নিশ্চয়। কালই আমি তামিল করতে যাব।..."

একটুখানি ভাবার পর মুচকি হেসে কমিসার বল্লেনঃ "জীবনে আপনার ঘেন্না ধ'রে গেল নাকি?"

"তার সঙ্গে এর কোনো সম্বন্ধ নেই। আর আপনারই বা সে বিষয়ে মাথা ঘামানোর কি দরকার?...আরও শুনে রাখুন, জীবনে আমার মোটেই ঘেন্না ধরেনি!...আপনি যদি বেশী দিন আমাদের সঙ্গে থাকতেন তাহলেই জানতে পারতেন যে, আমাদের রেজিমেণ্টের কেউই এ আদেশ পালন করতে চায় না। তবু তাদের করতে হবে।...যুদ্ধের আদেশ পালন করাই তো যে-কোনো আর্মির জীবনের সবখানি। তা না করলেই আসবে ধ্বংস, মৃত্যু আর সর্বনাশ—অন্য

কাঁপছে। দুই চোখ দিয়ে সে নীরবে তেলেগিনের অনুমতি ভিক্ষা করল—কিছু বলতে চায়। আদবকায়দামাফিক কথা বলার চেষ্টায় তোৎলাতে তোৎলাতে রিপোর্ট দিল যে, মিনিটখানেক আগে ব্রিগ্রেড সদর দপ্তর থেকে ওকে টেলিফোন করেছিল (ব্রিগেডের বিভিন্ন ডিপার্টমেণ্ট, মালপত্র, টাকাপয়সা, দলিল দস্তাবেজ—সবই ছিল গাইভরনি গ্রামে--ওখান থেকে মাইল পঁয়ত্রিশের পথ)। টেলিফোনে ওরা শুধু এইটুকু জানাতে পারে যে, গাইভরনিতে হোযাইট পক্ষের ঘোড়সওয়ার টহলদারেরা আক্রমণ করেছে—তারা বোধ হয় মামন্তভের ফৌজ। এই কথা বলতে বলতেই টেলিফোনের লাইন কেটে যায়।

পিছনের সীটে গুমরে গোছের অফিসারটি কমাণ্ডার-ইন-চীফের চীফ-অফ-স্টাফ (সেনানীমণ্ডলীর প্রধান)। সামনের দিকে গলা বাড়িয়ে তিনি সভাপতির কানে কানে কি যেন বল্লেন। সভাপতি মাথা নাড়লেন, তারপর কাঁধের ওপর দিয়ে কটা কথা ছুঁড়ে দিলেন তেলেগিনের উদ্দেশে ঃ

"সামরিক ডাক মারফৎ আমার নির্দেশ জানতে পারবেন।"

তেলেগিন, চেস্‌নোকভ দুজনেই একেবারে থ। কাল্‌চে রাস্তার ওপর দিয়ে রাক্কুসে গাড়ীটা তখন ছুটছে, ছুটতে ছুটতে ঠিক ছায়ামূর্তির মতো মিলিয়ে যাচ্ছে জলভরা কুয়াশার মধ্যে। ওরা দুজন নীরবে সেদিকে চেয়ে রইল বহুক্ষণ।

'উন্নতিসাধন বিভাগের' কার্যকরী কমিটিতে দাশা কাজ পেল; 'পরিকল্পনা ব্যুরোর' যিনি প্রধান, ও তাঁর দ্বিতীয় সহকারী। ওকে কখনো কস্ত্রমা জেলার ম্যাপের ওপর কতকগুলো এলাকায় রং লাগাতে হয়—ঐ সব এলাকায় জলা জায়গা থেকে জল-নিষ্কাশনের প্রস্তাব করা হয়েছে জল-নিষ্কাশনের পর ওখানে নাকি অফুরন্ত পরিমাণে পীট (জ্বালানি) আর খনিজ পদার্থ পাওয়া যাবে। কখনো আবার এঞ্জিনীয়ার গ্রিবসলভ-এর নোটগুলো কপি ক'রে রাখতে হয়—বিরাট বিরাট পরিকল্পনার জাঁক দেখিয়ে কার্যকরী কমিটিকে হরদম বেসামাল ক'রে রাখাই এই সব নোটের একমাত্র উদ্দেশ্য। আসলে পরিকল্পনাগুলি একেবারেই নিরর্থক, কারণ 'উন্নতিসাধন বিভাগেব' দপ্তরে থাকার মধ্যে আছে শুধু একটা রংয়ের বাক্স, কয়েকটা তুলি, আর কিছু ড্রইং কাগজ। গাড়ী, ঘোড়া, কোদাল, পাম্প, লোকজন, টাকাপয়সা—এ সব কিছুই নেই।

দাশা রেশন পায়—দৈনিক আধ পোয়া রুটি (তার মধ্যে কিছু খড়ের কুচি), আর মাঝে মাঝে খানকয়েক লরেল পাতা কিংবা গোটাকয়েক গোলমরিচ। আনিসিয়াও কার্যকরী কমিটিতে চাকরি করে—পিওনের চাকরি। যুদ্ধক্ষেত্রে কাজ করেছিল বলে পুরস্কার হিসাবে ও কিছু বাড়তি রেশন পায়—রুটি আর গোলমরিচ তো আছেই, তার ওপর আবার দেড়খানা শুঁটকি আছে। মাঝে মাঝে জংধরা গোছের নোনা হেরিং মাছও জোটে এক আধটা।

স্থান পেয়েছে। পুত্র-পৌত্রদের তুমি মানুষ করে তুলেছ, তারপর আজ তোমার জীবনে সন্ধ্যা নামল। চোখ বোজ, ঘুমোও নিশ্চিন্তে। দুঃখ করার কি আছে, তোমার দুর্দশার জন্যে তুমি তো দায়ী নও.....'।"

দরজার ধারে টুলের ওপর বসে এলোমেলো বলেই চলে কুজমা। বাড়ীর গিন্নী কাঠ চেলা করছিল, হঠাৎ কুড়ুল টুড়ুল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বারকয়েক দ্রুত দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল—জলের ধারা নামল দু গাল বেয়ে।

"সত্যিই তাই। বেঁচে আছ তো বেঁচে আছ, যেদিন মরবে সেদিন কেউ একটা ভাল কথাও বলবে না....."

"আমাদের জীবনে এখনো অনেক অবিচার আছে কিনা, তাই অমন হয়।..... প্রত্যেক মানুষই যা খাটা খাটে, তার জন্যে প্রত্যেকের নামেই একটা ক'রে স্মৃতি-স্তম্ভ বানিয়ে দেওয়া উচিত।.....ভবিষ্যত কালে তাই হবে আনা ইভানোভ্না—জীবন হবে মঙ্গলময়....."

"তার মানে পরকালে?"

"না, না, ইহকালেই।"

"ভিক্ষেসিক্ষে করলে কি হবে, তোমার মমতা আছে। তোমার মতো লোক দেখিনি।....."

"মমতা নয় আনা ইভানোভনা, এই আমার পেশা।.....কৌতূহলের যে আমার অন্ত নেই। মানুষ করুণা চায় না—তাদের ঝামেলার দিকে অন্য কেউ একটু খেয়াল করুক, এই তারা চায়। আচ্ছা.....তাহলে মাত্রিয়োনা সাবিশনার কাছে যাই?"

"যাও না, যাও।"

এমন ধারা সব বাড়ী থেকে কুজমা কখনো খালি হাতে ফিরবার পাত্র নয়। তারপর সন্ধ্যাবেলা ঘরে এসে এখানে ওখানে কারও উঠোন থেকে একটা তক্তা হাতিয়ে আনে; তক্তাখানা চেলা ক'রে মেয়েদের ঘরে অঙ্গীঠিটা গরম করে দেয়; ফুটন্ত জলের সামোভার টেবিলে বসিয়ে ফুঁ দিয়ে ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে দিনের কীর্তিকাহিনী সব শোনায় দাশা আর আনিসিয়াকে।

এই রকম একবারের কথা। সসারে চায়ে ফুঁ দিতে দিতে ও বল্ল ঃ "আর একজন আজকাল পাল্লা দিচ্ছে আমার সঙ্গে। লোকটা বুড়ো। মুখময় ছড়ানো দারুণ একটা নাক, দাড়িটা বেশ সযত্নে উস্কোখুস্কো ক'রে দেওয়া, পরনে চটের শার্ট, খালি পা—এই চেহারা নিয়ে সে বাড়ী বাড়ী ঘুরে বেড়ায়। নাম নিয়েছে 'এঞ্জেল বাবাজি'। বদমায়েসটা বেশ সহজ, সরল গল্প বানিয়েছে একটা। হুট ক'রে কোনো বাড়ীতে ঢুকে মেঝের ওপর বসে পড়ে, হাত টাত ছুঁড়ে দুলতে দুলতে গোঁ গোঁ করে ঃ 'এঞ্জেল, এঞ্জেল, তুমি ভেবেছিলে বিশ্বাস করবে না—কিন্তু এখন, এখন তো নিজের চোখে দেখলে, নিজের হাত দিয়ে ধরলে পর্যন্ত ...।' শ্রোতারা সব একেবারে হাঁ। আরও কিছুক্ষণ অমনি ঢং টং ক'রে ও তখন গল্প শুরু করে ঃ একজন মেয়েছেলের স্বামী আছে লাল ফৌজে—তা সেদিন বেস্পতিবার

মেয়েছেলেটির বাচ্চা হয়েছে—দিব্যি হৃষ্টপুষ্ট বাচ্চা, তার ওপর পুরো দু পাটি দাঁত। ওরা তো বাচ্চাকে ধুইয়ে ধাইয়ে জামাটামা পরিয়ে তুলে দিয়েছে মার কোলে—মা মাই খাওয়াতে যায় কিন্তু বাচ্চা ধরেই না—মার দিকে চেয়ে (মাগো, সে কি চাওয়া!) বলে, 'মা, মা, আমি এসেছি'!"

সসারে চুমুক দিতে দিতে মুচকি হাসে কুজমা। "আমার মক্কেলদের সব ভাগিয়ে নেবে এঞ্জেল। তার ওপর লোকটা যা হিংসুটে। এক বাড়ীর উঠোনে ওর সঙ্গে আজ মুখোমুখি হয়ে গিয়েছিল—কী মুখটাই ভেঙগাল। 'আমার উচ্ছিষ্ট খেতে এসেছিস কুজমা? আর যদি কখনো আমার পেছন পেছন আসিস তো ডান্ডার চোটে ঠান্ডা করে দেব, বুঝ্লি?' "

"আপনার এই সব ফক্কিকারি টারি ছাড়ুন কুজমা কুর্জামিচ," কড়া সুরে দাশা বল্ল। "সোবিয়েতের ওখানে কোনো একটা কাজ নিন গিয়ে। আমাদের জন্যে ভাবতে হবে না, আমরা আমাদের রেশনেই চালিয়ে নিতে পারব। লোকে আপনাকে নিয়ে যাতা বলতে আরম্ভ করেছে, আমার একদম ভাল লাগে না....."

অভ্যস্ত দিবাস্বপ্ন থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এসে আনিসিয়া মন্তব্য করল:

"আজ একটা লোকের সঙ্গে কথা বলছিলাম—লোকটা একটা জানোয়ার।" একটু থেমে ও এবার লোকটার ভাবভঙ্গি আর গলার স্বর নকল করতে লেগে গেল। "আমি বসে বসে পড়ছিলাম তা তো বুঝতেই পারছ। এসে হাজির হ'ল সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টের কর্মচারী একজন—থলথলে, পচা পচা চেহারা, তার ওপর মুখটা বাঁকা।

" 'আপনার খুড়োমশাইয়ের সঙ্গে যদি পরিচয় করিয়ে দেন', বল্ল লোকটা।

" 'খুড়োমশাই, কোন্ খুখোমশাই?' আমি শুধোলাম।

" 'ঐ যে আপনি যাঁর সঙ্গে থাকেন,' সে বল্ল। 'ওঁর কাছে আমি কিছু আধ্যাত্মিক উপদেশ নিতে চাই।'

" 'উপদেশ টুপদেশ তিনি দেন না', বল্লাম আমি।

" 'কিন্তু দেন বলেই তো শুনেছি। কত লোক তাঁর কাছে গিয়ে উপকার পায়।'

" 'কমরেড, আপনার এই সব গাঁজাখুরি কথাবার্তা শোনার আমার সময় নেই,' বল্লাম আমি, 'দেখছেন না আমি কাজ করছি?'

"লোকটা তখন একেবারে কানের কাছে মুখ এনে বল্ল—কানটা এ'টোই করে দিল বলতে গিয়ে—

" 'মুখফোঁড় বাচ্চার বিবরণ শোনেননি আপনি?'

" 'যান যান, চুলোয় যান', বলে তাড়া দিলাম।

" 'তার জন্যে বেশী দূর যেতে হবে না', লোকটা বল্ল। 'যুগ যুগ ধ'রে চুলোয়ই তো রয়েছি আমরা।...আচ্ছা বলুন দেখি, এই বাচ্চাই কি এণ্টি-ক্রাইস্ট?' "

"ভারী বিশ্রী ব্যাপার তো", দাশা বল্ল।

"সত্যি, এ জায়গাটা একেবারে দুনিয়ার বার" চিন্তিত মনে আর এক গ্লাস

কথা। স্কোয়াড্রন আর কমাণ্ডাণ্টের ডিট্যাচমেণ্ট সঙ্গে নিয়ে তেলেগিন বেরিয়েছে, ওর ব্রিগেডটাকে খুঁজে বার করবে। মামন্তভ এখন দূরে চলে গেছে, আতঙ্কও কেটেছে অনেকখানি, এবার বাহিনীর ধ্বংসাবশেষ কিছু না কিছু জড়ো করা যাবে--ওর মনে তখনও এই আশা। কিন্তু মাথার ওপর কালো আকাশ, পায়ের তলে কর্দমাক্ত গোচারণ ভূমি আর দুরতিক্রম্য চষা ক্ষেত, কুয়াশা-ভরা নালা আর ঝোপঝাড়—এর মধ্যে লোকজনকে কিছুতেই জড়ো করা যাবে না তা শীগ্গিরই বোঝা গেল।

ছত্রভঙ্গ সিপাহীদের কেউ কেউ যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে এগিয়ে গেছে, সেখানে কোনো একটা ইউনিট খুঁজে বার ক'রে তাতে যোগ দেবে। আর এক অংশ এদিক সেদিকে খামারে খামারে ঘুরে বেড়াচ্ছে—খামারবাড়ীর জানলার নীচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, মিনতি জানায়—একটু আশ্রয়, একটু আগুনের তাত ভিক্ষা করে। আরও অনেকে আবার অনেকদিন থেকেই যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করার সুযোগের অপেক্ষায় ছিল—এবার তারা সব রওনা দিয়েছে ঘরমুখো—সেখানে আগুনের ধারে মৌজ করবে, স্ত্রীর সঙ্গে মিলবে।

চলতে চলতে তেলেগিন, রশচিন আর কমিসার হঠাৎ দুজন সিপাহীর সঙ্গে মুখোমুখি পড়ে গেলেন। ওরা লাল ফৌজের ৩৯নং রেজিমেণ্টের লোক। রোগা একেবারে হাড্ডিসার, ঘাসের গাদায় ঠেস দিয়ে কোনো রকমে বসে আছে। ওরা যে কাহিনী বল্ল, শুনলে দুঃখ হয়।

"মাঠে মাঠে ঘুরে কোনো লাভ নেই, কাউকে খুঁজে পাবেন না", ওদের একজন বল্ল। "৩৯নং রেজিমেণ্ট এককালে ছিল বটে, কিন্তু এখন আর নেই।"

অপর জন তখনও ঘাস-গাদায় ঠেস দিয়ে বসে আছে। দাঁত কিড়মিড় ক'রে বল্লঃ

"আমাদের বেচে দিয়েছে, তা নয়তো কি?.....আমরা কি আর লড়াইয়ের হুকুমনামা বুঝিনে? সব বুঝি। বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে আমাদের নিয়ে। কমাণ্ড টমাণ্ড সব চুলোয় যাক! পিজবোর্ডের সোল লাগায়নি আমাদের জুতোয়?" জুতোর ফাঁক দিয়ে আঙুল বেরিয়ে আছে, আঙুলগুলো নেড়ে নেড়ে দেখাল। "যুদ্ধটুদ্ধ আর করছিনে বাবা.....এক্কেবারে ইতি!"

এইখানে এই ঘাসের গাদার ধারেই তেলেগিন হঠাৎ ভেঙে পড়ে। সেই যে সেই প্রকাণ্ড রেডিয়েটর, দু পাশে দুই হেডলাইট—সেটা ওর স্মৃতিতে ভেসে এল। নিজের পক্ষে কী সাফাই দেবে এখন? ভালমানুষি আর আলসেমি ক'রে ক'রে সব কিছু একেবারে তালগোল পাকিয়ে বসে আছে।

"থাম, আর গাল দিতে হবে না!" রশচিন আর চেসনোকভকে বল্ল তেলেগিন। "আচ্ছা আচ্ছা, আমি দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম সত্যি, সাহস হারিয়েছিলাম—মাফ চাইছি!" বলে ভীষণ বিকৃত মুখে রিভলবারটা খাপে ভরল। "বরাবরই আমার কপালটা খুব ভাল ছিল—জানতাম, এ কপাল একদিন ভাঙবেই। আচ্ছা বেশ, বিপ্লবী ট্রাইবিউন্যালই তাহলে আমার বিচার করুক....."

জিজ্ঞাসা করাতে ভদ্রতার বালাই না রেখেই নবাগত স্কাউটদের কে যেন জবাব দিলঃ "ওখানে গেলেই দেখতে পাবে,....."

কুটিরের মধ্যে প্রকাণ্ড একটা সামোভার, সেটাকে ঘিরে বসে আছেন সেমিয়ন মিখাইলোভিচ বুদিওনি আর তাঁর দুজন ডিভিশনাল কমাণ্ডার। চা পান চলছে। তেলেগিন, রশচিন আর চেসনোকভ ভেতরে এল। দেখে বেশ খুশী মনে বুদিওনি বল্লেনঃ

"এই যে আরও নতুন শক্তির সমাবেশ হল! বেশ বেশ আপনাদের দেখে খুব খুশী হলাম। বসুন, একটু চা খান।"

টেবিলের কাছে এসে তেলেগিনরা উপস্থিত সকলের সঙ্গে হাত মেলাল। প্রথমে বুদিওনির সঙ্গেঃ পথহারা ব্রিগেড কম্যাণ্ডার আর তার সেনানীবৃন্দের দিকে একটু তেরছা চোখে চাইলেন বুদিওনি (ওদের খবর তিনি সবই জানতেন)। তারপর ৪নং ডিভিশনের কমাণ্ডারঃ লোকটি বেঁটেখাটো, কিন্তু গোঁফজোড়া একেবারে দারুণ, সে গোঁফ দিয়ে ওঁর ঘোড়াটা বেঁধে রাখা যায়। এঁর পর ৬নং ডিভিশনের কমাণ্ডারঃ নবাগতদের দিকে প্রকাণ্ড হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে এমনভাবে মর্দন করলেন, মনে হল যেন একটা ঘোড়ার নাল বাঁকাবার চেষ্টা করছেন; অথচ ওঁর লালচে, ছেলেমানুষি মুখভাবে কোনো পরিবর্তন নেই, একেবারে শান্ত।

রাত্রে থাকার জন্যে ওদের ইউনিট ভাল জায়গা পেয়েছে কিনা, ওদের কোনো অনুরোধ বা নালিশ আছে কিনা জিজ্ঞাসা করলেন বুদিওনি। রশচিন জবাব দিল যে, ওরই মধ্যে যথাসম্ভব ব্যবস্থা হয়েছে লোকজনদের, নালিশটালিশও কিছু নেই।

"বেশ!" বল্লেন বুদিওনি। শুধু একটু দম নেবার জন্যেই তাঁর ঘোড়সওয়ার কোর এ গ্রামে যাত্রাভঙ্গ করেছে—এখানে একটা মাছির পক্ষেও ভালভাবে থাকার জায়গা জুটতে পারে না, সে কথা জানতে তাঁর বাকী ছিল না। "আপনারা দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন। আপনার কথা আমার বেশ মনে আছে কমরেড তেলেগিন, আপনার ইউনিটই তো সেবার দন কসাকদের একেবারে চুটিয়ে অভ্যর্থনা করেছিল।" বেশ খুশী মনে চোখটা কুঁচকে টেবিলে অপর সহযোগীদের দিকে চাইলেন বুদিওনি। ছ নম্বরের কমাণ্ডার দিব্যি প্রশান্তভাবে ঘাড় হেলালেন—অভ্যর্থনাটা যে সত্যি সত্যি চুটিয়েই করা হয়েছিল ঘাড় নাড়াটা সেই বক্তব্যের সমর্থন। আর চার নম্বর ডিভিশনের কমাণ্ডার গভীর আত্মসম্ভ্রম সহকারে তাঁর 'কাল্‌মুক' প্যাটার্নের মুখখানি একটুখানি নীচু করলেন।

"হুঁ, এবার তাহলে মামন্তভ আপনাদের খুব ঠেঙিগয়েছে, কি বলেন? তা আপনারা কি নিয়ে এলেন—অযোদ্ধা ইউনিট, না জঙ্গী ইউনিট?"

"জঙ্গী ইউনিট—বর্ধিত শক্তি স্কোয়াড্রন একটা", তেলেগিন বল্ল।

"আপনাদের ঘোড়াটোড়ার কি অবস্থা?"

"একেবার ফার্স্ট ক্লাস", তাড়াতাড়ি বলে দিল রশচিন। "ঘোড়াগুলোর সামনের পায়ের ক্ষুরে নাল পরানো আছে।"

"সামনের ক্ষুরে নালও আছে, সত্যি বলছেন?" বিস্ময়ের সুরে কথাটার প্রতিধ্বনি তুল্লেন বুদিওনি। "তা আমি ভাবছিলাম, ৮ম আর্মির খোঁজে বহুদূর গিয়ে আপনাদের কি লাভ? আর্মি হয়তো সেখানে নেই-ই এখন....."

"কিন্তু আর্মির কমান্ডারের কাছে তো আমাকে রিপোর্ট করতে হবে", তেলেগিন বল্ল।

"কেন, আমার কাছে রিপোর্ট করতে পারেন।.....ডিভিশনাল কমান্ডার কমরেডস, আপনারা কি বলেন? ব্রিগেড কমান্ডারকে আর তাঁর স্কোয়াড্রনকে আমরা নিয়ে নেব?"

ডিভিশনাল কমান্ডার দুজন ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন। টিন থেকে একটু তামাক বার করে খবরের কাগজে সিগ্রেট পাকাতে শুরু করলেন বুদিওনি।

"আপনাদের অত দূর যাওয়ার কোনো অর্থ হয় না", ফের বল্লেন তিনি। "আমাদের সঙ্গে লেগে যান। ডিভিশনাল কমান্ডারদের সঙ্গে এখানে বসে বসে এতক্ষণ আমরা আলোচনা করছিলাম—এখন সিদ্ধান্তই করে ফেলেছি যে, ঘোড়াগুলোর যখন খালি মেদবৃদ্ধি হচ্ছে, লোকজনও সব বিরক্ত হয়ে উঠছে—তখন এবার উত্তরে গিয়ে জেনারেল মামন্তভের তত্ত্ব নেওয়া যাক। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এইরকম—মামন্তভ ছুটছে আমাদের হাত থেকে, আর আমরা ছুটছি মামন্তভের পিছু পিছু।....."

বুদিওনি হাসিঠাট্টা করলেন বটে, কিন্তু ওঁদের অবস্থা বেশ গুরুতর। ম্যমন্তভের বাহিনীর লালফৌজের ব্যূহ ভেদ করেছে শুনে উনি সর্বোচ্চ সমর পরিষদের সভাপতির আদেশ অমান্য করেন; তাতে মাথা যাওয়ার ঝুঁকি আছে, কিন্তু বুদিওনি তার পরোয়া করেননি। অভিযানের যে পরিকল্পনা সম্বন্ধে এত অখ্যাতি রটেছে, বিশ্বাসের অযোগ্য হোক বা না হোক যে-পরিকল্পনা একেবারে শূন্যগর্ভ বলে এখন স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, সেই পরিকল্পনাই বুদিওনিকে অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ করতে হবে—নিজ হাতে এই আদেশ দিয়েছিলেন সভাপতি মশাই। কিন্তু বুদিওনি সে আদেশ পালন করেননি, তার বদলে নিজের উদ্যোগেই ধাওয়া করেছেন মামন্তভের পেছনে। উনি আর ওঁর ডিভিশনাল কমান্ডাররা ভাল করেই বুঝছিলেন যে, কমান্ডার-ইন-চীফের অফিসে এখন ওঁদের বিরুদ্ধে মহাআক্রোশে কলম ছুটছে—প্রচণ্ড শাসানি, এমন কি মৃত্যুভয় পর্যন্ত ওঁদের জন্যে অপেক্ষা করে রয়েছে ট্রাঙ্ক টেলিফোন লাইনের ওপারে। কিন্তু নিজেদের মাথা বাঁচানোর চাইতে মস্কো বাঁচানোর জন্যেই ওঁদের আগ্রহ বেশি। অবিলম্বে মামন্তভের পেছনে ধাওয়া করে হোয়াইটদের সেরা ঘোড়সওয়ার দলটাকে ধ্বংস করে দিতে পারলে তবেই মস্কো বাঁচবে—ওঁরা এই বোঝেন। বুদিওনির সাত হাজার তলোয়ারের সামনে ওরা যে দাঁড়াতে পারবে না, দন আর ৎস্না নদীর মাঝামাঝি

মার্চ করতে করতে সৈন্যেরা রেল লাইন পার হচ্ছে। তাদের পেছনে সূর্যাস্তের বিষণ্ন বিস্তার নিচু নিচু মেঘের চাপে একেবারে মাটির কিনারায় এসে ঠেকেছে। বর্শাফলকের মাথায় নিজ নিজ রেজিমেণ্টের প্রতীক-চিহ্ন উঁচুতে তুলে ধ'রে সারি সারি ঘোড়সওয়ার দল ঢালু বেয়ে ওপরে ওঠে, দেখলে মনে হয় যেন ইস্পাতের মূর্তি—অতিকায় ঘোড়ার ওপর অতিকায় মানুষ। জানলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সূর্যাস্তের প্রতিফলিত আলোর দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে ছিল রশচিন: ওর মুখের ভাব দেখে তেলেগিন চমকে উঠল—কী মহিমোদ্ধত অভিব্যক্তি, যেন ক্রোধের আতিশয্যে একেবারে জমাট বেঁধে গেছে।

"মা যে এমন ধারা তা আমাদের জানা উচিত ছিল," নীচু গলায় আধা-স্বগত সুরে বলছিল রশচি। ওর কথা শুনবার জন্যে তেলেগিন আরও কাছে এল।

"আমরা ভুলেই গিয়েছিলাম।.....এ বিশ্বাসঘাতকতার কি শাস্তি অছে? মাটি তোমায় মাফ করেছে, তার পায়ে এবার লুটিয়ে পড়ো....."

ঘাসের গাদার পাশে সেই ঝগড়ার পর রশচিন এই প্রথম মন খুলে কথা বল্ল। ও যে মনে মনে যন্ত্রণা ভোগ করছে সে কথা বোঝে তেলেগিন। অহংকার ওর নীরবতার প্রধান কারণ নয়, অনুশোচনা প্রকাশ করতে পারবে না ভেবে হতাশা থেকেই রশচিন চুপ করে আছে: "ইভান আমি দুঃখিত", শুধু এইটুকু বলেই তো ও সেরে দিতে পারে না। আর এখন, মনের মধ্যে এই দীর্ঘকাল ধ'রে এত টানাটানি, এত অবসাদের পর আজ ওর বহু-বিস্মৃত হারিয়ে যাওয়া মাতৃভূমিকে নতুন ক'রে খুঁজে পেয়েছে, তারই অনুভূতিতে মুহূর্তের জন্যে ও একেবারে অভিভূত হয়ে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমা ভিক্ষার প্রার্থনাও জানিয়েছে এমনি করেই.....।

তেলেগিনেরও ইচ্ছে হল, দরদের সঙ্গে রশচিনকে কিছু বলবে; আহাম্মকের মতো দুজনে যে ঝগড়া করেছিল, ঝেঁটিয়ে সেটাকে জাহান্নমে পাঠিয়ে দেবে, যেন ঝগড়া কোনও দিন হয়ইনি। কিন্তু গলা ঝাড়ার চেয়ে বেশী দূর ও আর এগুতে পারল না।.....ঠিক তখনি টেলিগ্রাফ অফিস থেকে বাইরে এলেন বুদিওনি, দেখতে দেখতে সবাই তাঁকে ঘিরে ফেল্ল। তাদের সম্বোধন করে বুদিওনি বল্লেন:

"দারুণ খবর কমরেডস্! প্রথমে খারাপটুকু দিয়েই শুরু করি। কুতেপভ ওরেল দখল করেছে, তার স্কাউটরা এখন প্রায় তুলার কাছাকাছি। এই চালের ফলে আমাদের লাইনের বেশ অনেকখানি জায়গায় ওরা গোঁজ ঢুকিয়ে দিতে পেরেছে। চাপের চোটে আট আর দশ নম্বর আর্মি পূব দিকে পিছু হটে এসেছে। নয় আর তেরো নম্বর হটেছে পশ্চিম দিকে।.....কিন্তু এ সব গত সপ্তাহের খবর।" বলে চোখ মিট মিট করতে করতে বুদিওনি একটু থামলেন। "শুনুন, কমরেডস্, ওর পর অবস্থা যা বদলেছে, একেবারে দারুণ। প্রথমত, আপনারা শুনে নিশ্চয়ই সুখী হবেন যে, হাই কমাণ্ডের খোল নলচে সবই বদলে গেছে। সর্বোচ্চ সমর পরিষদের সভাপতিকে আর দক্ষিণ রণাঙ্গনের মোর্চাল

এ তো স্বপ্ন নয়, উড়েও যায়নি—আজও রয়েছে ঐ অন্ধকার শার্সির পেছনে। ওখানেই বেঁচে রয়েছে ওদের সহবাসের নিদ্রাহীন প্রথম রাত্রি। নিঃশব্দে, শোকের মতো গভীর চুম্বনে চুম্বনে কেটেছিল সে রাত্রি। কোমলে কঠিনে মিশেছিল, রোদে-পোড়া পুরুষ আঙুলে আঙুলে জড়িয়েছিল ক্ষীণ, সুগৌর করাঙ্গুলি—আর পৃথিবীর এই অদ্বিতীয় পরম রহস্যের পানে চেয়ে বিস্ময়ের অতি-পুরাতন অথচ চির-নূতন শব্দ পুনরুচ্চারণ করতে করতেই ওদের সময় অতিবাহিত হয়েছিল।.....

ছোট্ট বাড়ীটা দাঁড়িয়ে রয়েছে সামনে—বাঁকাচোরা, শ্রীহীন। দেওয়ালের রং খসে খসে পড়ছে। সাদা থাম টামও কিছু নেই, ও শুধু কাতিয়ার কল্পনা। দোতলার শেষ জানলা দুটোতে ভেতর থেকে খবরের কাগজ আঁটা, আর অন্য জানলাগুলোতে চাকা চাকা কাদা লেগে শুকিয়ে আছে। ওখানে কেউ থাকে না তা বোঝাই যায়।..... একতলা আর দোতলার মাঝামাঝি তলায় যেখানে দাশার শোবার ঘর ছিল, সেখানে জানলার শার্সিটার্সি সব ভেঙে গেছে।

রাস্তা পেরিয়ে কাতিয়া সদর দরজার কড়া নাড়ল। দরজার বাদামি রং ফালি ফালি হয়ে খসে পড়ছে। অনেকক্ষণ কড়া নাড়ার পর ওর খেয়াল হ'ল যে, দরজার হাতল নেই, শুধু গর্তটা রয়েছে, ধুলোয় একেবারে ভর্তি। মনে পড়ল, খিড়কি দরজায় পৌঁছতে হলে পাশে আর একটা রাস্তায় যেতে হবে। সেখানে গিয়ে দেখে গেটটা খোলা, উঠোনে ঘাস গজিয়েছে, দরজা থেকে উঠোনের ওপর দিয়ে একটা পায়ে-চলা পথের ক্ষীণ রেখা দেখা যাচ্ছে। যাক, এখানে তাহলে মানুষ আছে!

রান্নাঘরের দরজায় ঘা দিল কাতিয়া। মিনিট দুই পরে একজন লোক এসে দরজা খুলল—লোকটি বেঁটে খাটো, গায়ের রং চাদরের মতো সাদা, প্রকাণ্ড উস্কো খুস্কো মাথায় গৌরবর্ণ চুল, চোখে চশমা।

"আপনাকে তো চেঁচিয়ে বল্লাম, দরজা খোলা আছে। কি চান?"

"মাফ করবেন। আচ্ছা, মারিয়া কন্দ্রাতিয়েভ্না—বৃদ্ধা মহিলা তিনি—তিনি এখানে থাকেন কি?"

"থাকেন", গম্ভীর স্বরে লোকটি জবাব দিল, মনে হ'ল যেন গণিতের কোনো সমস্যাই বুঝি সমাধান করছে। "কিন্তু তিনি মারা গেছেন . ."

"মারা গেছেন? কতদিন হ'ল?"

"বেশী দিন নয়। ঠিক তারিখটা মনে নেই....."

"আমি তাহলে কি করি এখন?" ভ্যাবাচেকা খেয়ে বলে উঠল কাতিয়া। "আমার ফ্ল্যাটে কি লোক আছে?"

"এটা আপনার ফ্ল্যাট কিনা জানিনে, তবে লোক আছে নিশ্চয়ই।"

লোকটি দরজা বন্ধ করতে যাবে, কিন্তু সুন্দরী স্ত্রীলোকের চোখে জল দেখে একটু দ্বিধায় পড়ল।

"কী বিপদ! সোজা স্টেশন থেকে আসছি আমি, এখন যাই কোথায়?

যেখান থেকে ও সেদিন আফিংটা বার করেছিল—সেটাও এখনো দেয়ালে ঝুলছে। স্বর্গতা মারিয়া কন্দ্রাতিয়েভ্না সব ঘর থেকে ভাল ভাল জিনিষগুলি এনে এই ঘরে জড়ো করেছিলেন। সোফা, আরাম কেদারা, হোয়াটনট ইত্যাদি আসবাবপত্র গায়ে গায়ে লাগালাগি ক'রে দাঁড়িয়ে আছে—সেগুলির অবস্থা একবারে জীর্ণ, ধুলো আর মাকড়সার জালের নীচে প্রায় চাপাই পড়ে গেছে।

হতাশা এসে ঘিরে ধরল কাতিয়াকে। জুলাইয়ের তাপদগ্ধ এই প্রকাণ্ড মস্কো, দুর্ভিক্ষদীর্ণ, মনুষ্য-পরিত্যক্ত –এখানে এই বন্ধ ঘরের মধ্যে অপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের ভিড়ের মাঝখানে ওকে আবার জীবন আরম্ভ করতে হবে—ওর জীবনের তৃতীয় অধ্যায়! খালি গদিটার ওপর বসে ও নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল। খুব অবসন্ন লাগছে, তার ওপর খিদেও পেয়েছে। সামনে কত সমস্যা, কত জটিলতা—মনে হ'ল ওর ক্ষুদ্র শক্তিতে কিছুতেই কুলোবে না। ভ্লাদিসিস্ল্-কোয়েতে স্কুলের পাশে ওর সাধের কুটিরখানি—ছোট্ট, বাঁকাচোরা—সে কুটিরের কথা ওর মনে পড়ল; মনে পড়ল সব্জি ক্ষেতটুকু, ওয়াট্লের বেড়ার ওধারে সেই পাহাড়ী মাঠটা .....দরজার পাশে পাতার ঝাড়ু, গলি-পথের মুখে জলের কলসী, পাতার ফাঁকে ফাঁকে সবুজ আলোর স্রোত ঘরের মধ্যে ছেলেদের খাতার ওপর এসে পড়েছে.. .আর সেই ভাবনাচিন্তাহীন হাসিখুশী ছেলের দল, ওর প্রিয়পাত্র ইভান গাভ্রিকভ..... সব মনে পড়ল. ..

চিরকাল, চিরকাল কেন থাকতে পারল না সেখানে?

কিয়েভ থেকে শুকনো পাঁউরুটি নিয়ে এসেছিল। রুটিটা ভেজানোর জন্যে জল চাই, তাই বিছানা থেকে উঠল কাতিয়া। কিন্তু নতুন জীবন আরম্ভ করার জন্যে একটা গেলাসও নেই! এবার কাতিযা চটে উঠেছে—চোখ টোখ মুছে চল্ল সেই ফ্যাকাশে-মুখ লোকটির খোঁজে।

আস্তে দরজায় ধাক্কা দিয়ে সরু গলা চড়িয়ে ডাকলঃ

"আপনাকে বারে বারে বিরক্ত করছি, কিছু মনে করবেন না....."

ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে লোকটি দরজা খুল্ল, তারপর স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল কাতিয়ার দিকে—মনে হয় যেন বেশ কষ্ট ক'রেই ওর চিন্তাশক্তিগুলোকে জড়ো করছে।

"দেখুন, আমাকে একটা গেলাস দিতে পারেন? বড্ড তেষ্টা পেয়েছে।"

"আমার নাম মাস্লভ, কমরেড মাস্লভ", সে বল্ল। "আপনার কি রকম গেলাস দরকার?"

"যা থাকে দিলেই হবে।"

"আচ্ছা দিচ্ছি।"

দরজা খুলে রেখে সে ভেতরে গেল। কাতিয়া দেখতে পেল ঃ ঘরের মধ্যে নুয়ে-পড়া শেল্ফ, তার ওপর অনেক বই, তারপর একটা হতচ্ছিরি লোহার খাট, তার ওপরও এখানে ওখানে বই পড়ে আছে, মেঝেয় একগাদা জঞ্জাল, জানলায়

থাকত; রোব্‌বার রোব্‌বার রান্নাঘর আর বাথরুমে লোকটা খুটখাট ক'রে বেড়াত —উদ্যোগটা সম্পূর্ণরূপে ওর নিজেরই অবিশ্যি। কিন্তু তারপর সে তো যুদ্ধে চলে গেল....."

"আচ্ছা, এখন আপনি যান!" দৃঢ় সুরে কাতিয়া বল্ল। "দেখি ঘরটাকে একটু ভদ্রস্থ করতে পারি কি না। ঘর সাফ করে গা ধোব, তারপর আপনার কাছে যাব। কতকগুলো ঠিকানা রয়েছে, প্রথমে সেগুলো আমাকে খুঁজে বার করতে হবে।.....মস্কোর আমি কিছুই জানিনে। আপনাকে একটু সাহায্য করতে হবে, করবেন তো?"

"করব বৈকি। আজ রোব্‌বার, সারা দিনই বাসায় আছি।"

ধীরে ধীরে দরজার হাতলটা ছেড়ে বেরিয়ে গেল মাসলভ। কাতিয়া তখন দরজায় ছিটকিনি লাগাল। মেজাজটা একটু গরম করে নিতে পারলেই হল— তারপর কাজ যা জোর কদমে চলে, মনে হয় বাড়ীতে যেন আগুন লেগেছে। ব্লাউস আর স্কার্ট যাতে ময়লা না হয় সেজন্যে ও দুটো কাতিয়া খুলে রাখল, রেখে দিয়ে নামল ধুলো-বিরোধী অভিযানে। বাক্সটাক্স সব কাপড়চোপড় আর নেকড়া-কানিতে ভর্তি, কোনো অভাব নেই। হাতড়াতে হাতড়াতে কাতিয়া তার নিজের মার্কা দেওয়া বিছানার চাদরও পেয়ে গেল ওর মধ্যে, তারপর নিজের সেমিজ, নিকার, মায় ক' জোড়া রিফু-করা মোজা পর্যন্ত। মারিয়া কন্দ্রাতি-য়েভ্‌না একটি রত্ন—কী ভাল ভাল জিনিসই না সব বাঁচিয়ে রেখেছে! বুড়ী বড্ড লোভী ছিল তা সত্যি, একটু হাত-টান দোষও ছিল.. ...তা হোক ..মরে যেন শান্তি পায় বুড়ী....

সেদিনই সন্ধ্যে বেলা মাসলভ তার পাণ্ডুলিপিটিপি কাতিয়াকে দেখিয়ে ফেল্ল; পড়েও শোনাল কিছু কিছু—ইউটোপিয়ান সোশ্যালিজ্‌মের ক্লাসিক গ্রন্থ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক গবেষণা সেগুলো। খাটের ওপর বিছানা ওল্টানো, খাটের কিনারায় বসেছে কাতিয়া। মাসলভ তাকে বল্ল ঃ

"এমনধারা সময়ে ইউটোপিস্টদের নিয়ে গবেষণা—আপনার বোধ হয় আশ্চর্য লাগছে। সর্বহারা একাধিপত্যের আমলে কাল্পনিক ইউটোপিয়া! এর ভেতর যুক্তিটা কোথায়? নিশ্চয়ই অবাক হয়ে গেছেন আপনি। বলুন, হননি?"

ঘুমের ভারে কাতিয়ার তখন চোখ খুলে রাখাই দায়—ঘাড় নেড়ে স্বীকার করল যে হ্যাঁ, আশ্চর্য হয়েছে।

"কিন্তু তবু দেখুন এর মধ্যে যুক্তি তো রয়েইছে।.....ঊনিশ শতাব্দীর মাঝের দিকে কোনো কোনো ব্যক্তি ও গ্রুপ ইউটোপিয়ান তত্ত্ব কাজে প্রয়োগ করার জন্যে যে সব চেষ্টাচরিত্র করেছিলেন, আমি তার অনুসন্ধান করছি সবিস্তারে। সামাজিক আন্দোলনের ইতিহাসে এ অধ্যায় খুবই কৌতূহলজনক।"

আপনাআপনিই মুখে একটু হাসি এসেছিল, ক্ষুদে ক্ষুদে দাঁতগুলো বার হয়ে পড়েছিল। কাতিয়া যাতে না দেখতে পায় সেজন্যে ও পাশ ফিরে দাঁড়াল।

ব্লক্-এরই কোন্ কবিতা থেকে নেমে এসেছে) ব্যস অম্নি সে মেয়ে দুটির মনে কী কাতরানি—বেসোনভের পেছন থেকে চোখ আর ফেরে না—তার আধা-মিলিটারি ঢোলা পায়জামা দেখেই হৃদয় একেবারে ছিন্নভিন্ন.....

না, ওকে চার ঘণ্টা ঘুমিয়েই চালিয়ে নিতে হবে, তারপর না হয় আশ মিটিয়ে ঘুমনো যাবে রবিবারের দিন। ওঃ আবার রেশনের লাইনও আছে। চোখ বুজে কাতিয়া এবার কাতর শব্দ করে উঠল।.....ছিপছিপে কাঁধের ওপর কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ—বাতাস এসে তাতে দোল দিয়ে যায়, কর্কশ মর্মর তোলে বুড়ো লাইমের পাতায় পাতায়।.....পত্রমর্মর কাতিয়াকে যেন ঘুম পাড়িয়ে দিল ঃ একটা দিন আর একটা রাতের ভেতর থেকে চব্বিশ ঘণ্টার বেশী সময় কি ক'রে বার করা যায় সে সমস্যা ভুলিয়ে দিল। চলে যাবে যাহোক ক'রে।.....নিজের মধ্যে যে আশ্চর্য পরিবর্তন এসেছে সেই কথাটাই ও এবার ভাবতে শুরু করল—পরিবর্তনটা দেখে দেখে ওর বিস্ময় আর আনন্দের আজকাল শেষ নেই। সেই যখন আলেক্সি ওর মাথাটা ঠেসে ধরেছিল উনুনের গায়ে, আর তার বিকৃত মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকতে থাকতে ও বলেছিল, "না"—সেই মুহূর্ত থেকেই কী যেন এক নতুন আনন্দের শান্ত, সুদৃঢ় প্রত্যাশা ওর মনের মধ্যে দানা বাঁধতে শুরু করেছে। এ আনন্দের প্রথম আস্বাদ পেয়েছিল গত বসন্তে ঃ ঘুমোবার আগে প্রতি রাত্রেই ও সারা দিনের ঘটনা খতিয়ে দেখত—কিন্তু তার মধ্যে মালিন্য পায়নি কোনোদিন, শ্বাসরোধেরও অনুভূতি জাগেনি কোনো কিছুতে। নিজেকে নিয়ে ও খুশী হতে আরম্ভ করেছিল। আর এখন, এখন যে এই এত কাজ পারবে না পারবে না বলে আতঙ্কে আর হতাশায় মরছে, সে কি শুধু আতঙ্ক আতঙ্ক খেলা নয়? সেদিন পর্যন্তও ও ছিল একটা কাদামাখা বেড়ালের বাচ্চা—দেখলে দুঃখ হয়—আর আজ হঠাৎ ওর গুরুত্ব হয়েছে কতখানি। এইটাই তো আসল কথা। ওর প্রয়োজন এখন বাস্তবে স্বীকৃত বলেই মনে হচ্ছে: ঐ যে জলপাই রংয়ের ভারিক্কি কমরেডটি, ভারি সুন্দর চোখ যাঁর, কি সম্ভ্রমের সঙ্গে তিনি ওর সঙ্গে কথা বল্লেন।..... ওকে তো এর সম্মান রাখতে হবে।.....শিক্ষা কমিসারিয়েটের ওঁরা যদি শেষকালে বলেন ঃ "আমরা ওর ওপর ভরসা করেছিলাম, কিন্তু ও আমাদের ডুবিয়ে দিল",—নাঃ সে বড় ভয়ঙ্কর।.....এখানে মস্কোতে জীবনের অর্থ অন্য রকম। স্তেপের ওপর যেভাবে আলেক্সির তিন ঘোড়ার পেছনে দাঁতে খড় কাটতে কাটতে ঢিকিয়ে ঢিকিয়ে চলত, আর নিজেকে খালি জিজ্ঞাসা করত—"ওরে বন্দিনী, রূপ নিয়ে তোর কী কাজ হল?"—শুধু তাতেই তো এখানে চলবে না।

ঘরে ফিরলে বিস্তারিত বিবরণ জানতে চাইল মাসলভ। জলপাই-রং কমরেডের সঙ্গে যা কথা হয়েছে তার সারমর্ম শুনে ম্লান হাসিতে মাসলভের ডান গালটা একেবারে রেখায় রেখায় কুঁচকে উঠল।

"তা বটে", কাতিয়ার দিক থেকে মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে সে বল্ল। "কিন্তু বুদ্ধিজীবীদের দুঃখজনক পরিণতি তো এর সামান্য অংশ মাত্র.....এমন আরও কিছু আছে যা ওর চেয়েও অনেক বেশী দুঃখের।"

পয়লা আগস্ট থেকে কাতিয়া স্কুল চালু করল। ছোট ছোট মেয়ে, খালি পা, সুতো নয়তো ন্যাকড়া দিয়ে তাদের বিনুনি বাঁধা—আর ছোট ছোট ছেলে, গায়ে ছেঁড়া শার্ট, কদম ছাঁট চুল—তারা সব অত্যন্ত শান্তভাবে এসে ভেতরে ঢোকে, তেমনি শান্তভাবে গিয়ে বসে নিজের নিজের ডেস্কে। ওদের মধ্যে অনেকে এত রোগা যে তাদের মুখগুলো যেন কাচের মতো—দেখলে মনে হয় বুড়ো মানুষ।

কাতিয়ার প্রথম দিনের সবটাই কাটল ছেলেমেয়েদের সঙ্গে জানাশোনা করতে—ডেস্কে ওদের পাশে গিয়ে বসে, প্রশ্ন করে, কথা বলার জন্যে ওদের উৎসাহ দেয়—এম্‌নি সব। ছেলেপিলেদের কৌতূহল কি করে জাগাতে হয় সে বিষয়ে আগেই ওর কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছিল। ওদের সামনে একখানা বই খুলে ধরল কাতিয়া ঃ "এই দেখ, এই একখানা বই—পাতাগুলো সব সাদা, অক্ষরগুলো কালো আর লাইনগুলো মনে হয় যেন ছাই ছাই রংয়ের। সারাদিন বসে বসে বই দেখ, তবু ও ছাড়া আর কিছু দেখতে পাবে না। কিন্তু যদি লিখতে পড়তে শেখো, একটু ইতিহাস আর ভূগোল আর অঙ্ক আর অমনি আরও সব শিখতে পার, তাহলে দেখবে বইখানা একেবারে কথা বলছে.....।"

ভ্‌লাদিমির্স্কোয়ে গ্রামের স্কুলে ছেলেমেয়েদের চোখে হঠাৎ কেমন কৌতূহল একেবারে জ্বলে উঠেছিল, পুশ্‌কিনের 'রাজা সাল্‌তান'-এর গল্প শুনে তাদের কী ভালই না লেগেছিল—সে কথা কাতিয়ার মনে পড়ল।

"প্রথমে তোমাদের অক্ষরগুলো শিখতে হবে—এ, বি, সি,. ....তারপর অক্ষরগুলো লিখতে হবে বোর্ডে। লেখা শেষ হলে তখন বানান, তারপর পড়া—গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত যত কথা সব—জোরে জোরে অবিশ্যি।... . এম্‌নি পড়, হঠাৎ একদিন দেখবে লাইন টাইন সব উড়ে গেছে—কোথায় বইয়ের লাইন, না তার বদলে দেখতে পাচ্ছ নীল সমুদ্দুর—তীরের ওপর ঢেউগুলো আছড়ে পড়ছে তার শব্দ পর্যন্ত শুনতে পাচ্ছ কানের ভেতর। তারপর সমুদ্রের ফেনার মধ্যে থেকে উঠে আসবে চল্লিশ বীর, গায়ে লোহার বর্ম, মাথায় লোহার টুপি, আর তাদের সঙ্গে আসবে ইয়া দাড়িওলা চের্নোমর....."

এখানে প্রেস্‌নিয়া স্কুলে ঐ গল্প বলতে গিয়ে কাতিয়ার মনে হল কথাগুলো যেন ছেলেপিলেদের কানেই ঢুকছে না। এখানে ক্লাসরুমের অর্ধেক জানলায় সার্সি নেই, সার্সির বদলে কাঠ মারা। দেওয়ালের চুণবালি খসে খসে ইঁট বেরিয়ে পড়েছে—এই ক্লাসরুমের মধ্যে কথাগুলো যেন শুকিয়ে ঝরে যাচ্ছে। ছোট ছোট মেয়ে—তাদের হাতগুলো এমন কাঠি কাঠি যে তোয়ালে রাখার আংটার মধ্যে অনায়াসে ঢুকে যায়—আর ছোট ছোট ছেলে—মুখময় ঘা আর কোঁচকানো দাগ—ছেলেমেয়ে সবাই চুপ করে গল্প শুনে যায়, কিন্তু তাদের মুখ দেখে কাতিয়া বোঝে যে ওরা শুধু ভদ্রতার খাতিরে সহ্য করছে।...তারা ভাবছে একদম অন্য কথা।

টিফিনের সময় সবাই স্কুলের উঠোনে নামল। কিন্তু খেলা করছে মাত্র ক'টি মেয়ে—অলস ভঙ্গিতে পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে একটা ঢিল ঠেলে ঠেলে বেড়াচ্ছে; আর ঢিমে তেতালা ঢংয়ে ঝগড়া বাধিয়েছে দুটি ছেলে। বেড়ার নীচে ডক পাতা

মেয়ে দুটির কাহিনী শুনতে শুনতে মিতিয়া পেত্রভের মুখটা একেবারে সাদা হয়ে আসে, চোখ দুটি ক্রমেই বড় হয়ে ওঠে। সে চোখে এমন কাতরতার ছাপ যে ওর পাশে বসে পড়ে মাথাটা বুকের মধ্যে চেপে ধরল কাতিয়া। কিন্তু নীরবে ও নিজেকে ছাড়িয়ে নিল—কোনো আদর, কোনো সান্ত্বনাই ওকে এখন শান্তি দিতে পারবে না।

ক'দিন ধ'রে মুষলধারে বৃষ্টি—প্রেস্‌নিয়া পল্লীতে এক হাঁটু কাদা, কালো কালো, পেছল পেছল। শহরময় ভয়ংকর ভয়ংকর গুজব ছড়িয়েছে একেবারে মড়কের মতো। ছেলেমেয়েরা স্কুলে এসেছে বটে, কিন্তু গুজব শুনে তারা খুবই আতংকগ্রস্ত—পড়ায় মন দেওয়ানো যায় না। ছোট্ট ক্লাভ্‌দিয়া, মাথায় লাল চুল, যোগ বিয়োগ অংকটংক সে কিচ্ছু করেনি—পড়ার মাঝখানে হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। টেবিলের ওপর পেন্সিল ঠক্‌ঠক্‌ করতে করতে কাতিয়া বল্ল ঃ

"ক্লাভ্‌দিয়া, স্থির হয়ে বস, বস এক্ষুনি।"

"পারছিনে দি-দি-দিমণি।"

"কেন হয়েছে কি?"

ভাঙা ভাঙা গলায় উত্তর আসে ঃ

"মা বলেন, অংক শিখে কি হবে ক্লাভ্‌দিয়া, তুই তো কখনো..."

"বাজে কথা, তোমার মা কখনো তা বলেননি।"

"মা বলেছেন ঃ ধুলো থেকে এসেছিস, তোরা ধুলোতেই যাবি আবার।.. অফিসাররা এসে আমাদের সব্বাইকে ঘোড়ার নীচে পিষে দেবে..."

সন্ধ্যেবেলা কাতিয়া চল্ল বর্ণপরিচয় সমিতিতে। জল থেকে পা বাঁচাবার জন্যে বেড়ার কিনারা ঘেঁষে হাঁটে। রাস্তার বাঁকে পৌঁছলেই কিন্তু হতাশ হয়ে থেমে পড়তে হয়, ভাবে এই রাস্তা কি আর পার হওয়া যাবে? চেস্‌নোকভ নামে এক শ্রমিকের বাসায় (চেস্‌নোকভ সম্প্রতি কমিসার হয়ে যুদ্ধে গেছেন) ক্লাস, কিন্তু যে-মেয়েদের ও পড়াচ্ছিল তাদের একজনও আসেনি সেদিন। চেস্‌নোকভের বিয়ে হয়েছে মাত্র ছ' মাস আগে। তার স্ত্রী এখন গর্ভবতী, তার ওপর ভয়ংকর রোগা, মুখময় গোল গোল হলদে দাগ। চেস্‌নোকভের স্ত্রী কাতিয়াকে বল্ল ঃ

"দিন কতক আর আসবেন না। কিছু সময় সবুর করে থাকুন, আমাদের এখন অন্য অনেক ভাবনা-চিন্তা।...আপনার পক্ষেও এই ভাল।"

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে স্বামী চিঠি লিখেছে, কাতিয়াকে দেখাল ঃ "লিউবা, তুলা শহর যদি ওরা দখল করে তাহলে তোমরা প্রস্তুত থেকো। মস্কো আমরা ছাড়ব না, যতক্ষণ একটা মানুষেরও প্রাণ থাকে ততক্ষণ লড়ব।...এ চিঠি খুব তাড়াতাড়ি লিখলাম—একজন মস্কো যাচ্ছে, তার হাতে দিয়ে দিচ্ছি।...আমার এখানকার এক মহযোদ্ধা, নাম রশচিন, তিনি তোমার সংগে দেখা করতে যাবেন বোধ হয়। তাঁকে বিশ্বাস করতে পার। তাঁর কাছেই সব খবর পাবে। তিনি যা বলবেন, আমাদের কমরেডদের যদি তা শোনাতে পার তো খুব ভাল হয়...ও'র কোনো কিছু দরকার

তখন শীতের আমেজ—প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লাইম গাছের রিক্ত শাখাপ্রশাখায় সে হাওয়া হা হা ক'রে ফিরছে; আর গাছের নীচে গোষ্পদের তুষার আস্তরণ গুঁড়িয়ে গুঁড়িয়ে চলছে সশস্ত্র শ্রমিকের দল। সশস্ত্র দলের পর এক সার মালটানা গাড়ী। তারপর আবার দলে দলে মানুষ, ঘনসন্নিবিষ্ট হয়ে ধীরে ধীরে চলেছে মন্ত্রমুগ্ধের মতো। এখানে ওখানে কর্কশ, বেসুরো গলার গান শোনা যায়—'ইণ্টারন্যাশনাল' গাইছে। লাল শালুর টুকরো উঁচুতে তুলে ধরা, তাতে আঁকাবাঁকা হরফে তাড়াতাড়ি ক'রে লিখে এনেছেঃ "দেনিকিনের হোয়াইট দলের সঙ্গে লড়তে হবে, সবাই চলো!" "বিশ্বব্যাপী সর্বহারা বিপ্লব জিন্দাবাদ," "দুনিয়ার বুর্জোয়া শ্রেণী ধ্বংস হোক!" নতুন নতুন দল বেরিয়ে আসে শীতার্ত প্রভাতী কুয়াশার ভেতর থেকে, মার্চ করে চ'লে যায়। গালে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি—রোগা, অস্থিচর্মসার, কালো-কালো মুখগুলি, ঠোঁটে ঠোঁট চেপে পা ফেলছে—সেদিকে চেয়ে কাতিয়ার মনে হল, ওদের সবাইয়ের মুখে চোখে যেন একই অভিব্যক্তি—চাপা যন্ত্রণা, সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা, আর অলঙ্ঘ্য ইচ্ছাশক্তি যেন ফুটে বেরুচ্ছে।.....

স্কুলে পৌঁছতেই ছেলেপিলেরা এসে খবরটা জানালঃ কাল প্রেসনিয়া এলাকায় লেনিন এসেছিলেন—ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানায়—'পার্টি হপ্তা' এবার শুরু হলঃ.....

ভরোনেঝের কাছে শ্‌কুরো-র কুবান কোর এসে মামন্তভের সঙ্গে যোগ দিল। বুদিওনির দু' ডিভিশনের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় মামন্তভের হাতে এখন ছ' ডিভিশন অশ্বারোহী সৈন্য। ওখানেই থেমে পড়ে তিনি এবার বসে রইলেন বুদিওনির অপেক্ষায়। মামন্তভ বেশ হুঁশিয়ার লোক—কিছু সৈন্য পাঠিয়ে দিলেন ভরোনেঝ-রক্ষকদের শক্তি বাড়াবার জন্যে। দুটো কোর ভেঙে তৈরি করা হল তিনটে কলমে। লাল অশ্বারোহী বাহিনীকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে একেবারে সাবাড় ক'রে দিতে হবে, সেই রকম একটা যুদ্ধক্ষেত্রও ঠিক করে রাখা হল। জায়গাটা একটা প্রকাণ্ড মাঠ, মাঠের শেষে রেল লাইন। রেল লাইনে একটা সাঁজোয়া গাড়ী ঘোরাফেরা করছে. দেখলে মনে হয় যেন ইস্পাতের কচ্ছপের গায়ে ছ' ইঞ্চি কামান চড়ানো হয়েছে।

সাহসী হলেও বুদিওনি কিন্তু বেশ সাবধান। মামন্তভের উদ্যোগ-আয়োজন. প্যাঁচ-পাঁয়তারা এসবের বেশ বিস্তারিত বিবরণ তিনি আনিয়ে নিয়েছেন।..... শাল বা রুমালের তলায় তাড়াতাড়ি লেখা চিঠিটা লুকিয়ে নিয়ে কোনো বাচ্চা মেয়েই হয়তো হোয়াইটদের পাহারা পার হয়ে যায়—নোংরা, পুঁচকে ছুঁড়ি দেখে কারই বা লোভ হবে; কিংবা ঝুড়ি-হাতে জঞ্জাল-কুড়োনো বুড়িটুড়ি কেউ হয়তো—বুড়ি দেখলে কোনো কসাকই আর ছোঁবে না, ঘেন্নায় মুখ ফিরিয়ে নেবে; এরাই সব খবর নিয়ে আসে, বুদিওনির চরদের সঙ্গে দেখা ক'রে সে খবর চালান করে দেয়।

লাতুগিন। তলোয়ারের ডগাটা মাটিতে পুঁতে হাতলের ওপর হাত দুটো জোড় ক'রে ও বলে চল্লঃ "গতবার শরৎকালে—লেংকা তখনও উক্রাইন ব্রিগেডে—দুজন কমরেডকে নিয়ে ও গেল স্কাউটিং করতে। দিব্যি নিরুদ্বেগ মনে ঘোড়া হাঁকিয়ে চলেছে, এমন সময় দেখে সামনে জার্মান সৈন্য—একেবারে একটা গোটা ব্যাটালিয়ান। জায়গাটা নিরিবিলি, ওখানে ঘাঁটি গেড়ে তারা সুপ বানাচ্ছিল....."

"মিথ্যে কথা", বলে আপত্তি তুল্ল শ্রোতাদের একজন। "জার্মানরা কখনো নিরিবিলি জায়গায় সুপ বানায় না।"

এমনভবে ওর দিকে চাইল লাতুগিন, যেন ভস্ম ক'রে ফেলবেঃ

"তারা সুপ বানাচ্ছিল কেন তাও বুঝিয়ে দিতে হবে? বেশ শোনো।..... জার্মানরা তখন বাড়ী যাচ্ছে—ওদের নিজের দেশে বিপ্লব শুরু হবার পরের ঘটনা এটা। .. ...আশেপাশে উক্রাইনের যত গ্রাম সব তখন বিদ্রোহী, চারদিকে তারা মেশিনগান খাড়া করে রেখেছে। জার্মানরা তাহলে যায় কোথায়? তার ওপর তাদের ক্ষিদেও লেগেছে। .....বুঝলে এবার? জার্মানগুলো উঠে দাঁড়াবার আগেই লেংকা করল কি, থলি থেকে বেশ ফর্সা এক টুকরো সাদা পট্টি বার ক'রে সেটাকে লটকে দিল তলোয়ারের ডগায়, তারপর নির্ভয়ে ওদের সামনে গিয়ে হাজির হ'ল। 'তোমরা আত্মসমর্পণ কর', বল্ল লেংকা, 'প্রকাণ্ড অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে আমরা তোমাদের ঘিরে ফেলেছি। তলোয়ারও লাগবে না, স্রেফ্ ঘোড়ার পায়ের তলেই তোমাদের পিষে মেরে ফেলতে পারব, ...।' একজন দোভাষী পাওয়া গেল, সে-ই কথাগুলো তর্জমা করে দিল। জার্মান ব্যাটালিয়নের কমাণ্ডার ছিল কর্পোরাল, বেশ গাঁট্টাগোট্টা জোয়ান, সে লেংকাকে জবাব দিল, 'আপনার কথা সত্য কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ হচ্ছে।' তাকে জবাব দিল লেংকাঃ 'সন্দেহ করা কিছু অন্যায় নয়। আচ্ছা বেশ, ঘোড়ায় চড়ে আমাদের হেড-কোয়ার্টারে চল—আত্ম-সমর্পণের বেশ ভাল শর্তই দেবে সেখানে.....।' জার্মানরা নিজেদের মধ্যে খুব খানিকক্ষণ পরামর্শ করল, তারপর ওদের কমাণ্ডার বল্লঃ "গুট মর্গেন। ঠিক আছে, আমরা তোমাদের সঙ্গে যাচ্ছি, কিন্তু তোমাদের এক-একজনের পিছনে আমাদের তিন তিন জন—রাস্তায় যদি কিছু চালাকি খেলতে যাও তাহলে একেবারে শেষ করে দেব।' 'রাজি,' বল্ল লেংকা। 'তবে চালাকি-টালাকির ভয় কোরো না -আমরা বিপ্লবের সৈনিক, বুঝেছ.. ..।' বেশ, ওরা তো চল্ল। হেডকোয়ার্টারে পেঁছবামাত্র শর্তটর্ত নিয়ে কথাবার্তা আরম্ভ হল। জার্মানরা বলে রেললাইন পর্যন্ত ওদের পথ দিতে হবে, আর পঁচিশ পুদ যাজরাও দিতে হবে। ওদিকে আমরা বলি—তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র আর কামান দুটো রেখে যাও। ওরাও নাছোড়বান্দা, আমরাও নাছোড়বান্দা। এদিকে লেংকা তো খালি ঘুরঘুর করছে। শেষকালে ব্রিগেড কমাণ্ডারকে বলেই ফেল্ল, 'কমরেড, ওদের পেটে কিছু নেই, সেইজন্যই এমন গোঁ ধরেছে। আমি ওদের বলেকয়ে পথে আনছি, আপনি এখন ওদের জন্যে বেশ কিছু ভাল শুয়োরের চর্বি আর সাদা ময়দার রুটির ব্যবস্থা করুন দেখি।' বেটা মহা-ধড়িবাজ, মদের কথা কিচ্ছু বলেনি—কিন্তু

সাপ্লাই ম্যানেজার ছিল ওর দোস্ত, তাকে তুতিয়েপাতিয়ে কোয়ার্টখানেক ঠিক আদায় করল। তারপর জার্মানদের সঙ্গে ঘরের মধ্যে বসে রুটি আর চর্বি স্লাইস করে দিল লেংকা, ভদকা ঢেলে দিল মগের ভেতর, সঙ্গে সঙ্গে চালাল আলাপ—উক্রেইনের লোকেরা কেমন দিব্যি খায় দায়, কেমন খাসা মানুষ তারা সব, এমনি পাঁচ কথা। জার্মানদেরও সাবাস দিল—ওরা কাইজারের গণেশ উল্টে দিয়েছে কিনা। এবার কিন্তু দোভাষী টোভাষী নেই, তবু জার্মানদের আর বুঝতে কোন কষ্ট হয় না। লেংকা ওদের পিঠ চাপড়ায়, কানের কাছে দু হাত রেখে মুখে চুমু দেয়—একেবারে গলায় গলায় ভাব। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল সব গড়াগড়ি যাচ্ছে, বসে আছে শুধু দু'জন—লেংকা আর ঐ জার্মান কর্পোরাল। লেংকার চেষ্টার কোনো ত্রুটি নেই, কিন্তু জার্মানটা খালি হাসে আর বক দেখায়। .....চীফ অফ স্টাফের কাছ থেকে লোক এসে শুধোল—অবস্থা কি? 'অবস্থা খারাপ', লেংকা বল্ল, 'জার্মান কমাণ্ডার আমাদের প্রচারে সাড়া দিচ্ছে না, আরও এক কোয়ার্ট চাই।' তারপর দ্বিতীয় কোয়ার্টও যখন শেষ, ব্যস, তখন বসে থাকার মধ্যে শুধু লেংকা। রাত্তিরটা জার্মানরা ওখানেই কাটাল। সকালবেলা জার্মান কর্পোরাল তার সঙ্গীদের জামিন হিসেবে রেখে দিয়ে (অত মদ টানার পর ওরা এমনিতেও ঘোড়ায় চড়তে পারত না) ঘোড়ায় চড়ে চলে গেল—সঙ্গে লেংকা। তারপর সন্ধ্যেবেলা গোটা ব্যাটালিয়ন নিয়েই ফিরে এল—চার চারশো ফৌজ—তাদের মাথার ওপর লাল ঝাণ্ডা। লেংকার প্রচারে ওদের মন একেবারে বদলে গেছে. ....''

গবুশিনের ব্রদি যুদ্ধের কাহিনীর চেয়ে লাতুগিনের গল্প অনেক ভাল; গল্প শেষ হতেই লোকে হেসে একেবারে কুটোপাটি—কেউ বত্রিশ পাটি দাঁত বার করে ঘোঁত ঘোঁত করছে, কেউ চোখ মুছছে, কেউ বা হাত নাড়াতে নাড়াতে অসহায়ভাবে শুধু গোঁ গোঁ করছে—এমন সময় রশ্চিন এসে হাজির। আগুনের ধারে লাতুগিনের কানের কাছে ঝুঁকে পড়ে সে বল্লঃ

"গাগিন আর জাদুইভিতেরকে নিয়ে তাঁবুতে এস।"

সকালবেলার সাদা কুয়াশা প্রান্তরের ওপর নিচু হয়ে জমে আছে। তার ভেতর দিয়ে দ্রুতবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে পাঁচজন অশ্বারোহী। কেশর-ছাঁটা একটা গেরুয়া রংয়ের মাদী ঘোড়ার পিঠের ওপর দুমড়ে বসেছে রশচিন। তার আধ-ঘোড়া আগে কালো ঘোড়ায় চড়ে বেঁটেখাটো দুন্দিচ—লোকটি সার্ব, বুদিওনি স্কোয়াড্রনের অন্যতম কমাণ্ডার। ওদের পেছনে ঘোড়া হাঁকাতে হাঁকাতে আসছে লাতুগিন, গাগিন আর জাদুইভিতের। রশ্চিন আর দুন্দিচের গায়ে অফিসারের গ্রেটকোট—হাল্কা রং, সোনালি কাঁধপটি। অন্য তিনজনের মাথায় ফিতে-আঁটা টুপি, গায়ে শীপস্কিনের কুর্তা, তাতে সার্জেণ্টের কাঁধপটি।

জীবনের অবিচল গতিপথে দুন্দিচ এক নতুন স্বদেশ খুঁজে পেয়েছে। ওর প্রকৃতি সাদাসিধে, উৎসাহপরায়ণ, ভয়লেশহীনঃ সেই প্রকৃতির সমস্ত আবেগ দিয়ে ও এই সীমাহীন রুশিয়াকে ভালবেসেছে, তার সীমাহীন বিপ্লবকেও ভালবেসেছে।

গেছে। সিগ্রেট-টিগ্রেট ছুঁড়ে ফেলে, লম্বা গ্রেটকোটের কিনারার সঙ্গে জড়িয়ে-মড়িয়ে ক্যাডেটরা একেবারে এক ছুটে তাদের পরিখার ভেতর। পরিখা থেকে দুটো মেশিনগান মুখ বার করল—সে দুটোর লক্ষ্য ঘোড়সওয়ারদের দিকে। সেতুমুখে পরিখার কমান্ডার একজন চেঙ্গাগোছের অফিসার, গোঁফওলা ঢিলেঢালা চেহারা, উদ্ধত সুরে টেনে টেনে সে বল্ল (এই ঔদ্ধত্যের সুর এত পরিচিত যে বিরক্তিতে মুখ বিকৃত করে উঠল রশচিন):

"এই, পুলের ওপরের তোমরা, ঘোড়া থেকে নেমে পাসটাস বার কর।..... দুই পর্যন্ত গোণার পর আমি গুলি চালাব।....."

মুখের এক কোণা থেকে দুন্দিচ বল্ল রশচিনকে:

"উপায় নেই, আক্রমণ করতেই হবে।"

বলে তলোয়ারে হাত দিতে যাচ্ছে, ঝট করে থামিয়ে দিল রশচিন।

"তেপ্‌লভ!" চেঙ্গা অফিসারকে সম্বোধন করে রশচিন ডাকল। "তোমার মেশিনগানে আর কাজ নেই। আর কেউ নয়, আমি—ভাদিম রশচিন.....।"

ধীরে-সুস্থে মাটিতে নেমে ঘোড়ার লাগাম ধরে ও এগিয়ে চল্ল পুল বরাবর। রশচিনের রেজিমেণ্টে এককালে যে ভাস্‌কা তেপ্‌লভ ছিল, অফিসারটা সেই তেপলভ। লোকটার হামবড়াইয়ের বাই আছে, তার ওপর আহাম্মক আর মাতাল; কুৎসিত ইঙ্গিত করার জন্যে রশচিন ওকে একবার মারতেই উঠেছিল। চলন্ত রশচিনের দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে চাইতে চাইতে তেপলভ তার পিস্তলটা আবার আস্তে আস্তে খাপে ভরল।

"কি হে, চিনতে পারছ না?.....না কি নেশাটেশা করে এসেছ? গুড মর্নিং, গুড মর্নিং দোস্ত!" বলে করমর্দন করল রশচিন, দস্তানা না খুলেই। "তা এখানে তুমি কি করছ? ভুঁড়িদাস ভাল্লুকদের ব্রিগেড নিয়ে কি করবে হাঁদারাম? এদ্দিনে তোমার একটা রেজিমেণ্টের কম্যান্ড পাওয়া উচিত ছিল।.. ...কি, আবার নামিয়ে দিয়েছে নাকি? মাতলামির জন্যে নিশ্চয়!"

"অবাক কাণ্ড, ভাদিম রশচিনই তো বটে!" তেপ্‌লভ বল্ল। স্বরটা আধো আধো, কারণ ওর গোঁফের নীচে যেখানে সামনের দাঁত থাকার কথা, সেখানে দাঁত নেই, আছে শুধু একটা কালো ফুটো। চোখের নীচে নীল নীল গর্ত—কথা বলার সময় সেগুলো কাঁপে। "তুমি আসছ কোথা থেকে? আমরা তো ভেবেছিলাম তুমি বুঝি ফৌজ ছেড়েই পালিয়েছ....."

"ধন্যবাদ!" বলে চোখ গরম ক'রে এমন কঠোর দৃষ্টি হানল রশচিন যে তেপ্‌লভ স্থির করে ফেল্ল, পালানোর কথা না তোলাই ভাল। "আমার সম্বন্ধে তোমার ধারণা খুব উঁচু তো!.....এতদিন ওদেসা ছিলাম, গ্রিশিন-আল্‌মাজভের স্টাফে।.....এখন একান্ন নম্বর রিজার্ভ রেজিমেণ্টে চীফ অফ স্টাফ। তাহলেও কাগজপত্র তো তোমার দেখতেই হবে, হবে না?" চ্যালেঞ্জের সুরে রশচিন ফের বল্ল। তারপর পাশ ফিরে ডাক দিল: "চলে এসো দুন্দিচ, ঘোড়ায় চড়েই চলে এসো.....।"

পড়েছেন বটে, কিন্তু তাতেই আমাদের এঁরা একেবারে কাপড়েচোপড়ে।..... আগে কিন্তু এরকম হত না।.....তুষার অভিযানের কথা মনে আছে তো ভাদিম? কিন্তু আজকাল যেখানেই যাও শুনতে পাবে, 'আমাদের মনের জোর চলে গেছে।' হ্যাঁ, কিছু গেছে সত্যি, আগের জিওট আর নেই।.....তা ছাড়া মুঝিকগুলোও একেবারে পাজির পাঝাড়া, কী করে তাকায়!.....জেনারেল কুতেপভের কথাই ঠিক—কমাণ্ডার-ইন-চীফকে তিনি সাফ বলে দিয়েছিলেনঃ 'মস্কো দখল করতে পারা যায়, কিন্তু একটি শর্ত—চাষীদের ভূমি সংস্কার দিতে হবে, আর ফাঁসি দিতে হবে.....।' একটি টেলিগ্রাফ পোস্টও যেন খালি না থাকে.....গাঁ-কে গাঁ লটকে দিতে হবে একসঙ্গে—সেই পুগাচেভ-এর আমলের মতো।.....যাকগে এসব কথা, বিরক্তি ধরে যায়। দুটি বোনের ঠিকানা আছে আমার কাছে—খাসা মেয়ে, কিছুতেই আর না করতে পারে না—তার ওপর গীটার বাজায়, মজলিসী গান গায়—দেখলে একেবারে পাগল হয়ে যাবে! আচ্ছা সোজা ওদের ওখানে গেলে হয় না?"

মনে হল তেপলভকে যেন সবাই চেনে—দু চারজন টহলদার যাদের সঙ্গে দেখা হল, তারা শুধু সেলাম দিল, দুন্দিচ বা রশচিনের দিকে একবার চাইলও না। বড় রাস্তার ওপর একটা হোটেল, তার লোহার দেউড়ির ধারে এসে তেপলভ নেমে পড়ল। পা ছড়াতে ছড়াতে সলজ্জভাবে বল্লঃ

"আমি আর বেশী নজরে পড়তে চাইনে, আপনাদের জন্যে এখানেই অপেক্ষা করছি।.....সদর দপ্তর তেতলায়।.....বেশী দেরী করবেন না যেন....."

গোঁফওলা একজন কুবান কসাক—মুখময় বসন্তর দাগ—সে ছিল দরজার পাহারায়। চড়া সুরে তাকে ডেকে তেপলভ বল্লঃ "এই হাঁদারাম, এঁদের ভেতরে যেতে দাও!"

লোহার সিঁড়ি বেয়ে দুন্দিচ আর রশচিন ওপরে উঠে গেল। বুদিওনির খামে ঠিকানা লেখা ছিলঃ "মেজর জেনারেল শ্‌কুরো, ব্যক্তিগত এবং গোপনীয়।" শ্‌কুরোর কোনো এডজুটেণ্ট মারফৎ চিঠিটা পাঠাবে এই ওদের ইচ্ছা। হোটেলের রেস্তোঁরা ঘরে অফিস, ঘরের জানলাগুলো নোংরা, শার্সিটার্সি সব ভেঙ্গে গেছে। দুন্দিচ আর রশচিন অফিসের ভেতরে ঢুকেছে, তখনি আর একটি দরজা দিয়ে দুজন লোক ভেতরে এলেন—ওদের আগে। একজন বেশ লম্বা গোছের, শরীরের ওপরের অংশ বেশ মোটাসোটা, মুখে প্রচুর গোঁফ ও জুলফি—তবে এক ধরনের অমার্জিত সৌন্দর্যও আছে সে-মুখে। তাঁর বগলের তলায় লাঠি—তাইতে ভর দিয়ে দিয়ে হাঁটছেন, পাতলা গ্রেটকোটের কাপড়টা কুঁচকে কুঁচকে উঠছে। ইনি মামন্তভ—রশচিন চিনতে পারল। অপর জনের গায়ে বাদামী রংয়ের সিরকাসিয়ান কুর্তা। তাঁর ফোলা ফোলা মুখ, উঁচু গালের হাড়, বড় বড় নাকের ফুটো, ওপর দিকে বাঁকানো নাক—চেহারার মধ্যে বেশ একটা পার্শবিক ভাব। ইনিই শ্‌কুরো। ওঁরা ঘরের মধ্যে ঢুকে একটা টেবিলের সামনে দাঁড়ালেন। অতিরিক্ত রকম ঢোলা ব্রীচেস পরা একজন ছোকরা স্টাফ অফিসার টেবিলে বসে সুন্দরী গৌরী

থেকে টেনে বার করে নিল রিভলভারটা। সঙ্গে সঙ্গে ওকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিল ঘোড়া থেকে।

"শ্যাম্পেনের খরচ আমার," বলে হাঁকল দুন্দিচ—দু সারি দাঁত ঝকঝক ক'রে উঠল হাসিতে।

দুন্দিচ, রশচিন, আর তিনজন সিপাহী—পাঁচজনেই এখন বাড়ীঘর, বেড়াটেড়া সব পার হয়ে আঁকাবাঁকা গলিপথ ধ'রে একেবারে উড়ে চলেছে—বুড়ো বুড়ো লাইম গাছের শুকনো ডালে ওদের টুপিগুলো আটকে যাচ্ছে, তবু পরোয়া নেই। গুলীর শব্দ আসছে ওদের পেছন থেকে। গতিবেগ একটুও না কমিয়ে ওরা মাঠ পার হল, তারপর পুলের কাছে এসে দুলকি চাল ধরল। যখন পুলের মুখে পৌঁছেছে তখন একেবারে হাঁটা-কদম। ঘোড়ার ঘাড় থেকে বাষ্প উঠছে, ঘাড়টা চাপড়াতে চাপড়াতে দুন্দিচ ডাকল:

"সার্জেণ্ট গ্ভজদেভ!"

সার্জেণ্ট তার সিগ্রেটটা তাড়াতাড়ি আস্তিনের মধ্যে লুকিয়ে বাইরে এল। দুন্দিচ তাকে বল্ল: "কাপ্তেন তেপলভ আমাকে খবর দিয়ে যেতে বলেছেন যে, তিনি আধ ঘণ্টার ভেতর এখানে ফিরবেন। আমরা আবার ২৪ তারিখ সকাল বেলা আসছি—দেখবেন তখন যেন আর মেশিনগান-টান ওঁচাবেন না।....."

"আচ্ছা স্যার!"

.....পুলটা তখন ওদের অনেক পেছনে—ঘোড়াগুলোর গা-ময় সাদা ফেনা, চলতে হোঁচট খাচ্ছে। সন্ধ্যার অন্ধকারের সুযোগে ঘোড়াগুলোকে একটু বিশ্রাম দিতে দিতে দুন্দিচ রশচিনকে সম্বোধন করল:

"আমি খুব লজ্জিত; আপনার কাছে, কমরেডদের কাছে, সবাইয়ের কাছে মাফ চাইছি। বাহাদুরী দেখানোর জন্য আমি নিজেই নিজেকে কতবার তিরস্কার করেছি।.....বিপদ দেখলে যেন নেশা ধ'রে যায়, বুদ্ধিটুদ্ধি সব চোখা হয়ে ওঠে। নিজেকে তখন এত ভাল লাগে যে উদ্দেশ্যের কথা আর মনে থাকে না—দায়িত্বের ধারণাই যেন উপে যায়।...পরে অনুশোচনা করি.....প্রত্যেকবার করি।... যদি এখন ঘোড়া থেকে নেমে আমাকেও ঠ্যাং ধ'রে টেনে নামান, বেশ ক'রে উত্তমমধ্যম লাগান, তাতে আমি কিচ্ছু মনে করব না, বরং শান্তিই পাব..."

ঘাড়টা হেলিয়ে প্রাণ খুলে হাসল রশচিন—সারা দিনের মানসিক টানাটানির শেষে ওরও একটু ঢিলা দেওয়া দরকার।

"উত্তমমধ্যমই দেওয়া উচিত আপনাকে—বিশেষ ক'রে দরজার কাছে সেই সিগ্রেটের জন্যে।....."

বুদিওনির চালাকিটা ঠিক খেটে গেছে। অবিশ্বাস্য স্পর্ধার সঙ্গে চিঠিটা একেবারে হাতে দিয়ে গেল! চিঠি পড়ে মামন্তভ আর শ্কুরোর দুজনেরই সে কী রাগ! এ রকম ভাবে চিঠি লেখা, কবে কখন ভরনেঝ দখল করবে তা স্থির করে দেওয়া—এ তো বড় সামান্য ভরসার কথা নয়। বোঝা যাচ্ছে যে, বুদিওনির

তাহলে যথেষ্ট ভরসা আছে। ব্যাপার দেখে দুই জেনারেলের কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান লোপ পেয়ে গেল।

দন আর কুবান বাহিনী তিনটি কলামে বিভক্ত হয়ে বুদিওনিকে ঘিরে ফেলতে চাইছে। বুদিওনি স্থির করেছেন যে তাঁর সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত ক'রে ওদের তিনটি কলামকেই পরপর প্রতি-আক্রমণ করবেন।

হোয়াইট অশ্বারোহী বাহিনীকে পরাস্ত করার জন্যে এরই ভিত্তিতে তিনি রণ-পরিকল্পনা রচনা করলেন। শত্রু কলামগুলি আক্রমণে দেরী করছে, গতি-বিধি পর্যবেক্ষণের মধ্যেই ওদের প্রচেষ্টা তখনো সীমাবদ্ধ। এবার যে ওরা আক্রমণে ধেয়ে আসবে, সে বিষয়ে বুদিওনির কোনো সন্দেহ নেই।

১৮ই অক্টোবর রাত্রিবেলা রেড টহলদারেরা রিপোর্ট দিল যে, শত্রু-শিবিরে গতিচাঞ্চল্য দেখা যাচ্ছে। রক্তাক্ত যুদ্ধের সময় তাহলে এসেছে। ডিভিশনাল কমাণ্ডারদের সঙ্গে নিয়ে ম্যাপের পাশে বসেছিলেন বুদিওনি, বল্লেনঃ "কপাল ভাল!" সমস্ত ডিভিশন, রেজিমেণ্ট, স্কোয়াড্রন—সবাইকে আদেশ জানালেনঃ

"সওয়ার হো যাও!"

সর্বত্র টেলিফোন বাজছেঃ অন্ধকার কুটিরের ভেতর, পরিখা আর প্রান্তরের মাঝখানে—কোথাও ঘাসের গোলার মধ্যে, কোথাও বা ডালপালা, ঘাসপাতার আড়ালে। যে খবরের জন্যে সকলে প্রতি মুহূর্ত অপেক্ষা করে ছিল, টেলিফোন রিসিভার মারফত সে খবর পেঁছাল সিগন্যালওয়ালাদের কাছে। ঘোড়ার পিঠে ঝাঁপিয়ে পড়ল আর্দালির দল, ঘোড়া ছোটাতে ছোটাতেই রেকাব টেকাব গুছিয়ে নিয়ে অন্ধকারের মধ্যে হাওয়ার বেগে উড়ে চল্ল। নিবাত নিষ্কম্প রাত্রি—অন্ধকার যেন শত্রু-কবরের মতো মুখব্যাদান করে আছে। সওয়ারেরা সকলে উর্দি পরেই ঘুমিয়েছিল, ঘুম ভাঙল একটানা, লম্বা হাঁক শুনে! "সওয়ার হো যাও!" ঘুম-টুম ঝেড়ে ফেলে তারা ছুটলো ঘোড়ার লাইনে। জিন চড়িয়ে এমন কষে পেটি বাঁধল যে ঘোড়াগুলো কেঁপেই উঠল থর থর ক'রে।

অন্ধকারের মধ্যে এক লাইন থেকে আর এক লাইনে হুকুমের হাঁক ছড়িয়ে পড়ে, সেই শব্দ অনুসরণ ক'রে ক'রে স্কোয়াড্রনগুলো মাঠের মধ্যে জমা হল। যুদ্ধের কায়দায় সার বেঁধে তারা অনেকক্ষণ অপেক্ষা ক'রে রইল—ভোরের আলো কখন ফোটে আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে তাই দেখছে। ঘোড়াগুলোর নিঃশ্বাসে তখনো ঘুমের আমেজ। সৈন্যদের গায়ে তুলো-ভরা জ্যাকেট, শীপ-স্কিন কোট, আর পাতলা গ্রেটকোট—সে সব ভেদ ক'রে কনকনে হাওয়া ঢুকছে। কারও মুখে কোনো শব্দ নেই। সিগ্রেটও জ্বালায় না কেউ।

তারপর দূর থেকে প্রথম গোলাগুলির শব্দ উঠল—গুড়গুড় গুড়গুড়। কমিসারদের হাঁক শোনা গেলঃ "কমরেড্স! সেমিয়ন মিখাইলোভিচ বুদিওনি তোমাদের আদেশ দিয়েছেন, শত্রুকে ধ্বংস করতে হবে। [illegible] ভাড়াটেরা আজ মস্কো পেঁছবার চেষ্টা করছে—ওদের নিকাশ কর! বিপ্লবী হাতিয়ারের মুখ উজ্জ্বল কর!"

ভেতর দিয়ে সামনে দেখবার চেষ্টা করছে। সামনে লাইনের ওপর নিশান নাড়তে নাড়তে মাঝে মাঝে এক এক জন সিগন্যালম্যান এসে দাঁড়ায়—ট্রেনটাও একটুখানি থেমে খবর জেনে নেয়। ওরা এইভাবেই খবর পেল যে, দ্বিতীয় কলামটার সংগীন অবস্থা, বুদিওনি সৈন্যদের ঠেলায় তারা রেল লাইন পর্যন্ত হটে এসেছে।

সাঁজোয়া গাড়ীতে স্পীড দিল। আকাশ বিদীর্ণ ক'রে কর্কশ হুইসিলটা অনবরত বাজছে—মামন্তভের সৈন্যদের কাছে আশ্বাস পাঠাচ্ছে যে, সাহায্য পৌঁছাতে আর দেরি নেই।

বুরুজের ফুটোয় চোখ লাগিয়ে বাইরে চাইতে চাইতে গোলন্দাজেরা দেখল, অস্পষ্ট আকৃতির কী একটা জিনিস যেন কুয়াশার ভেতর থেকে লাইনের ওপর দিয়ে ছুটে আসছে—সোজা সাঁজোয়া গাড়ী লক্ষ্য ক'রে। গাড়ীর স্পীড কমিয়ে ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষল ড্রাইভার, তারপর গাড়ী পেছন দিকে চালাল। ছায়ামূর্তিটা দেখতে দেখতে বড় হয়ে উঠছে—গোলন্দাজেরা তার ওপর কামান দাগতে শুরু করল। কিন্তু তখন আর কিছু হবার নয়। মালগাড়ীর একটা প্রকাণ্ড ইঞ্জিন, ভেতরে লোকজন কেউ নেই, সেটা একেবারে পুরো দমে ছুটে এসে ধাক্কা লাগাল সাঁজোয়া ট্রেনের সঙ্গে। মাল-ইঞ্জিনের সুমুখের অংশ আর তার দু' পাশ ডিনামাইট ঠাসা—প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ডিনামাইট ফেটে উঠল, সাঁজোয়া ট্রেনের সামনের কামরাতে কামানের গোলাগুলোও ফেটে উঠল তৎক্ষণাৎ। কামরার সুমুখের দিকটা উঁচু হয়ে উঠল আকাশে—মাটি, বালি, ধোঁয়া আর বাষ্প মিলে মিশে সে এক মহা আবর্ত। তারপর ওলটপালট খেয়ে কামরাটা বাঁধের নীচের দিকে গড়িয়ে চল্ল, অজেয় লৌহ-কচ্ছপের সবখানিকেই টেনে নিয়ে চল্ল সঙ্গে সঙ্গে।

মামন্তভেব দ্বিতীয় কলাম পালাল ভরোনেঝের দিকে। এ তো যুদ্ধ নয়, একেবারে অভূতপূর্ব হত্যাকাণ্ড। যুদ্ধ না করেই মামন্তভের তৃতীয় কলামও ভরোনেঝের দিকে সরে পড়ছিল, কিন্তু হত্যাকাণ্ডের চতুর্থ দিনে তাকে বাধ্য হয়ে যুদ্ধে নামতে হল। সে যুদ্ধের শেষে তৃতীয় কলাম একবারে বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত, চারপাশে মাঠ আর টিলার ওপর মাইলের পর মাইল জুড়ে খালি নিহত কসাকের মৃতদেহ।

ধ্বস্তবিধ্বস্ত দন আর কুবান ডিভিশনগুলোর মধ্যে কোনো কোনো রেজিমেণ্টে প্রায় অর্ধেক সৈন্যই খোয়া গেছে। এই অবস্থায় ওরা সব নদী পার হয়ে ওপারে চলে গেল। কিন্তু ২৪শে তারিখ ভোরবেলা বুদিওনির প্রধান বাহিনীও সেখানে এসে হাজির, ওদের অনুসরণ করে এসেছে। সেই যে কাঠের পুলটা —তেপ্‌লভের ক্যাডেট আর পাদ্রী ডিট্যাচমেণ্টের লোকেরা যে পুলের পাহারায় ছিল—সে পুলটা ওরা উড়িয়ে দেবার সময় পায়নি, ছেড়ে চলে গিয়েছিল।..... শহর থেকে কয়েকটা ব্যাটারি গোলা দাগছে, থামের মতো কাদা আর জল উঠছে নদী থেকে। ঘোড়ায় চড়ে পুলের কাছে এসে বুদিওনি দেখলেন যে পুলটা নেহাতই ফঙ্গবেনে। রুপোর বিউগ্‌লওলাদের ডেকে পাঠিয়ে তিনি হুকুম

দৃঢ়তা আর নমনীয়তা অর্জন করল। ভাঙাচোরা, কর্মহীন কলকারখানার শ্রমিক সম্প্রদায় আর রূপকথা-বিলাসী কৃষকের দল—দুর্ভিক্ষ মহামারী আর অর্থনৈতিক সর্বনাশের সঙ্গে যুঝতে যুঝতেই তারা তখন দেনিকিনের প্রথম শ্রেণীর বাহিনীকে পর্যুদস্ত করেছে, ধাওয়া ক'রে চলেছে তাদের পিছু পিছু; পেত্রোগ্রাদের প্রবেশপথেই যুদেনিচের বিদ্যুত-বাহিনী ওদের হাতে প্রতিরুদ্ধ, আঘাতের চোটে তারা পিছু হটছে এস্তোনিয়া মুখো; কোলচাকের বিরাট আর্মিকে ওরা ছত্রভঙ্গ ক'রে ছড়িয়ে দিয়েছে সাইবেরিয়ান তুষারের মাঝখানে, বন্দী করেছে 'সর্ব রুশিয়ার শাসনকর্তাকে', তারপর তাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে; সুদূর প্রাচ্যে জাপানীদের ওরা পিছু হটতে বাধ্য করেছে। ওদের প্রেরণা দিচ্ছে লেনিনের ধ্যান-ধারণা—শুধুই ধ্যান-ধারণা, কারণ রুশিয়াতে তখন খাবারও কিছু নেই, পরারও কিছু নেই। তারই প্রেরণায় ওরা বিশ্বাস করেছে যে, ওদের শক্তি সারা পৃথিবীর চেয়েও বেশী; বিশ্বাস করেছে যে, দারিদ্র্য-জীর্ণ রাষ্ট্রের ধ্বংসাবশেষের ওপর ওরা অদূর ভবিষ্যতেই এক ন্যায়ানুগ কমিউনিস্ট সমাজ গড়ে তুলতে পারবে।

পাওয়া যাবে সেখানে। "আইসক্রীম থাকবে না?"—কাতিয়া জিজ্ঞাসা করল। কিন্তু দেখা গেল যে, ছেলেমেয়েদের কেউই কখনো আইসক্রীমের স্বাদ পায়নি—কিংবা যদি পেয়েও থাকে তো সে এত ছেলেবেলায় যে কিচ্ছু মনে নেই।

শারীরিক শক্তি কাতিয়াকে এখন খুব হিসেব করেই খরচ করতে হয়। একদিন ভরা কলসী নিয়ে উঠোনে যাচ্ছিল, হঠাৎ মাথা ঘুরে মনে হল কলসীর ভার আর সইতে পারবে না—তাড়াতাড়ি কলসী নামিয়ে রেখে দেওয়ালে ভর দিয়ে দাঁড়াল। সে যাই হোক, শিল্পকলা সম্বন্ধে বক্তৃতার প্রোগ্রামটা আর অগ্রসর হয়নি এ একটা সৌভাগ্যের কথা : মস্কোতে লোকই নেই, দিনে দিনে খালি হয়ে যাচ্ছে, আর্বাত স্কোয়ার থেকে স্ত্রাস্ত্নয় স্কোয়ার পর্যন্ত হেঁটে গেলেও কারুর সঙ্গে দেখা হবে না। কিন্তু যুদ্ধে তখন জিত হচ্ছে, 'ইজ্ভেস্তিয়া' কাগজে প্রতিদিনই কোনো না কোনো সামরিক সাফল্যের সংবাদ বার হয়। কাস্তরনাইয়ার রন্ধ্রপথে লাল ফৌজ প্রশস্ত স্রোতের আকারে দনবাস এলাকায় প্রবেশ করছে, ওদিকে কৃষক বিদ্রোহের ঢেউ লেগে গিয়েছে হোয়াইটদের পশ্চাদ্ভাগে। যুদ্ধ আর দুর্ভোগ শেষ হতে আর দেরী নেই।

একদিন সন্ধ্যাবেলা কাতিয়া ঘরে বসে আছে। আটটা বেজে গেছে তবু রাত্রের আলো জ্বালেনি—জ্বলন্ত 'ভোমরা'-র আধ-খোলা মুখ থেকে যা আলো আসছে তাই যথেষ্ট। নীচু টুলে বসে বেশ সাবধানে পাতলা কাঠের টুকরো উনুনে ফেলছে কাতিয়া—খাসা পটাপট শব্দে দপ ক'রে জ্বলে উঠছে টুকরো-গুলো। পড়াবার সময় ছেলেমেয়েদের কাছে ও যে সৌরশক্তির কথা বলেছিল, টুকরোগুলো যখন সেই শক্তি দিয়েই গড়া, তখন অমনধারা জ্বলবে বৈকি।

বসে বসে কাতিয়া দস্তএভ্স্কি-র 'ক্রাইম এন্ড পানিশমেণ্ট' বইটা পড়ছে। উঃ, তখনকার দিনে মানুষের জীবনে কি কোনো আশাই ছিল না? বইয়ের পাতায় আঙুল গুঁজে আগুনের শিখার পানে চেয়ে থাকে কাতিয়া। 'বল্শয় প্রসপেক্ত' রাস্তার ওপর কাঠের তৈরী রেস্তোরাঁটাতে স্বিদ্রিগেইলভ যে-রাত কাটাল, কী ভীষণ সে রাত! ঠিক ঐ রেস্তোরাঁতেই কাতিয়াও একবার গিয়েছিল—শুধু একবার মাত্র—বেসোনভের সঙ্গে। হয়তো সেই একই ঘরে—যে-ঘরে বসে-বসে আশাহীন দীর্ঘসূত্রতায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়েছিল স্বিদ্রিগেইলভ, আর মনে মনে জেনেছিল যে, জীবনের প্রতি আতঙ্ক আর বিরক্তি ও কোনোদিন জয় করতে পারবে না।

সে অভিশাপ আজ চূর্ণবিচূর্ণ—জ্বালিয়ে পুড়িয়ে হাওয়ায় উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তাকে। আজ মানুষ নিশ্চিন্ত মনে বসে বসে অতীতের কাহিনী পড়ে যেতে পারে, আগুনে কাঠের টুকরো ফেলতে ফেলতে বিশ্বাস রাখতে পারে যে সুখ আসবে।

বেতালা পায়ের শব্দ এল গলিপথ থেকে—মাস্লভের সঙ্গে মন্ত্রণা করতে আরও লোক এল বোধ হয়। আজকাল রাত্রিবেলা নানান ধরনের লোক আসে মাসলভের কাছে, তাদের রুদ্ধ বাগবিতণ্ডার শব্দ কাতিয়ার ঘরেও পৌঁছায়। অভ্যাগতদের রান্নাঘর পর্যন্ত বিদায় ক'রে দিয়ে মাসলভ একবার কাতিয়ার দরজায়

অন্তরেই প্রবেশ করেছে, বিদীর্ণ করে দিয়েছে হৃদয়টাকে। মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াল তৎক্ষণাৎ, ভাবল চলে যাবে। কিছুই তাহলে ভুলতে পারেনি! এই স্বর তো সেই প্রিয় স্বরেরই মতো—যে স্বর স্তব্ধ হয়ে গেছে চিরকালের জন্যে—আজ এই স্বরই আবার ওর অতীত শোকটাকে জাগিয়ে তুল্ল, ফিরিয়ে আনল সেই আগেকার নিরর্থক যন্ত্রণা। .....নিঃসঙ্গ মানুষের কাছে স্বপ্নের ভেতর দিয়ে এমনি করেই ফিরে আসে বহু-বিস্মৃত কত স্মৃতি; মানুষ চোখের সামনে দেখেঃ বনের মধ্যে নিভন্ত অঙ্গারের আলোয় আলোকিত আশ্চর্য এক কুটির, আর অঙ্গারের পাশে বসে হাসছেন তার স্বর্গতা জননী—যেমন হাসতেন সুদূর শৈশবের দিনে। হাত বাড়িয়ে ও তাঁকে ধরতে চায়, ফিরিয়ে নিয়ে আসতে চায় জীবনের মাঝখানে, কিন্তু ছুঁতে পারে না— নীরবে বসে বসে মা শুধু হাসেন; তখন বোঝে যে এ শুধু স্বপ্ন—অমনি মনের গভীর থেকে চোখের জল বেরিয়ে আসে, নিদ্রিত মানুষের বুকটা যেন উথালপাথাল করতে থাকে।

কাতিয়ার মুখের ভাবে কী যেন দেখে দরজার ধারে একজন স্ত্রীলোক বলে উঠলঃ

"ওগো, তোমরা দিদিমণির জন্যে একটু পথ ক'রে দাও, আমাদের চাপ উনি সইতে পারছেন না।....."

ওরা কাতিয়াকে ঘরে যাবাব পথ করে দিল। ওকে ঘরে ঢুকতে দেখে টেবিলের ধারে ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা মানুষটি মাথা তুল্লেন, তাঁর গম্ভীর মুখটা দেখতে পেল কাতিয়া। মানুষটির বিস্ফারিত কালো চোখে আনন্দের আলো তখনো ফুটতে পাযনি, তার আগেই কাতিয়া একেবারে থর থর ক'রে কেঁপে উঠল। ওর মাথা ঘুরছে, মনের মধ্যে সব কিছু এলোমেলো হয়ে আসছে—মনে হচ্ছে ঘরের ভেতরকার কলরবটা যেন বহু দূরে, আর আলোটা যেন অন্ধকার অন্ধকার—ঠিক সেই কলসী নিয়ে সেদিন যেমন হয়েছিল তেমনই।.....ঠোঁটে দোষীর মতো মৃদু হাসি, শ্বাস পড়ছে দ্রুত তালে, হঠাৎ বিবর্ণ হয়ে এল মুখটা, মূর্ছিত হয়ে পড়ল কাতিয়া।.....

"কাতিয়া!" বলে চীৎকার ক'রে উঠলেন নবাগত মানুষটি। লোকের ভিড়েব মধ্যে ঠেলেঠুলে পথ করতে করতে ডাকলেন, "কাতিয়া!"

কাতিয়াকে ওরা পড়তে দেয়নি, চারিদিক থেকে হাত বাড়িয়ে ধ'রে ফেলেছিল। ওর পতনোন্মুখ মুখখানিকে দু হাতের মধ্যে রাখল ভাদিম—ঠাণ্ডা হিম আধখোলা মুখখানি, চোখের পাতার নীচে তারাদুটি ঊর্ধ্বপানে চেয়ে আছে—কী মধুর, কত প্রিয়।

"আমার স্ত্রী, কমরেড্স, ইনি আমার স্ত্রী," ভাদিম বারবার বলে। ঠোঁট দুটি কাঁপছে।.....

ঝোড়ো হাওয়া পেছনে নিয়ে ওরা পথ বেয়ে চলে। কাতিয়ার ক্ষীণ স্কন্ধে হাত রেখে তাকে কাছে টেনে নিয়েছে ভাদিম। সারাটা পথ কাতিয়া খালি

কাঁদে, তবে থামেও ঘন ঘন, থেমে থেমে ওকে চুম্বন করে। পুরো এক বছর ধরে রুশিয়ার সর্বত্র ভাদিম কাতিয়াকে খুঁজে বেড়িয়েছে, তবু ধরে নেওয়া হয়েছে যে, সে বেঁচে নেই—এর কারণ কি সেকথা ভাদিম কাতিয়াকে বোঝাতে আরম্ভ করল। কিন্তু মহা গোলমেলে আর লম্বা সে কাহিনী—এই মুহূর্তে তার দরকারও নেই এতটুকু। 'দাঁড়াও. দাঁড়াও, এ রাস্তা তো নয়!" বলে কাতিয়া মাঝে মাঝে হেঁকে ওঠে, তারপর উল্টো দিকে ঘুরে অন্ধকার, জনশূন্য গলিঘুঁজি ধরে ওরা আবার চলতে থাকে। সে-সব রাস্তায় বাড়ীর চিমনীর ওপর জংধরা বায়ুযন্ত্রগুলো ক্যাঁচকোঁচ করে, আধ-ভাঙ্গা টিন থেকে ঢংঢং শব্দ হয়। জীর্ণ বেড়ার ওপারে বুড়ো লাইম গাছের শাখাগুলি হাওয়ায় দোলে। ঠিক এমনি ধারা আর এক রাত্রে দুঃস্বপ্নগ্রস্ত নিকোলাই গোগোল যেদিন কোটের প্রান্ত বাতাসে উড়িয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে রাস্তা দিয়ে ছুটেছিলেন, সেদিনও হয়তো এই বুড়ো লাইম গাছটা বসে বসে দেখেছিল।

'পুরোনো আস্তাবলের গলি'তে পেঁছালে কাতিয়া বল্লঃ

"এই আমাদের বাসা—মনে আছে তোমার? না, তুমি তো সব সময় সদর দরজা দিয়েই আসতে। জান ভাদিম, আমি সেই আগের ঘরটাতেই আছি।"

ছোট্ট উঠোনটা ওরা তাড়াতাড়ি পার হ'ল। রান্নাঘরের দরজা বন্ধ।

"কী আপদ! এখন আবার দরজা ধাক্কাতে হবে।.....লাগাও, যত জোরে পার ধাক্কা লাগাও।"

হো হো করে হাসল কাতিয়া, তারপর একটু কাঁদল, ভাদিমকে চুমু দিয়ে আবার হাসল। দরজার ওপর দমাদম কিল মারতে শুরু করল ভাদিম।

"কে?" দরজার ওধার থেকে উদ্বিগ্নভাবে শুধাল মাসলভ।

"দরজা খুলুন,' আমি কাতিয়া।"

মাসলভ দরজা খুল্ল। কাঁচের চিমনি দেওয়া টিনের আলোটা ওর হাতে, হাতটা কাঁপছে। কাতিয়ার পেছনে একজন মিলিটারি পুরুষ দেখে ও চমকে পিছু হটল—গালটা কুঁচকে রেখা ফুটে উঠল লম্বালম্বি, ঘৃণায় চোখ দুটো ছোট হয়ে এল।

"ধন্যবাদ" বলে নিজের ঘরের দিকে ছুটল কাতিয়া—ভাদিমের হাত হাতেই ধরে আছে। ঘরে যখন ঢুকল তখনও উত্তাপের রেশ রয়েছে ঘরের মধ্যে।

"তোমার কাছে দেশলাই আছে?" ফিসফিস করে কাতিয়া বল্ল।

"আছে", জবাব দিল ভাদিম। উত্তেজনায় ওর স্বরও একেবারে চাপা।

কাতিয়া আলো জ্বালল—খালি টিনের মধ্যে সামান্য একটু শিখা—কিন্তু সারা রাত পরস্পরের পানে চেয়ে থাকবার পক্ষে তাই যথেষ্ট। শালটা খুলতে খুলতে ভাদিমের দিক থেকে একবারও চোখ ফেরায়নি কাতিয়াঃ ভাদিমের চুল একেবারে সাদা, কয়েকটা ভুরু পর্যন্ত পেকে গেছে; মুখের চেহারা আগের চেয়েও পুরুষত্বব্যঞ্জক—তাতে এমন একটা সুকঠোর প্রশান্তির ভাব এসেছে, যা ওর কাছে নতুন ঠেকল, খুব ভালও লাগল। রস্তভে থাকতে যে ভাদিমের কথা ওর মনে

দরজা থেকে পিছু হটতে হটতে মাসলভ ওকে সঙ্গে আসার জন্যে ইশারা করল। ওর দৃষ্টিটা ঠিক মৃগী রোগীর মতো, স্থির হয়ে রয়েছে কাতিয়ার মুখের ওপর। মাসলভের পেছন পেছন গিয়ে কাতিয়া জিজ্ঞাসা করল:

"কি? কি চান আপনি? আমি বুঝতে পারছিনে..."

"আমি আপনাকে সাবধান ক'রে দিতে চাই...যে সর্বনাশে আমি পড়েছি সেটাকে যেন খুব বড় ক'রে দেখবেন না...আসলে ওটা সর্বনাশই নয়...আপনি নিশ্চয় সব কথা শুনেছেন...সারা জেলায়ই তো লাফালাফি, নাচানাচি শুরু হয়ে গেছে...কিন্তু এত তাড়াতাড়ি নাচলেই কি আর হয়..."

"আপনি কিসের কথা বলছেন জানিনে," ক্রুদ্ধ স্বরে জবাব দিল কাতিয়া। "তবে দয়া ক'রে আর আমার দরজা ধাক্কাবেন না..."

"মিথ্যে কথা বলবেন না! সব আপনি জানেন...আপনি কি চীজ তাও এবার বুঝেছি। প্রথম কথা বলে রাখি, আমার পার্টি কার্ড যেন বাতিল হয়নি এমন ভাবেই চলবেন আমার সঙ্গে...তাতেই আপনার সুবিধা..." (ওর গলাটা কেমন ঘড়ঘড় করে উঠল—যদিও কথা বলার ধরন বেশ শান্ত।) "কিছুই বদলায়নি, বুঝেছেন? দ্বিতীয় কথা—আপনার রাতের অতিথিকে এখুনি বিদায় দিতে হবে।..কেন জানতে চান? এই যে এই জন্যে..." (বোতামশূন্য তেলচিটে জ্যাকেটের পাশের পকেট থেকে একটা চেপ্টা পিস্তল বার ক'রে হাতের তালুর ওপর রাখল—যাতে কাতিয়া দেখতে পায়)। "আর শেষ কথা, আমার আপনার পুরোনো সম্পর্কই পুনঃস্থাপিত হবে।..."

কাতিয়া একেবারে থ, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু চোখ পিটপিট করে। দরজায় এক ধাক্কা মেরে রশচিন বাইরে এল।

"আমার স্ত্রীর সঙ্গে আপনার কি দরকার?"

মাসলভ মুখচোখ এমনভাবে কোঁচকাল যে, কান পর্যন্ত শুধু রেখাই দেখা যায়। নীচু হয়ে বাতিটা মাটিতে বসাল। অন্য হাতে রিভলবারটা কিন্তু আছেই, অনবরত নাড়াচাড়া করছে।

"এই, ওটা রেখে দিন!" রশচিন বল্ল। ওর কাছে গিয়ে টান মেরে রিভলভারটা কেড়ে নিল, নিয়ে নিজের গ্রেটকোটের পকেটে রাখল। "কাল এটাকে জেলা গোয়েন্দা অফিসে জমা দিয়ে দেব, সেখান থেকে নিয়ে নিতে পারবেন। ফের যদি আমাদের দরজার কাছে আসেন তো ঘাড় ভেঙে দেব।..."

ঘরে ফিরে এল দুজনে। কাতিয়া চুপচাপ আঙুল মটকাচ্ছে। রশচিন ওকে কোট খুলতে সাহায্য করল।

"ব্যাপারটা বেশ বোঝা যাচ্ছে কাতিয়া, ও আর কখনো নাক গলাতে আসবে না। যুদ্ধক্ষেত্রে এক মাসলভের কথা শুনেছিলাম, ফৌজের মনোবল নষ্ট করার চেষ্টা করত—এ নিশ্চয়ই সেই মাসলভ।"

অস্থির মনে কাতিয়া আর্ম-চেয়ারে বসেছিল। গা থেকে গ্রেটকোট নামিয়ে রশচিন চেয়ারের পাশে মেঝের ওপর বসে পড়ল, মাথাটা রাখল কাতিয়ার কোলে।

মস্কোয় তখন রেশন দেওয়া হচ্ছে জই। প্রজাতন্ত্রের রাজধানীতে ১৯২০ সালের শীতকালের মতো এমন দুঃসময় আর কখনো আসেনি। হাতের কাছে লোকবল যা ছিল সবই লালফৌজের আক্রমণের কাজে খরচ হয়ে গেছে। হোয়াইটদের জমানো কয়লা আর শস্য যা কিছু দখল করা হয়েছিল, সে সবও নিঃশেষিত। তার ওপর কসাক আর ভলাণ্টিয়ারের দল উর্বর এলাকাগুলোকে এমনভাবে ছারখার করে দিয়ে গেছে যে, শ্রমিকদের খাদ্য-বাহিনী সে সব এলাকায় বাড়তি শস্য প্রায় খুঁজেই পাচ্ছে না।

'তুষার অভিযানের' বাৎসরিকীর দিন ভলাণ্টিয়ার আর্মি আবার নভরসিস্ক-এর দিকে পশ্চাদ্বর্তন করল—কুবান স্তেপের দুরতিক্রম্য কর্দমে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে রইল পরিত্যক্ত মোটঘাট, কাদায় আটকানো কামান, আর ঘোড়ার লাশ। সব তখন শেষ। পলিতকেশ, ন্যুব্জদেহ আন্তন ইভানোভিচ দেনিকিন ফরাসী টর্পেডো বোটে চড়ে দেশ ছেড়ে চলে গেছেন—এবার থেকে প্রবাসী জীবনযাপন করবেন, আর জীবন-স্মৃতি লিখবেন। ভলাণ্টিয়ার রেজিমেণ্টগুলোর যা সামান্য অংশ অবশিষ্ট ছিল সেগুলোকে ক্রাইমীয়া চালান করা হয়েছে। এতদিন পরে দন আর কুবান কসাকদের চৈতন্য হয়েছে যে তারা নিষ্ঠুর প্রতারণার ফাঁদে পড়েছিল; ভরোনেঝ থেকে নভরসিস্ক পর্যন্ত বিস্তীর্ণ কত অসংখ্য কবর—নামগোত্রহীন—সেগুলিই আজ তাদের একগুঁয়েমির দেনা শোধ করছে।

মস্কোতে তখনো শীত, মার্চের ঝড়-ঝঞ্ঝায় শহর একেবারে তুষারাস্তীর্ণ। বেড়াটেড়া, আসবাবটাসবাব অনেক কিছুই জ্বালানো হয়ে গেছে। কল-কারখানা সব বন্ধ। অফিসে অফিসে কর্মচারীরা গুটিসুটি বসে আছে, পেন্সিল ধরার চেষ্টায় ফুলো ফুল্লো আঙুলে ফুঁ পাড়ছে—কালিটালি সব জমে পাথর হয়ে গেছে, গরম না পড়লে আর গলবে না। লোকের হাতে রেশনের থলিটি একেবারে বাঁধা, আস্তে আস্তে পথ হাঁটে—বাসা থেকে অফিস পর্যন্ত যেতে সকলকেই প্রায় পথের মধ্যে খানিকটা জিরিয়ে নিতে হয়—কোনো বরফ-গাদায় ঠেস দিয়ে দাঁড়ায়, নয়তো কোনো দরজার আড়ালে আশ্রয় নেয়। তার ওপর অনাহারের যন্ত্রণায় সকলে একশেষ—লোকে কচি শুয়োরের স্বপ্ন দেখে, যেন সুগন্ধি পার্সলি শাকের গুচ্ছ দাঁতে ধরে নরম সেদ্ধ শুয়োরছানাটা একেবারে ডিশে করে হাজির; ঘুমোতে ঘুমোতেই মানুষ শূন্যে কামড় দেয়, ভাবে যেন ইয়া পুরু হ্যাম আর সেদ্ধ ডিম চিবোচ্ছে। কিন্তু মনের মধ্যে সবাইয়ের দারুণ উত্তেজনাঃ রক্তাক্ত প্রতিবিপ্লবের নাছোড়বান্দা রাক্ষসটা টুঁটি টিপে ধরেছিল, কিন্তু আজ তাকে শেষ ক'রে দেওয়া হয়েছে, জীবন এখন সামনে এগিয়ে চলেছে। আর কয়েক মাস দুঃখকষ্ট সহ্য করতে পারলেই আবার রুটি পাওয়া যাবে। তারপর সৈন্যদল থেকে ছাড়া পেয়ে লালফৌজের সিপাহীরা লাগবে শান্ত মেহনতের কাজে—যা ধ্বংস হয়েছে, তা ফিরিয়ে আনবে, গড়ে তুলবে নতুন জীবন। সমস্ত যন্ত্রণা, শতাব্দীর পর শতাব্দী-ব্যাপী অত্যাচারের সমস্ত তিক্ততা—সব মুছে যাবে মানুষের মন থেকে।

দাশার ইচ্ছা সার্থক—ওরা সবাই আবার এক হয়েছে। রশ্‌চিন আর তেলেগিন অল্পদিনের ছুটি পেয়েছিল, দাশার হাসপাতাল ট্রেনে চড়ে মার্চের এক শীতার্ত প্রভাতে তারা মস্কো এসে পেঁছাল। শহরের আকাশ ঘিরে ধূসর রঙের মেঘ চলেছে, ছাতে ছাতে বরফ গলছে, ছুঁচলো বরফের বড় বড় টুকরো খসে খসে পড়ছে। গুরুভার, সুগন্ধ বাতাসে কেমন যেন অস্থির চঞ্চলতা।

কাতিয়া ওদের নিতে এসেছিল। গাড়ীর জানলা থেকে ওকে প্রথমে দেখতে পেয়ে গাড়ী থামার আগেই লাফ দিয়ে নেমে পড়ল ভাদিম। কাতিয়ার চোখে, মুখে, হাসিতে, দেহের সর্বাঙ্গে খুশি যেন উপছে পড়ছে। ইঞ্জিনের ধোঁয়ার লোহার থামগুলো ঢাকা পড়ে গেছে—সেই ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে ও ভাদিমের দিকে ছুটল। ডিসেম্বরে ওকে যেমন দেখেছিল, তার চেয়েও যেন সুন্দর দেখাচ্ছে বলে ভাদিমের মনে হল। ওদের প্রণয়-জীবনের সবখানিই তো এই এমনি ধারা সংক্ষিপ্ত সাক্ষাতের মধ্যে। দেখা হবা মাত্র ওরা দুজনে এক পাশে সরে গিয়ে ঘড়িটার নীচে দাঁড়াল। কিন্তু নিজের সম্পত্তি না দেখালে দাশার আর চলে না, তেলেগিনকে দেখে কাতিয়া তারস্বরে আনন্দ জানাবে, তবে তো? টানতে টানতে তেলেগিনকে নিয়ে এল ওদের কাছে।

"দেখ দেখ একবার চেয়ে দেখ কাতিয়া। কি রকম বদলেছে দেখেছ? পিতার্সবুর্গে থাকার সময় মনে হ'ত ওর মুখটাতে কি যেন একটা ফাঁক রয়ে গেছে। ...চোখদুটোও এখন বদলেছে।...কিছু মনে কোরো না ইভান—কিন্তু সেবার স্টীমারে করে যখন সামারা গেলাম, তখন তোমার চোখদুটো ছিল একেবারে ফিকে নীল, একটু বোকা বোকাও বটে। আমার তো একটু ভাবনাই হয়েছিল। ...কিন্তু এখন একেবারে ইস্পাতের মতো....."

কাতিয়ার সামনে দাঁড়িয়ে তেলেগিন শুধু আবেগভরে শ্বাস ছাড়ে—ধীরে ধীরে, টেনে টেনে। ওকে দেখে কাতিয়ারও খুব ভাল লাগল—বেশ একটা সুপরিচিত স্থির, প্রশান্ত ভাব আছে তেলেগিনের।

"ও কেমন ধারা লোক শুনবে? শুধু একটা ঘটনা বলছিঃ কি করেছে জান? যখন যেখানে লড়াইয়ে গেছে, এমন কি মামন্তভের পেছনেও যখন ঘোড়ায় চড়ে ধাওয়া করেছে—তখনও জিনের থলির মধ্যে একটি জিনিস কখনো দূরে রাখতে ভোলেনি। কি জিনিস বলতে পার? চীনেমাটির বেড়ালছানা একটা আর কুকুরছানা একটা—জারিতসিনে আমাদের দ্বিতীয় বিয়ের দিন ওটা আমাকে দিয়েছিল.....মানে ও দুটো আমার খুব পছন্দ ছিল কিনা....."

গাড়ী থেকে লাফিয়ে নেমে কাতিয়ার কাছে ছুটে এল কুজমা কুজমিচ—দুহাতে ওর হাতটা ধরে নাড়ছে তো নাড়ছেই। পরিষ্কার করে কামানো লাল মুখটা খুশিতে আর ভালবাসায় একেবারে চকচক করছে; সার্জনের শাদা কোট গায়ে ওর চেহারাটা এমন মোটাসোটা আর তেল-চিকচিকে যে, আশেপাশের রোগা রোগা মানুষজন সব ওকে দেখে মুখই বেঁকাল।.....

"একাতেরিনা দেবী, ঐ ক'দিনের মধ্যে আপনিও আমার প্রিয়জন হয়ে গেছেন,

পীট, তারপর জল-বিদ্যুত শক্তি আর কয়লা। যুদ্ধ জিতেই বিপ্লব যদি শান্ত হয়ে যায়, বিপ্লবী তত্ত্বগুলিকে তৎক্ষণাৎ কাজে লাগাতে আরম্ভ না করে, তাহলে সে-বিপ্লব দমকা হাওয়ার মতোই উড়ে চলে যাবে। আজ এখানে আমাদের মধ্যে বসে আছেন ভ্লাদিমির ইলিয়িচ লেনিন—আমার আজকের বক্তব্যের প্রেরণা তাঁর কাছ থেকেই পেয়েছি। বিপ্লবের বিকাশের জন্যে তিনি অতি-সংক্ষেপে একটা সার কথা সৃষ্টি করে দিয়েছেনঃ 'কমিউনিজ্‌ম হচ্ছে সোবিয়েত শাসনের সঙ্গে বিদ্যুত-ব্যবস্থার যোগফল'।"

"লেনিন কই?"—পাঁচতলার গ্যালারি থেকে নীচের দিকে চেয়ে কাতিয়া শুধাল। ওর রোগা হাতটা সারাক্ষণই হাতের মধ্যে ধরে রেখেছে রশচিন—সে ফিসফিস ক'রে জবাব দিলঃ

"কালো কোট গায়ে ঐ উনি--ঐ যে খুব তাড়াতাড়ি কি নোট করছেন, এই এবার মাথা তুলে নোটটা টেবিলের ওদিকে ছুঁড়ে দিলেন.....ঐ উনিই লেনিন। আর একেবারে শেষে রোগা মতো লোকটি, কালো গোঁফ, উনি স্তালিন, দেনিকিনকে উনিই ঠাণ্ডা করেছেন।....."

বক্তা বলে চলেছেনঃ

"রুশিয়ার কালাতীত স্তব্ধতার মধ্যে যেখানে যেখানে লক্ষ কোটি টন পীট লুকিয়ে আছে, যেখানে জলপ্রপাত আছে কিংবা বেগবতী নদী বয়ে যাচ্ছে, সেখানে আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করছি—সমাজতান্ত্রিক মেহনতের পক্ষে এগুলো হবে এক একটা আলোকস্তম্ভ। শোষণকারীদের জোয়াল ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে রুশিয়া—চিরকালের জন্যে—এখন বৈদ্যুতিক আগুনের অনির্বাণ দীপ্তিতে দেশকে আমাদের ভাস্বর করে তুলতে হবে। যে মেহনত ছিল অভিশাপের মতো, তাই হবে আশীর্বাদস্বরূপ।"

ভবিষ্যতের বিদ্যুত স্টেশনগুলির দিকে ছড়ি তুলে দেখালেন সভ্যতার নতুন নতুন কেন্দ্রের প্রতীকস্বরূপ বৃত্তগুলিকে স্পর্শ করলেন। অমনি বিরাট মঞ্চের আধা-অন্ধকারের মধ্যে বৃত্তগুলি তারার মতো ঝলসে উঠল। এই রকম কয়েকবার কয়েক মুহূর্ত মাত্র ম্যাপের ওপর আলো জ্বালাবার জন্যে মস্কো বিদ্যুত স্টেশনের সমস্তটা শক্তিই হলের মধ্যে কেন্দ্রীভূত করতে হয়েছিল—এমন কি ক্রেমলিনে পীপল্‌স কমিসারদের অফিসে পর্যন্ত সমস্ত আলো খুলে নিতে হয়েছিল—টিম টিম করে জ্বলছিল শুধু একটি মাত্র ষোল পাওয়ারের বাল্‌ব।

বিপ্লব এখন সৃষ্টির পথে। সে বিপ্লবের এমনি ধারা সম্ভাবনার কথা—যা শুনলে মাথা ঘুরে যায়, অথচ যা কাজে পরিণত করা সম্পূর্ণ সম্ভব—হলের সমস্ত মানুষ দম বন্ধ করে সেই কথাই শুনছে। তাদের বুলেটবিক্ষত কুর্তা আর মিলিটারী গ্রেটকোটের পকেটে শুধু কয়েক মুঠো জই—সেদিন রুটির বদলে তারা ওই পেয়েছে।

"উনি যা বলছেন তার মর্ম খুব ভালই বোঝেন", আস্তে আস্তে দাশাকে বলল তেলেগিন। "আমি চিনি ও'কে, বেশ চিনি—উনি এঞ্জিনীয়ার। যুদ্ধ শেষ